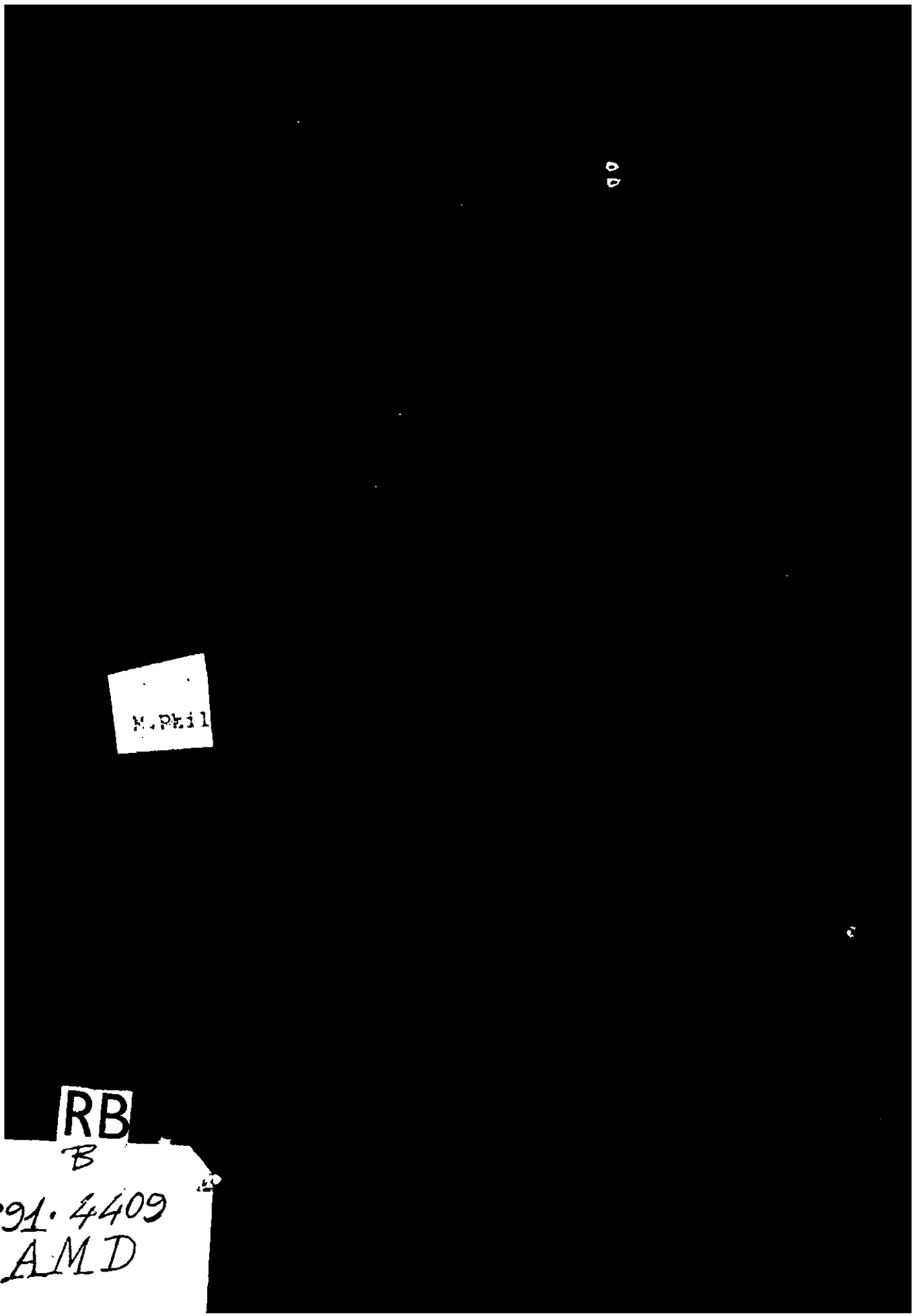

M.Phil

RB
B
891.4409
AMD

Dhaka University Institutional Repository

M.Phil.

400836

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঃ
জীবন ও তাঁর সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা

এম ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপক
মুহাম্মদ রুহুল আমিন
রেজি. নং ৯১/ ৯৭-৯৮

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ঃ
জীবন ও তাঁর সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা

এম ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপক
মুহাম্মদ রুহুল আমিন

তত্ত্বাবধায়ক
ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন
পিএইচ. ডি (ঢা.বি), এম.এ, বি.এ অনার্স (ঢা.বি)
ডি. এইচ (ঢাকা), ডি. টি (মুলতান)

অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন : অফিস ৯৬৬১৯২০-৫৯
এক্স. ৪৩১০, ৪৩১৭

Dr. A H M Mujtaba Hossain
Ph. D (D.U), M. A, B. A Hons. (D.U)
D. H (Dhaka), D. T (Multan)

PROFESSOR & CHAIRMAN
Department of Islamic Studies
University of Dhaka, Bangladesh.
Phone : Off. 9661920-59
Ext. 4310, 4317

Ref. .....

Date .....

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম ফিল গবেষক জনাব মুহাম্মদ রুহুল আমিন কর্তৃক এম ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত 'ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঃ জীবন ও তাঁর সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি গবেষকের মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। আমি এ গবেষণাকর্মের পাণ্ডুলিপি আদ্যান্ত পড়েছি এবং এম ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

২৮/১২/২০০২

(ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন)
প্রফেসর, চেয়ারম্যান ও তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Res. : 25 Baddanagar Lane, Hazaribagh, Dhaka-1205. Phone : 9661365, 505278

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঃ জীবন ও তাঁর সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে বিশেষভাবে অত্র গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইনের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ করতে সময়োচিত উপদেশ ও সহৃদয় সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। বিভাগীয় সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী আমাকে গবেষণা কাজে পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করায় তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ছেলে জনাব আ জা ম তকীয়্যুল্লাহ্ ও তাঁর জামাতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর এমিরিটাস ড. সিরাজুল হক গবেষণা সহায়ক বিভিন্ন গ্রন্থ, শহীদুল্লাহ্ সম্পর্কিত দুলর্ভ তথ্যাবলী এবং সহায়ক পরামর্শ প্রদান করেছেন। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁদের দীর্ঘায়ূ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর গবেষণার পরিকল্পনা, তথ্যসূত্র লিখন পদ্ধতি ও বিন্যাসরীতি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা দিয়ে গবেষণাকর্মকে সহজবোধ্য করেছেন। এ অভিসন্দর্ভ রচনায় তাঁর আন্তরিক পরামর্শ আমার কাজকে সহজতর ও সুচারু করেছে। তাঁর কল্যাণকর উন্নত জীবন কামনা করছি।

আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী দুর্বাটি এম. ইউ কামিল মাদ্রাসার সুযোগ্য অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওঃ মুহাঃ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ এবং আমার মসজিদের মুহতারাম মুতাওয়াল্লী হাজী আহসান উল্লাহ্ প্রয়োজনীয় ছুটি মঞ্জুর করে গবেষণায় বিশেষ অবদান রেখেছেন।

বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ভাষা সাহিত্যের পরিচালক জনাব মুহাম্মদ সিরাজউদ্দীন, গ্রন্থগারিক উপপরিচালক সাহিদা খাতুন, কর্মকর্তা জনাব মাসুদুর রহমান এবং ক্যাটালকার জনাব মোঃ আঃ রশীদ গবেষণা সহায়ক গ্রন্থাবলী সংগ্রহে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের গবেষণা পরিচালক জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমীন এবং দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের পরিচালক জনাব সিরাজুল হকের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। তাঁরা গবেষণা সহায়ক গ্রন্থাবলী ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন।

কম্পিউটার কম্পোজ ও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে আমার সুপ্রিয় বন্ধু এলজিইডির হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব রফিকুল ইসলাম এবং জনাব মোঃ রেজাউল করিম লিটন আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরী, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আমাকে বাধিত করেছেন। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহকারী লাইব্রেরীয়ান, থিসিস সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত জনাব আবুল খায়ের এবং ফটোকপির দায়িত্বপ্রাপ্ত জনাব আবু তাহের বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। এম.ফিল গবেষণা শাখায় দায়িত্বরত সর্বজনাব লোকমান ও মুজিব বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেছেন।

আমার অসুস্থ পরহেজগার পিতা-মাতার আন্তরিক নেক দোয়া গবেষণাকর্ম সম্পাদনায় আমাকে উৎসাহিত করেছে। আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব মোজাম্মেল হক সবসময় আমার অকুণ্ঠ সহযোগী। তাঁর স্নেহঋণ অপরিশোধ্য। আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর, শ্বাশুড়ী এবং স্ত্রী বিভিন্নভাবে এ কাজে আমাকে নিরন্তর উৎসাহ প্রদান করেছেন। এছাড়াও নানাভাবে অনেকে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্বে যে ক'জন বাঙালী লেখক ও সাহিত্যিক পাশ্চাত্য প্রভাবিত সমাজে দিনাতিপাত করেও নিজস্ব সাহিত্য, সংস্কৃতি, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালী জাতিকে আলোর দিশা দেখিয়েছেন; সেই নবজাগরণের পথিকৃতদের অন্যতম হলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ । তাঁর রচনাবলীতে ইসলামের জীবন দর্শন ও রূপরেখা চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে । আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গোলাম মোস্তফা তাঁর কাব্য ও প্রবন্ধে ইসলামের বিশ্বজনীন ভাবধারার সুন্দর প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছেন । কিন্তু ড. শহীদুল্লাহ্‌র তুলনামূলক আলোচনায় ইসলামী জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার যে সার্বিকরূপ ও শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে এবং তিনি যেভাবে অন্য ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন, তা গোলাম মোস্তফার সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় না ।

ড. শহীদুল্লাহ্ সারাটি জীবন অধ্যায়ন ও অধ্যাপনায় অতিবাহিত করেন, তা সত্ত্বেও তিনি কোন সময় সমাজ থেকে দূরে ছিলেন না । যখনই সমাজের প্রয়োজনে তাঁর ডাক পড়তো, তখনই তিনি সানন্দে সাড়া দিতেন। তিনি জীবনে কত যে সভা-সমিতি, সম্মেলন ও অনুষ্ঠানে যোগদান করে, আর কত যে ভাষণ-অভিভাষণ দেন, কত যে ওয়াজ নসীহতের মাহফিলে যোগদান করেন, তার লেখাজোখা নেই । তিনি বহু সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে সমাজের প্রভূত খেদমত সাধন করেন । দেশ, শিক্ষা ও ধর্ম সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেন । মুসলিম সমাজে প্রচলিত অনেক কুসংস্কার দূরীভূত করার জন্যেও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন । ড. শহীদুল্লাহ্ আজীবন মাঠে-ঘাটে, মসজিদ, মক্তবে, সভা-সম্মেলনে ইসলামের মর্মবাণী প্রচার করেন । তাঁর আদর্শ ও চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান ও অমুসলমান ধর্মের সৎ পথ খুঁজে পায় এবং জীবনে শান্তি লাভ করে ।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ধর্ম সাধনার সাথে ইসলাম প্রচার ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিল । তাঁর ধর্ম পালন কাজটি জীবনের অধিকাংশ সময় জুড়ে যেভাবে ধর্ম জীবনকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রেও নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে । মুসলমানদের মধ্যে ধার্মিক ব্যক্তির অভাব নেই । কিন্তু ধর্ম প্রচারকের অভাব অত্যন্ত প্রকট । অথচ ইসলাম প্রচার হযরত মুহম্মদ (সা)-এর জীবনের একটি প্রধান কাজ বলে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রত্যেক উম্মতের জন্য 'সুন্নত', কোন কোন 'ফকীহ' বা মুসলিম আইনবিদদের মতে এটা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য 'ফরজ-ই-কিফায়া' বা সার্বজনীন কর্তব্য ।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ জীবনাচরণে ও সাহিত্য চর্চায় আপাদমস্তক ইসলামী অনুশাসনের অনুসারী । ইসলামের অকাট্যতা ও পূর্ণাঙ্গতাকে প্রশ্নাতীত করতে তিনি আজীবন ইসলাম চর্চা করেছেন । কর্মজীবনে শিক্ষা ও গবেষণায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখলেও তিনি জাতীয় শিক্ষকের মর্যাদায় ভূষিত । জাতির সর্বোপরি কল্যাণের অংশ হিসেবে নিজেকে সবসময় নিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন । তাঁর জীবনের বহুধা সংগ্রাম আমাদের সাহসী, সৎ ও সমাজের কল্যাণে উৎসাহিত করে । ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সামগ্রিক

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত । ইসলামী ভাবধারায় তাঁর সাহিত্য চর্চা ও জীবনধারা একীভূত হয়ে আছে।

ড. শহীদুল্লাহ্‌কে নিয়ে বিভিন্নভাবে লেখালেখি হলেও এ সুদীর্ঘ সময়ে তাঁর ইসলামী ভাবধারা নিয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন গবেষণাকর্ম হয় নি । জ্ঞানের জগতে এ মনীষীর অবদান মূল্যায়নে জাতি হিসেবে আমাদেরকে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করবে । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁর শিক্ষকতায় অন্যকথায় ইসলামী প্রচারণায় সম্মোহিত হয়েছে । শিক্ষকতা মূল পেশা হলেও তাঁর জীবনের অন্যান্য কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে তিনি ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ও প্রচারক। সঙ্গতকারণে তাঁর জীবন ও সাহিত্যের ইসলামী ভাবধারা আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে ।

ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান এ ব্যক্তিত্বের ইসলামী চেতনাবোধকে উপস্থাপনের নিমিত্তে বিভিন্ন শিরোনাম ও উপশিরোনামের আওতায় এ গবেষণাকর্মকে তিনটি অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে ।

জীবনধারা অধ্যায়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র জীবনের বিভিন্ন দিকের পূর্ণাঙ্গ অথচ সংক্ষিপ্ত তথ্য উপাত্ত নির্ভর সারগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে । প্রথম অধ্যায় হিসেবে বিন্যস্ত এ অংশে তাঁর জন্ম ও বংশ পরিচয়, বংশ তালিকা, সন্তানদের নাম ও পরিচয়, শৈশবকাল ও শিক্ষা জীবন, উচ্চতর ডিগ্রী ও বিদেশ যাত্রা, শিক্ষকবৃন্দ, সহপাঠী উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব, বিবাহ ও সংসার জীবন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ইসলামী ভাবধারা, ইসলামী চিন্তাধারা, সমাজ জীবনে ইসলামী চিন্তাধারা ও ইন্তিকাল প্রসঙ্গে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে ।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কর্মমুখর জীবনের অধিকারী মনীষী । *কর্মজীবনে ইসলামী ভাবধারা* শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিক্ষকতা, সাহিত্য সাধনা, ইসলাম প্রচার, ইলমে তাসাউফ সাধনা, জাতীয় জাগরন, নবরাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অবদান ইত্যাদি শিরোনামে সারগর্ভ আলোচনায় তাঁর জীবনে ইসলামী চেতনাবোধ ও ভাবধারা সুস্পষ্ট করার প্রয়াস চালানো হয়েছে ।

তৃতীয় অধ্যায় : *সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা* । ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র রচনাবলীর মূল উৎস ইসলাম । সাময়িক পত্র সম্পাদনা, প্রবন্ধ সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, শিশু সাহিত্য ও পাঠ্যপুস্তক রচনা, গল্প ও কবিতা ইত্যাদি মূল শিরোনামের উপশিরোনামে আলোচনা উপস্থাপন করে ড. শহীদুল্লাহ্‌র সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারাকে সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে ।

উপসংহার ও *গ্রন্থপঞ্জির* শেষে তিনটি পরিশিষ্ট সংযোজন করে ড. শহীদুল্লাহ্‌র ব্যক্তিত্বকে অধিকতর স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে । *জীবনপঞ্জি, রচনাপঞ্জি* ও *অভিনন্দনপত্র* শীর্ষক শিরোনামে পরিশিষ্ট ত্রয় সন্নিবেশিত হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রত্যয়নপত্র ৩
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ৪
ভূমিকা ৫-৬
প্রথম অধ্যায় : জীবনধারা ৮-৪৪
জন্ম ও বংশ পরিচয় ৯
বংশ তালিকা ১২
সন্তানদের নাম ও পরিচয় ১৬
শৈশবকাল ও শিক্ষা জীবন ১৬
উচ্চতর ডিগ্রী ও বিদেশ যাত্রা ২১
শিক্ষকবৃন্দ ২৫
সহপাঠী উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ২৫
বিবাহ ও সংসার জীবন ২৬
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ইসলামী ভাবধারা ৩১
ইসলামী চিন্তাধারা ৩৭
সমাজ জীবনে ইসলামী চিন্তাধারা ৪১
ইন্তিকাল ৪২
দ্বিতীয় অধ্যায় : কর্মজীবনে ইসলামী ভাবধারা ৪৫-৭৪
শিক্ষকতা ৪৬
সাহিত্য সাধনা ৫১
ইসলাম প্রচার ৫৭
ইলমে তাসাউফ সাধনা ৬১
জাতীয় জাগরণ ৬৫
নবরাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ৬৭
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অবদান ৭০
তৃতীয় অধ্যায় : সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা ৭৫-১৫০
সাময়িকপত্র সম্পাদনা ৮৩
প্রবন্ধ সাহিত্য ৯১
অনুবাদ সাহিত্য ১১৩
শিশু সাহিত্য ও পাঠ্যপুস্তক রচনা ১৩৯
গল্প ও কবিতা ১৪৭
উপসংহার ১৫১ক, ১৫১খ, ১৫১গ, ১৫১ঘ, ১৫১ঙ, ১৫১চ
গ্রন্থপঞ্জি ১৫২-১৫৫
পরিশিষ্ট - এক : জীবনপঞ্জি ১৫৬-১৬৯
পরিশিষ্ট - দুই : রচনাপঞ্জি ১৭০-২১৫
পরিশিষ্ট - তিন : অভিনন্দন পত্র ২১৬-২২৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

জীবনধারা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
জীবনধারা

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একজন ক্ষণজন্ম পুরুষ। আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে ভারতীয় পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গরাজ্যের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার পেয়ারা গ্রামে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ১০ই জুলাই (বাংলা ১২৯২ সনের ১৭ আষাঢ়) শুক্রবার তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম মরহুম মূন্‌শী মফিজউদ্দীন আহমদ এবং মার নাম হুরুন্নেসা। আকীকার সময় তাঁর নামকরণ হয়েছিল মুহম্মদ ইব্রাহীম, জননীর ইচ্ছাক্রমে অনতিবিলম্বে তা শহীদুল্লাহ্‌তে রূপান্তরিত হয়ে যায়।[১]

তিনি খ্রীস্টীয় তেরো-চৌদ্দ শতকে সিলেট জেলার বিখ্যাত দরবেশ হযরত শাহ্‌জালাল (রহঃ) এর ৩৬০ জন সঙ্গী আউলিয়াদের অন্যতম পীর গোরাচাঁদ ওরফে সৈয়দ আব্বাস আলী মক্কী ও হযরত পেয়ার শাহের আদি খাদিম হযরত শেখ দায়া মালিকের অধঃস্তন বংশধর। দারা মালিক ছিলেন দিল্লীর নিকটস্থ মালিকাবাদের বাসিন্দা। পীরের স্বপ্ন নির্দেশে তিনি বাংলায় আসেন এবং পীরের খিদমতে নিযুক্ত হন। তাঁর ইন্‌তিকালের পরে তাঁর মাজারের চিরাক সুজী ও খিদমতগুজারীর জন্য বাংলাদেশেই থেকে যান। তিনি বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ্ (১৩২৩ খ্রীঃ) মতান্তরে, আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯) প্রদত্ত ১৫০০ বিঘা লাখিরাজ মদদ মাস সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত হন।[২]

তাঁর জন্ম হয় পেয়ার শাহের স্মৃতিযুক্ত পেয়ারা গ্রামে (১০ জুলাই ১৮৮৫)। গ্রামটি পেয়ার শাহ্ খনিত বিশাল দীঘির পাড়ে আম-কাঁঠাল, তাল-তেঁতুল-বাঁশ পরিবেষ্টিত এক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। তাঁর নিজের ভাষায়:

> চব্বিশ পরগণার বারাসাত বসীরহাট বড় রাস্তার উপর দেওলিয়া (বর্তমানে দেবালয় গ্রাম)। সেখান হতে যে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা সোজা দক্ষিণে হাড়োয়ায় গিয়েছে, সে রাস্তার পাঁচ মাইল পার হলেই বাঁ দিকের রাস্তা হয়ে দু'চার রশি দূরে উঁচু পাড় দেখা যায়। সেখানে

---

১. হায়াৎ মাসুদ, 'শহীদুল্লাহ্: তাঁর জীবন, সুকৃতি ও সময়', শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারক গ্রন্থ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ ১৫। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র প্রথম সন্তান মাহযূযা হক লিখেছেন, 'বাবার' মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ নামটা আমার দাদী পসন্দ করে রেখেছেন। আকীকা প্রথমে হয়েছিল 'মুহম্মদ ইব্রাহীম' নামে। কিন্তু দাদী মনে করলেন, শহীদে কারবালার চাঁদে ছেলে তাঁর গর্ভে এসেছিল, এর নাম 'শহীদুল্লাহ্' হলেই ক্ষণজন্মা হবে'। দ্র. মাহযূযা হক, 'ঘরোয়া', মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, *শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থ*, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ ২৯৫।

২. আ. জা. ম তকীয়ুল্লাহ, *ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পরিচিতি*, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মৃতি সংসদ, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository

> একটি ছেলেকেও জিজ্ঞাসা করলে সে বলে দিবে সেটা পেয়ার শাহের দীঘির পাড়। দীঘির পাড় তাল-বেল ও বাঁশ গাছে বোঝাই। দু'চারটা বট, তেঁতুল ও অন্যান্য বড় গাছও আছে।
>
> এ দীঘির দক্ষিণ গাঁয়ে বাঁশ গাছে ঘেরা ছোট একটি গ্রাম। দূর হতে বোধ হয় যেন একটা বাঁশবন। তার মাঝে মাঝে নারিকেল গাছগুলো সাধু সন্নাসীর মত দুনিয়ার সমস্ত মলিনতার উর্ধ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গ্রামটির নাম পেয়ারা। গ্রামটি স্বভাবের শোভায় প্রিয় বটে। দীঘির পেয়ার শাহ্ হতে গ্রামটিরও নাম পেয়ারা। সরকারী কাগজপত্রে শাহ্পুর ওরফে পেয়ারা।[৩]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যে এ খাদিম বংশের একজন। প্রসঙ্গক্রমে তা বলেছেন এভাবে, 'পীরের শেষ খাদিম শয়ম দারা মালিকের বংশের লোক হাড়োয়ার নিকটবর্তী পেয়ারা গ্রামে আজও বসবাস করছে।[৪]

হযরত গোরাচাঁদ ও পেয়ার শাহের প্রাচীন পরিচিতি সূলা পুঁথি-পত্রেও এ হাড়োয়া ও পেয়ারা গ্রামের বিশেষ পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। বসীরহাটের অন্তর্গত 'হাড়োয়া'[৫] গ্রামে হযরত দোরাচাঁদের মাজার ও দরগাহ অবস্থিত। হাড়োয়ার প্রাচীন নাম বার গোপপুর। ফারসী ভাষায় 'হাড়ওয়াড়' শব্দের অর্থ গোরস্থান।

এখানে হযরত গোরাচাঁদের গোরস্থান থেকে নাম 'হাড়োয়া' হওয়া সম্ভব। প্রতি বছর ১২ ফাল্গুন হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদের 'ওরস' বা মেলা বসে। কৌতুহলের ব্যাপার এ দিনে স্থানীয় হিন্দু গোয়ালা সম্প্রদায়ের ভক্তগণ ১২ মন দুধ দিয়ে পীরের পাকা মাথায় ধুয়ে দিয়ে মেলার উদ্বোধন করে। আদিকাল হতেই এ প্রথা প্রচলিত রয়েছে। পীর গোরাচাঁদের কাহিনী থেকে জানা যায়, অন্তিমকালে এ হিন্দু গোয়ালাদের কোন পূর্ব পুরুষ (কালু ঘোষ ও কিনু ঘোষ) পীরের গোর খুঁড়ে ও গোসল দিয়ে সাহায্য করেছিল। সম্ভবতঃ এদেরই বংশধরগণ সেই পূণ্য কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পীরের কবর ধোয়ারার সম্মান পেয়ে আসছে। স্থানটির নাম এ গোয়ালাদের বাসস্থান বলে পরগোপপুর হওয়াও অসম্ভব নয়।

---

৩. মুহম্মদ আবূ তালিব, *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ: শতবর্ষ পূর্তি স্মারক গ্রন্থ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ-৩২-৩৩।

৪. পেয়ার শাহ, 'আমার পূর্ব-পুরুষদের কথা', মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, *ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ: শতবর্ষ পূর্তি স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯-২৭।

৫. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ ২২০।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানটি বালণ্ডা পরগণার অন্তর্গত, 'পীর গোরাচাঁদ'[৬] পুঁথি থেকে আরও জানা যায় মৃত্যুকালে স্থানীয় বাসিন্দারা হিন্দু রাজা চন্দ্রকেতুর ভয়ে পীর প্রার্থিত একটি পান কিংবা সামান্য পোড়ামাটি বা সুরকী দিতে রাজি হয় নি। ফলে পীর বদ্‌দোআ করায় চিরকালের মত পান ও সুরকী পান পাকা বাড়ি থেকে তারা চিরতরে বঞ্চিত হয়। কবির ভাষায় :

কদাচিত নাহি পান হবে বালণ্ডায়
জ্বলিয়া যাক বরজ যে আছে যেথায়।

পেয়ার শাহ্ হযরত গোরাচাঁদের[৭] পরবর্তী কোন দরবেশ হবেন। ঐতিহ্য সূত্রে জানা যায়, তিনি বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের অধীন কোন সামন্ত শাসক ছিলেন। তাই ড. শহীদুল্লাহ্‌র জীবন কর্ম বিচারের এসব পীর দরবেশদের ঐতিহ্যচ্যুত করা সম্ভব নয়। এখানে আরও স্মরণযোগ্য যে, পীর গোরাচাঁদের উত্তর পুরুষ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, যিনি সংস্কৃত ইত্যাদি বিজাতীয় ভাষা চর্চায় প্রাণপণ করেছেন, পাশ্চাত্য সৌন্দর্য-নগরী প্যারী থেকেও সেসব বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেছেন। শুধু কি তাই? একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির অবকাশে সুদূর রাজপুতনার মালাকান রাজপুতদের মধ্যে তাবলীগী কাজেও আত্মনিয়োগ করেছেন এবং পবিত্র মক্কা শরীফে হজ্জব্রত পালন করেন। পশ্চিমবঙ্গের ফুরফুরা শরীফের খ্যাতনামা পীর মাওলানা আবূবকর সিদ্দিকী (রাহঃ) এর তাকীন মুরীদও হয়েছেন এবং পীর সাহেব তাঁর তাবলীগী কাজে খুশী হয়ে তাঁকে স্বেচ্ছায় খেলাফত নামাও এনায়েত করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ তাঁর জীবনী আলোচনা করতে এসব কথা উল্লেখ করতেও ভুলে যান।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর পিতামাতার ষষ্ঠ সন্তান। তাঁর তিন বোন ও তিন ভাই ছিল। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র নিজেরও ছিল একটি বৃহৎ পরিবার। তাঁর দুই কন্যা মাহযূযা ও সমরুবা। আর সাত পুত্র : সফিয়্যুল্লাহ্, ওয়ালীয়ুল্লাহ্, যকীয়ুল্লাহ্, তকীয়্যুল্লাহ্, নকীয়্যুল্লাহ্, রাযীয়্যুল্লাহ্ ও মর্তজা বশীর।[৮]

---

৬. মুন্‌শী মোহাম্মদ খোদা নেওয়াজ, *গোরাচাঁদ পীরের কেচ্ছা*, গাওছিয়া লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯১৪, পৃ ৪৭০। M.L. S.S.O Molley, I.C.S Bengal District Gazetteers-এ এই বৃত্তান্ত গ্রহণ করেছেন।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭৫। ড. সেন তাঁর ইসলামী বাংলা সাহিত্যে এই তথ্য সংযোজন করেছেন।

৮. মনসুর মুসা, *মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository

বংশ তালিকা

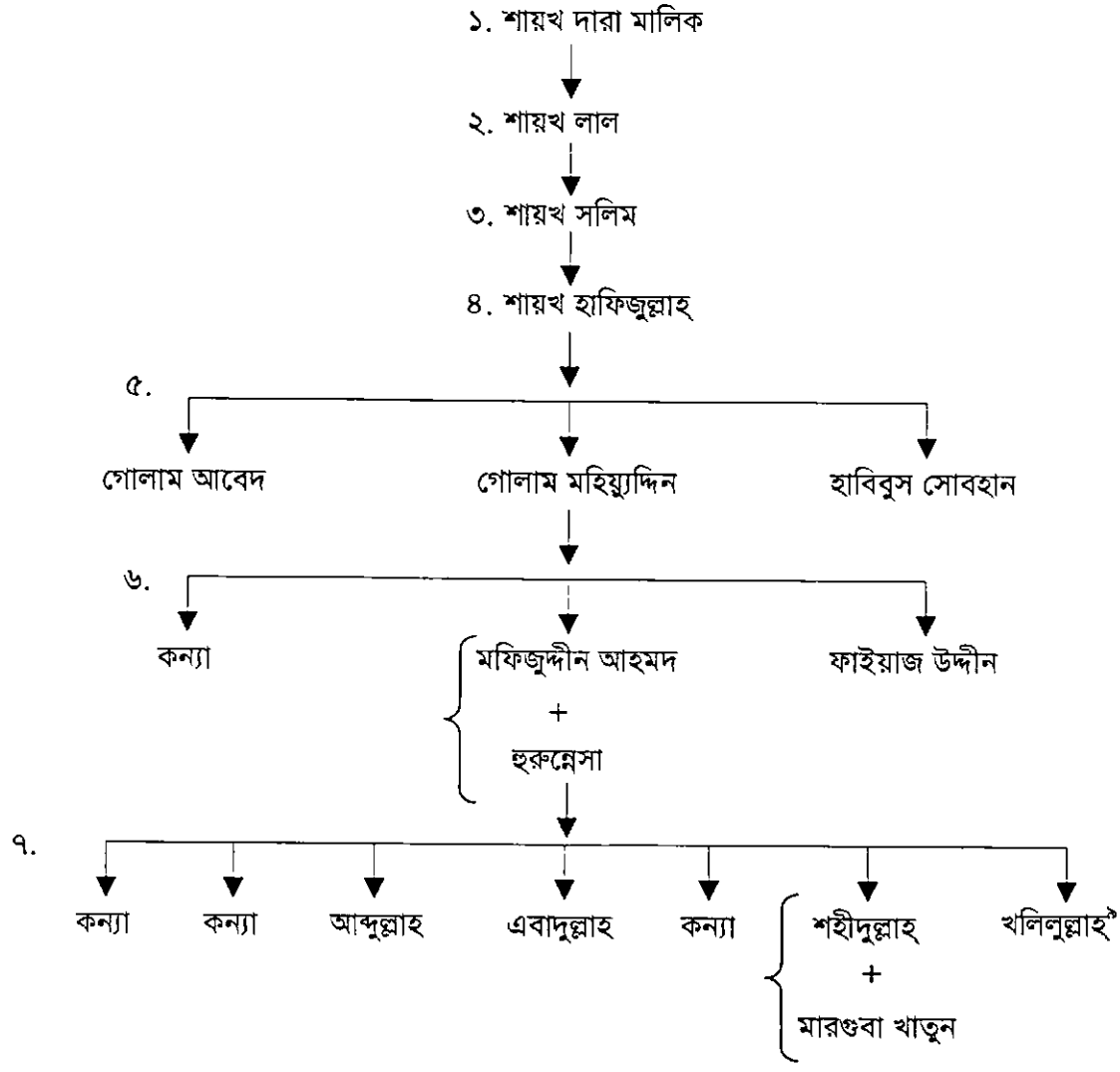

৯. মুহম্মদ আবূ তালিক সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

বংশ তালিকা

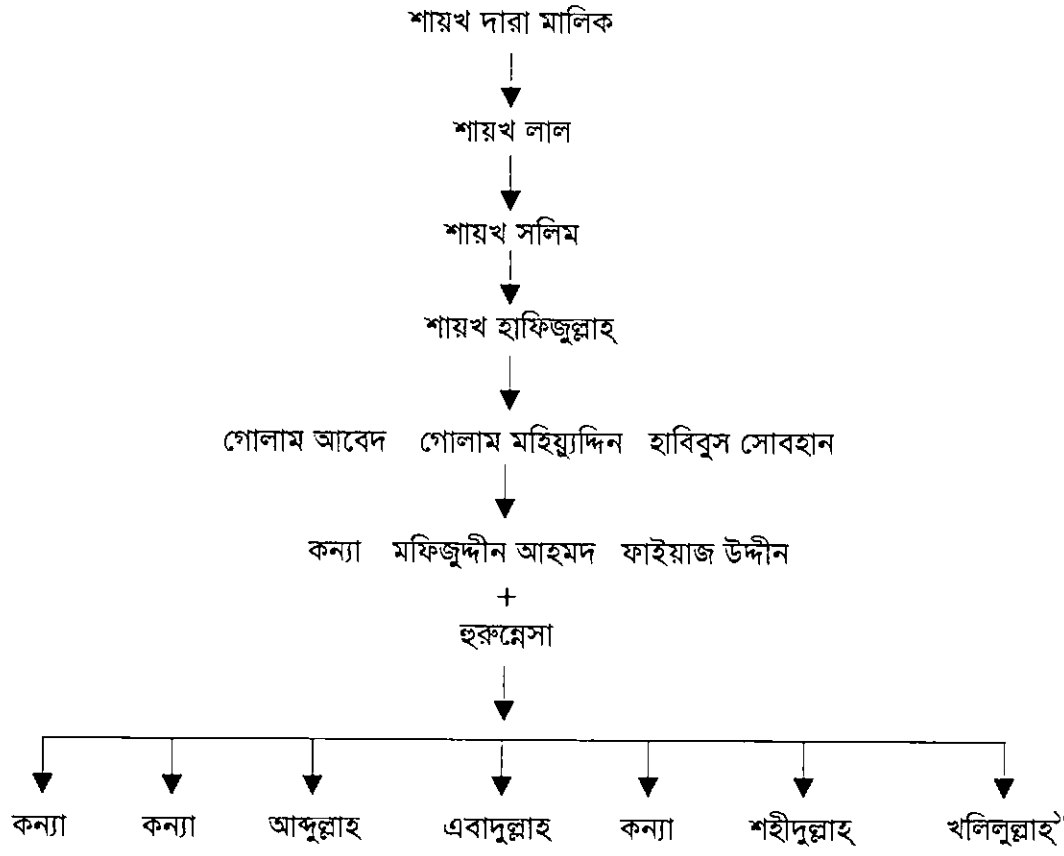

১০. মনসুরা মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository

বংশ তালিকা

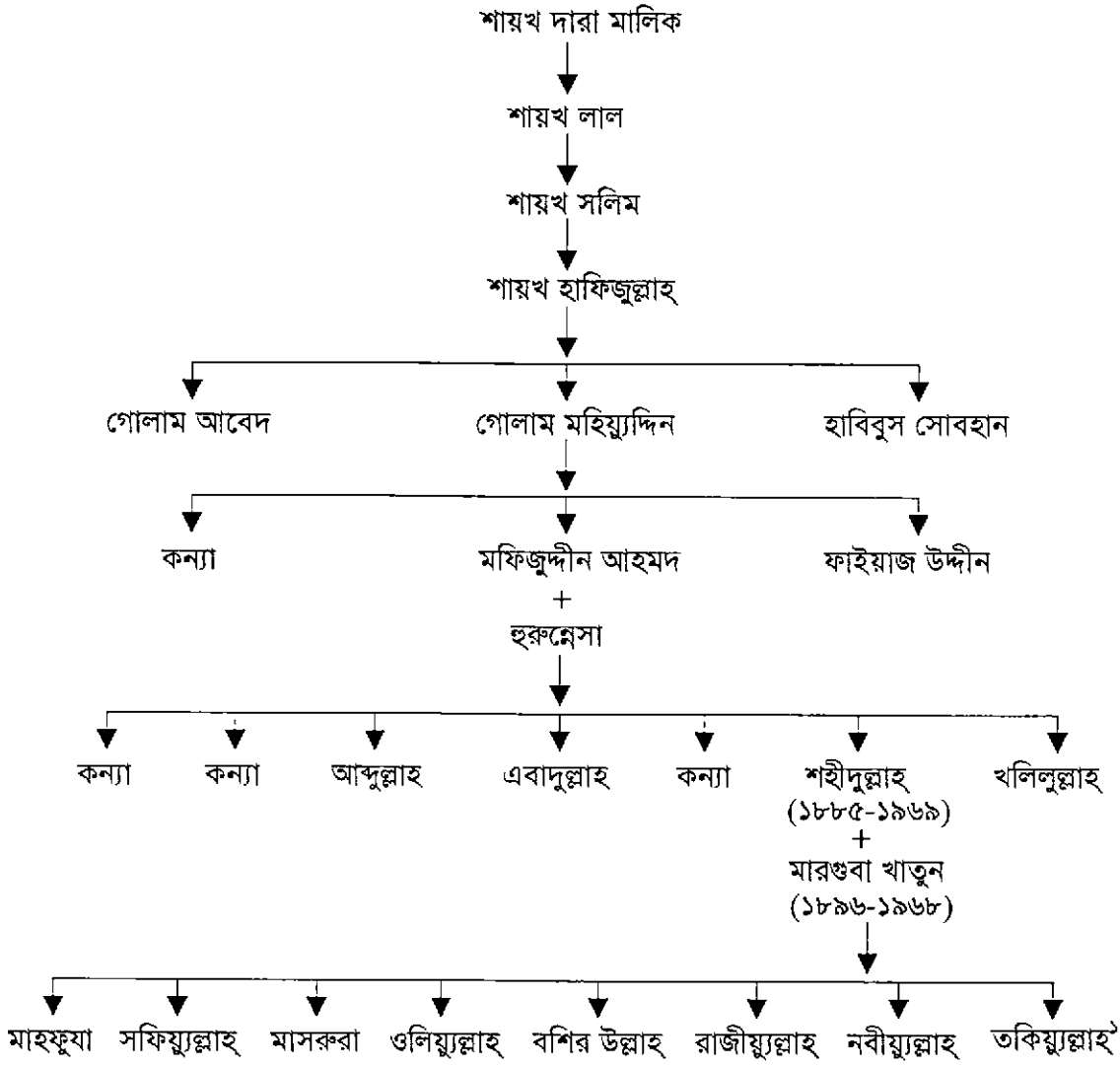

১১. শামসুজ্জামান খাঁন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারক গ্রন্থ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ ৬০।

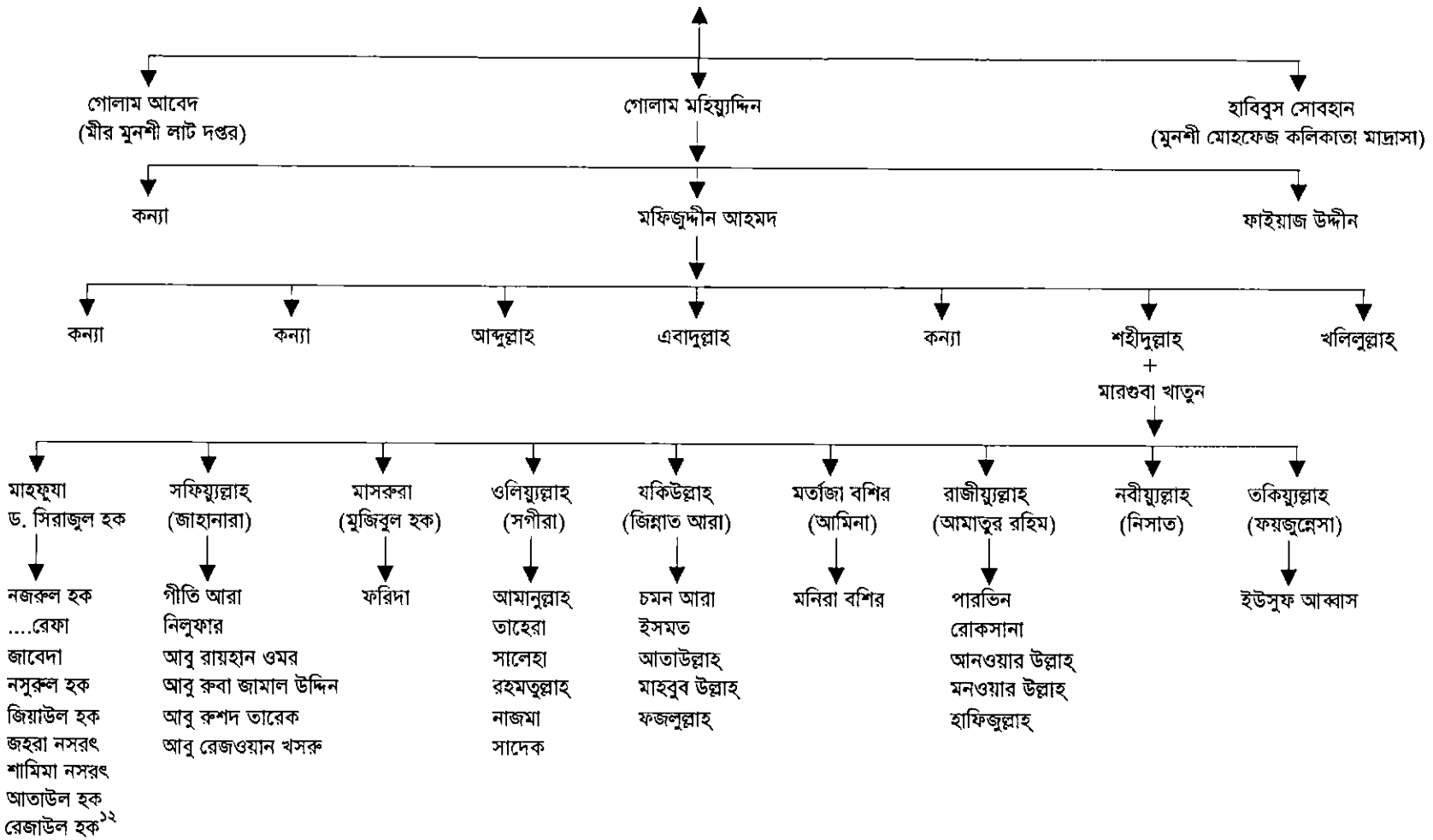

১২. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানদের নাম ও পরিচয়

১. মাহ্যূযা খাতুন (মঞ্জু)
২. আবুল ফযল মহম্মদ সফীয়্যুল্লাহ্ (সফী)
৩. মাসরূরা খাতুন (গোলে)
৪. আবুল কালাম মোস্তফা ওলিয়্যুল্লাহ্ (ওলী)
৫. আবুল করম মাহমুদ যকীয়্যুল্লাহ্ (যকী)
৬. আবুল জামাল মহামেদ তকীয়্যুল্লাহ্ (বেলাত)
৭. আবুল বয়ান মুজ্তাবা নকীয়্যুল্লাহ্ (প্যারিস)
৮. আবুল বযল মুতাওক্কিল রাযিয়্যুল্লাহ্ (লালু)
৯. আবুল খায়র মুর্তজা বশীরয়্যুল্লাহ্ (বকুল)[১৩]

শৈশবকাল ও শিক্ষা জীবন

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র ডাক নাম ছিল সদানন্দ । তখনকার দিনে অনেক মুসলিম পরিবারে ছেলেদের ইসলামি নামের সাথে একটি বাংলা নামও রাখা হতো । শহীদুল্লাহ্ ওরফে সদানন্দ লেখাপড়া জানা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেজন্য তাঁর শৈশব শিক্ষা নিজ গৃহেই শুরু হয়েছিল । তখনকার দিনে পারিবারিক পরিবেশেই মুসলিম ছেলেদের কোরআন পাঠ, নামায শিক্ষা, দরুদ পাঠ, ইত্যাদি শেখানো হতো । গুলেস্তা ও বুসতাও তিনি গৃহে পাঠ করেছিলেন । ধর্মীয় সংস্কার মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পরিবার থেকেই অর্জন করেছিলেন । আকীকার সময় তাঁর নাম রাখা হয়েছিল মুহম্মদ ইব্রাহীম । পরে জননীর প্রাপ্ত নাম 'মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'ই প্রকৃত নামে পরিণত হয় ।[১৪]

ভাসলিয়া গ্রামের সওলাতিয়া মক্তবে তাঁর হাতেখড়ি হয় বলে জানা যায় । মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যখন মক্তবে পড়াশোনা করতে যান, তখন শিশু পাঠ্যগ্রন্থ ছিলো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ, বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা ও বোধোদয় । মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক শিশু পাঠ্যগ্রন্থ রচনা প্রবণতা তখনও সমাজে দেখা দেয় নি । হোসেন মীর মোশাররফ যে শিশু পাঠ্যবই লেখেন সেগুলো তখন কতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল

---

১৩. মাহযূযা হক, *ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে,* ঢাকা, ১৯৯১, পৃ ১১২।
১৪. আ. মু. মু নূরুল ইসলাম সম্পাদিত, *পত্র সাহিত্য ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

বলার উপায় নেই । তবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিশু পাঠ্যগ্রন্থ যে বাংলার বহু প্রখ্যাত মনীষীর শিশু মনকে উজ্জীবিত করেছিল তা শহীদুল্লাহ্‌র জীবন থেকেও প্রমাণিত হয় ।[১৫]

শহীদুল্লাহ্‌র বয়স যখন দশ বছর, তখন পিতার কর্মস্থল হাওড়ায় তাঁর পড়াশোনার ব্যবস্থা হয়। হাওড়ার বেলি লিয়াস মি.ল ইংলিশ স্কুল এবং পরে হাওড়ার পঞ্চাননতলা এম-ই স্কুলে পড়াশোনা করেন । হাওড়া জেলা স্কুল থেকে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন । ১৯০৪ সালে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন । শৈশবকালীন পড়াশোনা সম্বন্ধে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ লিখেছিলেন :

> বটতলার বাজে উপন্যাস পড়া আমার ভাল লাগত না । তবে কিছু কিছু ইংরেজী ও বাংলা উপন্যাস ও গল্পের বই পড়েছিলাম, কিন্তু সবগুলোর নাম এখন মনে নেই । ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের কুরআন শরীফের বঙ্গানুবাদ এবং তাপসমালা ও পরলোকগত কৃষ্ণকুমার মিত্রের মুহম্মদ চরিত পড়ে ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরাগ গাঢ় হয়েছিল । বলাবাহুল্য, ছোটবেলায় পাঠশালায় কুরআন পড়তে শিখেছিলাম এবং নামায পড়ার অভ্যাস ছিল।[১৬]

স্কুল জীবনেই শহীদুল্লাহ্‌ ভাষা শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত হন । তবে সংস্কৃত ভাষাকে পাঠ্য হিসেবে নির্বাচনের জন্য একটি কারণও ছিল । তিনি তাঁর সাহিত্যিক জীবন সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন:

> স্কুলের মৌলভী সাহেবের মারের ভয়ে ফারসী না নিয়ে সংস্কৃত নিয়েছিলাম । কাজেই স্কুলে ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত আমার পাঠ্য ছিল ।[১৭]

এন্ট্রান্স পাশ করার পর তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় এফ.এ পড়ার জন্য ভর্তি হন । কলকাতা মাদ্রাসা তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিল । সেই অর্থে তিনি ১৯০৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ.এ পাশ করেন । তিনি কলেজেও দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে নিয়েছিলেন সংস্কৃতি । এসময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নিজেই বলেছেন :

> ১৯০৪ সালে হাওড়া জিলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজের এফ.এ (ফাষ্ট পার্টস)-এর প্রথম বর্ষের ক্লাসে পড়তে গেলাম । তখন মুসলিম ছাত্ররা ইচ্ছা করলে কলকাতা মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে পারত । হিন্দু স্কুল থেকে যারা (হিন্দু ছাত্ররা) পাশ করত, তাদেরও এ সুবিধা দেয়া হতো । এসব হিন্দু-মুসলিম ছাত্ররা কলেজের বেতন মাসিক ১২ টাকার স্থলে মাত্র ৩ টাকা দিত ।[১৮]

---

১৫. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, 'আমার সাহিত্যিক জীবন', মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৭-১৬।

১৬. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, 'আমার সাহিত্যিক জীবন', মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৭।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৭।

১৮. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, 'আমার সমকালে প্রেসিডেন্সী কলেজ', মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময়ে শহীদুল্লাহ্ এমন অনেক শিক্ষার্থীকে সতীর্থ হিসেবে পেয়েছিলেন, যাঁরা পরবর্তীকালে এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিলেন ।[১৯] শিক্ষকদের মধ্যে খুবই বিখ্যাত যাঁরা ছিলেন তারা হলেন- মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র, আচার্য্য বিদ্যাভূষণ, স্যার পিসি রায়, জেসি বসু, ড: শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রমিত্র, ড: আদিত্য কুমার মুখোপাধ্যায়, হরিনাথ দে, মি. এম ঘোষ ওসি, পি.সি বসু প্রমুখ ।[২০] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন : ১৯০৬ সালে এফ.এ পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজের লীলা সাঙ্গ করলুম । বেতন কলিকাতা মাদ্রাসায় দিতুম । সেজন্য আমি মাদ্রাসা কলেজের ছাত্র বলে গণ্য হতুম। তখন বিখ্যাত প্রাচ্য ভাষাবিদ স্যার ডেনিসন রস মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন ।[২১]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সংস্কৃতে অনার্স সহ বি.এ ক্লাসে ভর্তি হন হুগলী মুহসিন কলেজে । কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন । ফলে কলেজের পড়াশোনায় ছেদ পড়ে । এ সময়ে তিনি যশোর জেলা স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন । এ সময়ে তিনি প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়েছিলেন কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেন নি । তাই যশোর জেলা স্কুলের চাকুরী পরিত্যাগ করে আবার সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে কলকাতা সিটি কলেজে ভর্তি হন । এ কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে তিনি সংস্কৃতে অনার্স সহ বি.এ পাশ করেন, ১৯১০ সালে।[২২]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভেবেছিলেন সংস্কৃতেই এম.এ পড়বেন । সেজন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে ভর্তি হন । সংস্কৃত পড়তে গিয়ে তিনি এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হন । ড. সুকুমার সেন পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> শহীদুল্লাহ্ কলেজের ভালো ছাত্র ছিলেন । সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন । তারপর যথারীতি তিনি এম.এ পড়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন । ভর্তি হলেন বটে, কিন্তু ক্লাস করতে পারলেন না । যে পন্ডিত এম.এ ক্লাসে বেদ পড়াতেন তিনি শহীদুল্লাহ্র মত অহিন্দু ছাত্রকে বেদ পড়াতে রাজি হলেন না । শহীদুল্লাহ্ আশু বাবুর শরন নিলেন, কিন্তু তিনিও কিছু করতে পারলেন না । তারপর আশুতোষের উপদেশেই তিনি কম্পারেটিভ ফিললজি বিভাগে নাম লেখালেন।[২৩]

---

১৯. স্যার এ. এফ রহমান, জাষ্টিস সৈয়দ নসীম আলী, ড. এন. এন লাহা, ড. আবুল সফর, সৈয়দ আলতাফ আলী চৌধুরী, এ. এস. এম আযম এবং আরো অনেকে ।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮।

২২. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩।

২৩. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

এ অপ্রীতিকর ঘটনাটি তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় 'Shahidullah alert air' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সংস্কৃত বিভাগের বেদের অধ্যাপক সত্যব্রত সামশ্রমীকে কঠোর নিন্দা করেছেন। দি কমরেড পত্রিকাও শহীদুল্লাহ্‌র পক্ষাবলম্বন করে মতামত প্রকাশ করেছে। সমস্ত ব্রাহ্মণ পন্ডিত তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন নি। অবশেষে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে সদ্য প্রতিষ্ঠিত তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে ভর্তি হন এবং এ বিভাগের প্রথম ছাত্র হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ১৯১২ সালে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ পাশ করেন।[২৪]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সমকালীন সহপাঠী ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন :

> এ বিষয় নিয়ে তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেই গোঁড়া ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের মতের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হন নি।[২৫]

অতঃপর স্যার আশুতোষ ও অন্যান্যের পরামর্শে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সদ্য প্রতিষ্ঠিত তুলনামূলক শব্দ শাস্ত্রে (Comparative Philology) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম এম.এ ডিগ্রী লাভের গৌরব অর্জন করেন। এ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন রবি দত্ত। উল্লেখ্য, সেসময় সংস্কৃতে উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হলেও উচ্চতর ভাষাতত্ত্ব অধ্যায়নকালে সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় বুৎপন্ন হয়ে তিনি তাঁর উচ্চভিলাষ চরিতার্থ করেছিলেন।[২৬]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'আমার সমকালে প্রেসিডেন্সী কলেজ' বর্ণনায় লিখেছেন :

> ১৯০৪ সালে হাওড়া জিলা স্কুল হতে এন্ট্রান্স পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ.এ (ফাষ্ট আর্টস) এর প্রথম বর্ষের ক্লাসে পড়তে গেলাম। তখন মুসলিম ছাত্ররা ইচ্ছা করলে কলকাতা মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে পারত। হিন্দু স্কুল থেকে যারা (হিন্দু ছাত্ররা) পাশ করত, তাদেরও এই সুবিধা দেওয়া হতো। এই সব হিন্দু মুসলমান ছাত্ররা কলেজের বেতন মাসিক ১২ টাকার স্থলে মাত্র ৩ টাকা দিত।[২৭]
>
> আমার সহপাঠীদের মধ্যে যাদের নাম মনে আছে, তাঁদের মধ্যে হচ্ছেন, স্যার এ. এফ. রহমান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত ভাইস চ্যান্সেলর), জাষ্টিস সৈয়দ নসীম আলী (পরলোকগত), ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, ডাক্তার আবুল সায়র (এম.বি), জনাব সৈয়দ

---

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩।

২৫. মুহম্মদ আবূ তালিব, রূপকথার মানুষ, মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১২।

২৬. মুহম্মদ আবূ তালিব, 'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : জীবনে ও কর্মে', মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭-৩৮।

২৭. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'আমার সমকালে প্রেসিডেন্সী কলেজ', মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

আলতাফ আলী চৌধুরী (মাননীয় মুহম্মদ আলী সাহেবের পরলোকগত পিতা), জনাব এ. এস. এম. আযম (জাষ্টিস আকরমের পরলোকগত ভ্রাতা) প্রভৃতি রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদও বোধ হয় এসময় প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন । বোধ হয় বিখ্যাত উল্লাসকর দত্তও আমাদের সঙ্গে পড়তেন।[২৮]

আমি সংস্কৃত নিয়েছিলুম । মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ আমাদের অধ্যাপক ছিলেন । কেমেষ্ট্রি পড়াতেন স্যার পিসি রায়, ফিজিক্স পড়াতেন স্যার জেসি বসু । গণিতের অধ্যাপক ছিলেন ড. শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর খগেন্দ্র মিত্র এবং ড. আদিত্য কুমার মুখোপাধ্যায় লজিকের অধ্যাপক ছিলেন । ইংরেজী পড়াতেন মি. হরিনাথ দে, মি. এস. ঘোষ (পরলোকগত অরবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা), মি. পিসি বসু ।[২৯]

স্যার পিসি রায় নীরস কেমিষ্টিকে সরস করে পড়াতেন । তিনি একদিন ক্লাসে বললেন দেখ, এই জল দুই অ্যাটম হাইড্রোজেন আর এক অ্যাটম অক্সিজেন বায়ুযোগ জন্মে । এই জল আমাদের পেয় । যদি কোন তথাকথিত অস্পৃশ্য ব্যক্তি জলের গ্লাস ছুঁয়ে দেয়, তবুও তার উপাদানের কোনও তফাৎ হয় না, তবে কেন সেটা অপেয় হবে ।

একদিন আমরা কয়েকজন মুসলিম ছাত্র কলেজ ষ্ট্রীটের মসজিদ থেকে জুমার নামাজ পড়ে যখন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি, অমনি অধ্যক্ষ ড. পিকে রায়ের সামনে পড়ে গেলুম । তিন বল্লেন, তোমরা কোথায় গিয়েছিলে ? আমরা বল্লুম, আজ শুক্রবার, জুমার নামাজ পড়তে গিয়েছিলুম । তিনি বল্লেন, ক্লাস ছেঁড়ে কেন নামাজ পড়তে গিয়েছিলে ? আমরা বল্লুম, জুমার নামাজ পড়া অবশ্য কর্তব্য তা ছাড়া যায় না । সেখান দিয়ে মি. হরিনাথ দে যাচ্ছিলেন। অধ্যক্ষ ড. রায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, মি. দে জুমার নামাজ কি মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য ? মি. দে আরবীতে কুরআন শরীফের বচন আবৃত্তি করে বল্লেন, হা অবশ্য কর্তব্য ।[৩০]

১৯০৫ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়, তখন আমরা অনেকে টাউন হলে বিপিন পাল মহাশয়ের বক্তৃতা শুনবার জন্য গিয়েছিলুম । সেই সময় থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে রাজনীতির গরম হাওয়া বেশ বইতে ছিল । আমিও একটি বাংলা স্বদেশী সংগীত রচনা করেছিলুম, যার ধুয়াছিল-বন্দেমাতরম, বান্দা এ মাতরম । একটি হিন্দু ছাত্র বোধ হয় বিহার প্রবাসী, পারসী পড়ত । সে একদিন আমাকে বলে তুমি শহীদ (Martyr) হয়ে কেমন করে দুনিয়ায় রয়েছো ? আমি বল্লুম তুমি নগেন্দ্র (পর্বতশ্রেষ্ঠ) হয়ে যেমন করে চলে ফিরে বেড়াচ্ছ।

---

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৭।

২৯. প্রাগুক্ত ।

৩০. মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, *ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : শতবর্ষপূর্তি স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৬ সালে এফ.এ পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজের লীলা সাংগ করলুম, বেতন কলিকাতা মাদ্রাসায় দিতুম। সেজন্য আমি মাদ্রাসা কলেজের ছাত্র বলে গণ্য হতুম। তখন বিখ্যাত প্রাচ্য ভাষাবিদ স্যার ডেনিসন রস মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন।[৩১]

উচ্চতর ডিগ্রী ও বিদেশ যাত্রা

১৯১৩ সালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় জামার্নীতে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ভারত সরকারের বৃত্তি লাভ করেন। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ছাড়পত্র না পাওয়ায় তিনি এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন নি। ইত্যবসরে তিনি আইন অধ্যায়ন করেন এবং ১৯১৪ সালে বি.এল পাশ করেন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র শিক্ষা জীবন, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন অখণ্ড এবং অব্যাহত ছিল না। স্বাস্থ্যহানি, আর্থিক অনটন, চাকুরীর তাগিদ ইত্যাদি তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনকে বারবার খণ্ডিত করেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, প্রথম মহাযুদ্ধ এবং রুশ বিপ্লবের তরঙ্গও যে তাঁর একাডেমিক জীবনকে দুর্গম করে তুলেছিল তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁর বিদেশ যাওয়া ছিল একান্ত প্রয়োজন। সে সুযোগ আসে অনেক পরে ১৯২৬ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'বছরের ছুটি নিয়ে সাত হাজার টাকা ধার নিয়ে প্যারীর সর্বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যান।[৩২]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার পি.জে হার্টস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আর্থিক সহযোগিতা দান করে তাঁদের উচ্চশিক্ষার পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। এই উন্নয়ন কার্যক্রমে তরুণ প্রভাষক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ও অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলেন। তখনকার দিনের বাংলা বিভাগের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয় যোগ্যতার সঙ্গে অধ্যাপনার জন্য Sanskritic Philology-তে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তাঁকে ইউরোপে পাঠানো হয়েছিল। হার্টস লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ছিলেন দীর্ঘ সতের বছর।[৩৩] তিনি জানতেন জর্জ গ্রীয়ারসন, আঁদ্রে মিলে গেইগার, জুল ব্লচ ইত্যাদি পণ্ডিতের কাছে তাঁর প্রশিক্ষণ যথাযথ হতে পারে। কিন্তু গ্রীয়ারসনের অসামথ্যের কারণে শহীদুল্লাহ্কে লন্ডনে না পাঠিয়ে প্যারীতে পাঠানো হয়।

---

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮।

৩২. মাহযূযা শাহ কোরেশী, 'ডক্টর শহীদুল্লাহ : প্যারিসের পড়াশুনা', মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৯২-৯৩।

৩৩. মাহযূযা হক, *ডক্ট মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'আব্বা ও আমি'*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়তঃ সিলভী লেভী 'ইষ্টার্ণ হিউম্যনিজম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে এলে শহীদুল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হতে পারে। সেটাও প্যারীতে যাওয়ার অন্যতম সূত্র হিসেবে কাজ করতে পারে।

তৃতীয়তঃ বাংলা বিভাগের প্রধান মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১৬ সালে 'হাজার বছরের বাঙালা ভাষার বৌদ্ধগণ ও দোহা' সম্পাদনা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে আলোড়ন তুলেছিলেন। শহীদুল্লাহ্ সংস্কৃত ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করার ফলে চর্যাগীতি পড়ানোর দায়িত্ব লাভ করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে চর্যা নিয়ে গবেষণার জন্য উৎসাহিত করেছেন।[৩৪]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্যারীতে পৌঁছার আগে জানতেন না যে, তিনি বৌদ্ধতান্ত্রিক গীতি নিয়ে গবেষণা করবেন। কারণ শহীদুল্লাহ্ ১৯২৬ সালে ৯ সেপ্টেম্বর কলম্বো থেকে জাহাজে ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। তিনি ২৪ সেপ্টেম্বর Toulon-এ পৌঁছেন। ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি প্যারীতে পর্দাপণ করেন। পৌঁছার প্রায় এক মাস পর ২৮ অক্টোবর, ১৯২৬ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে একটি ব্যক্তিগত পত্র লেখেন এবং নিম্নলিখিত ৮টি বই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে ধার চান। বইগুলো হচ্ছে : ১. Tibetan, ২. Dictionary Tibetan Grammar, ৩. Oriya Dictionary, ৪. Typical Selection from Oriya Literature, ৫. Rhys Davids এর Dali Dictionary, ৬. গ্রীয়ারসনের অনূদিত তপদুসাবতী, ৭. Killog's Hindi Grammar, ৮. Adigrantha of Nahak.[৩৫]

বইগুলোর প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করলে বোঝা যায় চর্যাগীতি সম্বন্ধে গবেষণার সহায়ক হতে পারে বলেই তিনি ধার চেয়েছেন। আগে জানলে বইগুলো তিনি সঙ্গেই নিয়ে যেতেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ৪১ বছর বয়সে বিদেশে গিয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। তখন তিনি ছয় সন্তানের জনক। ষোল বছরের বিবাহিত জীবন অতিক্রান্ত। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বড় মেয়ে মাহ্‌যূযা হক এ সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন :

> আব্বা প্রথমে আমাদেরকে দেশের বাড়ীতে রেখে প্যারিসে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার আম্মা দেশের বাড়ীতে যেতে রাজী হলেন না। আম্মা বললেন, মেয়ে বড় হচ্ছে, ছেলে বড় হচ্ছে, আর ছোটরা আছে। দেশে গেলে এরা সব বেয়ারা হয়ে যাবে। লেখাপড়া করবে না। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াবে। আমি দেশের বাড়ীতে থাকবো না। এখানে তুমি একটা বন্দোবস্ত করে যাও। আমার ভাই আছে, তোমার ভাই আছে, আমি ঢাকাতেই থাকবো।[৩৬]

---

৩৪. মাহ্‌যূযা হক, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭।

৩৫. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫।

৩৬. মাহ্‌যূযা হক, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দু'বছরের ছুটি নিয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন বিদেশে গিয়ে ভাষা শেখার জন্য যে রকম কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনেকটা সে রকমেরই পরিশ্রম করেছিলেন। প্যারী থেকে লেখা এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

> আমাকে আমার Thesis উপলক্ষ্যে বাংলা ব্যতীত আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, পূরবীয়া হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠা, সিন্ধী, লাহিন্দী, কাশ্মিরী, নেপালী, সিংহলী ও মালদ্বীপী ভাষার আলোচনা করিতে হইতেছে প্রাচীন ভাষার মধ্যে প্রাকৃত আবেস্তারও চর্চা করিতেছি। বিরাট ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু বিরাট কার্যের জন্য বিরাট আয়োজন চাই। তিব্বতীও শিখিতেছি। কাজেই বুঝিতে পার আমার সময়ের উপর কিরূপ গুরুতর চাপ পড়িতেছে। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অমনোযোগী নই।[৩৭]

> প্রায়ই ১২টার সময় শুই এবং ৭টার সময় উঠি। ফজরের নামাজ পড়িয়া স্যাণ্ডোর Spring Dumb-bell লইয়া ব্যায়াম করি, ৪০টি বৈঠক ও ২০টি ডন করি। শুক্রবার প্যারিসের মসজিদে নামাজ পড়ি, নানাদেশের ৩০/৪০ জন মুসল্লী হইয়া থাকে। ইমাম সাহেব আলজিরিয়া নিবাসী। তাঁহার সহিত আরবীতে কিংবা ফারসীতে আলাপ করিয়া থাকি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে Experimental Phonetics বেদ, আবেস্ত ও Comparative Philology'র ক্লাশে যোগদান করিয়া থাকি। এতদ্ভিন্ন College de France-এও গিয়া থাকি। আমার Thesis সম্বন্ধে Prof. Jules Bloch-এর সহিত কার্য করি।[৩৮]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ইউরোপ যাত্রার আগেই কথা হয়েছিল যে তিনি লন্ডনে জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন, প্যারীতে আঁদ্রেমিলে এবং মিউনিসে বোইগারের কাছে প্রশিক্ষণ নেবেন। উপাচার্য হার্টগের এক চিঠিতে এই পরিকল্পনার কথা জানা যাচ্ছে। ০৭/১২/২৫ তারিখে তিনি লিখেছেন:

> We desire to report that Mr. Md. Shahidullah is one of the very low men in Bangal who is capable of carrying out advanced work in Bangali Philology and in our opinion his usefulness to the university and his capacity would be greatly increased if he could have the advantage of training in Europe. We are of opinion that it would be best for him to study under Prof. Meillet and M. Jules Bloch in Paris and that he should stay in Paris not less than one year. If he is then of opinion that it would be to his advantage to go to Germany and England. We think he should be permitted to study under Sir George Grierson in England and Prof. Geiger in Munich. It is somewhat

---

৩৭. আ. মু. মু. নূরুল ইসলাম সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪-৪৬। মৌঃ বেলায়েত হোসেনকে লেখা।

৩৮. মনসুর মুসা সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

> doubtful however whether Sir George Grierson would be willing to take any one as a student as he is living in retirement near camberley.[39]

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি-লিট পর্যায়ে গবেষণার অবসরে তিনি জার্মানীর ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন । অবশ্য সময়াভাবে তিনি ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করতে পারেন নি । তবে প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বৈদিক ভাষা, প্রাচীন পারসিক, তিব্বতী ও তুলনামূলক শব্দশাস্ত্রে অধ্যয়ন করেন এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টর অব লিটারেচার (ডি-লিট) লাভ করেন । তাঁর ডিগ্রীর গবেষণা সন্দর্ভের নাম ছিল 'লে শঁ মিস্তিক দ্যা কান্ন এ দ্য সরহ' (Les Chahts Mystigues de kanna et de saraha) 'মর্মবাদীদের গান : কাহ্ন ও সরহ' এবং তাঁর ডি-লিট অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ অধ্যাপক জুল ব্লচ (Jules Bloch) ।[৪০]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র (ডি-লিট) ডিগ্রী ছিল উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত ভারতীয় মুসলমানদের সর্বপ্রথম এবং উচ্চতম ডিগ্রী । এই সঙ্গে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরও একটি আশ্চর্যজনক কাজ করেন । তিনি প্রাচীন বাংলার ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে আর একখানি মূল্যবান বই লিখে প্রথম এশিয়াবাসী হিসেবে ধ্বনিতত্ত্বে ডিপ্লোমা (Diploma) লাভ করেন ১৯২৮ সালে । বইখানির নাম 'Les sons du Bengalie' মানে বাংলা ধ্বনি ।[৪১]

দূর্ভাগ্যক্রমে বইখানি পাণ্ডুলিপি আকারেই সম্ভবত প্যারিসেই রেখে আসেন সেটি আজও প্রকাশিত হয় নি । ডি-লিট অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক জুল ব্লচের মাত্র তিন পৃষ্ঠার ভূমিকা যুক্ত হয়ে বইখানি প্রকাশিত হয় । প্রকাশ করেন আদ্রিয়ঁ ম্যাজেপাভ । ৫ রুয়তু দ্য তুরনো, ৫ প্যারিস ০৬/০৯/১৯২৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৩৬ । গ্রন্থটি উৎসর্গিত হয়েছে দ্বাদশ শতকের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, মনীষী, ভ্রমণকারী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ আবূ রায়হান আল বেরুনী এবং লেখকের এশীয় ও ইউরোপীয় শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে । বইখানির গুরুত্ব সম্পর্কে অধ্যাপক জুল ব্লচের মুখবন্ধে বলা হয় :

---

৩৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ফাইল নোট থেকে সংগৃহীত ।

৪০. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ডি লিট বিষয়ক অভিসন্দর্ভ, পুরা নাম Les chants Mystigues de kanha et de saraha Paris, ১৯২৮. ভাষা ফরাসী । পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৮ । বইখানিতে বাংলা চর্যাগীতির শ্রেষ্ঠ লেখক কাহ্ন পা-এর মরমী পদাবলী ও সরহ পা-এ অপভ্রংশে লেখা দোহা কোষের মূল তিব্বতী ভাষায় রূপান্তরিত ও অনূদিত ।

৪১. আ. জা. ম তকীয়্যুল্লাহ্ সাহেবের নিকট শ্রবণকৃত তারিখ ১০.১০.২০০১ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

এই অভিসন্দর্ভে শুধু ভাষাতত্ত্বে নয়, একটি ভারতীয় জাতির ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস এবং একটি মহৎ ধর্মের ইতিবৃত্ত জড়িত। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই সূক্ষ্ম কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।[৪২]

শিক্ষকবৃন্দ

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র শিক্ষকদের মধ্যে যারা খুবই বিখ্যাত ছিলেন তাঁরা হলেন :

০১. মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র
০২. আচার্য্য বিদ্যাভূষণ
০৩. স্যার পিসি রায়, কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক
০৪. জেসি বসু, ফিজিক্সের অধ্যাপক
০৫. ডঃ শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়, গণিতের অধ্যাপক
০৬. রায় বাহাদুর খগেন্দ্র মিত্র, লজিকের অধ্যাপক
০৭. ড. আদিত্য কুমার মুখোপাধ্যায়, লজিকের অধ্যাপক
০৮. মি. হরিনাথ দে[৪৩]
০৯. মি. এম. ঘোষ
১০. মি. রবি দত্ত, অধ্যাপক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব
১১. মি. অটো ষ্ট্রস, অধ্যাপক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব
১২. ড. পিকে রায়, অধ্যক্ষ
১৩. অধ্যাপক জুল ব্লচ (Jules Bloch), যিনি প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। তিনি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র (ডি-লিট) অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।[৪৪]

সহপাঠী উল্লেখ্যযোগ্য ব্যক্তিত্ব

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র সহপাঠীদের মধ্যে থেকে যাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য তারা হচ্ছেন :

০১. স্যার এ. এফ রহমান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত ভাই চ্যান্সেলার)
০২. জাষ্টিস সৈয়দ নসীম আলী (পরলোকগত)
০৩. ড. নরেন্দ্রনাথ লাহা

---

৪২. মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯।
৪৩. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ১২।
৪৪. মুহম্মদ আবূ তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

০৪. ডাক্তার আবুল সায়র (এম.বি)

০৫. জনাব সৈয়দ আলতাফ আলী চৌধুরী (মাননীয় মুহম্মদ আলী সাহেবের পরলোকগত পিতা)

০৬. জনাব এ. এস. এম. আযম (জাষ্টিস আকরমের পরলোকগত ভ্রাতা)

০৭. রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ

০৮. বিখ্যাত উল্লাসকর দত্তও আমাদের সঙ্গে পড়তেন।[৪৫]

বিবাহ ও সংসার জীবন

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পিতামাতার অনুগত সন্তান ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর পিতামাতা জনৈক উকিলের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ের আয়োজন করেছিলেন। বিয়ের আসরে কন্যা পক্ষের সাথে মতবিরোধ হওয়ায় পিতা তাঁকে বিয়ের মজলিস থেকে উঠিয়ে আনেন। পরে কন্যা পক্ষ মাফ চেয়েছেন, সাধাসাধি করেছেন ও অর্থ প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শহীদুল্লাহ্ বলেছেন:

> আমি বাপের কুপুত্র নহি। আব্বা যেখানে রাজী নন, আমি সেখানে রাজী নাই। আমাকে লাখ টাকা দিলেও না।

এইভাবে তিনি প্রথম বিয়ের আয়োজনের অবসান ঘটান।[৪৬]

১০/১০/১৯১০ তারিখে চব্বিশ পরগণার ভাসলিয়া নিবাসী মুন্সী মুহম্মদ মুস্তাকিমের কন্যা মরগুবা খাতুনকে বিয়ে করে সংসার জীবন শুরু করেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ নয় সন্তানের জনক। তাঁর স্ত্রী কুরআন ও মিফতাহুল জান্নাত পড়েছিলেন। বাংলা পড়ার সুযোগ লাভ করেন নি পারিবারিক রক্ষণশীলতার কারণে।[৪৭]

তাঁর বিবাহের তারিখে মনে রাখা খুব সহজ ছিল। বৃদ্ধ বয়সে পরিহাস করে বলতেন- 'টেন কিউব' (10^3) অর্থাৎ ১০/১০/১৯১০ তারিখ।[৪৮]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯১৪ সালে আইন পাশ করেন। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদীর অনুরোধে তখন তিনি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে

---

৪৫. প্রাগুক্ত।

৪৬. মাহ্যূযা হক, *ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'আব্বা ও আমি'*, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩।

৪৭. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ২০।

৪৮. ড. গোলাম সাকলায়েন, অন্তরঙ্গ আলোকে ড: শহীদুল্লাহ্, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব পালন করছিলেন । এই সময় তাঁর প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করে । তখনকার দিনে বিয়ের পর সন্তান লাভ বিলম্বে হলে রমণীদের বন্ধ্যা হওয়ার অপবাদ সহ্য করতে হতো । মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র প্রথমা কন্যা তাঁর স্মৃতি কথায় উল্লেখ করেছেন :

> আমার জন্মের পূর্বে আম্মাকে সবাই বন্ধ্যা নামে আখ্যায়িত করতেন । আম্মাকে কত কটুক্তি শুনতে হয়েছে । আব্বাকে আবার বিয়ে করতে বলতেন । আব্বা কারো কথায় কান দেন নি।[৪৯]

বি.এল পাশ করার পর তিনি চট্টগ্রামের শিক্ষকতা ছেড়ে বশীর হাটে এসে ওকালতি শুরু করেন । ১৯১৫ সালে বশীর হাটে ওকালতি করতে এসেই শহীদুল্লাহ্ যথারীতি সংসার করা আরম্ভ করলেন । ক্রমান্বয়ে তিনি একটি সুবৃহৎ পরিবারের অধিকারী হন । পিতা হিসেবে, স্বামী হিসেবে এবং অভিভাবক হিসেবে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অত্যন্ত দায়িত্বশীল ছিলেন । তিনি ধর্মমতি সম্পন্ন লোক ছিলেন । তিনি নিয়মিত নমাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন ও শরীয়তের অন্যান্য বিধান পালনে সতর্ক ছিলেন । তিনি স্নেহশীল পিতা ও সচেতন অভিভাবক ছিলেন ।

বৃহৎ পরিবারের আনন্দ ও ঝামেলার সবই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ উপভোগ করেছিলেন । বড় ছেলে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন । মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন । রাজনীতির সঙ্গে প্রশাসনের বৈপরীত্য দেখা দিলে যে ধরনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার জীবনেও সে ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।[৫০]

বড় ছেলে আ. ফ. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ পরবর্তীকালে লিখেছেন :

> আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রনেতা এবং একজন রাজনৈতিক নেতাও বটে। রাত প্রায় সাড়ে এগারটার দিকে বাসায় ফিরে আমার কামরার বাতির সুইচ টিপতেই ইজি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন আমার পিতা । শান্ত সৌমভাবে সাধারণত যেমন কথা বলতেন তেমনিভাবে না বলে গুরু গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন - 'এত রাতে কোথায় ছিলে ।'
>
> বললাম - 'হলে'
>
> প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বললেন-'আমার ছেলে না হলে অত রাত পর্যন্ত বাইরের ছাত্র হলের ভেতর থাকতে পারে না । তোমার নামে অনেক কিছু শুনছি ।' আমিও পট করে বলে ফেললাম- 'শোনা কথায় আমাকে ভুল বুঝবেন না ।'
>
> মনে হলো শরিয়তের বিধান সচেতন পিতা আমার কথায় বিশ্বাস করে বসলেন ।[৫১]

---

৪৯. মাহযূযা হক, প্রাগুক্ত, পৃ ১০।

৫০. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ২০।

৫১. আ.ফ. ম সফিয়্যুল্লাহ্, 'কিছু জানা কিছু শোনা', শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য সম্পাদি, *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

ওকালতি করতে গিয়েও অস্বস্থিকর অবস্থায় পড়েছেন তিনি। পিতার কথা বলতে গিয়ে, অপর পুত্র আ. জা. ম. তকীয়্যুল্লাহ্ বলেছেন :

> ভীষণ মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন তিনি। সহধর্মিনী মরগুবা খাতুন বাদ সাধলেন ওকালতি ব্যবসায়। ওকালতি ব্যবসার নানা প্রকার কলাকৌশল সত্য-মিথ্যার মারপ্যাঁচ, মক্কেলের সাথে দরকষাকষি সাধবী স্ত্রীর মনঃপূত ছিল না। তিনি স্বামীর গবেষণা ও সাহিত্য কর্মকেই আন্তরিক সমর্থন জানালেন। ওকালতি ব্যবসার আর্থিক প্রাচুয্যের চেয়ে স্বামীর জ্ঞান সাধনার পথে মোটামুটি স্বচ্ছল জীবন যাত্রার জন্য সামান্য আর্থিক নিশ্চয়তাকেই তিনি শ্রেয় মনে করে তাঁকে ওকালতি ছেড়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। আর ওকালতিতে রয়েছে পরাধীনতার চূড়ান্ত, প্রত্যেক মক্কেল এক একজন মনিব। তারপর জুনিয়র উকিলদের উপর হাকিমদের দাঁত খিচুনিও আছেই। ভাবলেন স্কুল শিক্ষকতাই ভাল ছিল। কিন্তু তাতে যে বেতন তা দিয়া সংসার চালানো দায়।[৫২]

এ রকম মানসিক অবস্থায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বান এলো মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র কাছে। 'Shahidullah Bar is not for you. Come to our university' এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯১৯ সনের ১৫ জুন প্রখ্যাত গবেষক দীনেশচন্দ্র সেনের গবেষণা সহায়ক পদে যোগদান করেন। তাঁর বেতন নির্ধারিত হয়েছিল মাসিক দু'শত টাকা। এই কাজে যোগদানের আগে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী তাঁকে ইসলাম মিশনে যোগদান করার আহ্বান জানান। মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে তিনি ইসলাম প্রচারের কাজ করতে সম্মত ছিলেন। কিন্তু নিয়মিত ঐ টাকা পাওয়ার মতো ফান্ড গঠিত না হওয়ার ফলে তিনি নিরাশ হয়ে পড়েন। আমি ইসলামের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে চাচ্ছি। কিন্তু মুসলমান সমাজ যদি এরূপ করুণ হয় তবে কিভাবে কাজ করতে পারা যায়।[৫৩]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অঢেল প্রাচুর্য্যের মধ্যে বসবাস করেন নি। সীমিত উপার্জনে তাঁকে চলতে হতো। কিন্তু প্রচলিত মূল্যবোধ ও ব্যক্তিগত উদারতার ফলে তাঁর উপর আর্থিক চাপ আসতো। তাঁর ছিল একটি দরদী মন। নিজে দুঃখ কষ্ট ও বাধা বিঘ্নের মধ্যে বড় হয়েছেন। কেউ সাহায্য সহযোগিতা চাইলে তাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারতেন না। মুহম্মদ মোতাদাইয়েন, যিনি শহীদুল্লাহ্র পরমাত্মীয় তিনি শহীদুল্লাহ্র জীবনের এই দিকটির দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছেন।[৫৪]

---

৫২. মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৬১।

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭।

৫৪. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ২২।

Dhaka University Institutional Repository

কাউকেও তিনি গোপনে সাহায্য করে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, কাউকেও নিজ ঘরে আশ্রয় দিয়েছেন, কাউকেও কর্জে হাসানা দিয়ে শিক্ষা সংকটমুক্ত করেছেন । এভাবে সাহায্য পেয়ে অনেক লোক পরবর্তীকালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ইনকাম ট্যাক্স অফিসার, সেকশন অফিসার, পুলিশ অফিসার হয়েছেন । তিনি গরীব ছাত্র আত্মীয় স্বজনকেও বই পুস্তক দিয়ে সাহায্য করতেন। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম অন্যতম উচ্চশিক্ষিত লোক হওয়ার ফলে তাঁর কাছে অনেকেরই প্রত্যাশা থাকতো । এই প্রত্যাশা বরণ করতে গিয়ে তাঁকে আর্থিক অনটন স্বীকার করে নিতে হতো ।[৫৫]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আবহমান পল্লী বাংলার মূল্যবোধগুলোকে সযত্নে লালন করতেন । মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র সংসার জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না । কিন্তু প্রজ্ঞাগত ব্যবধান ছিল। শহীদুল্লাহ্র পৌত্রী ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রী গীতি আরা সফিয়া শৈশবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন :

> দাদী কিন্তু আমার খুব গোঁড়া । দাদু বোধ হয় দাদীকে অসন্তুষ্ট করে আমার ফুফুদের বেশী দূর পড়াতে পারেন নি ।[৫৬]

শহীদুল্লাহ্র মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিতে না পারার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধানযোগ্য । তখনকার দিনে মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কিত রক্ষণশীলতা ছিল প্রবল । শহীদুল্লাহ্ তাঁর রচনা, বক্তৃতা ও ভাষণের মাধ্যমে এই রক্ষণশীলতা ভাঙ্গার চেষ্টা করেছিলেন । সেজন্য তাঁর কাছ থেকে *নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা* শীর্ষক অত্যন্ত সারগর্ভ রচনা আমরা পেয়েছি । কিন্তু শহীদুল্লাহ্ জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করার চেষ্টা করেননি । সামাজিক মূল্য চেতনার প্রাবল্যের কাছে বিনম্র থেকেছেন । নতুবা শহীদুল্লাহ্র গ্রহণযোগ্যতা এই রক্ষণশীল সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতো না । এই কারণেই তিনি মেয়েদের পর্দা-পুসিদার পক্ষপাতি ছিলেন । কবি সুফিয়া কামাল মাথায় কাপড় দেন বলে তাঁর প্রশংসা করতেন ।[৫৭]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একটি সুবৃহৎ একান্নভূক্ত পরিবারের সদস্য ছিলেন । তাঁর ভাই মুহম্মদ অলীয়ূল্লাহ্ ছিলেন ইসলামিক ইন্টার-মিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক । শহীদুল্লাহ্ যখন ইউরোপে তখন পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হয়েছিল । তা সত্ত্বেও বিদেশে যখন দেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খরব প্রকাশিত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবে উদ্বিগ্ন না হয়ে

---

৫৫. মুহম্মদ মোতাদাইয়েন, 'দরদী শহীদুল্লাহ্', মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, *শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত,পৃ ২৬৯-২৭২।

৫৬. গীতি আরা সফিয়া, 'দাদু, আমি ও আমরা', মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১১।

৫৭. আ. মু. মু নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১-৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

থাকা যায় না । তাঁর বিদেশকালীন লেখা কোন কোন চিঠিপত্রে শহীদুল্লাহ্‌র উৎকণ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় । এরকম বেশ কিছু পারিবারিক চিঠিপত্র সংরক্ষণ করেছেন শহীদুল্লাহ্‌র অনুগত ও স্নেহধন্য নূরুল ইসলাম।[৫৮]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে শিক্ষাঋণ নিয়া ইউরোপ গিয়েছিলেন । এই ঋণের বোঝা তাঁকে বেশ কিছুদিন বহন করতে হয়েছিল । ফলে বাধ্য হয়ে তাঁকে ব্যয় সংকোচন করতে হতো ।[৫৯]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ খুব মিতব্যয়ী ছিলেন । কিন্তু কৃপণ বলেই মনে হবে তাঁর চালচলনে, পোশাকে আর কাজের পরিবেশে । প্রয়োজনীয় কাজে মুক্ত হস্তে টাকা ব্যয় করতেন । ভাইরা বিদেশে বেড়াতে চাইলে খুশী হয়ে টাকা দিতে তাদের বেড়াবার কাজে উৎসাহ যোগাতেন । কখনও টাকার হিসেব স্ত্রীর নিকট হতে নিতেন না এবং কিসে কি খরচ হ'ল জানতেও চান নি। স্বামী হিসেবে তিনি ছিলেন আদর্শের মূর্ত প্রতীক । কোনো আত্মীয়-কুটুম্ব এলে লৌকিকতায় কৃপণতা করেন নি ।[৬০]

তাঁর বড়ো মেয়ে বলেছেন :

> আমাদের বিবাহে যথেষ্ট খরচ করেছেন । আমার মেজ চাচা মারা যাবার পর তাঁর সব কটি ছেলে মেয়েদের নিজ সন্তানের ন্যায় শিক্ষা দীক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হন নি । বড় হলে তাদের বিয়ে ইত্যাদি কাজে একই রকম যত্ন নিয়ে খরচ করে নিজের কর্তব্য অব্যাহত রেখেছিলেন। নিজের পোশাক পরিচ্ছেদে চিরদিনই অনাড়ম্বর ছিলেন। প্রয়োজনে অতিরিক্ত জিনিস কিনে বিলাসিতা করতে ভালোবাসতেন না বা আমাদের বিলাসিতার প্রশ্রয় দেন নি ।[৬১]

শহীদুল্লাহ্ সহজ সরল সংসার জীবনের বিবরণ দিতে গিয়ে গোলাম সাকলায়েন বলেন :

> রাজশাহীর কাজিরগঞ্জ অথবা কুসুমকামিনী প্রেসের লাগেয়া খান বাহাদুর মোহাম্মদ সাহেবের বাসায় যখন ছিলেন তখন তাঁকে ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে দেখেছি । সেখানেও চারটি বছর তিনি কাটিয়েছিলেন সহজতার মধ্যে । একটা মাত্র ঘর । মাঝখানে পার্টিশন দেয়া । পার্টিশন দিয়ে সেটাকে ডাইনিং রুমে পরিণত করা হয়েছিল । আসবাবপত্র ছিল সামান্যই । একটা আলনা, একখানি সাধারণ ধরনের কাঠের চৌকি । খান দু'তিনেক চেয়ার, একটি টেবিল এবং স্টোভ, প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক থাকতো টেবিলের উপরে । তাঁর

---

৫৮. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫।

৬০. প্রাগুক্ত ।

৬১. মাহ্‌যূযা হক,'ঘরোয়া', মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

স্টীল ট্রাঙ্কের মধ্যে থাকতো দরকারী ও মূল্যবান বইপত্র । প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি জিনিসও দেখি নি তাঁর ঘরে।[৬২]

বেগম বাজারের বাড়ীতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র জীবন কাটতো নির্বিঘ্নে । পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি-নাত জামাইদের নিয়ে গড়া তাঁর ঘরোয়া জীবন ছিল শান্তির । বাড়ীতে তাঁর দেখাশোনা করতেন পুত্র বধুরা । কোন দিন তাঁর মুখে পুত্র বধুদের ব্যাপারে কোন বিরক্তির ভাব দেখা যায় নি। কিন্তু ছেলেদের কথা দু'একবার বলতেন । একবার বললেন, 'লোকে বলে আমি নাকি ভাগ্যবান, আমার প্রত্যেকটি ছেলে এক এক বিষয়ে, জুয়েল । তারা সবাই উচ্চশিক্ষিত, কিন্তু আফসোস, একটি ছেলেও তো আমার মত হলো না ।' তাঁর কথায় যেন একটু বেদনার সুর ছিল । তদুপরি স্নেহশীল পিতা পুত্রদের মঙ্গল কামনায় হৃদয়ের সবখানি দোয়া ঢেলে দিতেন।[৬৩]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ প্রথাগত সংসার জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিলেন । তাঁর স্ত্রী, চব্বিশ পরগণার দেগঙ্গা নিবাসী মুন্সী মুস্তাকিমের কন্যা মরগুবা খাতুন ৭ ছেলে ও ২ কন্যাকে লালন পালন করেছেন । লেখাপড়া শিখিয়েছেন । পণ্ডিত ও ধর্মপরায়ণ স্বামীর পরিচর্যা করেছেন। ১৯৬৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ সেরিব্রাল থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হন । আশি বছর বয়স্ক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ এই সময়ে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে বাকশক্তি রহিত হয়ে যান । স্ত্রী মরগুবা খাতুন এই অবস্থায়ও স্বামীর অতন্দ্র ছিলেন । পরবর্তী বছর ১৯৬৮ সালের ২৬ জুলাই মরগুবা খাতুন ঊনষাট বৎসরের দাম্পত্য জীবন শেষে মৃত্যুবরণ করেন । মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ও এই বছরের মধ্যেই ১৩ জুলাই, ১৯৬৯ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ।[৬৪]

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ইসলামী ভাবধারা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঋজুতা, সরলতা বিশ্বাসের জীবন যাপনেই তিনি ছিলেন পরিতৃপ্ত। চালাকী, চালবাজী কিংবা কাপট্য তাঁর মধ্যে ছিল না । মিথ্যা কথা বলাকে তিনি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন । এই কারণেই বশীর হাটে ওকালতি শুরু করেও পেশায় লেগে থাকেন নি । প্রথম সুযোগেই শিক্ষা জগতে ফিরে এসেছেন । স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শহীদুল্লাহ্‌কে বলেছিলেন : 'Shahidullah Bar is not for you. Come to our University.' কারণ শহীদুল্লাহ্‌র চরিত্রের ঋজুতা সম্বন্ধে স্যার আশুতোষের যথার্থ উপলব্ধি ছিল।[৬৫]

---

৬২. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬-১৭।

৬৩. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮ ।

৬৪. মুহম্মদ এনামুল হক, 'মহামনীষী', মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্‌ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১২।

৬৫. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যাচার করাকে তিনি বারবার ঘৃণা করলেও মিথ্যাবাদী তাঁর ঘৃণার পাত্র নয়, বরং সে যাতে মিথ্যা কথা না বলে সত্যের উপাসক হয় সেজন্য মূল্যবান উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হতেন না । এটাই ছিল তাঁর মনোধর্মী, তাঁর স্বভাব । মিথ্যাবাদী মিথ্যা কথা বললেও সে মানুষ । মানুষকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসতেন এবং সেখানে জাতি ধর্ম-বর্ণ কোনো ভেদাভেদ ছিল না ।[৬৬]

মানুষ সম্বন্ধে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ছিল একটি উদার প্রভাব জীবনে বিশ্বাসে ও আচরণে শাস্ত্রের গভীর আক্ষরিক প্রভাব স্বীকার করেও শহীদুল্লাহ্ যে কোন সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত বিবেকবান যুক্তিবাদী আধুনিক আদর্শ নাগরিকের মতো । সমস্বার্থে সহিষ্ণুতা, সহযোগিতায় সহবস্থান করতে জানতেন । তাঁর বাল্য কৈশোরের পরিবেশ তাঁর এ গুণের বিকাশের অনুকূল ছিল না । কাজেই এটি তাঁর অর্জিত মহৎগুণ । মানুষ শহীদুল্লাহ্‌র বিশেষ পরিচয় এখানে নিহিত । স্বধর্মে স্বস্থির থেকেও তিনি দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম অবিশেষে 'মানুষ'কে জাগতিক জীবনে সহজেই সমাজ 'মানষ' রূপে গ্রহণ করতে পারতেন ।[৬৭]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্বন্ধে সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন : তিনি সকলের কাছেই গৃহীত হয়েছেন, কেউ তাঁকে বিরোধী বলে দূরে সরিয়ে রাখেন নি । প্রগাঢ় ধর্মবোধ থেকেই তার মধ্যে একটি পরমত সহিষ্ণুতা গড়ে উঠেছিল । তিনি বেদ, উপনিষদ এবং পুরানকে কখনও অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি ।[৬৮]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র পারিবারিক চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে ড. গোলাম সাকলায়েন বলেন:

> তিনি তাঁর পুত্র বধুদের ডাকতেন কখনো 'বউমা' কখনো 'মা' বলে । নিজের মেয়ের মতো স্নেহ করতেন তাঁদের । তাঁর একটা অভ্যাসের কথা বাড়ীর সবাই জানেন । রমজানের ঈদের সময় হলে তিনি টাকা কড়ি দিতেন তাদের । বলতেন 'বউমা' হলো আমার মায়ের মত, মেয়ের মত । এভাবে ঈদ উৎসব-পার্বনে তিনি পুত্র বধুদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলেন । তিনি কখনো কখনো তাঁর কোন ছাত্রের স্ত্রীকে 'মা' সম্বোধন করতেন অথবা বলতেন 'বউমা'। তাঁর ভূতপূর্ব ছাত্রও পরলোকগত অধ্যক্ষ আবদুল হাই সাহেবের স্ত্রীকে তিনি

---

৬৬. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬।

৬৭. আহমদ শরীফ, 'আমার চেতনায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ', শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭।

৬৮. সৈয়দ আলী আহসান, 'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : স্মৃতিগত তাৎপর্য', শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭-৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

'বউমা' ডাকতেন। হাই সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পরিবারের কুশল সংবাদ নিতেন প্রত্যহ।[৬৯]

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন কাজে রাজশাহী এলে তিনি সাধারণতঃ উঠতেন ড. মযহারুল ইসলামের বাসায়। মিসেস ইসলাম তাকে বাবা অথবা শ্বশুরের মত সেবা যত্ন করতেন। তিনি ইসলাম সাহেবের ছেলেমেয়েদের ভালোবাসতেন, সময় সময় হাসির কথা বলতেন তিনি। তিনি বলতেন, এরা ফুল, ফুলকে কে না ভালোবাসে। বলাবাহুল্য যে কোনো সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েই ছিল তাঁর একান্ত প্রিয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে মিষ্টি বা ফলমূল বিতরণ করা ছিল ড. শহীদুল্লাহ্‌র একটি নৈমিত্তিক অভ্যাস। তিনি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 'টফি', 'লজেন্স' কিনে দিতেন।[৭০]

শহীদুল্লাহ্‌র জীবনে বাংলার তিনজন মৃত্যুঞ্জয়ী ব্যক্তিত্বের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন কেউ কেউ।[৭১] একজন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, যিনি তাঁকে আইন ব্যবসা থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছেন, অপরজন বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত হরিনাথ দে, যিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ও হুগলী হাজী মুহম্মদ মুহসীন কলেজে তাঁর শিক্ষক ও অনুপ্রাণক ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি বাংলার খ্যাতনামা গবেষক ও সাহিত্যিক ইতিহাসকার দীনেশচন্দ্র সেন, যিনি গবেষণার জগতে শহীদুল্লাহ্'কে আকৃষ্ট করেছিলেন। বাংলার এই তিন কৃতী সন্তানের সাধনার প্রভাব মুদ্রিত হয়েছিল তাঁর জীবনে - আশুতোষের ছাত্র-প্রীতি, দীনেশ সেনের অসাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য ও হরিনাথ দের বহু ভাষা প্রীতি। আমরা জানি ইসলামের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বগত ও আনুষ্ঠানিকতাগত কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু শহীদুল্লাহ্ আরো গভীরে প্রবেশ করে হিন্দু ও ইসলামের মধ্যে মিল খুঁজে বের করেছেন। তিনি বলেছেন - আপাত দৃষ্টিতে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে দুর্লভ ব্যবধান বিদ্যমান। মনে হয় ইহাদের কোন মিলনভূমি নেই। কিন্তু বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করলে উভয়ের মধ্যে অনতিবিলম্বেই মূল ঐক্যসূত্র পাওয়া যায়। হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মই পরধর্ম সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয় - এই সহিষ্ণুতা অন্য ধর্মমতের শ্রদ্ধা হইতে প্রসূত। পরন্তু ঔদাসন্য হতে নহে।[৭২]

---

৬৯. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯-২১।

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ ২২।

৭১. ড. রশীদুল আলম, 'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ জীবন-দর্শন', মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, *শতবর্ষপূর্তি স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭৫-৩৮৫।

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

শহীদুল্লাহ্‌র দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ম, সূক্ষ্মতম সদৃশ্যও তাঁর দৃষ্টি গোচর হতো । একবার কাউকেও দেখলে তিনি মনে রাখতে পারতেন । তাঁর এই চারিত্রিক গুণ ভাষা অধ্যয়নেও কাজে লেগেছিল । এ ব্যাপারে মুহম্মদ আবদুল হাই লিখেছেন :

> সংস্কৃত ভাষায় এবং প্রাচীন কথ্য আর্য ভাষা থেকে উদ্ভূত তার পরবর্তী স্তরের পালি প্রাকৃত ও অপভ্রংম প্রভৃতি ভাষায় শহীদুল্লাহ্ সাহেবের বিশেষ জ্ঞান থাকায় এ উপমহাদেশের আর্য ভাষা গোষ্ঠীর যে কোন ভাষার ইতিহাসভিত্তিক ভাষা বিজ্ঞানের চর্চাও তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়েছে। যে কোনো শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে এ উপমহাদেশে তাঁর জুড়ি মেলা ভার । বহুদিনের সাধনার বহু ভাষায় জ্ঞান লাভ করার ফলে শব্দের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে এমন একটা অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় যা সত্য বিস্ময়কর । ইংরেজীতে যাকে Sixth Sense বলা হয় । শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের বেলায় শহীদুল্লাহ্ সাহেবের এই অন্তর্দৃষ্টি কেবল তারই সঙ্গে তুলনা করা যায় । তাঁর এই অন্তর্দৃষ্টির অন্য নাম Intuition বা প্রজ্ঞা ।[৭৩]

ড. শহীদুল্লাহ্ দেখতে ছিলেন এক দরবেশের মত । তিনি জীবনে দাঁড়ি কামান নি । স্বেচ্ছায় কখনো নামাজ কাজা করেন নি । ধুমপান করেন নি । বেঁটে খাঁটো গোলগাল চেহারার মানুষ ছিলেন । মাথায় সবসময় টুপি পড়তেন । শেরওয়ানি, জামা, পায়জামা পরতেন, সুস্থ ও বলিষ্ট দেহ, লম্বা দাঁড়ি ও বাবরি চুল । বুকের লোমগুলো ছিল মসৃণ । দেখে মনে হবে বুঝি প্রাচীন ভারতের এক তপসিদ্ধ সাধক ।[৭৪]

হাতে ছাতা বা লাঠি । আর বই কাগজপত্র ভর্তি একটা ব্যাগ । নিরংহকার সাধাসিধে চালচলন। অধ্যাপক ড. এনামুল হকের ভাষায় :

> হি ইজ এ ওয়াকিং ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ওরিয়েন্টাল লোর' অর্থাৎ তিনি ছিলেন একজন চালঙ্গু প্রাচ্য বিদ্যাকল্প সম ।

অধ্যাপক আবুল ফজল যথার্থই বলেছেন :

> আচার ব্যবহার পোশাকে লেবাসে, দৈহিক গঠন ও বচন-বাচনে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের নিজস্ব একটা বিশিষ্টতা আছে ।[৭৫]

---

৭৩. মুহম্মদ আঃ হাই, 'ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ', মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৬।

৭৪. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ ২০-২১।

৭৫. হোসেন মীর মোশাররফ, *ছোটদের শহীদুল্লাহ্*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ ৩৫-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন :

> ড. শহীদুল্লাহ্ এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী-তাঁকে আমরা একজন যুগনায়ক মুসলমান বাঙালী বলে অভিবাদন করি।[৭৬]

বার্ধক্যে মানুষের দেহ অপটু হয়ে পড়ে। সে শক্তি সামর্থ্য হারায়। শিথিল হয়ে আসে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্ক। সে কারণে বার্ধক্য মানুষের জীবনের সবচেয়ে দুঃখের সময়। কিন্তু আনন্দের বিষয় যে, আশি-একাশি বছর বয়সেও কখনো তাঁর দেহ-মনে বার্ধক্যের ছাপ আসে নি। হাসি, আনন্দ, বক্তৃতা, অভিভাষণ এবং লেখাপড়ায় তাঁকে দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করতে দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে যেতো। তিনি তাঁর লোকান্তর প্রাপ্তির মাত্র এক বছর আগেও যুবকের মতো কাজকর্ম করতে পারতেন।[৭৭]

তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠার বর্ণনা দিতে গিয়ে ড. গোলাম সাকলায়েন বলেন :

> বাংলা একাডেমীতে চাকরির সময় তাঁর বয়স আশির উপরে। অফিস টাইম ছিল সাড়ে আটটা (নয়টা) থেকে আড়াইটা/তিনটা। কাজেই অফিসারদের বাড়ী থেকে খাবার আসতো। দুপুরের খাবার তাঁরা খেয়ে নিতো অফিসেই। আচার্য শহীদুল্লাহ্-এ বয়সে অম্লান বদনে সব কষ্ট সহ্য করতেন। কর্তব্যে তিনি এমনই অবিচল ছিলেন যে, অন্যান্যদের মতো তিনটা অবধি ঘড়ির কাঁটা ধরে অফিস করেছেন। মধ্যাহ্ন ভোজন পর্ব অফিসেই সমাধা করেছেন।[৭৮]

তাঁর একাগ্রতা কেবল কর্মক্ষেত্রেই নয়, ছাত্রজীবনেও ছিলেন অধ্যাবসায়ী। হোসেন মীর মোশাররফ বলেন :

> ড. শহীদুল্লাহ্ লেখাপড়া করতে খুব ভালবাসতেন। একবার পড়তে বসলে আর কোন খেয়াল থাকত না। একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে তিনি বই পড়ছিলেন। দপ্তরি লাইব্রেরী বন্ধের ঘন্টা কখন বাজিয়েছেন, তা তাঁর একটুও খেয়াল নেই। অনেক পরে হঠাৎ যখন খেয়াল হল, তিনি বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে দেখলেন লাইব্রেরী অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি ভেতরে আটকা পড়েছেন। বাইরে তালা দিয়ে সেই কখন সবাই চলে গেছে। লাইব্রেরীর ওপর তলায় ছিল ছাত্রাবাস। তাঁর হাঁক ডাক শুনে ছাত্ররা লাইব্রেরীয়ানের বাড়ী থেকে চাবী এনে তাঁকে বের করার ব্যবস্থা করলো। তিনি তাদেরকে ধন্যবাদ জানালেন।[৭৯]

---

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ ১।

৭৭. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮-১৯।

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ ২১।

৭৯. হোসেন মীর মোশাররফ, প্রাগুক্ত, পৃ ২১।

Dhaka University Institutional Repository

ছোটবেলায় একবার তাঁকে ভালো জুতা কেনার জন্য কিছু টাকা দেয়া হল । তিনি ফিতেওয়ালা জুতা না কিনে সস্তা দামের চঠি জুতো কিনে দু'টো টাকা বাঁচালেন । তাই দিয়ে কিনলেন বই । পড়তে বসলে খাওয়া দাওয়ার কথা ভুলে যেতেন ড. শহীদুল্লাহ্ । এ অভ্যাস তাঁর ছোটবেলায় থেকেই ছিল । সারা রাত্র অধ্যায়নের অভ্যাস ছিল । কখনো কখনো দেখা যেত রাতের খাবার টেবিলেই পড়ে রয়েছে খাবার সময়ও পান নি তিনি ।[৮০]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আলাপ আলোচনায় ছিলেন অত্যন্ত শালীন । মজলিস গুলজার করতে তাঁর জুড়ি খুব কমই ছিল । পুরানো ঐতিহ্য মাফিক হাস্য পরিহাস করতে অথবা দেশী-বিদেশী ভাষা হতে অনবরত বচন উদ্ধৃত করে সরস আলাপ আলোচনায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। অনেক সময় সময়ানুযায়ী উপভোগ্য গল্প উপাখ্যানের অবতারণা করতেন । কখনো বা সারগর্ভ উপদেশ বাণী শুনাতেন ।[৮১]

তিনি ঘরোয়া বৈঠকে অথবা আসরে অনেক সময় হযরত রাসূল (সা) সংক্রান্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করতেন । উদ্ধৃতি দিতেন কুরআন হাদীস থেকে ।[৮২]

তাঁর হৃদয় যেমন ছিল ধর্মীয় উদারতায় ভরপুর তেমনি মায়া মমতা স্নেহ ভালবাসায়ও ছিল পরিপূর্ণ । একবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ শেষ বর্ষের ক্লাশ নিচ্ছেন । ছাত্রদের নাম ডাকতে গিয়ে দেখলেন ১১ নং রোলের ছাত্রের নাম কাটা । কারণ জানতে চাইলে ছাত্রটি উত্তর দিল বাড়ী থেকে এখনো টাকা এসে পৌঁছে নি। দু'মাসের বেতন না দিতে পারায় নাম কাটা গেছে। ক্লাশ শেষে ছেলেটিকে বিভাগীয় অফিসে দেখা করতে বললেন । ছেলেটি দেখা করতেই দু'মাসের বেতন শোধ করার মত টাকা দিয়ে বললেন তাড়াতাড়ি নাম উঠিয়ে নাও । ছেলেটি শহীদুল্লাহ্র মহানুভবতা দেখে অবাক হলো এবং টাকা নিতে ইতস্তত করল । অবশেষে বললেন নেও, না হয় টাকা আসলে আবার ফিরিয়ে দিও । ছেলেটি তখনই নাম উঠালো এবং পরবর্তীতে টাকা আসলে শহীদুল্লাহ্ আর টাকা নিলেন না - বললেন এটা পিতৃস্নেহের টানেই দিয়েছি । আর এ দিয়ে তুমি কিছু বই কিনবে । ছেলেটি পুনরায় অবাক হয়ে গেল ।[৮৩]

---

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ ২২।

৮১. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮-৪৯।

৮২. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ ২২।

৮৩. হোসেন মীর মোশাররফ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮-২৯।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মের নামে গোঁড়ামি ড. শহীদুল্লাহ্ একেবারে পছন্দ করতেন না । ধর্মান্ধতা থেকে তিনি বরাবরই দূরে থাকতেন । তিনি বলতেন ধর্ম নিয়ে যারা কোন্দল করে ধর্মের মর্ম তারা জানে না । ঢাকায় একবার হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হল । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এর প্রতিবাদে একসভা আহ্বান করল । তিনি প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত হয়ে বলেন : 'ধর্মের নামে যারা মানুষ হত্যা করে তারা মানুষ নামের অযোগ্য-তারা পশু ।' একবার রোজার মাসে তিনি ইফতার করতে যাবেন এমন সময় কয়েকজন বে-রোজদার তাঁর বাসায় এল । তারা ইফতার করতে ইতস্তত করছিল । তিনি বললেন : 'রোজা না থাকলে কি ইফতার করার কোন বাধা আছে? তোমরা এসে ইফতার করো ।'

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'ধার্মিক' মানুষ ছিলেন, শুধু 'ধার্মিক' ছিলেন না ।[৮৪] ধর্ম বিশেষ করে কট্টর ধর্মপরায়নতা মানুষকে অনেক সময় কঠিন, অনড় ও প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলে । শহীদুল্লাহ্ এসব নেতিবাচক অপদোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন । নৃত্য, নাটক, অভিনয় ও চিত্রাঙ্কন তার অপছন্দ ছিল । তিনি মেয়েদের মাথায় কাপড় দেয়া পছন্দ করতেন । কিন্তু তিনি এগুলোর বিরুদ্ধে 'জিহাদ' ঘোষণা করেন নি । তিনি ধর্মশীল ব্যক্তি, নিজে জীবনে সজ্ঞানে নামাজ কাজা করেন নি। ধর্মীয় সদাচারগুলোকে তিনি প্রচার ও প্রসার করতে চেয়েছেন ।[৮৫]

নিজের জীবনে সেগুলো অনুশীলন করতে চেয়েছেন । তাঁর পক্ষে প্রচলিত ধর্মীয় মূল্যবোধের বিপরীত স্রোতে গিয়ে এগুলোকে উৎসাহ দান করা যুক্তিসঙ্গত ছিল না । কিন্তু তাঁর পূর্বাপর আচরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এগুলো সম্বন্ধে তাঁর মনে সুতীব্র কোন ঘৃণাও ছিল না। তাঁর সহজাত শিল্পবোধ তাঁকে সহনশীল উদার করে তুলেছে ।[৮৬]

ইসলামী চিন্তাধারা

ড. শহীদুল্লাহ্ কেবল ভাষা বিজ্ঞানীই ছিলেননা, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি সাধনা করেন। ধর্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বেও তিনি অবিরাম জ্ঞান চর্চা করেছেন । ধর্মীয় বিষয় ও সামাজিক প্রসঙ্গ তাঁর প্রবন্ধরাজির এক বিরাট আয়তন জুড়ে রেখেছে । তাঁর *ইসলাম প্রসঙ্গ*ও *'কুরআন প্রসঙ্গ'* নামক সংকলন দু'টি এর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ।[৮৭]

---

৮৪. মাহ্যূযা হক, *ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (আব্বা ও আমি)*, প্রাগুক্ত, পৃ ৭০-৭৭।

৮৫. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ ৪৪১।

৮৬. রশীদ হায়দার, 'সাত পুরুষের শিক্ষক', মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৮-১১২।

৮৭. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

ড. শহীদুল্লাহ্‌র রচনাবলীতে ইসলামের জীবন দর্শন ও তার রূপ রেখা যে চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে, তা বাংলা সাহিত্যের অন্য কারো লেখায় দৃষ্ট হয় না । আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গোলাম মোস্তফা তাঁর কাব্য ও প্রবন্ধে ইসলামের বিশ্বজনীন ভাবধারার সুন্দর প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছেন । কিন্তু ড. শহীদুল্লাহ্‌র তুলনামূলক আলোচনায় ইসলামী জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার যে সার্বিকরূপ ও শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে এবং তিনি যেভাবে অন্য ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন, তা গোলাম মোস্তফার সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় না ।[৮৮]

ড. শহীদুল্লাহ্‌র ধর্মীয় সাহিত্যে ইসলামের জাতীয় আদর্শ সামাজিক লক্ষ্য । রাষ্ট্রীয় রূপরেখা আচার অনুষ্ঠান মোটকথা । এর সমষ্টিগত জীবনের কোন দিকই বাদ পড়েনা । মওলানা আবুল কালাম আজাদের রচনার ন্যায় তাঁর ধর্মীয় রচনার ফাঁকে ফাঁকেও কুরআনের টুকরোগুলো মনি মুক্তার ন্যায় ছড়ানো ও জড়ানো রয়েছে । এছাড়া কবি ইকবাল, হালী, হাফিজ, জামী, প্রমুখের ইসলামী কবিতার উদ্ধৃতিও তাঁর ধর্মীয় রচনার শোভা বর্ধন করেছে । তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ । তাই তিনি অনায়াসে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত ধর্মগ্রন্থসমূহের মর্মবাণী অনুধাবন করতে সক্ষম ছিলেন।[৮৯]

সৈয়দ আমীর আলীর ন্যায় তিনিও খ্রীষ্টান, ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করে যে নিপূণভাবে বিধর্মীদের সামনে ইসলামের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছেন, তাতে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের দৃষ্টিতে এর সৌন্দর্য ধরা না দিয়ে পারে না ।

ড. শহীদুল্লাহ্‌র ইসলামে গোড়ামী নেই, সংস্কার নেই । তিনি অতীতকে ঝটকা মেরে ফেলে দিতে চান না । আবার ভবিষ্যৎকেও উপেক্ষা করেন না । তিনি পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চান না, আবার নতুনকে দেখেও আঁতকে উঠেন না । কবি ইকবাল বলেন : 'আধুনিক সভ্যতাকে ভয় করা, আর প্রাচীন বিধানকে আঁকড়ে ধরা উভয়ই ডেকে আনে জাতীয় জীবনের সমস্যা ।' ড. শহীদুল্লাহ্‌ও অনুরূপ মত পোষণ করেন ।[৯০]

ড. শহীদুল্লাহ্‌র ইসলাম শাশ্বত ও চিরন্তন । তিনি ছিলেন ইজতিহাদে বিশ্বাসী । তবে তাঁর ইজতিহাদ স্যার সৈয়দ আহমদ, মুফতী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌, আল্লামা রশীদ রিযা, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মাওলানা মোহাম্মদ আলীর মত মুক্ত বুদ্ধি বা নিছক যুক্তিবাদ ভিত্তিক ইজতিহাদ নয় । তাঁর ইজতিহাদ অনেকটা আল্লামা শিবলী নোমানী, সৈয়দ সোলায়মান নদবী, ইকবাল ও আবুল কালাম আযাদের ন্যায় । ড. শহীদুল্লাহ্‌র মতে, অভিজ্ঞতার আলোকে কুরআনোর মর্মবাণী উপলব্ধি করতে হবে । ইসলামের মূলনীতি অটুট রেখে তাকে যুগের

---

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৩।

৮৯. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৩।

৯০. হোসেন মীর মোশাররফ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

চাহিদা অনুসারে নতুনরূপে রূপায়িত করতে হবে । ফিকহ্ শাস্ত্রকে নতুন করে গড়তে হবে। তবে এ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অধিকারী সকল ব্যক্তি নয় । যাঁরা ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখেন, যাঁরা মুজাদ্দিদ তাঁরাই যুগের প্রকৃতি অনুসারে ইসলামের অনুশাসনগুলো নতুন ছাঁচে ঢালাই করবেন । তিনি বলেন :

> আজ ১৪০০ বৎসরের অভিজ্ঞতা দিয়ে কুরআন মাজীদ বুঝতে হবে, হাদীস শরীফ বুঝতে হবে। ফিকহ্ নতুন করে গড়তে হবে । ইসলাম চিরদিনের জন্য, চিরনতুন । তাই হযরত ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন- প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় একজন মুজাদ্দিদ হবেন । যিনি ইসলামকে নতুন করে তুলবেন ।[৯১]

ড. শহীদুল্লাহ্ ইজতিহাদের পক্ষপাতী হলেও তাঁর ধর্মীয় ব্যাখ্যা মোটামুটি গতানুগতিক। তিনি জমহুর ওলামার পদাঙ্ককে অনুসরণ করে ইসলামী অনুশাসনগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন । তাঁর এই গতানুগতিকতার মধ্যেও রয়েছে প্রগতির ছাপ । তিনি স্যার সৈয়দ বা মওলানা আকরম খাঁর ন্যায় বৈজ্ঞানিক সত্যের মাপকাঠিতে ইসলামের সত্যতা বিচার করেন নি । বরং পূর্ববর্তী ওলামার পথ ধরে ইসলামের রূপরেখাকে বৈজ্ঞানিক প্রকাশ ভঙ্গিতে তুলে ধরার প্রয়াস পান । তবে তিনি এটাও পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেন যে, বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে কুরআনের কোন বিরোধ নেই।[৯২]

তিনি বলেন :

> কুরআন শরীফ কোন বৈজ্ঞানিক পুস্তক না হলেও ইহা অবৈজ্ঞানিক নহে । কুরআনে আল্লাহর বর্ণনার জন্য প্রাসাঙ্গিকরূপে এরূপ অনেক কথা বলা হয়েছে । যাহা আশ্চর্যরূপে আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলিয়া যায় । যদি দুই এক স্থানে সামান্য কিছু অমিল দেখা যায়, তা আধুনিক বিজ্ঞানের অপূর্ণতা বশতঃই । বাস্তবিক, বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিত কুরআনের কোনও বিরোধ নেই । তবে যদি কিছু বিরোধ থাকে, প্রথমতঃ তা বৈজ্ঞানিক মতের (Theory) সহিত । দ্বিতীয়তঃ তা প্রাচীন টীকাকারগণের নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী ব্যাখ্যায় ।[৯৩]

কুরআন হাদীসে বর্ণিত যে সব বিষয় আপাতদৃষ্টিতে অতি প্রাকৃতিক এবং অতি ইন্দ্রীয় বলে মনে হয়, সেগুলো তিনি অবিশ্বাসও করেন নি । আবার রূপক অর্থ বের করে সেগুলোকে বাহ্য প্রকৃতি মাফিক করার জন্যেও তিনি মাথা ঘামান নি । রাসূল করীমের জীবনী - *'শেষ নবীর*

---

৯১. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ২০।

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ ২১।

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

সন্ধানে' নামক প্রবন্ধে তিনি নবীজীর অলৌকিক ঘটনাবলীকে অতি মানবিক বলে অভিহিত করেন।[৯৪]

মাওলানা আকরম খাঁ তাঁর 'মোস্তফা চরিতে' যেভাবে রাসুল (সা) এর অলৌকিক ঘটনাবলীকে অতিমানবিক না বলে মহামানবিক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, ড. শহীদুল্লাহ্ সেরূপে আকাশ-কুসুম কিছু চিন্তা করেন নি। বহু বিবাহ, দাসত্ব প্রথা, মেয়েদের অবরোধ প্রথা-এরূপ আরো কয়েকটি সামাজিক বিষয়ে ড. শহীদুল্লাহ্ কুরআনের ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে গিয়ে পুরোপুরি মুজতাহিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং জমহুর ওলামার মতামতের উর্ধ্বে উঠে প্রগতিশীলতার পরিচয় দেন। স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখের ন্যায় তিনিও এক বিবাহকে 'আদর্শ বিবাহ', 'বাল্য বিবাহ'কে সমাজের কদর্য বিবাহ এবং তালাক প্রথাকে বৈধ অথচ গর্হিত বলে অভিহিত করেন।[৯৫]

যুদ্ধ বন্দিকে দাস করে রাখা অবৈধ বলে পরিগণিত করেন। বাংলা পাক-ভারতের মুসলিম সমাজে প্রচলিত পর্দা প্রথাকে জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী এবং অস্বাস্থ্যকর প্রথা বলে বর্ণনা করেন। তিনি মনে করতেন মানব দেহে যেমন দুটি চোখ, দুটি হাত, দুটি পা রয়েছে তেমনি সমাজ দেহেও নর ও নারী-এ দুটি অঙ্গ রয়েছে। তাই নারী জাতির সুষ্ঠু উন্নতি ব্যতীত কোন জাতিকে সমুন্নত বলা যায় না। এ প্রগতিমূলক মনোভাব নিয়েই তিনি সাধারণ ওলামার বিরোধিতা সত্ত্বেও আইউব সরকারের আমলে 'পরিবার আইনেরে' প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দিতে পেরেছিলেন।[৯৬]

সে সময় তিনি নর-নারীর যৌন অপরাধের জন্য কুরআনের অনুশাসন প্রয়োগ করারও পরামর্শ দেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন - ইসলামের বিধান হলো পুরুষদের সাথে নারীদের ঈদের ময়দান ও মসজিদে নামাযে যোগদান করা। আমাদের সমাজে পুরুষদের আত্মপরায়নতার দরুণ নারীর সামাজিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন হতে দেখে ড. শহীদুল্লাহ্ দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন :

> সেইদিন দূরে নয়, যখন মুসলিম মহিলা সমাজ কুরআন ও হাদীসের দোহাই দিয়েই আপন ন্যায্য অধিকার লাভ করবে। এবার তাঁর ভাষায় শুনুন ঃ যাঁহারা ইসলামের দোহাই দিয়া নারী জাতির উপর পুরুষদের স্বেচ্ছাচারমূলক অন্যায়-অত্যাচারকে কায়েম রাখিতে চান, তাঁহাদিগকে আমি কেবল নারী জাতির শত্রু বলি না, বলিব ইসলামের শত্রু।[৯৭]

---

৯৪. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *কুরআন প্রসঙ্গ*, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ ৩২।

৯৫. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৭।

৯৬. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *ইসলাম প্রসঙ্গ*, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ ৩৩।

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ জীবনে ইসলামী চিন্তাধারা

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা করে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, ইসলাম হলো 'Rational Socialism' অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত সাম্যবাদ। এই সমাজ ব্যবস্থা 'Individualism' এবং 'Socialism' এর মধ্যকার বিরোধ নিরসন করে ধর্মভিত্তিক । ইউরোপ, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের 'Socialism' একটি ধর্মহীন সমাজ ব্যবস্থার বিকল্পিত নাম । সেগুলোর সাথে ধর্মের কোন যোগসূত্র নেই । ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা নিরেট 'সাম্যবাদ' ও 'পুঁজিবাদ'-এর মধ্যবর্তী একটি ভারসাম্যমূলক পন্থা । সম্পদ ও সম্পত্তি বন্টনের ব্যাপারে ইসলাম 'সাম্যবাদ' ও 'পুঁজিবাদ'-এর মধ্যবর্তী একটি ন্যায়ানুগ পন্থা অবলম্বন করে । ইসলাম সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অধিকার স্বীকার করে । কিন্তু তার সাথে ইসলাম মজুদদারী ও মুনাফাখোরীর বিরুদ্ধেও কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে ।[৯৮] উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ বন্টনে জ্ঞাতি, এতিম ও অভাবগ্রস্তদের জন্যেও ইসলামে যথোচিত ব্যবস্থা রয়েছে।[৯৯]

কার্যকারিতার দিক থেকে ইসলাম এমন একটি গণতান্ত্রিক শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা কামনা করে, যেখানে প্রতিটি মানুষ সুযোগ সুবিধা এবং সম্পদের ক্ষেত্রে তাঁর ন্যায্য অধিকার লাভ করবে । সংক্ষেপে বলতে গেলে, ড. শহীদুল্লাহ্র ইসলাম হলো- প্রগতিধর্মী । তাঁর ইসলাম কেবল বেহেশতের উৎসাহ দিয়ে ক্ষান্ত হয় না, তা মানুষকে দেখায় সর্ববিধ কল্যাণের পথ । তিনি বিশ্বাস করতেন, আত্মা এবং শরীর নিয়েই মানুষ, তাই জাগতিক উন্নতি ছাড়া ধর্মীয় ও আত্মিক উন্নতি অকল্পনীয় । আবার জাগতিক উন্নতির সমস্ত উপাদান থাকা সত্ত্বেও যদি সেখানে আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতা অনুপস্থিত থাকে, তবে সেই উন্নতি সার্বিক ও স্থায়ী হতে পারে না।[১০০]

ড. শহীদুল্লাহ্ সারাটি জীবন অধ্যায়ন ও অধ্যাপনায় অতিবাহিত করেন, তা সত্ত্বেও তিনি কোন সময় সমাজ থেকে দূরে ছিলেন না । যখনই সমাজের প্রয়োজনে তাঁর ডাঁক পড়তো, তখনই তিনি সানন্দে সাড়া দিতেন । তিনি জীবনে কত যে সভা-সমিতি, সম্মেলন ও অনুষ্ঠানে যোগদান করে, আর কত যে ভাষণ-প্রতিভাষণ দেন, কত যে ওয়াজ নসীহতের মাহফিলে যোগদান করেন, তার লেখাজোখা নেই । তিনি বহু সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে সমাজের প্রভূত খেদমত সাধন করেন । দেশ, শিক্ষা ও ধর্ম সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেন । মুসলিম সমাজে প্রচলিত অনেক কুসংস্কার

---

৯৮. প্রাগুক্ত।

৯৯. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৭।

১০০. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬-৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

দূরীভূত করার জন্যেও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন ।[১০১] ড. শহীদুল্লাহ্ আজীবন মাঠে-ঘাটে, মসজিদ, মক্তবে, সভা-সম্মেলনে ইসলামের মর্মবাণী প্রচার করেন । তাঁর আদর্শ ও চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান ও অমুসলমান ধর্মের সৎ পথ খুঁজে পায় এবং জীবনে শান্তি লাভ করে ।[১০২]

আর্য সমাজ নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দনের 'শুদ্ধি আন্দোলন' ১৯২২-২৩ সালে উত্তর ভারতে চরম আকার ধারণ করেন । আর্য সমাজবাদী হিন্দুদের প্ররোচনায় রাজপুতনার অর্ধশিক্ষিত ও অনুন্নত 'মালকানা' মুসলমানেরা দলে দলে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে । সে সময় মওলানা মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী তাঁর *'ইসলাম মিশনের'* পক্ষ থেকে আর্য সমাজবাদী পন্ডিতদের মোকাবিলায় ড. শহীদুল্লাহ্কে তথায় ইসলাম প্রচারককল্পে প্রেরণ করেন । তিনি দীর্ঘ তিন মাস প্রানান্ত পরিশ্রম করে 'মালকানা' রাজপুতদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেন । ফলে হাজার হাজার মুসলমান মালকানা রাজপুত আর্য সমাজবাদী পন্ডিতদের খপ্পর থেকে রক্ষা পায় ।[১০৩]

ইন্তিকাল

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সারাজীবন কর্মব্যস্ত মানুষ ছিলেন । পরিণত বয়সেও তিনি গুরুতর কর্মভার বহন করছিলেন । আনন্দময় বিশ্রামের বা নিস্কর্ম অবকাশের সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন নি। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি শিক্ষকতা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন কিন্তু গবেষণা থেকে অব্যাহতি পান নি । তিনি বাংলা একাডেমী সংকলিত অভিধান প্রণয়ন প্রকল্পে আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রণয়নের কাজ করছিলেন । ১ এপ্রিল ১৯৬৭ খ্রীঃ - তিনি বাংলা একাডেমী থেকে অবসর গ্রহণ করেন । সেদিনই তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রফেসর এমেরিটার্স' পদে নিয়োগ দান করা হয় । অর্ধ শতাব্দী ধরে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দেশ ও জাতির উন্নতি সাধনে নিবেদিত প্রাণ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৬৭ খ্রীঃ ২৭ ডিসেম্বর প্রথম সিরিব্রাল থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হন । তাঁর শরীরের ডান পাশ পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং তাঁর বাকশক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয় ।[১০৪]

প্রখ্যাত চিকিৎসক স্যার জন ক্যামেরুন ও ডাঃ নূরুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে দিনের পর দিন প্রচেষ্টা চলল তাঁর রোগ নিরাময়ের জন্য । প্রাদেশিক গর্ভনর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর নিজের জন্য সংরক্ষিত নয় নম্বর কেবিনটি তাঁকে ছেড়ে দেন । এখানেই তিনি দীর্ঘকাল চিকিৎসায় ছিলেন । কয়েক মাস পর ১৯৬৮ সালের মাঝামাঝিতে কিছুটা সুস্থ

---

১০১. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৯-৪৬০।

১০২. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮।

১০৩. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৯।

১০৪. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২৯।

Dhaka University Institutional Repository

হলে পেয়ারা হাউজে ফিরে আসেন। কিন্তু অসুখ বাড়লে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে আবার হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।[১০৫]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র জীবনের অন্তিম দিনগুলোর এক মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায় তাঁরই প্রিয় ছাত্র অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েনের 'অন্তরঙ্গ আলোকে ডক্টর শহীদুল্লাহ্'র গ্রন্থটিতে।[১০৬]

হাসপাতালে থাকাকালে ড. শহীদুল্লাহ্‌র সাথে একদিন দেখা করতে এসে অধ্যাপক সাকলায়েন লক্ষ্য করেন তাঁর কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে। তিনি তাঁর শিক্ষককে বললেন :

> আপনার কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে, কথা না হয় না বললেন। আমি আপনাকে দেখতে এসেছি।' হাত দিয়ে মুখের ডান দিকটা দেখিয়ে বললেন : অসুবিধা অনেক, কি করি, কোন উপায় নেই, চিকিৎসা চলছে।[১০৭]
>
> কথাগুলো জড়িয়ে আসছিল। যিনি সারা জীবন কথার ফুলঝুরি বর্ষণ করেছেন ক্লাসে, সভা-সমিতিতে, বক্তৃতা মঞ্চে, লেখা এবং পড়াই ছিল যাঁর সারা জীবনের সাথী সেই আজন্ম সাধককে দেখলাম দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমনে পঙ্গু। লেখাপড়া একদম করতে পারেন না বলে জানালেন। দেখলাম, প্যাডের কাগজে বা হাত দিয়া বাঁকা-চোরা হস্তাক্ষরের হাত মফস করছেন।
>
> আবার জিজ্ঞেস করলাম- বাঁ হাত দিয়ে লিখতে পারেন ? 'পারি'-এই তো দেখো লিখছি।
>
> দেখলাম সেটা লেখা না বলাই ভাল। মনে হলো এ যেন পাঠশালার পাঁচ বছরের এক কচি ছেলের হস্তাক্ষর। অক্ষরগুলি আচার্য শহীদুল্লাহ্‌র ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর।[১০৮]

হাসপাতালে রোগশয্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রফেসর এমিরিটাসের জন্য প্রদত্ত সম্মানীর টাকা তাঁকে ভাউচারে সই করে নিতে বলা হল। অসুখের জটিলতায় এবং লিখতে অক্ষম হওয়ায় তিনি তখন সই করতে পারলেন না। অথচ টিপ সই দিয়ে টাকাও নেবেন না। যে মানুষ আজীবন লেখাপড়ার চর্চা করেছেন। জ্ঞানের আলো বিতরণ করেছেন, দু'হাতে অকাতরে অকৃপণভাবে তিনি কিভাবে টিপ সই দিবেন ? শেষে তাঁর বড় ছেলে মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্।[১০৯]

---

১০৫. হোসেন মীর মোশাররফ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭-৩৮।

১০৬. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬১-১৬৪।

১০৭. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৫-১৬৭।

১০৮. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩০।

১০৯. হোসেন মীর মোশাররফ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

হাসপাতালে ১০ জুলাই তাঁর শেষ জন্মদিনে শেষবারের মত ফুলদানীতে একগোছা গোলাপ ফুলের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সেই তারিখে তাঁর ওপর লেখা একটি প্রবন্ধের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি ফেললেন গভীর নিঃশ্বাস। পরদিন তাঁর শরীরে নিমোনিয়ার লক্ষণ দেখা গেল এবং চিকিৎসকেরা হয়ে পড়লেন চিন্তিত। তাঁকে বাঁচিয়ে তুলতে দু'দিন ধরে চলল অবিরাম সংগ্রাম।[১১০]

বলাবাহুল্য, ১৯৬৮ সালের ২৬ জুলাই তাঁর স্ত্রী মরগুবা খাতুন ঊনষাট বৎসর দাম্পত্য জীবন যাপনের পর লোকান্তর হন। রোগে ও শোকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র শরীর ক্রমেই সচলতা হারায়। তিনি ১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই রোববার সকাল ৯ টা ৫৮ মিনিটে জীবনের মায়া কাটিয়ে অগণিত মানুষকে শোকাভিভূত করে ইন্‌তেকাল করেন (ইন্নলিল্লাহে ... রাজেউন)।[১১১]

আজীবন শিক্ষাব্রতী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র দীর্ঘজীবন কেটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। তাই মৃত্যুর পরে তাঁর অসংখ্য ভক্ত, ছাত্র ও দেশের সুধীবৃন্দ সিদ্ধান্ত নিলেন উপযুক্ত স্থান। কবরের জন্য বেছে নেয়া হলো ঈশা খানের পরিবারের স্মৃতি বিজড়িত দেওয়ান বাজার রোডের ধারে ছায়া ঢাকা আর পাখি ডাকা একটুকরো জমি। কার্জন হলে বিজ্ঞান ক্যাম্পাসের পাশে ঐতিহাসিক মুসা খান মসজিদের পশ্চিম পাশে তাঁকে হাজার হাজার অশ্রুসিক্ত জন মানুষের উপস্থিতিতে দাফন করা হলো।

গভীর প্রশান্তিতে তিনি ঘাসে ঢাকা অনাড়ম্বর কবরে ঘুমিয়ে আছেন। অদূরেই ছাত্র-ছাত্রীদের সমারোহ, মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিনের আজান ভেসে আসে। বেঁচে থাকতে তিনি থাকতেন অনাড়ম্বর বেশে। ভালোবাসতেন নিজ বাসস্থান থেকে আজান শুনতে। আর সেই সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের সান্নিধ্যে থাকতে। জ্ঞান তাপস ড. শহীদুল্লাহ্ আমাদের জাতীয় জীবনে এক বিশিষ্ট নাম। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কথা আলোচনাকালে তাঁর নামও উচ্চারিত হবে শ্রদ্ধার সাথে।

---

১১০. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭০।

১১১. শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪০।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবনবোধে ইসলামী ভাবধারা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
জীবনবোধে ইসলামী ভাবধারা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কর্মমুখর জীবনের অধিকারী মনীষী ছিলেন। তাঁর জন্ম ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম একই সালে। কংগ্রেসী রাজনীতি ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থায় যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, তার নানা অভিযাত শহীদুল্লাহ্র জীবনকেও প্রভাবিত করেছে। কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো পরোক্ষভাবে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র কর্মমুখর জীবন নানা উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। উপাখ্যানগুলোর কেন্দ্রীয় চরিত্র তিনি নিজেই। প্রায় সবগুলো উপাখ্যান গড়ে ওঠেছে তাঁর চরিত্রের সরলতা, উদারতা, সহনশীলতা, জ্ঞানতৃষ্ণা, নির্লোভতা, দয়ার্দ্র চিত্ততা ইতাদি গুণকে উপজীব্য করে। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিলো বিচিত্র, শিক্ষক ছিলেন তিনি, প্রশাসক ছিলেন তিনি, ইসলাম প্রচারক ছিলেন তিনি, তিনি সর্বোপরি ছিলেন মানবদরদী গবেষক। অনেক বিপরীতের সমন্বয় করতে হয়েছে তাঁকে। তাই কেউ তাঁকে বলেছেন- মোল্লা, আবার অন্য কেউ বলেছেন হিন্দু ঘেঁষা, কেউ বলেছেন পাশ্চাত্যপন্থী, কেউ বলেছেন পশ্চাদগামী। প্রকৃতপক্ষে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন আপন অন্তরের এলায় উদ্ভাসিত এক বিনম্র পথিক। অন্যের প্রদত্ত সংজ্ঞার সীমায় তিনি নিজেকে গুটিয়ে রাখেন নি, তিনি প্রসারিত হয়েছেন, বিস্তারিত হয়েছেন, সৃষ্টি করেছেন নিজের শ্রেয়োবোধের ভূবন, যে ভূবন সম্পূর্ণই তাঁর, আর কারো নয়।

শিক্ষকতা

পড়াশোনার পাঠ শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি বছর খানেক যশোর জেলা স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকুরী করেন। পরে এম.এ ও বি.এল পাশ করার পর চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন।[১]

এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন তাঁর ব্যক্তিত্বের অনন্যতা সমাজের চোখে ধরা পড়ে, শহীদুল্লাহ্ একজন মুসলমান প্রধান শিক্ষক, তিনি পন্ডিত ও আইন পাশ। তিনি কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ান, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, দাঁড়ি রেখেছেন, টুপি পরেন, স্বল্পবাক এবং কর্মচঞ্চল। ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত অথচ অসাম্প্রদায়িক। তৎকালীন স্কুল মাদ্রাসায় সচারচর যে ধরনের মুসলমান শিক্ষক দেখা যেত তাঁদের সাধারণতঃ 'হুজুর' বলে চিহ্নিত করা হতো, শহীদুল্লাহ্ তাদের মতন না। তিনি অনন্য সাধারণ, শহীদুল্লাহ্ শিক্ষক

---

১. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে খ্যাতি সীতাকুন্ডু পাহাড়ের অপর পাশ থেকে মুহম্মদ এনামুল হকও তাঁর ছাত্র জীবনে শুনেছেন। এনামুল হক বলেছেন : 'মনে হইল এই স্কুলেই নাম লেখাই'।[২]

এখন যেমন তখনও তেমন স্কুল শিক্ষকতা খুব লোভনীয় পেশা ছিল না। তিনি মনে করেছেন ওকালতি করতে পারলেই তিনি দেশ সেবার কাজ করতে পারবেন এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করতে পারবেন। তখনকার নেতারা সকলেই আইনজীবী ছিলেন। জিন্নাহ্, ফজলুল হক, গান্ধী সকলেই আইনজীবী। ১৯১৫ সালে স্কুল শিক্ষকতা পরিত্যাগ করে তিনি নিজ জেলা বশীরহাট দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে ওকালতি শুরু করেন।[৩]

নতুন আইনজীবী হিসেবে তাঁর সুনামও কম ছিল না। কিন্তু ওকালতি পেশার 'নৈতিক অবক্ষয়' শহীদুল্লাহ্কে পীড়া দিচ্ছিল। হারাম রোজগার সম্বন্ধে সচেতন ব্যক্তি হিসেবে ধার্মিক শহীদুল্লাহ্ ওকালতি পেশার পেশাগত ছলাকলা সুনজরে গ্রহণ করতে পারেন নি। এই পেশাকে তিনি প্রায় বেশ্যাবৃত্তির সমকক্ষ বিবেচনা করে মানসিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিলেন। এই অবস্থায় 'আল এসলাম' পত্রিকার সহ-সম্পাদক শহীদুল্লাহ্ ১৯১৯ সালের ১৫ জুন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎকুমার লাহিড়ী গবেষণা সহায়ক পদে যোগদানের সুযোগ পান। তিনি এ সুযোগ গ্রহণ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গবেষণার জগতে ফিরে এসে স্বস্তি লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তাঁর কর্মক্ষেত্র নানাভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকে।[৪]

তিনি ১৯২০ খ্রীঃ বিশ্ব ভারতীতে 'ভারতের সাধারণ ভাষা' শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ষড়বিংশ অধিবেশনে (৩০ মে ১৯২০) তিনি পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এ বছর হরপ্রষাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত ছাত্র সম্মিলনীতে তিনি 'বাংলা সাহিত্য ও ছাত্র সমাজ' নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পন্ডিত হিসেবে শহীদুল্লাহ্র খ্যাতি বিস্তৃত হয়। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ মুসলিম ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক হন। ১৯২১ খ্রীঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পন্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করা হয়।[৫]

একই বছর ২ জুন তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে স্থায়ী চাকুরীতে যোগদান করেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। ৭৫ টাকা ভাতা ও ও নিজ খরচ আবাসিক

---

২. মুহম্মদ এনামুল হক, 'মহামনীষী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ', মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, পৃ ১২।

৩. শামসুজ্জামান খাঁন ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ২২।

৪. মুহম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২৬।

৫. মুহম্মদ আবূ তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্থানের বিনিময়ে সলিমুল্লাহ্ মুসলিম ছাত্রাবাসের আবাসিক শিক্ষক বা হাউজ টিউটর নিযুক্ত হন। ১৯২২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও নিযুক্তি পান।[৬]

শহীদুল্লাহ্‌র কর্মজীবন বহুল প্রসারিত। পেশা হিসেবে অধ্যাপনাকে গ্রহণ করলেও মিশন হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছেন ইসলাম প্রচারকে। ১৯২৩ সালের গ্রীষ্মাবকাশে 'মালাকান' রাজপুতদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য রাজপুতনা গমন করেন। বছরের শেষ দিকে 'আঞ্জুমান-ই-ইশায়াত-ই-ইসলাম' নামে ইসলাম প্রচার সমিতি গঠন করেন। ঢাকায় কতিপয় অমুসলামনকে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দান করেন।[৭]

ধর্ম প্রচার ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিবাদ-বিসংবাদেও তিনি মধ্যস্থতা করতেন। ১৯২৫ সালের ১৯ জানুয়ারী ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা'র এক সংখ্যায় শামসুল হুদা নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র ধর্মবিরোধী একটি প্রবন্ধ লিখেছিলো। প্রবন্ধের এক জায়গায় এরকম একটি উক্ত ছিল যে, নবীরা ভুল করেছেন ধর্ম সৃষ্টি করে এবং পৃথিবীতে মানুষের ভিতর হানাহানির জন্য ধর্মই দায়ী। ঢাকার লোকের বিশেষ করে দেওয়ান বাজার এলাকার লোকেরা এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করে এবং ঢাকার পঞ্চায়েতে এর বিচার দেয়। বিচার বসে দেওয়ান বাজারের একটি স্কুল প্রাঙ্গণে। পঞ্চায়েতের সভাপতি হিসেবে নবাবজাদা ইসমাঈল বিচারকের আসনে বসেছিলেন।[৮]

ড. শহীদুল্লাহ্‌কে ডাকা হয়েছিল প্রবন্ধটির অন্যায় দিক উদ্‌ঘাটনের জন্য। সেদিনও দেখা গেল ড. শহীদুল্লাহ্ শামসুল হুদাকে বাঁচিয়ে দিলেন। সৈয়দ আলী আহসান স্মৃতি থেকে বলেছেন, যতদূর মনে পড়ে তিনি রচনাটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলেন : বিদেশী বইটি পড়ে শামসুল হুদার কিছুটা বিভ্রান্তি ঘটেছে এবং সেই বিভ্রান্তির ফলেই সে কিছু ভুল কথা লিখেছে। মূলতঃ তাঁর উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। তাঁর অন্যায় যেটা সেটা হচ্ছে জ্ঞানের অভাবজনিত অন্যায়, ইচ্ছে কৃত কোন অন্যায় নয়।[৯]

হলের আবাসিক শিক্ষক হিসেবে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রতি শুক্রবার ধর্মীয় বক্তৃতার আয়োজন করতেন এবং প্রতি রোববার কুরআন শিক্ষার ক্লাশের ব্যবস্থা করতেন। সলিমুল্লাহ্ মুসলিম

---

৬. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭।

৭. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৫।

৮. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১২-১৪।

৯. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

হলের এই সাংস্কৃতিক কর্ম বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক কর্মবলে উল্লেখিত হয়েছে।[১০]

এই সময়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ইংরেজীতে পীস (Peace) নামক একটি সাময়িকী প্রকাশ করেন। ১৯২৬ সনের ২রা সেপ্টেম্বর তিনি ইউরোপে উচ্চশিক্ষার জন্য রওয়ানা হন। দু'বছর অধ্যয়নের পর উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে ১৯২৮ সনের আগস্টে ঢাকায় ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি বাংলা ও সংস্কৃতের প্রভাষকের পূর্বপদে যোগদান করেন এবং সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের আবাসিক শিক্ষকের পুরাতন দায়িত্ব ও পুনর্বার গ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালে তিনি সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের অস্থায়ী প্রভোষ্টের দায়িত্ব পালন করেন।[১১] ১৯৩৪ সালে তিনি রিডার পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত থাকেন।

১৯৩৭ সালে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ স্বতন্ত্র দুই বিভাগে পরিণত হয়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্কে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৪০ সালে তিনি ফজলুল হক হলের প্রভোষ্ট নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সনের ৩০ জুন শহীদুল্লাহ্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে রিডার ও অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।[১২]

চাকুরী থেকে নিয়মানুযায়ী অবসর গ্রহণ করলেও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কর্মজীবনে সক্ষম ও সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪৪ সালে বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব তাঁকে অর্পন করা হয়। তিনি আন্তরিকতা ও সততার সঙ্গে আর্থিক বিপর্যস্ত কলেজটিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার চেষ্টা করেন। কলেজের একজন ছাত্র আতাউর রহমান স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে প্রিন্সিপাল রূপে পাওয়া বগুড়া কলেজের সৌভাগ্য বলতে হবে। কলেজের লাইব্রেরী এবং কমনরুমের জন্য বইপত্র সংগ্রহের দিকে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। ঢাকায়, কলকাতায় গেলে তিনি বহু নতুন বইপত্র কিনে আনতেন। তিনি বগুড়া কলেজের লাইব্রেরীতে এমন সব বইপত্র সংগ্রহ করেছিলেন যেগুলো আর কোথাও পাওয়া যেতো না। আমি একবার কলেজের কমনরুমে সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছিলাম। সে সময় অনেক বাংলা, ইংরেজী, সায়মিক পত্র-পত্রিকা আনার চেষ্টা করেছিলাম। তিনি কখনো এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন না তুলে টাকা পয়সা মঞ্জুরী দিতেন।[১৩]

---

১০. M. A. Rahim, *The History of University of Dacca*. 1981, page 14.

১১. হোসেন মীর মোশাররফ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮-২৯।

১২. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯।

১৩. আতাউর রহমান, 'পশ্চাতের নিত্যসহচর', মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বগুড়ায় অবস্থানকালে দেশ বিভাক্ত হয় ও পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানোত্তর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তিনি খুবই বিচলিত বোধ করতেন। উক্ত ছাত্র বলেন :

> একদিন শহীদুল্লাহ্ সাহেব ক্লাশে এসে অত্যন্ত বিচলিত অবস্থায় বললেন, 'মানে কি, এ রকম ভাবে মানুষ হত্যা করা ইসলামের নীতি নয়। পাকিস্তান যদি ইসলামী রাষ্ট্র হয় তবে সংখ্যালঘু মানুষের জানমাল রক্ষা করা তার পবিত্র দায়িত্ব।[১৪]

দেশ বিভাগ ও সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের যোগ্য শিক্ষকের অনেকেই দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যান। ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্কে সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপকরূপে বাংলা বিভাগে পুনরায় নিয়োগ করা হয়। পূনর্নিয়োগের আরো চার বছর পর ১৯৫২ সালে তিনি বিভাগীয় অধ্যক্ষ ও প্রফেসর পদ লাভ করেন। ১৯৫২ সালের ১৫ নভেম্বর তিনি দ্বিতীয়বার অবসর গ্রহণ করেন।[১৫]

বাংলা বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর শিক্ষকতার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন থাকে। তিনি ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ফরাসী ভাষায় খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে চাকুরিরত থাকেন। ১৯৫৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৫৫ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা বিভাগ চালু হয়। এখানে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষা গড়ে তোলার জন্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্কে আমন্ত্রণ জানানো হয়।[১৬]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষকতার দায়িত্ব পরিত্যাগ করে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ গড়ে তোলার জন্য সেখানে যোগদান করেন। তিনি অনতিকাল পরেই সেখানে কলা অনুষদের ডীনের পদ লাভ করেন। প্রায় তিন বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[১৭]

অধ্যাপনার দায়িত্ব শেষ হলেও গবেষক হিসেবে শহীদুল্লাহ্ আরো অনেকদিন কর্মরত ছিলেন। ১৯৫৯ সালের ১৬ এপ্রিল মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ উর্দূ ডেভেলপমেন্ট বোর্ডে উর্দূ অভিধান প্রকল্পের সম্পাদক রূপে নিয়োগ লাভ করেন। প্রায় এক বছর ধরে তিনি সেখানে উর্দূ ভাষায় প্রচলিত ভারতীয় আর্য ও অনার্য ভাষায় শব্দাবলীর উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের দায়িত্ব পালন

---

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২১৮।

১৫. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০।

১৬. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১২-১৪।

১৭. আজহারউদ্দীন খান, *বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্*, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃ ৬৪-৭০।

Dhaka University Institutional Repository

করেন । তিনি এই অভিধানের 'বে' হরফের কিছু অংশ পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার শব্দের পরিচয় নির্ধারণ করেন । তারপর তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন ।[১৮]

১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিক থেকে তিনি বাংলা একাডেমীর অভিধান রচনা কার্যক্রমের প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন । আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ও ইসলামী বিশ্বকোষের সম্পাদক হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন বাংলা একাডেমীতে কর্মরত ছিলেন । ১৯৬৭ সালের ১ এপ্রিল বাংলা একাডেমী থেকে অবসর দানের কথা মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেন নি । তাঁকে ১ এপ্রিল থেকেই আমৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রফেসর এমিরিটার্স' পদে বরণ করেন ।[১৯]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ নিজে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন শেষ জীবনে। অজস্র ছাত্র, অনেক মুরীদ, অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী ও বিরাট সন্ততি বাহিনী গড়ে ওঠেছিল তাঁর চারপাশে । ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের পূর্বাহ্নে ১৩ জুলাই তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ।

সাহিত্য সাধনা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ও সাহিত্যিক জীবনের মধ্যে কোন বিভাজন নেই। তিনি একটি অখণ্ডকর্ম ও ধর্মজীবন যাপন করেছেন । মুহম্মদ এনামুল হক শহীদুল্লাহ্র সাহিত্য জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে বলেছেন :

> ড. সাহেবের সাহিত্য সাধনা পেশা নহে, নেশা । এই পেশায় রং আছে, মাদকতা নেই । উল্লাস আছে, উচ্ছ্বাস নেই । বিজ্ঞতা আছে, অজ্ঞতা নেই । এই নেশার সঙ্গে সাহিত্য স্রষ্টাদের সৃষ্টির বেদনার সাজাত্য আছে বটে, কিন্তু সাযুজ্য নেই । এটা গবেষণা প্রসূত আনন্দ ও জ্ঞানের নব নব দুয়ার উদ্‌ঘাটনের উল্লাস বলেই মনে হয় । সুতরাং তাঁর সাহিত্য সাধনার নেশা জ্ঞান সাধনারই নামান্তর ।[২০]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র সাহিত্য জীবন ছিল মনন সমৃদ্ধ । বাঙালীর শিশু-শিক্ষার্থীর অন্যতম আকর্ষণের বস্তু ছড়া ও কবিতা শিশু শহীদুল্লাহ্কে আকৃষ্ট করে নি-একথা বলার কোন জো নেই। কারণ ১৯৫৬ সালে, যখন তার বয়স প্রায় ৭০, চীন পরিভ্রমণ কালে সাংহাই থেকে ক্যান্টন যাওয়ার পথে বিমানে নব্যচীন নামে কবিতা লিখে ফেলেছিলেন এবং তাঁর বঙ্গানুবাদ এদেশে এবং ইংরেজী অনুবাদ চীনে প্রকাশিত হয়েছিল । বোঝা যায় বয়োবৃদ্ধ শহীদুল্লাহ্র

---

১৮. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১।

১৯. মুহম্মদ এনামুল হক, 'মহামনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ', মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরে তখনও শিশু শহীদুল্লাহ্ সঞ্জীবিত ছিলেন । সে যাই হোক, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন মূলতঃ চিন্তার পরিচর্যাকারী সত্য যাচাইকারী ও ধারণার নির্মাতা ।[২১]

শহীদুল্লাহ্র প্রথম প্রবন্ধে বলে কথিত 'মদন ভস্ম' নামে প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (ভারতী ৩৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩১৬, পৃষ্ঠা ৪৫৭) । ক্ষুদ্র এই প্রবন্ধটিতে একটি তথ্য ও একটি তত্ত্বকে শহীদুল্লাহ্ স্বল্প পরিসরে সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন । তথ্যটি হচ্ছে পুরাকালে অগ্রহায়ণ তথা হেমন্ত ঋতুতে বৎসর আরম্ভ হতো । মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আজীবন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মর্মমূলে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন । তাঁর 'মদন ভস্ম' ছাড়াও শ্রীমদ ভগবদ গীতার একটি পাঠান্তর 'ভরত' কন্ব ও বিশ্বামিত্র 'হৈহয় কুলের শার্য্যাত শাখা' প্রাচীন ভারতে গো-বধ ও আর্ক জাতীর প্রাচীনতম প্রেম কাহিনী, ইত্যাদি এই সভ্যতার প্রতি শহীদুল্লাহ্র ছিল দূর্বার আকর্ষণ ।[২২]

শহীদুল্লাহ্ ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান মানুষ । শহীদুল্লাহ্র সাহিত্য জীবন নিবেদিত ছিল গবেষণায়। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস নির্মাণের কাজ করেছেন । আমরা জানি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধনার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ । মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজ দরবারের পুথিশালা থেকে হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা আবিষ্কার করেছিলেন সেই ১৯০৭ খ্রীঃ দীর্ঘদিন আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপি নিয়ে কাজ করে ১৯১৬ খ্রীঃ তিনি তা প্রকাশ করেন । ১৯২১ খ্রীঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে চর্যাপদ তাতে পাঠ্য বিষয় হিসেবে গৃহীত হয় । মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চর্যাপদ পড়ানোর দায়িত্ব পেয়েছেন । চর্যাপদ পড়াতে গিয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চর্যাপদের সাহিত্যিক, তাত্ত্বিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব উপলব্ধি করেন ।[২৩]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কবি, তাঁর ভাষা ও পুথির কাল সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ মতামত প্রকাশ করেন । এই পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের পর বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস কতজন ? এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয় । মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চণ্ডীদাস সমস্যা নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন ।[২৪] তিনি বলেছেন: চণ্ডীদাস সমস্যা সমাধানের জন্য বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন আমাদের একমাত্র ধ্রুবতারা । তিনি তাঁর চণ্ডীদাস সমস্যা শীর্ষক বহুল আলোচিত প্রবন্ধে একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্বকে সপ্রমাণ করেন ।[২৫]

---

২১. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৩।

২৩. প্রাগুক্ত ।

২৪. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে গোরক্ষ বিজয়ের রচয়িতা কবীন্দ্র দাস না শেখ ফয়জুল্লা ? এ বিষয়ে পন্ডিতমহলে যে বিতর্ক ছিল তিনি তাঁর 'গোরক্ষ বিজয়ের রচয়িতা' শীর্ষক প্রবন্ধে তা নিরসনের চেষ্টা করেন। মহাকবি আলাওলের কবি জীবন সম্বন্ধেও বিতর্ক ছিল সুধীমহলে । 'মহাকবি আলাওল' শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধে তিনি আলাওলের জন্মভূমি ও কাব্যসাধনা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থাপন করেন । বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ অবদান ও মুসলিম অবদান সম্বন্ধে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতামত গভীর প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় বহন করে । প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা ছিল সমস্যা কেন্দ্রিক । যেখানে সমস্যা, যেখানে বিতর্ক, যেখানে অনিশ্চয়তা, সেখানে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পরমানন্দে অবগাহন করেছেন, প্রয়োজনে সমুদ্রমন্থন করেছেন এবং উপসংহারে সুরাসুরকে সনাক্ত করে দিয়েছেন । মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য সম্পর্কে খুবই সংবেদনশীল ছিলেন । লোক সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতি সম্বন্ধে ছিল তাঁর ধনাত্মক উপলব্ধি।[২৬]

তিনি বলেছেন : পল্লীর ঘাটে মাঠে, পল্লীর আলো বাতাসে, পল্লীর প্রত্যেক পাড়াতে পাড়াতে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে । কিন্তু বাতাসের মধ্যে বাস করে যেমন আমরা ভুলে যাই যে, বায়ু সাগরে আমরা ডুবে আছি, তেমনি পাড়াগাঁয়ে থেকে আমাদের মনেই হয় না যে এখানে কতবড় সাহিত্য ও সাহিত্যের উপকরণ ছড়িয়ে আছে ।[২৭]

১৩৪৫ সালের ১০ ও ১১ আষাঢ় পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনীতে তিনি 'লোক সাহিত্য' শীর্ষক যে অভিভাষণ দান করেন তা নানা কারণে স্মরণীয় । তিনি এই প্রবন্ধে একদিকে যেমন লোক সাহিত্যের ঐতিহাসিক কাহিনীর আধুনিক রূপান্তর সাধন করে মূলের রসের সম্প্রসারণ ঘটাতে চেয়েছেন । কাজল রেখা, শীত ও বসন্ত, আমার কাহিনী ফুরুলো ইত্যাদি লোককথাকে তিনি আধুনিক মনের উপযোগী করে পরিবেশন করেছেন । ব্রতকথা, ছড়া, ডাক ও খনার বচন, হিয়ালী ও প্রবাদ বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা করে এগুলোর সাহিত্যিক ও সমাজতাত্ত্বিক মূল্য তুলে ধরেছেন ।[২৮]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সাহিত্যিক জীবনের মর্মকথা উপলব্ধি করতে হলে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন । শহীদুল্লাহ্ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান সাধনার দ্বৈত ধারাকে আত্মস্থ করেছিলেন । এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ এনামুল হকের মন্তব্য প্রধানযোগ্য । তিনি বলেছেন :

---

২৫. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩।

২৬. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ১১ সংখ্যা, পৃ ১৩।

২৭. আজহারউদ্দিন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৮-৭১।

২৮. মুহম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩২-৪৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

> Thoughfully equipped with western learning. He is in no way less equipped with Eastern lore. His whole mental makeup may the entire way of his life is eastern. That is why he had been able to live the life of an eastern scholar throughout defying stoutly the changes taking place all around under the impact of western. Standing on the confluence of the two cultures oriental and occidental. He has been as if pointing out to the best of the two.[২৯]

সাহিত্যিক জীবনে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মূল পরিচয় ছিল ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে। শহীদুল্লাহ্ ১৯১২ খ্রীঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। বলাবাহুল্য ব্রিটিশ সামাজ্যের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। যেখানে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন শুরু হয়, সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের প্রথম ছাত্র হিসেবে শহীদুল্লাহ্ ভাষাতত্ত্বের জগতে প্রবেশ করেন। ১৯১৯ সালে গবেষণা সহকারী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ সম্পর্কে অনেকগুলো ভাষণ প্রস্তুত করেন। তাঁর এ সংক্রান্ত প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জার্নাল অব দি ডিপার্টমেন্ট অব লেটারর্স'-এ ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে। ১৯২২-২৩ খ্রীঃ ইন্ডিয়ান এন্টিকোয়ারীতে তাঁর গ্রীয়ারসনের রামশর্মনের অপভ্রংশ স্তবকে পুনর্গঠন সম্পর্কে মতামত প্রকাশিত হলে পন্ডিতমহলে সাড়া পড়ে যায়। ১৯২৪ সালে গ্রীয়ারসনের বক্তব্য মুদ্রিত হয় এবং সেই সঙ্গে শহীদুল্লাহ্‌র মতামত জুড়ে দেওয়া হয়।[৩০]

এই সময়ে তাঁর আরো একটি বহুল আলোচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেটি হলা 'মাগধী প্রাকৃত ও বাঙালা'। এই প্রবন্ধে তিনি বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর বহু বিতর্কিত মত ব্যক্ত করেন। তিনি গৌড়ী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে পূর্ববর্তী গ্রীয়ারসন, হর্ণলে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির মতের পুনর্বিচার করেন এবং ভিন্নতর মত প্রতিষ্ঠা করেন। এ.বি কীথ এবং অন্যানেরা শহীদুল্লাহ্‌র মতগ্রহণ করেন।[৩১]

সাধু ভাষা কেন মধ্যবঙ্গের উপভাষাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠল, তার ঐতিহাসিক কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

> বাঙ্গালা ভাষার আদিম লেখকগণ যথা চণ্ডীদাস, কৃত্তিদাস, গুণরাজ খাঁ প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। ইহাদের প্রভাবে তৎকালীন সাধু ভাষায় পশ্চিমবঙ্গের ছাপ পড়িয়া যায়।

---

২৯. Muhammad Enamul Huq, *Muhammad Shahidullah felicitation*, Asiatic Society of Pakistan, Dhaka.1966, volume PXI.

৩০. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ ২।

৩১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

> তারপর জন্মিলেন চৈতন্যদেব (১৪৮৫ খ্রীঃ) তাঁহার জন্মস্থান মধ্যবঙ্গের নদিয়া । তিনি নিজের ভাষার গৌরব করতেন - এই নদের চাঁদের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাবের জোয়ার আসিল । তাঁহার অলৌকিক জীবন বৃত্তান্ত লেখা হইল । তারপর তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কর, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মোশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি শক্তিশালী মনীষী লেখকগণের প্রভাবে আমরা আমাদের বর্তমান সাধু ভাষার রীতি পাইয়াছি।[৩২]

সাধু ভাষার আর্বিভাব সম্বন্ধে তাঁর এমত নিঃসন্দেহে মূল্যবান । তবে সাহিত্যিক ঐতিহ্য বিচার করে, ব্যতিক্রমের কারণ ব্যাখ্যা করে এবং সামগ্রিক ভাষা পরিস্থিতি বিচার করে রায় দিলে তাঁর মত চূড়ান্ত বলে গৃহীত হতো । বাংলা ভাষার ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে শহীদুল্লাহ্‌র একটি বিশেষ মত আছে তিনি মনে করেন । বাংলা ভাষা শুরু হয়েছে ৬৫০ খ্রীঃ থেকে । তাঁর পূর্ববর্তী কোন পণ্ডিত এমত পোষণ করেন নি ।[৩৩]

বাংলা ভাষার উৎপত্তি সংক্রান্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতামত পরীক্ষা করার জন্য পিজিন ও ক্রিয়ল প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদ প্রয়োগ করা যেতে পারে । মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ জানতেন :

> ভাষার জন্ম জীবের জন্মের মতো নয় । অমুক সন অমুক ভাষার জন্ম হইয়াছে । এইরূপ কথা আমরা বলিতে পারি না । মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আশা প্রকাশ করেছিলেন বাংলা ভাষায় মুণ্ডা ভাষার প্রভাব সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান হবে ।[৩৪]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র 'বৌদ্ধ গানের ভাষা' আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ । এই প্রবন্ধে উথাপিত যুক্তির মাধ্যমে তিনি চর্যাপদের ভাষা সংক্রান্ত বিতর্কের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন । চর্যার ভাষা সম্বন্ধে নানা মত আছে । কেউ বলেছেন এটা কোন ভাষা নয় । এটা একটি কৃত্রিম খিচুড়ি ভাষা, কেউ বলেছেন এটা অপভ্রংশ, কেউ বলেছেন হিন্দী, কেউ বলেছেন মৈথিলী, আর কেউ বলেছেন উড়িয়া, কেউ বা আসামী, তিনি সবগুলো মতের পুনর্বিচার করেছেন ।

প্রাচ্য ভারতীয় ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও বিশিষ্টার্থক বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ডে বিচার করে শহীদুল্লাহ্ বলেছেন :

---

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ ৩-৪।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১০।

৩৪. T. Nra, *Apabhramsa and Avahatta-Proto-New-Indo-Aryan Stage, Bulleting of Japan Linguistic Society*. 1965, No. 47, p. 47-57.

Dhaka University Institutional Repository

> আর্যদেবের ভাষা উড়িয়া, শান্তিপদের ভাষা মৈথিলী, এছাড়া কাহ্ন, সরহ, ভুসুকু প্রভৃতির ভাষা প্রাচীন বাঙলা বা বঙ্গকামরূপী বলিয়া স্থির করিয়াছি ।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র আরো একটি উল্লেখযোগ্য ভাষাতত্ত্বের অবদান তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ' । এ ব্যাকরণ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাষা প্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণের' পূর্বে রচিত।[৩৫]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করতে চেয়েছেন । খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করতে হলে কি কি পরিত্যাগ করা উচিত তাও নির্দেশ করেছেন । তবে বাংলা ব্যাকরণ রচনার মূল আদর্শ কি হওয়া উচিত এ সম্পর্কে কোন বক্তব্যে উপস্থাপন করেন নি । তাঁর প্রদত্ত আদর্শ ও সংস্কৃত ব্যাকরণের ধারণাকে পরিপূর্ণরূপে নাকচ করেন নি । সংস্কৃত বৈয়াকরণের মনস্তুষ্টির জন্য অনেক পরিত্যাজ্য বিষয়ও তিনি পরিত্যাগ করেন নি । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাঁর আলোচনাতেই উপলব্ধি করা যায়, বাংলায় সম্প্রদান কারক নেই, তবু আলোচনা থেকে তিনি সম্প্রদান কারককে সরাসরি বাতিল করে দেন নি । এ ধরনের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা যায় 'বাঙ্গলা ব্যাকরণে' মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আন্তরিকতার সঙ্গে বাংলাত্ব প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন।[৩৬]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অপর কৃতিত্ব আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের সম্পাদনা । আঞ্চলিক ভাষার অভিধান মূলত যদিও যৌথ কর্ম, তবু ভাষাবিজ্ঞানী শহীদুল্লাহ্‌র অবর্তমানে এ অভিধান সুসম্পাদিত হতো কিনা সন্দেহ । তাঁর নেতৃত্বেই ১,৬৬,২৪৬ (এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার দুইশত ছেচল্লিশ)টি সংগৃহীত শব্দ থেকে প্রায় পঁচাত্তর হাজার শব্দ বাছাই করে ব্যুৎপত্তি, অর্থ, ব্যবহার, স্থান, নির্দেশসহ পদ্ধতিমূলকভাবে সাজানো সম্ভবপর হয়েছে । এ আলোচনায় তিনি প্রমাণ করেছেন যে, তিনি শুধু একজন তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক নন ; তুলনামূলক উপভাষা বিজ্ঞানীও বটে ।[৩৭]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর অর্জিত ভাষাতাত্ত্বিক প্রজ্ঞার ব্যবহার শুধু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সীমিত রাখেন নি । তিনি আরবি বর্ণমালা সম্বন্ধে লিখেছেন, সংস্কৃত ভাষার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে লিখেছেন, পশতু ও সিনহালা ভাষা সম্বন্ধে লিখেছেন, ইন্দো-ইউরোপীয় মূলভাষা, আবেস্তার ভাষা, ইত্যাদি সম্বন্ধেও লিখেছেন ।[৩৮]

---

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শব্দতত্ত্ব রবীন্দ্র রচনাবলী,* ১ম খন্ড, ১৯২২।

৩৬. কাজী আফসার উদ্দিন, 'আঙুর প্রসঙ্গে', মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৭২-৮৮।

৩৭. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত,* প্রাগুক্ত, পৃ ১২।

৩৮. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অনেকগুলো প্রবন্ধ ভাষা সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত। ভাষা সমস্যাকে পণ্ডিতেরা সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন। এক ধরনের সমস্যা ভাষার দেহকেন্দ্রিক, ভাষার অবয়বের সমস্যা, আরেক ধরনের সমস্যা হচ্ছে ভাষার মর্যাদাগত সমস্যা। ভাষার অবস্থান সমস্যা। বাংলা ভাষার অবয়ব ও অবস্থানগত দু'ধরনের সমস্যা সম্বন্ধে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সচেতন ছিলেন। বাংলা ভাষার অবস্থান অর্থাৎ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ক্ষেত্রে যে যুক্তি জালবিস্তার করা হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনায় ১৯৪৭ সালে। তাতে শহীদুল্লাহ্‌র অবদান ছিল মৌলিক ও প্রাথমিক। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিনের উর্দূকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষা আন্দোলনের সূচনায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভাষা আন্দোলন তাঁর মননশীলতার দ্বারা শক্তি ও গতিময়তা অর্জন করেছিল।[৩৯]

বাংলা ভাষার অবস্থান সম্বন্ধে শুধু নয়, বাংলা ভাষা অবয়বের নানা সমস্যা অর্থাৎ উচ্চারণ, বানান, হরফ বর্জন, বানান সংস্কার ইত্যাকার বিষয় নিয়েও তিনি ভাবিত হয়েছেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অনেকগুলো প্রবন্ধ বাংলা ভাষা সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত। বাঙালা অক্ষর, বানান ও ভাষা সংস্কার, আমাদের কওমী জবান, আমাদের পরিভাষার সমস্যা, ভাষার গণতন্ত্র; অভিজাততন্ত্র ; বাঙলা লিপি ও বানান সংস্কার, বাঙালা ভাষার ধ্বনি সংস্কার, বাঙলা হরফ, বানান ও ভাষা সংস্কার ইত্যাদি প্রবন্ধ নানাভাবে এদেশের জনগণের ভাষা সচেতনতা বাড়িয়ে এবং জনগণকে ভাষা ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করার শক্তি যুগিয়েছে। এসব প্রবন্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাংলা ভাষী জনগোষ্ঠী চিরদিন স্মরণ রাখবে।[৪০]

ইসলাম প্রচার

ড. শহীদুল্লাহ্ আজীবন মাঠে-ঘাটে, মসজিদ-মক্তবে, সভা-সম্মিলনে ইসলামের মর্মবাণী প্রচার করেন। তাঁর আদর্শ ও চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বহু মুসলমান ও অমুসলমান ধর্মের সৎপথ খুঁজে পান এবং জীবনে শান্তিও লাভ করেন। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯২৩ সালে ঢাকায় 'আঞ্জুমান-ই-ইশায়াত-ই-ইসলাম বা ইসলাম প্রচার সমিতি' গঠন করেন। এ সমিতি ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত টিকে থাকে। এ সমিতির প্রচেষ্টার ফলে কিছু সংখ্যক অমুসলমান ইসলামে দীক্ষিত হন।[৪১]

---

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৭-৮০।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ ৮২-৮৭।

৪১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *ইসলাম প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

ড. শহীদুল্লাহ্ কেবল সুবিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিকই ছিলেন না । তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মবিদও ছিলেন । তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইসলামের মর্মবাণী চমৎকারভাবে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেন। তিনি টীকা, টিপ্পনীসহ কুরআন শরীফ ও বুখারী শরীফের কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ করেন । ১৯৫৬ সালে তিনি তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার প্রেরিত ওলামা প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে চীন সফর করেন। একজন ধর্ম প্রচারক হিসেবে তাঁর অবদান অনেক।[৪২]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র ধর্ম সাধনার সাথে ইসলাম প্রচার ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিল। তাঁর ধর্ম পালন কাজটি জীবনের অধিকাংশ সময় জুড়ে যেভাবে ধর্ম জীবনকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রেও নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। মুসলমানদের মধ্যে ধার্মিক ব্যক্তির অভাব নেই। কিন্তু ধর্ম প্রচারকের অভাব অত্যন্ত প্রকট। অথচ ইসলাম প্রচার হযরত মুহম্মদ (সা)-এর জীবনের একটি প্রধান কাজ বলে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রত্যেক উম্মতের জন্য 'সুন্নত', কোন কোন 'ফকীহ' বা মুসলিম আইনবিদদের মতে এটা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য 'ফরজ-ই-কিফায়া' বা সার্বজনীন কর্তব্য। এ বিষয়ে কুরআনের ভাষ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

> তোমাদের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় থাকিবেন, যারা (মানুষকে) মঙ্গলের প্রতি (ইসলাম প্রচারের প্রতি) আহ্বান করিবেন এবং শোভন কাজ করিতে উপদেশ দিবেন । আর অশোভন কাজ থেকে বিরত থাকিতে বলিবেন। আর উহারাই সাফল্য লাভকারী।[৪৩]

এতৎসত্ত্বেও, বাংলার মুসলমান স্বধর্ম প্রচারে চির উদাসীন। খ্রীস্টান-পাদ্রীদের ধর্ম প্রচারে, হিন্দু-মিশনের কর্মতৎপরায়, এমনকি আর্য-সমাজীদের ইসলাম বিধ্বংসী প্রচারনায়ও বাংলার মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আত্মরক্ষার প্রেরণা সমষ্টিগতভাবে জেগে উঠে নি। চর্তুদিক হতে এভাবে আক্রান্ত হয়ে ইসলাম যখন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলাদেশে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত তখন গণ্যমান্য মৌলানা মুহম্মদ মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) একবার শিলিং যান। সেখানে খ্রীস্টান-পাদ্রীদের ধর্ম প্রচার তৎপরতা দেখে দেশের হিন্দু, মুসলমান ও আদিমত অধিবাসীদের মধ্যে সংঘবদ্ধভাবে ইসলাম প্রচারের প্রেরণা তাঁর মনে জাগ্রত হয়।[৪৪]

শিলং হতে ফিরে এসে মৌলানা মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী কলিকাতায় এক 'ইসলাম মিশন' গঠনে সচেষ্ট হন। এই প্রস্তাবিত ইসলাম মিশনের সর্বপ্রথম 'মুবাল্লিগ' বা ধর্ম প্রচারকরূপে কাজ করার মর্যাদা যাঁকে দেয়া যায় বলে মৌলানা স্থির করলেন তিনি হলেন

---

৪২. মুহম্মদ আব্দুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬০।

৪৩. মুহাম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪।

৪৪. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

সুশিক্ষিত মুসলিম যুবক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। মিশন সংগঠনের কাজ চলতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে মৌলানা শহীদুল্লাহ্কে মিশনের কাজে 'মুবাল্লিগ' রূপে যোগদানের জন্য এক পত্র দিলেন। পত্র পেয়ে শহীদুল্লাহ্ এ 'দ্বীনী খিদমৎ' আদায়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তিনি মৌলানাকে লিখিতভাবেই এ মহৎ কাজে যোগদানের সম্মতি জানান।[৪৫]

আর্য সমাজী নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কুখ্যাত (অবশ্য মুসলিম ধারণানুসারে) শুদ্ধি আন্দোলন (অর্থাৎ মুসলমানকে সনাতন হিন্দু ধর্মে পুনর্দীক্ষিত করার আন্দোলন) ১৯২২-২৩। খ্রীস্টাব্দে উত্তর ভারতে চরমে উঠে। তখন রাজপুতনার অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত অনুন্নত শ্রেণীর 'মালাকান' মুসলমানগণ আর্য সমাজীদের প্ররোচনা ও প্রচারণায় দলে দলে হিন্দু ধর্মে পুনর্দীক্ষিত হতে থাকে। এতে পাক ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং কিরূপে 'মালাকানা' রাজপুতদিগকে আর্য সমাজীদের হাত হতে রক্ষা করা যায়, তার চেষ্টা চলতে থাকে। নানা স্থান হতে স্বেচ্ছায় মৌলানা-মৌলবীগণ রাজপুতনায় ইসলাম প্রচারে যেতে থাকেন। এ সময়ে বাংলাদেশেও 'মালাকানা' রাজপুতদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের সাড়া পড়ে যায়। ফলে, মৌলানা মুহম্মদ মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী তাঁর 'ইসলাম মিশনের' পক্ষ হতে মুবাল্লিগ বা ইসলাম প্রচারক প্রেরণ করে রাজপুতনার আর্য সমাজীদের মোকাবিলার জন্য সচেষ্ট হন। ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ না হলে, এ দায়িত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়া যে সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে, সে বিষয়ে মৌলানা সাহেব সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। স্বভাবতঃই আবার তাঁর মনে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র নাম উদিত হল।[৪৬]

তাঁরই প্রস্তাবে শহীদুল্লাহ্ সাহেব জীবনে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের বাহিরে 'মালাকানা' রাজপুতদের মধ্যে ইসলাম প্রচার এবং তথায় আর্য সমাজী পণ্ডিতদের মোকাবিলার জন্য সানন্দে গমণ করেন। তখন ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ এবং শহীদুল্লাহ্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের লেকচারার শ্রেণীর অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কানুনের ভয়ে তিনি ভীত হলেন না। হিন্দু বন্ধু-বান্ধবের উপদেশ ও পরামর্শে কর্ণপাত করলেন না। এমন কি তথাকথিত বিজ্ঞজনের উপেক্ষার প্রতিও মনোযোগ দিলেন না। গ্রীষ্মাবাকাশের দীর্ঘ তিন মাস তিনি 'মালাকানা' রাজপুতদের মধ্যে প্রাণান্ত পরিশ্রমে ইসলাম প্রচার ও আর্য সমাজী পণ্ডিতদের সাথে শাস্ত্রীয় বিচার করে ইসলামের যে খিদমত আদায় করেন, তার ফলে হাজার হাজার মুসলিম 'মালাকানা' রাজপুত ধর্মান্তর হতে রক্ষা পেল। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রীষ্মাবাকাশ ফুরিয়ে গেলে তাঁকে ঢাকার কর্মস্থলে ফিরে আসতে হল।[৪৭]

---

৪৫. শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯।

৪৭. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

এতে তাঁর ধর্ম প্রচারের কাজ শেষ হল না, সবে আরম্ভ হল মাত্র । ঢাকা ফিরেই ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে ইসলাম প্রচারের জন্য 'মুশরিখোলার শাহ্ সাহেব' নামে পরিচিত হজরত শাহ্ আহ্সানুল্লাহ্কে সভাপতি এবং নিজেকে কর্মাধ্যক্ষ (সেক্রেটারী) করে ঢাকার ২২ জন বিশিষ্ট ও পদস্থ ব্যক্তিকে নিয়া 'আঞ্জুমন-ই-ইশায়াত-ই-ইসলাম' নামে এক ইসলাম প্রচার সমিতি গঠন করেন । ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই সমিতি বেশ সাড়াম্বতার প্রচার কাজ চালাতে থাকে । ফলে, যে কয়েকজন হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তন্মধ্যে অংশুপ্রকাশ দাস গুপ্ত, বি.এ অন্যতম । পরবর্তীতে তাঁর ইসলামী নাম হয় সিরাজুল ইসলাম খান, বি.এ । এ ধর্মনিষ্ঠ পন্ডিত ব্যক্তিটি বহুদিন ইসলাম প্রচার করেন ।[৪৮]

'আঞ্জুমন-ই-ইশায়াত-ই-ইসলাম' বা ইসলাম প্রচার সমিতি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-এর দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর সেক্রেটারীশিপ বা কর্মাধ্যক্ষতা তাঁরই হাতে ছিল । ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দুই বছরের ছুটিতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইউরোপ যাত্রা করেন । তাঁর ঢাকা ত্যাগের পূর্বেই একটি কার্যকরী সমিতির হস্তে আঞ্জুমানের ভার ন্যস্ত করে আশ্বস্ত হন । ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সমিতি বিলুপ্ত প্রায় অবস্থায় পেয়ে তিনি মর্মাহত হন । তবে বিচলিত হন নি । পরবর্তীতে ২ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ মাসের মধ্যেই আবার সমিতি পুনর্গঠন করেন এবং পূর্নউদ্যমে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজ শুরু করেন । নানা কারণে ১৯৩৪-৩৫ খ্রীস্টাব্দ আঞ্জুমানের কাজ আবার ভাটা পড়ে । কিন্তু ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে আবার আঞ্জুমান পুনর্গঠিত হয় এবং ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সগৌরবে কাজ চলতে থাকে ।[৪৯]

১৯৩৬ সালের আঞ্জুমানের কার্যবিবরণীতে কর্মাধ্যক্ষ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যা বলেছেন, তা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য । তিনি বলেন :

> ভ্রাতৃগণ, বর্তমান সময়ে আমাদের ধর্ম বিষয়ে অমনোযোগিতা অতি মারাত্মক । আজ চারিদিকে ভিতরে ও বাহিরে সমাজী এবং অন্য দিকে কাদিয়ানীগণ ইসলামকে ধ্বংস করিবার বিপুল আয়োজন করিয়াছে । আমি কেবলমাত্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় রেবতীমোহণ দাস বাহাদুরের অভিভাষণখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি । তিনি বলেন, গত বৎসরে বাংলার হিন্দু সভার আনুকূল্যে ২৭৫ জন খৃষ্টান, ৮৮৭ জন মুসলমান ও ৬১৫৪ জন হিন্দুকে শুদ্ধি করা হইয়াছে । বর্তমানে হিন্দু মিশন বাংলাদেশে প্রবল উৎসাহে কার্য করিতেছে । কিন্তু তাহাদের গোপন কার্য সম্বন্ধে আমাদের সন্ধান রাখা সম্ভবপর নহে ।

---

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৬।

৪৯. মুহাম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

> ইহা হইতেই ইসলামের বিপদের গুরুত্ব আপনারা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারেন। আঞ্জুমানের কোন বেতনভুক্ত কর্মচারী না থাকায়, সেক্রেটারী স্বয়ং আঞ্জুমানের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও ইসলাম প্রচার ইত্যাদি কার্য করিয়াছেন।[৫০]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একজন আদর্শ 'মুবাল্লিয়' ছিলেন। তাঁর প্রচার গুণে ও ইসলামী আখলাক বা চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বহু মুসলমান ও অমুসলমান সত্যের সঠিক সন্ধান পেয়েছেন। তিনি যখন (১৯৪৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের প্রভোষ্ট ছিলেন তখন 'হান্ডু' নামে এক মেথরকে উপদেশ, সেবা ও স্নেহবশে বশীভূত করে ইসলামে দীক্ষিত করে উন্নত জীবন যাপনে শিক্ষিত করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। এ 'হান্ডু' মেথরের নাম পরবর্তীতে 'হামিদুল্লাহ্' রাখা হয়। হামিদুল্লাহ্ হান্ডু যে উন্নত জীবন যাপন করেন, তার সাথে কিয়ৎ পরিমান হযরত বিল্লাল (রাঃ)-এর জীবনের তুলনা করা চলে। এ কারণেই অনেকে হামিদুল্লাহকে শহীদুল্লাহ্র ভাই বলে তাঁকে উপহাস করত। অবশ্য এজন্য তিনি দুঃখ পেতেন না। বরং মনে মনে গৌরব বোধ করতেন। তাই তাঁর সমস্ত দ্বীনি কার্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখা যায়, সত্যিকারে তিনি একজন আদর্শ মুসলিম মুবাল্লিগ বা ইসলাম প্রচারক ছিলেন।[৫১]

ইলমে তাসাউফ সাধনা

বহুভাষাবিদ জ্ঞান, তাপষ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন একজন সূফী স্তরের মানুষ। ইলমে তাসাউফে তাঁর মনছিল নিবেদিত। তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন :

> ভাষা বা বাকতত্ত্ব, সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সহিত ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, সেগুলোর আলোচনা এবং পরিবর্ধন যা মানবচিত্তকে উর্বর ও রসসিক্ত করে দেয়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আধুনিক কালের জ্ঞান মণ্ডলের মধ্যেই এই শ্রেণীরই মানুষ।
>
> তিনি আজীবন জ্ঞানের সাধনা করে এসেছেন এবং ইসলামের সূফী সাধকগণের নির্দিষ্ট সাধন মার্গে আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধিও তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান কাম্য হয়ে আছে।[৫২]

তিনি বলেন : 'বহুবার শহীদুল্লাহ্র সঙ্গে কলিকাতায় ও পরে দেশ বিভাগের পরে নতুন করে বঙ্গভঙ্গ হলে ঢাকায়, গভীর ও অন্তরঙ্গভাবে নানা প্রসঙ্গে ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, ধর্ম, সংস্কৃতি,

---

৫০. মুহাম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৭-৩৮।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯।

৫২. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *আমাদের সুফীয়ায়ে কিরাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস, তাসাউফ বা সূফী দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি এবং আমাকে ধণ্য মনে করেছি । তিনি একজন সংস্কার পূতচিত্তের মানুষ এবং এরূপ মানুষই- 'Full Man' পূর্ণ মানব বা 'ইনসান-আল-কামিল' পদবীতে পৌঁছান ।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উপরিভুক্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়ে জ্ঞানতাপস বহু ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্পষ্ট হয়ে উঠেছেন, সূফী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হিসেবে । ইলমে তাসাউফের উচ্চতর পর্যায়ে যে সকল ব্যক্তিত্ব উত্তীর্ণ হয়ে কামালিয়ত ও বিলায়ত প্রাপ্ত হন তাঁদের ক্ষেত্রেই কেবল সূফী উপাধিটি প্রযোজ্য ।[৫৩]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র পূর্ব পুরুষ শায়খ দারা মালিকী স্বীয় পীর সৈয়দ আব্বাস আলী মক্কী ওরফে পীর গোরাচাঁদের সঙ্গে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারার্থে আগমন করেন । পীর গোরাচাঁদ চব্বিশ পরগনা অঞ্চলে খানকাহ্ স্থাপন করেন । তাঁর নেতৃত্বে সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কাজ ত্বরান্বিত হয় । ইসলাম বিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি শাহাদাৎ বরণ করলে তাঁকে চব্বিশ পরগনার বশিরহাট মহকুমার হাড়োয়া গ্রামে দাফন করা হয় । পীর গোরাচাঁদের প্রধান খলীফা হযরত শেখ দারা মালিকী পীরের মাযারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি পেয়ারা গ্রামে বসত-বাড়ী স্থাপন করেছিলেন । বংশ পরম্পরায় দারা মালিকীর উত্তর পুরুষেরা ইলমে তাসাউফ শিক্ষা দিয়ে আসছিলেন ।[৫৪]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র পিতা মুন্সী মফিজুদ্দীন আহম্মদও একজন সূফী ব্যক্তিত্ব ছিলেন । তিনি জীবিকার তাগিদে চাকরি করলেও পূর্ব পুরুষদের তাসাউফ সাধনা অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দেদে যামান হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দিকী (রঃ)-এর খাস মুরীদ ছিলেন । তাই পিতার পীরের প্রভাব ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র জীবন গড়ার কাজে সর্বাধিক ছিল । বাল্যকাল থেকেই ফুরফুরা শরীফের পীরের প্রতি তিনি মানসিকভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন । সেই সঙ্গে পারিবারিক সূত্রে তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত সূফীধারা তাঁকে ইসলামী জিন্দেগী অবলম্বনে উৎসাহিত করে । তিনি যেমন নিয়মিত লেখাপড়া করতেন সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠার সাথে নামায রোজা ইত্যাদি ধর্মীয় কর্তব্যও পালন করতেন, যা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল ।[৫৫]

---

৫৩. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়্যুম, 'সুফী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্', মুহম্মদ আবূ তালি ব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৯।

৫৪. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩১।

৫৫. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়্যুম, প্রাগুক্ত, পৃ ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবের নিকট ইলমে তাসাউফ শিক্ষার জন্য মুরীদ হন। তিনি ইসলাম প্রসঙ্গ গ্রন্থে হযরত মৌলানা শাহ্ সূফী মুহম্মদ আবূ বকর সিদ্দিকী (রঃ) শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁর মুরীদ হবার ঘটনা বলতে গিয়ে বলেছেন :

> পাটনায় ৬ষ্ঠ সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে (All India Oriental Conference) যোগ দিয়া যখন আমরা কর্মস্থল ঢাকায় ফিরিবার পথে কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলাম। তখন চাঁদনি চকের টিকিয়াটুলির মসজিদে মাগরিবের নামাযান্তে অপ্রত্যাশিত ভাবে হুযুরে কিবলার সহিত মোলাকাত হয় এবং আমি তাঁহার হস্ত মুবারকে বায়'আত হই। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আমার ওয়ালিদ মরহুম মুন্সী মফিজুদ্দীন আহমদ সাহেব তাঁহার নিকট তালকিন ছিলেন। হুজুরের সেই সময় খুবই কম সংখ্যক খাস্ মুরীদান ছিলেন। এই কারণে তিনি আমাকে সবিশেষ স্নেহ করিতেন।[৫৬]

ইলমে তাসাউফ অর্জন করার জন্যে পীরের নিকট মুরীদ হতে হয়। পীর মুরীদকে শরীয়ত, তরীকত, হকিকত ও মারিফতের জ্ঞান দান করেন। বিশেষ নিয়ম-পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে জিকির, ফেকের, মুরাকাবা, মুশাহেদা এবং নির্দিষ্ট আমলের মাধ্যমে পীর মুরীদকে মর্দে মুমিন করে গড়ে তোলেন। মুরীদ হয়ে যান সূফী বা পরিচ্ছন্ন মানুষ। ইলমে তাসাউফ-এর সবক অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি যেমন শরীয়তের পাকা পাবন্দ হন তেমনি রূহানী জগতেও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ জ্ঞান রাজ্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করে উপলব্ধি করেছিলেন, সত্যিকার জ্ঞানী হতে হলে প্রয়োজন আল্লাহ্কে পাওয়া। যে কারণে তিনি পীরের কাছে মুরীদ হয়ে তরীকতের সবক নিয়েছিলেন। পীর তাঁকে কাদেরীয়া, চিশ্তীয়া, নক্শবন্দীয়া, মুজাদ্দেদী আলীয়া ও মুহম্মদীয়া তরীকার উপর বায়'আত করেছিলেন।[৫৭]

পীরের তাওয়াজ্জুহ পেয়ে তিনি একে একে তরীকতের সমুদয় সবক উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং ১৯৩৬ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে পীরের নিকট থেকে সনদ লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর সূফী সনদ লাভের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন :

> ঢাকা জেলার জিনারদিতে এক সভা হয়। সেই সভা উপলক্ষ্যে ঢাকায় আসিয়া তিনি ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দিকী (রহঃ) সলীমুল্লাহ্ মুসলিম হলে আমার তদানীন্তন আবাসে তশরীফ রাখেন। সেই সভার পরদিন ২৪ সফর ১৩৫৫ হিঃ তারিখে তিনি অযাচিতভাবে এই নরাধমকে খিলাফত নামা এনায়ত করেন।[৫৮]

---

৫৬. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩২।

৫৭. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়্যুম, প্রাগুক্ত, পৃ ১০১।

৫৮. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়্যুম, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন যোগ্য পীরের যোগ্য খলীফা। তিনি পীর কিবলার কিনট থেকে যে খিলাফত নামা প্রাপ্ত হন, তা ফারসী ভাষায় লিখিত। এ খিলাফত নামায় পীর সাহেব কিবলা স্বহস্তে লিখেছিলেন :

> বরায়ে তওবা ওয়া বায়'আত ফরদান ওয়া ও'আজ গুফতান ওয়াতা' লীম ফরদান ইজাজত দাদ শুদ। এর অর্থ দাঁড়ায়, তওবা করতে ও বায়'আত করতে অর্থাৎ মুরীদ করতে ও তা'লীম দিতে অনুমতি দেয়া হলো।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পাঁচ বছরকাল পীরের নির্দেশ মাফিক কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে রূহানী উন্নতি লাভ করেন। পূর্ণ কামালিয়াত ও বিলায়েতের দরজায় উন্নীত করে পীর তাঁকে খিলাফত নামা প্রদান করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্যারিস থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করে আসার বহু পূর্ব থেকেই পীর সাহেব (রহঃ) তাঁকে কখনও মওলানা কখনও আল্লামা শহীদুল্লাহ্ বলে অভিহিত করতেন।[৫৯]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ খিলাফত নামা প্রাপ্ত হবার পর থেকে বিশেষ ক্ষেত্রে নিজের নামের শেষে মুজাদ্দিদী লিখতেন। তিনি ছিলেন যামানার মুজাদ্দিদ-এর উত্তরসূরী, যে কারণে তাঁর পীর যেমন মুসলমানদের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশকৃত শিরক বিদ্আত তথা পীর পুজা, কবর পুজাসহ মারাত্মক গুনাহ্র কাজের বিরুদ্ধে শুদু সোচ্চারই হন নি, সেগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে তিনি তাঁর মুরিদ ও খলীফাদের নির্দেশ দান করেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ও তাঁর পীরের ন্যায় ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠতেন। উল্লেখ্য, তাঁর পীর ছিলেন হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দিকী (রহঃ), তাঁর পীর ছিলেন ফতেহ্ আলী (রহঃ), তার পীর ছিলেন গাযীয়ে বালাকোট হযরত নূর মোহম্মদ নিযামপুরী (রহ), তাঁর পীর ছিলেন শহীদে বালাকোট সৈয়দ আহমদ দেহলভী (রহঃ), তাঁর পীর ছিলেন হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী (রহঃ)।[৬০]

একটি হক্কানী সিলসিলাভুক্ত ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। যে কারণে তিনি শিরক ও বিদ'আত উৎখাতের জন্য আজীবন লড়াই করে গেছেন। বার্ধক্যে উপনীত হয়েও তিনি মানুষকে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। মসজিদে মসজিদে গিয়ে তিনি কুরআনের তফ্সীর শুনিয়েছেন। তাঁর কবর পাশ্বস্থ ঐতিহাসিক মূসা মসজিদেও তিনি নিয়মতি তফ্সীর করতেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র জীবনের বৃহৎ অংশ জুড়ে ছিল ইলমে তাসাউফের

---

৫৯. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ ১০২।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিফলন। জীবনের অনুভবে এবং জীবন যাত্রায় তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মানুষ। মর্দে মুমিন মুসলমান এবং হক্কানী সূফী।[৬১]

জাতীয় জাগরণ

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রাজনীতি করেননি। তিনি রাজনীতির ছাত্রও ছিলেন না। রাজপথে নেমে তিনি কোনদিন শ্লোগানও দেন নি। এ সত্ত্বেও জাতীয় জাগরণে এবং আযাদী আন্দোলনে তাঁর অবদান যৎকিঞ্চিৎ নয়। তাঁর জাতীয় প্রেরণাদায়ক রচনাবলী, সভা-সমিতিতে প্রদত্ত তাঁর দীপ্ত অভিভাষণ আযাদী আন্দোলনকে অনেকটা জোরদার করেছে। মুসলিম জাতীয়তাবাদের ওপর ভর করে এবং ইসলামী তাহযীব-তামুদ্দুন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান আন্দোলন মঞ্জিলের পর মঞ্জিল অতিক্রম করছিল, তার পেছনে ড. শহীদুল্লাহ্র ব্যাপক অবদান রয়েছে।[৬২]

ড. শহীদুল্লাহ্ জানতেন, গতিই জীবন। গতির অভাব-মৃত্যু, যুবশক্তি নিরন্তর গতিশীল। সেই যুবশক্তি প্রবীণের ভূয়োদর্শনে পরিচালিত হলে পৃথিবীতে অসাধ্য সাধিত হতে পারে। তাই তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ রাজনীতি না করে, যুব সমাজে আযাদীর চেতনা সৃষ্টি করে জাতীয় জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বলেন :

> তরুণেরা আজ তোমাদের চোখ খুলেছ, তোমাদের মুখে আজ বাণী ফুটেছে। কিন্তু বাহু তোমাদের আজও অসাড়। আর কত দিন, বল ! আর কতদিন তোমরা উজ্জ্বল স্বাধীনতার দিকে শুধু চেয়ে চেয়ে বসে রবে?
>
> তুমি মুক্ত পাখীর মতন স্বাধীন,
> খাঁচা তোমার মাথায় বাঁধা।
> নয়নে তোমার কুহকের জাল,
> দুঃখ তোমার কেবলি বাঁধা।

তিনি আরো বলেন :

> সারা জগতের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে নব জীবনের সাড়া পড়ে গেল। আমার এদেশ সেতো আর জগৎ ছাড়া নয়। তাঁর পরিচয় তো আজ আমরা পাচ্ছি।[৬৩]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গঠনমূলক। শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থে-সার্মথ্যে সবদিক থেকে প্রস্তুত না হয়ে রণাঙ্গনে চতুষ্পদ প্রাণীর ন্যায় আত্মবলি দান করা তিনি সমীচীন মনে

---

৬১. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়্যুম, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৩।

৬২. মুহম্মদ আব্দুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩৬।

৬৩. নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম যুবক সম্মিলন, *অভিভাষণ*, ১৯২৮।

Dhaka University Institutional Repository

করেন নি। তাই তিনি আযাদীর জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বেই তরুণদের শিক্ষা-দীক্ষায় এবং ধন-সম্পদে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য উপদেশ দেন।

'কিন্তু ভেবেছে কি তোমাদের আত্মবলীর মূল্য কি ? শূন্য তহবিল কেউ ভিখারীকেও দেয় না। আর তুমিতো তোমার শূন্য মাথা তোমার জন্মভূমির পায়ে উপহার দিতে চাও। দেশে ও দেশের বাহিরে যত পার, জ্ঞান কুড়াইয়া আন। জ্ঞানের মনি-মানিক্যে তোমার মাথা ভূষিত কর। তারপর দাও সে মাথা লুটিয়ে দেশের জন্য, দেশের জন্য। এই প্রকৃত মস্তক দান'।[৬৪]

শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতি লাভের সবক দিয়ে ড. শহীদুল্লাহ্ ক্ষান্ত হন নি। তিনি মুসলিম যুবকদের রাজনীতি শেখারও পরামর্শ দেন। প্রয়োজনবোধে স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে আযাদী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে-এ প্রেরণায় তরুণদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করেন। তিনি বলেন:

> আমাদের দেশের যে অবস্থা, তাতে অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে রাজনীতি শিক্ষা প্রত্যেকের পক্ষে আমি ফরজ বলে মনে করি। দরকার হলে চাই কি - তাদের পড়াশুনা ছেড়ে দেশের জন্য কোমর বেঁধে লেগে যেতে হবে।[৬৫]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ জাতির ব্যাধি নিরূপণ করেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি এর বিহিত ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি চিন্তা-মুকরে দেখলেন, জাতি জরাজীর্ণ, রোগে-শোকে জর্জরিত। তাই তিনি ভাবলেন, এমতাবস্থায় স্বতন্ত্রভাবে এক একটি রোগের চিকিৎসা না করে তাদের উৎস খুঁজে বের করে সেটিকে উৎখাত করাই হবে সমীচীন। তাই তিনি দেশবাসীকে বিজ্ঞচিত্তে বাণী উচ্চারণ করে বলেন, জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক সমস্ত ব্যাধির প্রতিকার হলো জনশিক্ষা।

আমার মনে হয়, সব রকমের শুভ অনুষ্ঠানের আগে চাই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। তা না হলে কোন স্থায়ী মঙ্গল তাদের হতে পারে না। রাজনৈতিক উন্নতি বল, অর্থনৈতিক উন্নতি বল, ধর্ম সম্বন্ধীয় উন্নতি বল, সামাজিক উন্নতি বল, সকলেরই বুনিয়াদ ঐ জনশিক্ষা।[৬৬]

মূর্খতা জাতির মহাশত্রু। এই শত্রুর সাথে সংগ্রাম করার জন্য তিনি সরকারের উপর নির্ভর না করে নাবারুন সম্প্রদায়কে স্বাবলম্বী হবার উপদেশ দেন। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনরায় বহাল করার উপদেশ দিয়ে বলেন :

---

৬৪. মুহম্মদ আবদুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩৭।

৬৫. নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম যুবক সম্মিলন, অভিভাষণ।

৬৬. চাঁদপুর মুসলিম যুবক সমিতির একাদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ (০২/০৫/৩৭)।

Dhaka University Institutional Repository

> প্রত্যেক মসজিদেই আমাদের শিক্ষা গৃহ এবং প্রত্যেক খতীবই আমাদের শিক্ষক । আমরা যদি এঁদের উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারি, তবে আমাদের আর কিসের অভাব ? দেশের আনাচে কানাচে শিক্ষা বিস্তারের জন্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ শিক্ষিত লোকদের শিক্ষাভিযান চালাবার পরামর্শ দেন । যাতে অশিক্ষিত জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে পারেন । তাঁর এসব শিক্ষোপদেশের পর বহুদিন বিগত হয়েছে, অথচ আজো আমাদের সমাজের শতকরা আশিজন অশিক্ষিত ।[৬৭]

জাতীয় জাগরণ ক্ষেত্রে তাঁর অন্য একটি পদক্ষেপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাহলো নারী শিক্ষার প্রচার । তিনি আমাদের সমাজে প্রচলিত অনৈসলামিক পর্দা প্রথার কুফল স্পষ্ট করেছেন। তিনি মেয়েদের চার দেয়ালের মাঝে চিরতরে আবদ্ধ করে রাখাকে - 'নারী হত্যা' বলে অভিহিত করেন । মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে তিনি বলেন :

> শিক্ষা বিস্তারের কথায় মেয়েদের বাদ দিলে চলবে না । তারা সমাজের অর্ধেক, তারা আমাদের আধা শরীর । এই আধাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে কখনই আমরা ভাল থাকতে পারিনে ।[৬৮]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, ধর্ম-কর্ম সবই নির্ভর করে মানসিক শান্তির উপর । আবার মানসিক শান্তি নির্ভর করে জ্ঞান অর্জন এবং আর্থিক উন্নয়নের উপর । তাই তিনি জাতিকে ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রে জ্ঞান সাধনার সবক দিয়েছেন । আবার অর্থোপার্জনেরও তালীম দিয়েছেন । তিনি ইসলাম সম্মত একটি সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তোলার জন্য ধর্ম, জ্ঞান ও অর্থ এই তিনটি বস্তুর উপর সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন । এ মনোভাব নিয়েই তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর জোর দেন, শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন ।[৬৯]

নবরাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

আযাদী আন্দোলনের মঞ্জিলে মঞ্জিলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যেমন মসির জিহাদে পরিচালনা করেন, তেমনি পাকিস্তান অর্জনের পর সেই শিশু রাষ্ট্র গঠনেও তাঁর চেষ্টা অব্যাহত রাখেন । পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরক্ষণেই জাতির সামনে দেখা দেয় নতুন নতুন সমস্যা । সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে সব সমস্যার উদ্ভব হয়, তিনি সেগুলোর সমাধানে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃতকার্যও হন । পাকিস্তান পূর্ব সময়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছিল কোলকাতাকে কেন্দ্র করে । নাগপাশে আবদ্ধ, আর তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি

---

৬৭. বঙ্গীয় মুসলিম যুবক সম্মিলন, ১৯২৮।

৬৮. বঙ্গীয় মুসলিম যুবক সম্মিলন, ১৯২৮।

৬৯. মুহম্মদ আব্দুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪১।

Dhaka University Institutional Repository

ছিল হিন্দু প্রাধান্যের যাঁতাকলে পিষ্ট । পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে মুসলিম সাহিত্যিকগণ চিন্তা ক্ষেত্রে পাখা বিস্তারের সুযোগ লাভ করে ।[৭০]

তাদের ভাগ্যাকাশে উম্মোচিত হলো নতুন দিগন্ত । কি হবে তাঁদের মঞ্জিল মকসুদ, কি হবে তাঁদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির গতি প্রকৃতি-এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে শুরু হলো বাক বিতণ্ডা। নানা মুনির নানা মত । কেউ বা চাইলেন বাংলাকে সংস্কৃত ঘেঁষা করতে, আবার কেউ চাইলেন আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্যে একটি জগা-খিঁচুড়ি তৈরী করতে, কেউ চাইলেন মক্কা-মদীনার সাথে এর সম্পর্ক জুড়ে দিতে, আবার কেউ চাইলেন গয়া-কাশীর সাথে এর পূর্বকার সম্পর্ক অটুট রাখতে । কেউ মত পোষণ করলেন, বাংলা সাহিত্যের ভাষা পশ্চিম বাংলার গঙ্গা রাধায় প্রবাহিত হোক, আবার কারো সাধ হলো পূর্ব বাংলার পদ্মা তীরস্থ জনসাধারণের বুলিকে বাংলা সাহিত্যের কোলে কোলে তুলে দেয়া হোক । আবার অন্যদিক থেকে হুংকার দিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো আরবী হরফে বাংলা লেখার এক প্রবল ঝড়-ঝাপটা ।[৭১]

এমতাবস্থায় দেশের শ্রেষ্ঠতম ভাষাতাত্ত্বিক, ঐতিহ্যপরায়ন সাহিত্যিক এবং জাতির চিন্তানায়ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে জলদ গম্ভীর ভাষায় বলে উঠলেন :

> নদীর গতিপথ যেমন নির্দেশ করে দেওয়া যায় না, ভাষারও তেমনি । একমাত্র কালই ভাষার গতি নির্দিষ্ট করে। ভাষার রীতি (Style) ও গতি কোন নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা নিয়মের অধীন হতে পারে না ।

কোন কোন মহল থেকে কথা উঠলো, পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা পূর্ববঙ্গের চলতি ভাষার উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হোক । এ সম্পর্কে ড. শহীদুল্লাহ্ উদার মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন, পশ্চিম বাংলার সাথে আমাদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থাকতে পারে, কিন্তু ভাষাগত কোন শত্রুতা নেই । উত্তরাধিকার সূত্রে যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আমরা পেয়েছি । তা বাদ দিতে পারি না।[৭২]

তবে ধর্মগত আদর্শ ও স্থানীয় পার্থক্যের ফলে এবং সাহিত্যিকদের মন মেজাজ, তাঁদের ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গির ফলে যে স্বতন্ত্র সৃষ্টি হয়, তা তাঁর কাছে অবিদিত ছিল না । তিনি পূর্ব বাংলার অবশ্যম্ভাবী ভাষা এবং সাহিত্যগত স্বতন্ত্রের কথা উল্লেখ করে বলেন :

> তবে এ কথাও নিশ্চিত যে, নদী যেমন যে খাত দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহার মাটির রং এবং স্বাদ কিছু না কিছু পায়, সেরূপ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যের মধ্যেও কিছু প্রকারভেদ

---

৭০. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪।

৭১. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫।

৭২. মুহম্মদ আব্দুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

> থাকিবে। ইহার কারণ, পশ্চিম বঙ্গ হিন্দু প্রধান, আর পূর্ববঙ্গ মুসলিম প্রধান, পশ্চিম বঙ্গ ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রেরই অন্তর্গত, আর পূর্ববঙ্গ ইসলামিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত।[৭৩]

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা আরবী হোক কোন এক সময় তাঁর এ অভিমত থাকলেও বাংলা ভাষার গায়ে আঁচড় লাগুক এটা তিনি কোন সময় বরদাশ্‌ত করতে পারেননি। তিনি যেমন আপন ভাষা বাংলাকে ভালোবাসতেন। তেমনি বাংলা অক্ষরের প্রতিও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। বাংলা অক্ষরের প্রতি তাঁর এ অনুরাগ মাতৃভাষা বলেই নয়, বরং এর পেছনে ছিল তাঁর বৈজ্ঞানিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি মনে করতেন, বাংলা ভাষী লোকদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক রাখতে হলে এবং অতীতের বিরাট সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে রত্ন আহরণ করতে হলে বাংলা অক্ষরকে অটুট রাখতেই হবে। এ সম্পর্কে তিনি হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে বলেন :

> কতগুলি অ-সাহিত্যিক গোঁড়া রাজনীতিক বাংলা অক্ষর ও ভাষাকে গায়ের জোরে বা মাইনের জোরে রাতারাতি বদলাইতে চাইলেও বাংলা ভাষা প্রবল নদী প্রবাহের ন্যায় নিজের মরমী মত আপন গতিপথ রহিয়া লইবে। বাহিরের কোন শক্তিই তাহাকে বাধা দিতে পারিবে না।[৭৪]

পাকিস্তান ছিল ইসলামী রাষ্ট্র। তাই এদেশের মুসলিম সাহিত্যিকদের লেখায় প্রতিফলিত হবে ইসলামের মহান আদর্শ এ ছিল ড. শহীদুল্লাহ্ এর ঐকান্তিক ইচ্ছা। তিনি মনে করেন হিন্দু সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সন্ধান পাবেন বেদান্ত, গীতা, হিন্দু ইতিহাস এবং হিন্দু জীবনী থেকে, আর মুসলমান সাহিত্যিকগণ তাঁদের তাহজীব তামুদ্দুনের উপাদান খুঁজে নেবেন কুরআন, হাদীস, মুসলিম ইতিহাস এবং মুসলিম জীবনী থেকে এবং এমনি করে গঙ্গা-যমুনার শুভ মিলনের ফলেই গড়ে উঠবে এক পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য, হিন্দু-মুসলমানদের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি।[৭৫]

নবরাষ্ট্র গঠনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অবদান অপরিসীম। তিনি ১৯৪৮ সালের ঢাকাস্থ সাহিত্য সম্মিলনে একটি একাডেমী গঠন করে ইসলামী ঐতিহ্যমূলক বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদ করে আমাদের সাহিত্য সম্পদকে বাড়িয়ে তোলার উপদেশ দেন। জাতি এ চিন্তা নায়কের কথায় সায় দিয়ে ধন্য হয়েছে। ঢাকার বাংলা একাডেমী তাঁর পরামর্শেরই বাস্তবরূপ। শুধু বাংলা একাডেমী নয়, এ একাডেমীর পথ ধরে ইসলামী একাডেমী, নজরুল একাডেমী,

---

৭৩. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪।

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৮৯।

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

আরো কতই না প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাঁর সুদূর প্রসারী কর্মসূচী বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।[৭৬]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন সত্যিকার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তিনি সস্তা মৌখিক ছলনাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। তিনি সর্বসাধারণের সত্যিকার আযাদী কামনা করতেন। তিনি বলতেন, বৃষ্টি গভর্নমেন্টকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি সত্য, কিন্তু আমরা এখনো সত্যিকার আযাদী অর্জন করতে সক্ষম হই নি। যদি দেশের সর্বসাধারণের মনে অন্ধকার না ঘুচে এবং গুটি কতক লোক, শিক্ষা-দীক্ষায় ধন সম্পদে উন্নত হয়, তবে সেটাকে সর্বসাধারণের আযাদী বলা যায় না।

১৯৪৯ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানের আযাদী দিবসে তিনি 'সত্যিকার আযাদী' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন :

> আযাদী কে পাইয়াছে ? ঐ যে কারাগারের বন্দিরা ! উহারা কি আযাদী পাইয়াছে ? ঐ যে পাগলা গারদের বাসিন্দারা ! উহারা কি আযাদী পাইয়াছে ? দেশ আযাদ, জাতি আযাদ, খুব সত্য। কিন্তু ঐ বন্দির, ঐ পাগলরা তো আযাদী অজ্ঞনতা হইতে আযাদী, সত্যিকার আযাদী মূর্খত্ব হইতে আযাদী।[৭৭]

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অবদান

উপমহাদেশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সুদীর্ঘকালের না হলেও খুব স্বল্প দিনেরও নয়। ১৯১৬ সালের ১৪ আগস্ট তারিখে বিভক্ত ভারত ও পাকিস্তানে রাষ্ট্র সৃষ্টিরও আগের কথা। তখন সবেমাত্র বাংলা ভাষা বিশ্ব ভাষা সভায় একটি মর্যাদার আসন লাভ করেছে। বাংলা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিখ্যাত নোবেল পুরস্কার লাভ করে তার গৌরব আরও বৃদ্ধি করেছেন। ঠিক এমনি সময়ে বিশ্বব্যাপী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। সারা দুনিয়াব্যাপী ধ্বংস যজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। ভারতবাসীরাও এ যুদ্ধে শরিক হল। ক্ষমতাসীন বৃটিশ সরকার ঘোষণা করলো, ভারতবাসীরা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে অচিরেই তারা স্বাধীনতা লাভ করবে। ভারতবাসীরাও প্রাণপনে বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করলো এবং স্বাধীনতা লাভ করলো। অতএব, স্বাধীন ভারতের সাধারণ ভাষা কি হবে, তা নিয়েও চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়ে যায়।[৭৮]

ভারতবর্ষ বিশাল দেশ, তার ভাষা সংখ্যাও প্রায় দুইশতের কাছাকাছি। তদুপরি ইংরেজী ভাষা তখনও রাজভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাই স্বাধীন ভারতে তার মযার্দা কি হবে, তা নিয়ে

---

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬।

৭৭. পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য সম্মিলন, ঢাকা অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ (০৩/১২/১৯৪৮)।

৭৮. মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ওঠে । হিন্দু ভারতের নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীই (সংক্ষেপে মহাত্মা গান্ধী) সর্বপ্রথম প্রশ্নটি তোলেন এবং কৌতুহলের ব্যাপর সে প্রশ্নের জবাব দেন ভারতের সর্বপ্রধান কবিপুরুষ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । মহাত্মা গান্ধীর এক চিঠির জবাবে তিনি লেখেন- 'The only possible national language for inter provincial inter-course is Hindi in India' ।[৭৯]

তাঁর এ উক্তি নিয়ে বাংলাদেশে কোন প্রতিক্রিয়া জাগে নি । আর জাগবারও কথা নয় । কারণ, হিন্দীকে ভারতের একমাত্র সাধারণ ভাষা করবার স্বপ্ন । হিন্দু ভারতের অতি পুরাতন সতেরো-আঠারো শতকের ছত্রপতি শিবাজীর 'এক ধর্ম, এক রাজ্য, এক সিংহাসন' প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হিন্দু জাতি এতে একবাক্যে সাড়া দিয়ে ওঠে । রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। বরং তিনি তার সহযাত্রী ।[৮০]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠকগণের একথা অজানা থাকবার কথা নয় যে, এ বাণীর প্রথম উদ্যোগতা ছিলেন ব্রহ্মনেতা ব্রহ্মনন্দ কেশবচন্দ্র সেন । ১২৮০ সালে 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় সর্বপ্রথমে তিনি তাঁর এ প্রস্তাব পেশ করেন । এর দ্বিতীয় প্রস্তাবক রাজা রাজনারায়ণ বসু। তৃতীয় প্রস্তাবক শ্রীভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । এরই ভাবশিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । আর সম্ভবতঃ এর শেষ প্রস্তাবক কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ।[৮১]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমকালীন 'সুলভ সমাচারে' ব্রহ্মনন্দ কেশবচন্দ্র সেন বলেন :

> ভারতবাসীদিগের মধ্যে একতা লাভের উপায় কি - যতদিন সমস্ত ভারতবর্ষে একভাষা না হইতে ততদিন কিছুতেই একতা হইবে না । এখন যতগুলি ভাষা ভারতে প্রচলিত আছে তার মধ্যে হিন্দি ভাষা প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত । এ হিন্দি ভাষাকে যদি ভারতবর্ষের একমাত্র ভাষা করা যায়, তবে অনায়াসে শীঘ্র একতা সম্পন্ন হতে পারে ।[৮২]

ভারতীয় সকল হিন্দুনেতা বা বুদ্ধিজীবী মহলে এ মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁরা সে লক্ষ্যে তাঁদের সকল কর্ম প্রয়াস চালিয়ে যায় । ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরাজনারায়ণ বসুও তাঁর সুরে সুরে মিলিয়ে বৃদ্ধ বয়সে 'The old Hindus Hope' নামে একটি মূল্যবান আর্টিকেল রচনা করেন। যার বাংলা সংস্করণ 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামে সর্বত্র প্রচারিত হয় ।[৮৩]

---

৭৯. প্রভাত মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী*, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃ ৭৮।

৮০. মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬২।

৮১. মুহম্মদ তকীয়্যুল্লাহ্, 'ভাষা আন্দোল ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০১।

৮২. মুহম্মদ তকীয়্যুল্লাহ্, প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু তাই নয়, বিহার প্রদেশে শিক্ষা বিভাগে কর্মকালে তিনি সমগ্র সরকারী দফতর থেকে ফারসী ভাষা সেই সঙ্গে ফারসী হরফ বিতাড়িত করে সেখানে দেবনাগরী হরফে হিন্দী প্রবর্তন করে। ১৯১৮ সালে ভারতের সাধারণ ভাষা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের হিন্দী সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাধারণ ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবী পেশ করেন। সে সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বিশ্ব ভারতীতেই এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের ভাষাতত্ত্ববিদ পন্ডিতগণ সে সভায় উপস্থিত হন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।[৮৪]

প্রস্তাবে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সর্বপ্রথমে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে তাকে ভারতের অন্যতম সাধারণ ভাষা করার দাবী উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, শুধু ভারতবর্ষে কেন, সমগ্র এশিয়া মহাদেশেই বাংলা ভাষার স্থান হবে সর্বোচ্চ।[৮৫]

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, সাহিত্য সম্পদে বাংলা ভাষা সমগ্র এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়েও বাংলাভাষা জনসংখ্যা বিশ্বভাষা প্রবাহে সপ্তম। এ হিসেবে ইংরেজী, ফারসী, ইতালিয়ান, পর্তুগীজ, স্কচ, ডেনিশ, আরবী, ফরাসী, তুর্কী ইত্যাদি ভাষাও তার চেয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ। এমতাবস্থায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলাকে ভারতের অন্যতম সাধারণ ভাষা করার দাবী করেন। প্রবন্ধটি শেষ হলে সভাস্থলে মহা হৈ-চৈ পড়ে যায়। সমবেত পন্ডিতমন্ডলী বিস্মিত হন। কিন্তু মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাতে বিচলিত হন নি। তিনি তাঁর বক্তব্যে অটল থাকেন।[৮৬]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র এ দাবী নিতান্তই ভাবাবেগ তাড়িত নয়, সত্যি বাংলা ভাষা, হিন্দী, উর্দূ বা অন্যান্য উপমহাদেশীয় ভাষাসমূহের মধ্যে সর্বোন্নত, সমকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ও জননেতা পন্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুর একটি উক্তি থেকেও তা প্রতিপন্ন হয়। তিনি বলেন, 'মারাঠী ও গুজরাটি ভাষা অধিক অগ্রসর, বিশেষভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মৌলিকতা ও সৃজনী প্রতিভা হিন্দী হইতে অনেক অধিক'।[৮৭]

এরপরেই আসে ১৩৫৪ সাল, ১৯৪৭ খ্রীঃ। বিভক্ত হয় বিশাল ভারতবর্ষ। আর জন্ম নেয় দু'টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র-পাকিস্তান ও ভারত। ভারতের ভাষা আন্দোলন আর একবার

---

৮৩. মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬২।

৮৪. হোসেন মীর মোশাররফ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮।

৮৫. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০০০৬, ১৯৮১।

৮৬. শনিবারের চিঠি। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা। ২১ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ১৯৬০। পৃ ২৮৯-৩০৪।

৮৭. শ্রী নেহেরু, *আত্ম জীবনী* (বাংলা), ৩য় সংস্করণ, পৃ ৪৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

নতুন মোড় নেয় । লড়াই শুরু হয় হিন্দী, উর্দূ ও বাংলা ভাষার অধিকার নিয়ে । হিন্দু ভারত হিন্দীর পক্ষে রায় দেয় । পাকিস্তান উর্দূ ভাষার পক্ষে যায় । পক্ষান্তরে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে বাংলা ভাষার দাবী জোরদার হয় ।[৮৮]

শহীদুল্লাহ্ ছিলেন ভাষা আন্দোলনের অগ্রদূত । তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রথম থেকেই তাঁর সুস্পষ্ট মতামত দিয়েছিলেন । বাংলা ভাষাই যে দেশের রাষ্ট্র ভাষা হবে তিনি অকুতোভয়ে তা উচ্চারণ করে গেছেন । ১৯৪৮ সালে বগুড়ায় থাকাকালীন তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ।[৮৯]

পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র ভাষা বাংলা । তাছাড়া পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের অধীন পশ্চিম বাংলা, আসামেরও এক বিস্তীর্ণ এলাকাতেও বাংলা ভাষা প্রচলিত । সবমিলে আধুনিক বিশ্ব ভাষা প্রবাহে বাংলা ভাষা সংখ্যাধিক্য সপ্তম স্থানের অধিকারী হলো । দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৪৭ সালে জুলাই মাসে পাকিস্তানের প্রখ্যাত পন্ডিত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ড. জিয়াউদ্দীন আহমদ সারা পাকিস্তানে উর্দূকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবেই নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হিসেবে ব্যবহারের দাবী জানালেন ।[৯০]

তাঁর এ অভিমতের বিরুদ্ধে সেদিন কেউই প্রতিবাদ করলেন না । ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চুপচাপ বসে থাকতে পারলেন না । প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলেন তিনি । 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখলেন দৈনিক আজাদে । জোরালো ভাষায় তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সারবত্তা প্রমাণ করলেন ।[৯১]

ঢাকায় ১৯৪৮ সালে কায়িদ-ই-আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে একমাত্র উর্দূর দাবী সমর্থন করে ভাষণ দিলেন এবং তা নিয়ে সারা পূর্ব বাংলা বিদ্রোহে ফেটে পড়ল । বাংলা ভাষা এখান থেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির শিকার হয় এবং দেশ মানুষ ও ভাষা একাত্ম হয়ে যায় নিজে প্রত্যক্ষ রাজনীতিবিদ না হলেও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ড. আহমদের এ দাবীকে শুধু অযৌক্তিক নয় অগণতান্ত্রিক । এমনকি বাংলা ভাষাভাষি পূর্ব পাকিস্তানীদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ বলে ঘোষণা করেন ।[৯২]

---

৮৮. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, '*আমাদের সমস্যা*', আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী (১ম খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ ১৯১।

৮৯. হোসেন মীর মোশাররফ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮।

৯০. মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৫।

৯১. মুহম্মদ আবূ তালিব, 'বাংলা ভাষা আন্দোলনের অগ্রনায়ক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ আগস্ট, ১৯৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

ড. শহীদুল্লাহ্ নিজের ভাষায় :

> বাংলাদেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দূ বা হিন্দী ভাষাকে গ্রহণ করা হইলে ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতার নামান্তর হইবে । ড. জিয়াউদ্দীন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে ও উর্দূর সপক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি একজন শিক্ষাবিদরূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি । ইহা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিরোধীই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি বর্হিগতও বটে ।[৯৩]

শুধু তাই নয়, এর অল্পদিন পরে তাঁর এ মনোভাব বিশ্লেষণ করে কুমিল্লার কলেজ শিক্ষকদের এক বিশেষ সমাবেশে বিশেষ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন :

> We educationist should however, emphatically protest and if necessary should revolt against the fresh implication of any languages other than Bengali as the medium of instruction for East Bangali student. The implication will be tantamount to the genocide of East Bangatees (Comilla, the 16th March, 1951).[৯৪]

উল্লেখ্য যে, এ ঘোষণার এক বৎসরের মধ্যেই ১৯৫২ সালে ভাষার আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। সভা-সমিতি, নির্যাতন, গণহত্যা, ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলা ভাষার আত্মনিয়ন্ত্রণ, প্রতিষ্ঠা এবং তারই জের হিসেবে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীন এবং সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হলো । তাই তাঁর উক্তিকে বাংলা ভাষা, আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পূর্বাভাসও বলা যেতে পারে । ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যদি সেদিন প্রকাশ্য জনসভায় এ ধরনের সাবধান বাণী উচ্চারণ না করতেন বা আন্দোলনের ডাক না দিতেন তাহলে আমাদের বাংলা ভাষার ভাগ্যাকাশে কি হতো আজ কল্পনাও করা যেতো না ।[৯৫]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন একনিষ্ঠ ইসলাম প্রচারক । তাঁর জীবন ছিল ইসলামের জন্য উৎসর্গকৃত । ধর্মীয় মানসিকতাই তাঁর সৃজনশীলতার মূলে অধিক সক্রিয় ছিল । তিনি এসত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, কর্মহীন ঈমান এবং ঈমানহীন কর্ম উভয়ই আল্লাহর দৃষ্টিতে গর্হিত । তাই তিনি কর্ম সাধনার সাথে সাথে ধর্ম সাধনায়ও আত্মনিয়োগ করেন । ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শ 'মানবতাবাদ' এর প্রচারে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন । তাঁর দৃষ্টিতে জ্ঞানচর্চা ও ধর্ম সাধনা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাপার ছিল না । কোন্ কোন্ কাজ ধর্মীয়, আবার কোন্ কোন্ কাজ পার্থিব এরূপ বিভক্তিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না । ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি আজীবন দেশ, জাতি, ভাষা ও সাহিত্যের খেদমত করেন ।

---

৯২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আমাদের সমস্যা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫।

৯৩. মুহম্মদ তকীয়্যুল্লাহ্, 'বাংলা ভাষা আন্দোলন ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ', প্রাগুক্ত ।

৯৪. প্রাগুক্ত।

৯৫. মুহম্মদ আবূ তালিব, *উপমহাদেশের ভাষা আন্দোলন ও ড. শহীদুল্লাহ্*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ ৩৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সাহিত্যিক অবদান মুসলিম বাংলার এক অমূল্য সম্পদ। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর দান পল্লবিত হয়ে আছে। তিনি কবিতাসহ সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে অবদান রেখেছেন। খণ্ডকাব্য, মহাকাব্য, গীতি কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, রস রচনা, ঐতিহাসিক বিষয়ক রচনা, দার্শনিক ও ধর্মালোচনা, সংগীত রচনা, প্রবন্ধ রচনা, বোখারীর অনুবাদ, কুরআন শরীফ বাংলায় অনুবাদকরণ, নতুন নতুন ছন্দ প্রবর্তন ইত্যাদি। এছাড়াও অন্যভাষা হতে অনুবাদ করেন রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম, দীওআন-ই-হাফিজ, শিকওয়াহ্ ও জওয়াবে শিকওয়াহ ইত্যাদি।[১]

ড. শহীদুল্লাহ্‌র 'ইসলাম প্রসংগ' অনন্য সাধারন গ্রন্থ হিসেবে সকলের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। এছাড়াও তিনি 'শেষ নবীর সন্ধানে', 'কুরআন প্রসঙ্গ' এবং হযরত নবী করিম (সা) এর জীবনী সম্বলিত গ্রন্থটি হল 'নবী করিম হযরত মুহম্মদ (সা)।'

এছাড়াও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনেক যুগোপযোগী বাস্তব সমস্যার সমাধানকল্পে প্রবন্ধ রচনা করেন। উল্লেখ্যযোগ্য ক'টি হল-আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা, সাহিত্যের রূপ-১, সাহিত্যের রূপ-২, পল্লী সাহিত্য, মরমী কবি রবীন্দ্রনাথ, বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব, সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদি।[২]

তাঁর লেখা কবিতা যেমন- প্রার্থনা, নির্ভর, উন্নতি, বিনয়, অধ্যবসায়, ভাল ছেলে, শহরজাদী, রমজানের চাঁদ, হজ্জযাত্রী, নব্যচীন, ইত্যাদি ইতিহাসের পাতার স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

তাঁর গল্প ও নাটক সাহিত্য ইতিহাসে খ্যাত। যেমন- পিঠে গাছের কাহিনী, হিংসুকের পরিণাম, বিশ্বাসের মূল্য, মাছের দাম, গরুচোর, ধোকাবাজি, ভবিষ্যতের মানুষ, লখ্‌ছীছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩]

তাঁর ইসলাম ধর্ম ও তত্ত্ব বিষয় রচনাসমূহের মধ্যে 'কুরআন শরীফ ও জ্যোতিষ, কুরআন শরীফ ও বিজ্ঞান, কুরআন শরীফ ও পুনর্জন্মবাদ, কুরআন শরীফ ও দুঃখতত্ত্ব, ইসলাম ধর্মের আর্দশ ও আমাদের আশা, ইসলাম ও বিশ্বসেবা, ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ, শবে কদর ও

---

১. মনসুর মুসা, *মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯),* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ ৫৯।

২. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, *শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থ,* রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ ২৭।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন, আখেরী চাহার সুম্বা ও তাহার তারিখ, ইসলামী রাষ্ট্র ও ব্যাঙ্ক, জগতের আদর্শনেতা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।[৪]

শিশু সাহিত্যের উপরও তাঁর অনেক প্রবন্ধ রয়েছে । তন্মধ্যে বিশেষভাবে শিশু মাসিক, তিন শিষ্যের কথা, পরিশ্রম, বিধাতার পরীক্ষা, দয়ার রাণী, পিঠার গাছ, রূপসী, রেলগাড়ীর জন্মকথা, হযরত লোকমান, গোলাম বাদশাহ, রোস্তম পালোয়ান উল্লেখযোগ্য ।

পত্র পত্রিকার সম্পাদনায়ও তাঁর অবদান অপরিসীম । মাসিক, পাক্ষিক, ত্রৈমাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে অবদান রেখেছেন । যেমন- 'আঙ্গুর, আল-ইসলাম, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, বঙ্গভূমি, তকবীর, কাজের কথা ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদনা সংশ্লিষ্ট ছিলেন ।[৫]

এছাড়াও দেশ বিভাগের পূর্বে ও পরে এমন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকা বা সাময়িকী ছিল না যাতে তাঁর গবেষণামূলক শিক্ষা বিষয়ক, ধর্ম সম্বন্ধীয় ও ভাষা তত্ত্বসম্পৃক্ত, সারগর্ভ ও তথ্যবহুল প্রবন্ধাদি প্রকাশ পায় নাই। এ সকল পত্র-পত্রিকার মধ্যে- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, ইন্ডিয়ান, হিস্টিরিক্যাল কোয়াটারলি, মর্ডাণ রিভিউ, বঙ্গশ্রী, কোহিনুর, সওগাত, মোহাম্মদী, মাহে নও, দিলরুবা, ইমরোজ, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান প্রভৃতিই প্রধান।[৬]

ইংরেজী ভাষাতেও তিনি একখানি উন্নতমানের পত্রিকা প্রকাশ করেন । যার নাম 'দি পীস (The Peace)' পত্রিকাখানির প্রথম প্রকাশকাল আগস্ট ১৯২২ খ্রীঃ এর সম্পাদকও ছিলেন তিনি নিজে। এ 'পীস' এ প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ নিয়ে একটি সংকলন পরে প্রকাশিত হয় 'Essays on Islam' নামে । এতে 'Napolian on Islam' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য । এটি মূল ফরাসী ভাষা থেকে সংগৃহীত । এ প্রবন্ধে বিশ্বত্রাস নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ধর্মানুভূতির মৌল কথা প্রকাশিত হয় ।[৭]

---

৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২০।

৬. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৩।

৭. মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, *ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : শতবর্ষপূর্তি স্মারক গ্রন্থ,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর সাহিত্য কর্মের মধ্য দিয়া অনেকগুলি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থসমূহের উল্লেখ্যযোগ্য হলো : ইসলামী বিশ্বকোষ (বাংলা একাডেমী), উর্দূ অভিধান (উর্দূ উন্নয়ন বোর্ড করাচী)। 'কুরআন শরীফ' ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর পীর সাহেব কেবলা হযরত আবূ বকর সিদ্দিকী (রহঃ) (ফুরফুরা শরীফ) এর নির্দেশে কুরআন শরীফের বঙ্গানুবাদ ১৯৪৯ সালে শেষ করেন। সুরা বাকারা ও আমপারায় ভাষ্য বা তফসীরও লেখেন। এর অংশবিশেষ কলিকাতা 'জাগরণ' মাসিক পত্রিকা ও ঢাকার 'কুরবানী' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) জীবনী পাণ্ডুলিপি ০৭/১২/৬৪ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৮]

পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ছিল তাঁর এক অনন্য কৃতী। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিস্কৃত চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ও অংশগ্রহণ করেছিলেন। শাস্ত্রী কিংবা প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সম্পাদনায় যেমন কতকগুলো বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়, শহীদুল্লাহ্র পাঠ-নির্ণয়েও তেমনি কতকগুলো বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। শহীদুল্লাহ্ তাঁর তিব্বতী ভাষাজ্ঞলী ও ভাষাতাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহার করে চর্যাপদের পাঠ নির্ধারণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে চর্যাপদের কোন্ কোন্ পদকর্তার ভাষা বাংলা আর কোন্ কোন্ পদকর্তার ভাষা বাংলা নয়, তা শহীদুল্লাহ্ যতটা যথার্থভাবে নির্ণয় করেছেন তা অন্য কেউ নির্ণয় করতে পারেন নি। পরবর্তী অনেক পন্ডিত শহীদুল্লাহ্কৃত পাঠ নির্ধারণকে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছেন। সৈয়দ আলী আহসানও শহীদুল্লাহ্কৃত পাঠকে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছেন।[৯]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্কৃত 'পদ্মাবতীর' পুঁথি-সম্পাদনাও নানা কারণে উল্লেখ্যযোগ্য। তিনি নির্ভরযোগ্য যৌগিক পাঠ নির্মাণের প্রয়োজনে অনেক পদ্ধতি গ্রহণ করেন।[১০]

তিনি কতগুলো 'স্কুল পাঠ্যপুস্তক' রচনা করেন। যেমন- ছোটদের ইসলাম শিক্ষা, আদর্শ সাহিত্য পাঠ, সেকালের কথা, পাকভারত কথা, মক্তব পাঠশালা, দেশের কথা, ব্যাকরণ পরিচয়, চরিত কথা, ছোটদের নবী কথা, জ্ঞানের কথা, ছোটদের ইতিকথা, ছোটদের দীনিয়াত শিক্ষা, নীতিকথা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১১]

---

৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৫১৮।

৯. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫।

১০. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৪০।

১১. মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৫১৫।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কর্তৃক বিভিন্ন ভাষা থেকে অনূদিত রচনাসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় । যেমন- আরবী ভাষা থেকে অনুবাদ গ্রন্থ । কুরআন শরীফ (অপ্রকাশিত), তজ্‌বিদুল বোখারী (আংশিক), কসীদতুল বুরদহ্, বানত সু'আদ (অমরকাব্য নামে) ।

ফারসী ভাষা থেকে যেমন- দীওয়ান-ই-হাফিজ (১৯৩৮), রুবাঈয়্যাত-ই-উমর-খয়্যাম (১৯৪২) ইত্যাদি ।

উর্দূ ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থ যেমন- আল্লামা ইকবালের শিক্‌ওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিক্‌ওয়াহ (১৯৫৪) এসঙ্গে তাঁর আল্লামা ইকবাল সম্পর্কিত 'ইকবাল' গ্রন্থের নাম করা যায় । এ গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে আল্লামা ইকবালের উর্দূ ও ফারসী কবিতার প্রাসঙ্গিক তরজমাও স্থান পেয়েছে ।[১২]

'বাঙ্গালা আদব কী তারীখ' বাংলা সাহিত্যের নামে তাঁর একখানি উর্দূ গ্রন্থ । এটি তাঁর একখানি সংক্ষিপ্ত বাংলা গ্রন্থের তরজমা । মূল বইখানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশের জন্য প্রণীত হয় । কিন্তু দুভার্গ্যক্রমে বইখানি আজও প্রকাশিত হয় নি ।

এরূপ অপ্রকাশিত আর একখানা মূল্যবান গ্রন্থ তাঁর বাংলা ভাষায় কুরআন-ই-কারীমের পূর্ণাঙ্গ তরজমা । সমকালে পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) থেকে প্রকাশিত মাসিক 'জাগরণ' এবং ঢাকার 'যুগবাণী' ইত্যাদি পত্রিকায় এর বেশ কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল । এটি তাঁর দীক্ষাদাতা পীর হযরত আবূ বকর সিদ্দিকী (রহঃ) ফুরফুরাবী সাহেবের নির্দেশে প্রণীত হয়েছিল । কিন্তু দূভার্গ্যক্রমে জীবনকালে তিনি তাঁর প্রকাশ দেখে যেতে পারেননি ।[১৩]

এছাড়া জার্মানী, ফারসী ও অন্যান্য ভাষা থেকেও তিনি কিছু কিছু তরজমা করেন । পত্র পত্রিকায় তা প্রকাশিত হলেও একত্রিত হয়ে অদ্যাবধি তা সংকলিত হতে পারে নি । এরূপ তরজমার মধ্যে তাঁর জার্মানী থেকে 'মুহম্মদ গীতি (Muhomets Gesang)' এবং ফারসী থেকে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের আত্মজীবনীর কিছু অংশ (দ্রষ্টব্য Napolion on Islam প্রবন্ধ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এছাড়া আরবী ভাষা থেকে হযরত বড় পীর আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ) এর কাসিদাতে গাওসিয়া । উর্দূ থেকে পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত, আল্লামা ইকবালের 'তারানা'ই মিল্লিয়া' ইত্যাদি তরজমাও তিনি করেন ।[১৪]

তাঁর তরজমার ভাষা ও কবিত্ব সম্পর্কে কিছু কিছু সুধীজন বিরূপ মন্তব্য করলেও একথা সত্যি, এ বিষয়ে তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠা, পান্ডিত্য ও যোগ্যতা বিষয়ে তাঁদের কোন অভিযোগ ছিল না।

---

১২. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯।

১৪. মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করেন, আরবী ও ফারসী থেকে বাংলা তরজমা করতে গিয়ে তিনি যে অমূল্য অবদান বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য রেখে গেছেন, যুগ-যুগান্তর ধরে এ দেশবাসী তাঁর কথা ভুলতে পারবে না।[১৫]

কারো কারো ধারণা, ড. শহীদুল্লাহ্ পণ্ডিত, তাঁর সৃষ্টিশীল রচনা তেমন নেই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে তিনি সৃষ্টিশীল রচনাও কম লেখেন নি। সেসব রচনার মধ্যে মৌলক ছোটগল্প, রম্য রচনা, এমনকি কবিতা ও গানও রয়েছে। যতদূর জানা যায়, তাঁর সর্বপ্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় *'সওগাত'* পত্রিকায় কলকাতা থেকে (১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৬) এটি একটি ফারসী কবিতার অনুবাদ।

ছোট গল্প : রকমারি (ছোট গল্প, ১৯৩২) এতে মৌলিক ছোট গল্প, বিদেশী ভাষা থেকে অনূদিত ছোট গল্প ও রম্য রচনাও রয়েছে।

কবিতাবলী : বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখা তাঁর মৌলিক কবিতার সংখ্যাও কম নয়। এর মধ্যে নব্যচীন ভ্রমণকালে লেখা তাঁর 'নব্যচীন' নামক কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া তাঁর যৌবনকালে রচিত লায়লীর প্রতি মজনু, শহরজাদী, জীবনের লক্ষ্য ও পরিণতি, নতুন পুরুষসুক্ত ইত্যাদি কবিতায় তাঁর উন্নত কবি মনের পরিচয় মেলে। তাঁর সর্বপ্রথম রচনা 'মদনভস্মা' প্রবন্ধ সমকালীন ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত এবং প্রশংসিত হয় (১৩১৬ অগ্রহায়ণ, ১৯১০)।[১৬]

ইংরেজী সাহিত্যেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অপরিসীম। তিনি সুন্দর ও সাবলীল ইংরেজী লিখতে পারতেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন বিষয়ের ইংরেজী প্রবন্ধসমূহ তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ভাষা তত্ত্বের Philology উপর তাঁর ইংরেজীতে অনেক রচনা রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি যেমন :

* 'Derivation of the Blblica Proper names in the Quran, Peace Vol. (10 March, 1925) Page No. 25-27.
* 'Indian Loan words in Arabic, Peace, Vol. 3, Sept. 1925.
* 'A Brief History of the Bengali Language, Dacca University Journal, Vol-VII-1923.

---

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৫০।

১৬. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

* 'Philology and Indian Linguistics, Dacca University Journal, Vol-V, July 1, 1941.
* 'The Indo-Aryan Parent Speech, The Common Origin of Urdu and Bengali, Origin of the Singhalese Language, ইত্যাদি।[১৭]

ইংরেজী ভাষায় সাহিত্যের (Literature) এর উপরও তিনি অনেকগুলো বই রচনা করেন। যেমন :

Iqbal Philosophy of Life; Religion and Literature; Muslim Contribution to Early Bengali Literature; Umar Khayyam; Ancient Indian Folklore ইত্যাদি।

ইতিহাসের (History) উপর তাঁর জ্ঞান ছিল অনেক। তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থাকারে রচনা করেন। যেমন :

The Date of Manik Gangulys; Dharma Mangal; Gopala Deve of Bengal; The Date of Vidyapati; The Varena Country of Aveste; The Date of Gopichandra ইত্যাদি।[১৮]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ধর্মীয় (Religon) ভাবগাম্বীর্যের উপর এবং ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইংরেজী ভাষায় অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন :

The Sincerity of the Prophet Muhammad; As Kabbul Kafaf; Qurbani; The Hazi; Ramadhan; God and Man; Napoleon on Islam; Islam and Hinduism; Non Violence in Islam; The need of Religion; Morality and Religion; Some Economic concepts of Islam ইত্যাদি।

তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ (Translation), গল্প (Stories-Retold), গুরুত্বপূর্ণ ঠিকানাসমূহ (Important Addresses) এবং বিবিধ বিষয় (Miscellaneous) সমূহের উপর গ্রন্থ রচনা করেন।[১৯]

---

১৭. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭-৯৫।

১৮. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭-৯৫।

১৯. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫-৬০।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সেবা করেছেন। সাহিত্য, সংস্কৃতিতে তাঁর এই বিচরণের ফলে তিনি অনেক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষা জীবন, কর্মজীবন ও সাহিত্যিক জীবনের মধ্যে বিভাজন নেই। তিনি একটি অখণ্ড কর্ম ও ধর্মজীবন যাপন করেছেন। মুহম্মদ এনামুল হক শহীদুল্লাহ্র সাহিত্য জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে বলেছেন- 'ড. সাহেবের সাহিত্য সাধনা পেশা নহে, নেশা। এই নেশায় রং আছে, মাদকতা নেই, উল্লাস আছে, উচ্ছ্বাস নেই, বিজ্ঞতা আছে অজ্ঞতা নেই। এই নেশার সঙ্গে সাহিত্য স্রষ্টাদের সৃষ্টির বেদনার সাজাত্য আছে বটে, কিন্তু সাযুজ্য নেই। এটা গবেষণা প্রসূত আনন্দ ও জ্ঞানের নব নব সাধনার নেশা জ্ঞান সাধনারই নামান্তর'।[২০]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র সাহিত্য জীবন মনন সমৃদ্ধ, ভাবাবেগ সমৃদ্ধ নয়। বাঙালির শিশু শিক্ষার্থীর অন্যতম আকর্ষণের বস্তু ছড়াও কবিতা শিশু শহীদুল্লাহ্কে আকৃষ্ট করে নি-একথা বলার জো নেই। কারণ ১৯৫৬ সালে, যখন তাঁর বয়স প্রায় ৭০, চীন পরিভ্রমণ কালে সাংহাই থেকে ক্যান্টন যাওয়ার পথে বিমানে নব্যচীন নামে কবিতা লিখে ফেলেছিলেন এবং তাঁর বঙ্গানুবাদ এদেশে এবং ইংরেজী অনুবাদ চীনে প্রকাশিত হয়েছিল। বোঝা যায় বয়োবৃদ্ধ শহীদুল্লাহ্র অন্তরে তখনও শিশু শহীদুল্লাহ্ সঞ্জীবিত ছিলেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন মূলতঃ চিন্তার লালনকারী, সত্য যাচাইকারী ও ধারণার নির্মাতা। শহীদুল্লাহ্র প্রথম প্রবন্ধ বলে কথিত 'মদন ভস্ম' নামের প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২১]

ক্ষুদ্র এই প্রবন্ধটিতে একটি তথ্য ও একটি তত্ত্বকে শহীদুল্লাহ্ স্বল্প পরিসরে সুন্দর ভাষায় উপস্থাপন করেছিলেন। উল্লেখ্য ভারতীর সম্পাদিকা, প্রবন্ধটির অভ্যন্তরে মূল্যের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন নি। দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন একজন মুসলমানের লেখা প্রবন্ধ হিসেবে। ফলে মুসলমান লেখক হিসেবে শহীদুল্লাহ্ সপ্রশংস অভ্যর্থনা পান।[২২]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাহিত্য জীবন নিবেদিত ছিল গবেষণায়। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস নির্মাণের কাজ করেছেন। শহীদুল্লাহ্ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান সাধনার দ্বৈত ধারাকে আত্মস্থ করেছিলেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করতে চেয়েছেন। খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করতে

---

২০. মুহম্মদ এনামুল হক, 'মহামনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ', মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭।

২১. *ভারতী*, ৩৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩১৬, পৃ ৪৫৭।

২২. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

হলে কি কি পরিত্যাগ করা উচিত তাও নির্দেশ করেছেন। তবে বাংলা ব্যাকরণ রচনার মূল আদর্শ কি হওয়া উচিৎ এ সম্পর্কে কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করেন নি।[২৩]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অপর কৃতিত্ব আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের সম্পাদনা। আঞ্চলিক ভাষার অভিধান মূলত যদিও যৌথ কর্ম, তবু ভাষাবিজ্ঞানী শহীদুল্লাহ্‌র অবর্তমানে এ অভিধান সুসম্পাদিত হতো কিনা সন্দেহ। তিনি শুধু একজন তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক নন, তুলনামূলক উপভাষা বিজ্ঞানীও বটে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ তাঁর অর্জিত ভাষাতাত্ত্বিক প্রজ্ঞার ব্যবহার শুধু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সীমিত রাখেন নি। তিনি আরবি বর্ণমালা সম্বন্ধে লিখেছেন, তাঁর অনেকগুলো প্রবন্ধ ভাষা সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত। ভাষা সমস্যাকে পণ্ডিত ব্যক্তিত্বরা সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন। এক ধরনের সমস্যা ভাষার মর্যাদাগত সমস্যা, ভাষার অবস্থান সমস্যা। বাংলা ভাষার অবয়ব ও অবস্থানগত দু'ধরনের সমস্যা সম্বন্ধে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ সচেতন ছিলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনা ১৯৪৭ সালে, তাতে শহীদুল্লাহ্‌র অবদান ছিল মৌলিক ও প্রাথমিক। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিনের উর্দূকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ বাংলা ভাষা আন্দোলনের সূচনায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভাষা আন্দোলন তার মননশীলতার দ্বারা শক্তি ও গতিময়তা অর্জন করেছিল।[২৪]

সাময়িকপত্র সম্পাদনা

মুসলিম বাংলার নবজাগরণে যে সকল মনীষী স্বীয় কর্মপ্রেরণায় ঘুমন্ত মুসলিমদিগকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ তাদের মধ্যে অন্যতম। জ্ঞানের পথে অধ্যয়ন ও সাধনায় তিনি মুসলিম সমাজের সম্মুখে একটি জ্বলন্ত আদর্শ তুলে ধরেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতি শাখায় তাঁর অবদান অনেক। ভাষাতত্ত্ব, ভাষার ইতিহাস, অভিধান সংকলন, অনুবাদ সাহিত্য, কবিতা, প্রবন্ধ এবং পাঠ্য পুস্তক রচনায় তাঁর লেখনী বিশিষ্ট স্থান অধিকার এবং উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছে।[২৫]

অনেক সময় পণ্ডিত ব্যক্তিরা অধ্যায়নে মশগুল থাকার কারণে সমাজকে একেবারেই ভুলে যান। পারিপার্শ্বিক সমাজ তাঁদের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয় না। কিন্তু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ এই শ্রেণীর সমাজ ভোলা পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় রত থেকেও

---

২৩. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ ৬৭।

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শব্দতত্ত্ব রবীন্দ্র রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, ১৯২২।

২৫. অধ্যাপক আলী আহমদ, 'সম্পাদক শহীদুল্লাহ', মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্‌ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজকে কখনই ভুলেন নি । যখনই সামাজিক প্রয়োজনে তাঁর ডাক এসেছে, তিনি অধ্যয়ন ত্যাগ করে সমাজের খেদমতে এগিয়ে এসেছেন ।[২৬]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ শুধু গবেষণা করেই জীবন অতিবাহিত করেন নি । সমাজের মধ্যে সাহিত্য ও ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত পুষ্ট ও রসসিক্ত করার বাসনায় তিনি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পূর্বে তিনি 'আল-এসলাম, বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা, আঙ্গুর' সম্পাদনা করেছেন । ঢাকায় এসে 'Peace, বঙ্গভূমি, তকবীর' নামক পত্রিকা বের করেছিলেন । প্রতিটি পত্রিকা সম্পাদনায় তাঁর গভীর দেশাত্মবোধ ও আদর্শ প্রবনতা লক্ষ্য করা যায় ।[২৭]

তিনি কেবল লেখেননি বরং তাঁর মতাদর্শে একদল লেখকও তিনি সৃষ্টি করেছিলেন । 'Peace' মাসিক পত্রে একটি লেখকগোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল যাঁরা উত্তর জীবনে খ্যাতিমান হয়েছেন । নতুন লেখকদের লেখা তিনি সাগ্রহে ছাপতেন । 'আঙ্গুর' সম্পাদনার সময় তিনি ছোটদের মত করে লেখা লিখতেন । সেগুলো এত সরল ও স্বচ্ছ যে একজন ভাষাতাত্ত্বিক গবেষকের লেখা বলেই মনে হয় না-সেখানে তিনি একেবারে অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়েছেন । প্রকৃতপক্ষে পত্রিকা সম্পাদনার সময় তার যাবতীয় লেখা যাতে করে সামান্য শিক্ষিত লোক ও বুঝতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই তিনি কলম ধরতেন । তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- 'আত্মানং-বিদ্ধি' নিজেকে জানো । দেশের সমাজ সংস্কৃতি, অতীত ইতিহাস, ধর্মের মূলবাণী ইত্যাদি মুসলমান সমাজে প্রচারের ফলে এ যুগের মুসলমান আত্মস্থ হতে শিখেছে, তাদের মধ্যে আত্ম-মযার্দাবোধ জেগেছে ।[২৮]

দেশ ও সমাজের প্রতি আনুগত্য ও প্রেম যাতে আরও নিবিড় হয় সেটিই তিনি চেয়েছেন । নিজেকে চেনার পর মুসলিম সমাজ অনায়াসেই নিজেদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে নিতে পারবে এ রকম আশা তাঁর ছিল । তাই তিনি নির্ভীকতার সঙ্গে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেছেন ।[২৯]

জাতির ত্রুটি সংশোধন উপর থেকে হয় না । গোড়া ধরে টান না দিতে পারলে, চেতনাকে সজীব ও সমৃদ্ধ না করতে পারলে, সামাজিক প্রগতি হয় না । মুসলিম সমাজে আজ যে যুক্তি ও জ্ঞানের দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দিয়েছে তার মূলে আছেন তিনি এবং তাঁর সম্পাদিত

---

২৬. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৯।

২৭. আজহারউদ্দীন খান, *বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্*, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃ ১১৫।

২৮. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩।

২৯. আজহারউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকাসমূহ এবং তাঁর অমূল্য প্রবন্ধরাজি। মুসলিম সমাজকে গোঁড়ামি ও সংস্কারের বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করে ধর্মের উদার মুক্তাঙ্গণে তিনি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এভাবে তিনি ইসলামী সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির মিলন সাধন করেছেন। জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত ও শুভ্র দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর ছিল বলে তাঁর সম্পাদকীয় সুযুক্তি পূর্ণ তীব্র, ভদ্র ও সংযত হত।[৩০]

আল-এসলাম

'আঞ্জুমান-ই-উলামা-ই-বাঙ্গালা'র সচিত্র মাসিক মুখপত্র ছিল 'আল-এসলাম'। প্রথম প্রকাশ তারিখ ১৩২২ বৈশাখ, ১৯১৫ এপ্রিল-মে। ড. শহীদুল্লাহ্ এ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। আঞ্জুমানের সেক্রেটারী, জয়েন্ট সেক্রেটারী যথাক্রমে মৌঃ মোহাম্মদ আকরম খান, মৌঃ মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। পত্রিকাটির প্রচ্ছদপটে সম্পাদকের নাম ছাপা হতো না। ১৩২২ সনের তৃতীয় সংখ্যার প্রচ্ছদ পটের শেষ পৃষ্ঠায় 'কলিকাতার ৪নং ইলিয়ট লেনে নিউ এইজ প্রেসে মোহাম্মদ আজিজুর রহমান দ্বারা মুদ্রিত ও ৩৩নং ফুলবাগান রোড হতে মোহাম্মদ মুজফ্ফর উদ্দীন কর্তৃক প্রকাশিত' এরূপ ছাপা রহিয়াছে। আল-এসলামের বার্ষিক মূল্য ছিল ২/৯ (২.৩৭) এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল চার আনা (২৫ পয়সা)। 'আল-এসলাম' নামক প্রবন্ধে শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, আঞ্জুমান-ই-উলামা-ই-বাঙ্গালার প্রধান কীর্তি তার মুখপাত্র 'আল-এসলাম' পত্রিকা। এ পত্রিকার আয়ু বছর পাঁচেক ছিল।[৩১]

এ পত্রিকাটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, 'ধর্ম তত্ত্বের আলোচনা, এসলামের মাহাত্ম প্রচার, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের দ্বারা সংশয়াদির খণ্ডন, সমাজ সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাসাদির মুলোৎপাটন এবং ধর্ম সম্বন্ধে অনুশীলন ও গবেষণা প্রবৃত্তি স্ফুর্তি সাধন প্রভৃতিই 'আল-এসলামের প্রধানতম লক্ষ্য ও কর্তব্য'। মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সচেতন থাকলেও পত্রিকা কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ছিল, 'ভারতের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করে জাতীয় সৎসাহিত্য ও মাতৃভাষার সাহায্যে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃভাব বন্ধনের চেষ্টা করাই দেশবাসী ও সাহিত্য সেবকগণের প্রধান কর্তব্য'।[৩২]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ইসলাম সম্পর্কে অনেকগুলি প্রবন্ধ এ পত্রিকায় লিখেছেন। ধর্মকে তিনি বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে প্রথমে আলোচনা করেন, লাপ্লাসের নীহারিকাবাদের সঙ্গে কুরআনের সাদৃশ্য দেখান। শ্রাবণ ১৩২২ সংখ্যায় প্রকাশিত 'কুরআন শরীফ ও বিজ্ঞান' নামক প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'কুরআন শরীফ কোন বৈজ্ঞানিক পুস্তক না হলেও ইহা অবৈজ্ঞানিক নহে।

---

৩০. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১০০।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ ১১৫।

৩২. আজহারউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য প্রাসঙ্গিকরূপে এরূপে অনেক কথা বলা হয়েছে, যা আশ্চর্যরূপে আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলিয়ে যায় । যদি দু'এক স্থানে সামান্য কিছু অমিল দেখা যায়, তা আধুনিক বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা বশতঃই ।[৩৩]

এ পত্রিকায় তাঁর যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তা হচ্ছে- 'পূণ্যকথা' বৈশাখ-১৩২২, 'কুরআন শরীফ ও বিজ্ঞান' শ্রাবণ-১৩২২, 'কুরআন শরীফ ও জ্যোতিষ' কার্তিক-১৩২২, 'আমাদের সাহিত্যিক দারিদ্রতা' জ্যৈষ্ঠ-১৩২৩, 'কুরআন শরীফ ও পূনজন্মবাদ' আষাঢ়-১৩২৩, 'জীবনের লক্ষ্য ও পরিণতি (কবিতা)', 'কবি ও ভ্রান্ত মানব' (কবিতা) আশ্বিন-১৩২৩, 'কুরআন শরীফ ও দুঃখতত্ত্ব' জ্যৈষ্ঠ-১৩২৪, 'ইসলাম ধর্মের আদর্শ ও আমাদের আশা' পৌষ-১৩২৫, 'কাসীদাতুলবুর্দ' বৈশাখ-১৩২৬, 'চট্টগ্রাম মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণ' আষাঢ়-১৩২৬ ।[৩৪]

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা

মুসলমানদের মধ্যে বাংলা সাহিত্য চর্চা প্রসারের জন্য ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুকরণে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' গঠন করেন ১৯১১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর । এ সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্ররূপে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' ১৩২৫, বৈশাখ মাসে বের হয় । পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও মোজাম্মেল হক। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ছিল দেড় টাকা ও সমিতির সভ্যদের জন্য ছিল এক টাকা । প্রকৃতপক্ষে তিনিই পত্রিকা সম্পাদনার সমুদয় দায়িত্ব পালন করতেন ।[৩৫]

ড. শহীদুল্লাহ্ ১৯১৬ সনে বশিরহাট কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন, যার ফলে কলিকাতায় সমিতির সম্পাদকরূপে কাজ করা সম্ভব হবে না বলে তিনি উক্ত পদে ইস্তফা দেন । ১৯১৯ সনের ১৫ জুন শরৎ কুমার লাহিড়ী বৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে ড. দীনেশ সেনের সহকারী রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং কলিকাতায় থেকে সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করার সুযোগ আসে । ড. শহীদুল্লাহ্ পত্রিকাখানির ৩য় বর্ষ পর্যন্ত প্রধান সম্পাদকের কার্য নির্বাহ করেন । ১৯২১ সনের ২ জুন শহীদুল্লাহ্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালা বিভাগে যোগদানের জন্য ঢাকায় চলে আসেন এবং পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব মোজাম্মেল হকের ওপর অর্পিত হয় ।[৩৬]

---

৩৩. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ১১৬।

৩৪. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৪।

৩৫. আজহারউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৮।

৩৬. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য'য় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তা হচ্ছে, 'আমাদের ভাষা সমস্যা' বৈশাখ ১৩২৫, 'কবীর সাহেব ও হিন্দু ধর্ম' শ্রাবণ ১৩২৫, 'শেখ হবিবুর রহমানের আবে হায়াতের সমালোচনা' বৈশাখ ১৩২৬, 'বাণত-সু-আ'দ' শ্রাবণ ১৩২৭, নলিণীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত 'ময়নামতির গান সমালোচনা' কার্তিক ১৩২৭, 'কুরআন শরীফ ও যুদ্ধনীতি' মাঘ ১৩২৭, 'ইবন বতুতা ও তাঁহার বাঙ্গালা ভ্রমণ' শ্রাবণ ১৩২৭, 'সত্যেন্দ্র স্মারণে (কবিতা)' শ্রাবণ ১৩২৯।[৩৭]

আঙ্গুর

বাংগালী মুসলমান সম্পাদিত প্রথম শিশু পত্রিকা এ.কে ফজলুল হক সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক বালক' (বরিশাল থেকে প্রকাশিত ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে), দ্বিতীয় পত্রিকা 'মাসিক উৎসাহ' (১৯০৩ খ্রীঃ টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত) 'সন্দেশ' ও 'মৌচাক' প্রভৃতি পত্রিকা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কর্তৃক সম্পাদিত মাসিক আঙ্গুর ১৯২০ খ্রীঃ। গবেষকদের মতে 'আঙ্গুর'ই বাংগালী মুসলমান সম্পাদিত প্রথম মাসিক শিশুপাঠ্য পত্রিকা। এ পত্রিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো পত্রিকাটি ইসলামী কথা ও কাহিনী সরলমতি বালক-বালিকাগণের উপযোগী করে পরিবেশিত হ'ত। কুরআন, হাদীসের গল্পও ছিল এ পত্রিকায়।[৩৮]

পত্রিকাটির বার্ষিক মূল্য ছিল দু'টাকা চার আনা, প্রতি সংখ্যার দাম তিন আনা। পত্রিকার আয়ু ছিল মাত্র এক বছর। ঢাকা চলে আসার ফলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কুরআন হাদীসের প্রসঙ্গ থাকলেও রামায়ন মহাভারতের কাহিনীও প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এ পত্রিকায় লিখেছেন। ড. দীনেশচন্দ্র সেন এ পত্রিকা সম্পর্কে সম্পাদককে অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন এবং মুসলমান সমাজে প্রচলিত প্রাচীন লৌকিক কাহিনীর জন্য একটি প্রতিযোগিতায় রৌপ্য পদক পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শাহাদাৎ হোসেন, মোজাম্মেল হক, আঃ ওয়াহেদ, সুধাকান্ত, রায় চৌধুরী, হেমন্তকুমার সরকার, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সহ আরো অনেকেই এ পত্রিকায় লিখেছেন। বহু সাহিত্যিক পরে যাঁরা খ্যাতনামা হয়েছেন তাঁদের অনেকের লেখার হাতেখড়ি এ 'আঙ্গুর' পত্রে। যেমন শামসুন নাহারের প্রথম কবিতা 'প্রনতি' আশ্বিন সংখ্যায় ছাপা হয়।[৩৯]

---

৩৭. আজহারউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৮।

৩৮. আলমগীর জলীল, 'বাংলা শিশু সাহিত্য ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ', মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯০।

৩৯. আলমগীর জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯২।

Dhaka University Institutional Repository

এ পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ছোটদের উপযোগী গল্প, উপকথা, রূপকথা, কবিতা ইত্যাদি লিখেছেন । আঙ্গুরের এক বৎসর জীবৎকালে সম্পাদক নিজে যে শিশু সাহিত্য রচনা করেন তা হলো : 'তিন শিষ্যের কথা' (মহাভারত হতে), 'পরিশ্রম' (কবিতা-আরবী হতে), 'বিধাতার পরীক্ষা' (হাদীস হতে), 'দয়ার রাণী' (প্রবন্ধ), 'তিন শিষ্যের কথা', 'পিঠার গাছ' (লোক কাহিনী), 'রূপসী' (ডেনমার্কের রূপকথা), 'ঈশ্বর যাহা করেন ভালোর জন্যই করেন' (কুরআন ও হাদীস হতে), 'গল্প ভেলকীর মজা', 'রূপসী' (উপকথা), 'বিনয়' (কালিদাসের শকুন্তলা হতে), 'রেলগাড়ীর জন্মকথা', 'হযরত লোকমান' (জীবনী), 'আরবের শেখ' (ইতিহাস), 'খেলা', 'গোলন বাদশাহ' (ইতিকথা) ও রোস্তম পালোয়ান । এছাড়া শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য ধাঁধাঁ, প্রশ্ন, অংক, খেলাধুলা ইত্যাদিও সম্পাদক হিসেবে লিখতেন ।[৪০]

The Peace

১৯২১ ইংরেজী সালের ২রা জুন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকাচারার পদে যোগদান করেন । ১৯২২ সনের আগস্ট মাসে 'পীস' নামে তিনি এক ধর্ম তত্ত্বের মাসিক পত্রিকা বের করেন । 'আল এসলাম' পত্রিকার যা আদর্শ ছিল 'পীসের'ও তাই ছিল । পত্রিকাখানি প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি ১ম সংখ্যায় বলেন 'Our immediate object in starting this paper is to disseminate the truth, beauty and teachings of Islam among the English knowing people, specially among the Muslim you this, with whom it lies to retrieve its lost glory and prestige' (ourselves : Vol-I, No. 1) অর্থাৎ 'ইংরেজী শিক্ষিত জনগণের মধ্যে বিশেষতঃ মুসলিম যুবকদের মধ্যে ইসলামের সত্য, সৌন্দর্য ও শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে এ পত্রিকাখানির প্রকাশ । ইসলামের হৃত গৌরব ও সম্মান পুনরুদ্ধারের শক্তি এ মুসলিম যুবকদের মধ্যেই নিহিত আছে।'[৪১]

পত্রিকাটি প্রকাশনের পারিপাট্যে, রচনা-গৌরবে বিদ্বসমাজে শ্রেষ্ঠ পত্রিকার আসন অধিকার করতে সমর্থ হয় । এ পত্রিকার চীন, জাপান, আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি দেশের লেখক পাঠক গ্রাহক ছিলেন । দেশ-বিদেশের মনীষীরা এ পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন । টি.এল. ভাসওয়ানী, লিন ক্লোনগ্লিক প্রভৃতির বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । তৎকালীন ঢাকার শিক্ষক ও ছাত্র সমাজের মধ্যে এ পত্রিকাটি বিশেষ আলোড়ন আনে । ছাত্রদের মধ্যে একটি

---

৪০. শামসুজ্জামান খাঁন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারক গ্রন্থ,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ ২০৩।

৪১. আজহারউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১২০-১২১।

Dhaka University Institutional Repository

লেখকগোষ্ঠী তিনি তৈরী করেছিলেন-ড. সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন, ড. সইদুল ইসলাম বোরা, আলতাফ হোসেন, আঃ হক প্রভৃতি । এ পত্রিকাটি আট বছর চলার পর অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যায় । বার্ষিক চাঁদা ছিল দু'টাকা চার আনা । ছাত্রদের জন্য ছিল এক টাকা চার আনা । মাঝে শহীদুল্লাহ্ যখন পড়াশুনার জন্য প্যারিস গিয়েছিলেন তখন একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করে দিয়ে যান । এ পত্রিকায় তাঁর ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, আরবী ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদির ওপর বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ।[৪২] The Peace পত্রিকায় ড. সাহেবের প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর তালিকা নিম্নে দেয়া হল :

1922

August	:	The Religion of Peace.
September	:	The Mission and the Message of the Prophet of Arabia.
October	:	The Reformation in the Light of Islam Qurbani.
November	:	Ad-du'a a'us Suryanee.
December	:	As-ha Abul Kalif.

1923

April	:	Fasting
June-July	:	The Highest good according to Quran.

1924

January	:	God's Message to the Christians.
March	:	The Testament of Abu Hanifa.
June-July	:	The Hajj.

1925

March	:	Derivation of the Biblical proper names in the Quran.
September	:	Indian Loan words in Arabic.

1926

January	:	Resurrection and last day.

1927

July-August	:	The French poet and writer De Lamar tine on the Prophet of Islam.

---

৪২. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৮-১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

1928

September : God and Man.

1929

March : The life of Abd-at-Karim the Heor of Rif.
June-July : Reading from the Quran-Mubarram Safar.
July-August : Some prayers of the Prophet.
September : Napolean on Islam.
October : Educational problems in India.

1930

January : Non-violence in Islam.
Adam and Eve.
February-March : Pearly form Hafiz.
May-June-July
March : Abel and Cain.
April : Noah, the Prophet of Allah.
May : Hood and his people.
June-July : Islam and Hinduism.
June : The Rites and Rituals of Islam Salih and his people.
August : Logman, the wise.
September : Literary and Scientific Development of Islam (Trans. from L. Islam by Edward Monlet).[৪৩]

বঙ্গভূমি

বাংলা সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'বঙ্গভূমি' আষাঢ়-১৩৪৪, জুন-জুলাই, ১৯৩৭ মাস থেকে তিনি বের করেন । পত্রিকার প্রচ্ছদ পটে পরিচালকরূপে তাঁর নাম থাকত-সম্পাদক ছিলেন অন্যজন । প্রকৃতপক্ষে শহীদুল্লাহ্ ছিলেন সম্পাদক । পরিচালকরূপে তাঁর নাম থাকার অন্যতম কারণ ছিল তখন তিনি সবেমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হয়েছেন। সম্পাদক হওয়া কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত না হওয়ার আশঙ্কায় তিনি নিজের নাম পরিচালক হিসেবে ব্যবহার করেন । এ পত্রিকাটি স্বল্পায়ু ছিল মাত্র দু'টি সংখ্যা বেরিয়েছিল।[৪৪]

---

৪৩. আজহারউদ্দীন খান, 'সম্পাদক শহীদুল্লাহ', প্রাগুক্ত, পৃ ১২২।

৪৪. শামসুজ্জামান খাঁন ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৮।

Dhaka University Institutional Repository

এ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাবলী হলো- 'আর্য জাতির প্রাচীনতম প্রেমকাহিনী' আষাঢ় ১৩৪৪, 'অভিভাষণ' (চাঁদপুর মুসলিম যুবক সমিতির একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ, ০২/০৫/১৯৩৭) আষাঢ় ১৩৪৪, 'জাতীয় মিলনের পথে' শ্রাবণ, 'হাফিজ' ভাদ্র, 'লায়লীর প্রতি মজনু' (কবিতা) ভাদ্র ।[৪৫]

তকবীর

বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালে তাঁর সম্পাদনায় ১৯৪৭ অক্টোবরে (২৩ আশ্বিন, ১৩৫৪) 'তকবীর' নামে এক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ হয় ।[৪৬]

এ পত্রিকাটির মাত্র আঠারটি সংখ্যা বেরিয়েছিল । ৪ আষাঢ়, ১৩৫৫ এর পর আর কোন সংখ্যা বেরোয় নি । তাঁর নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল :

> 'ঈদুল আযহা', 'প্রাচীন ভারতে গোবধ', 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষায় ভাষা সমস্যা', 'কারবালা কাহিনী', 'শেষ নবী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী', 'অভিভাষণ' (পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ ০২/০৫/১৯৪৮) ।[৪৭]

প্রবন্ধ সাহিত্য

জ্ঞান তাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর চুরাশি বছরের দীর্ঘ জীবনে যে বিরাট সাহিত্যকীর্তি রেখে গেছেন তা পূর্ণিমার চন্দ্রের মত সুস্পষ্ট । তাঁর অসাধারণ সাহিত্য সাধনা ও জ্ঞান চর্চার জীবনে তিনি তেরটি মৌলিক গ্রন্থ রেখে গেছেন । সুসাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার হিসেবে তিনি সুউচ্চ আসনের অধিকারী । বাংলা সাহিত্যের অপর এক সাধক ড. এনামুল হক ড. শহীদুল্লাহ্কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন 'লেমান বিশ্বকোষ' বলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ।[৪৮]

তাঁর সকল রচনাই আকর্ষণীয়, হৃদয়গ্রাহী, নিজস্ব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং ইসলামের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সমকালীন চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । আদর্শবাদী লেখক হিসেবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন । তাঁর রচনার বিশিষ্টভঙ্গী কাব্যময় বাক বিন্যাস সহজেই পাঠককে বিমুগ্ধ করে । তাঁর কিছু কিছু প্রবন্ধ এতো সরল ভাষায় রচনা করেছেন, যা

---

৪৫. মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯২।

৪৬. আজহারউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৩।

৪৭. আজহারউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৫।

৪৮. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ৪।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠান্তে বোঝাই যায় না যে তিনি এতো বড় সাহিত্যিক ছিলেন । ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র রচনাবলী বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে ।[৪৯]

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর রচিত প্রবন্ধসমূহ হতে তিনি যে সমাজ সচেতন, ইসলামী আর্দশের অনুরাগী ছিলেন তা সহজেই অনুমেয় । বর্তমান শতকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে তাঁর লেখা অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলো আত্মবিস্মৃত বাংলার মুসলমানকে সচেতন করে তুলছে । এসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল- বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় (১৯১৭), সাময়িক মোহম্মদী (১৯৬১), সওগাত, (১৯১৭), আল এসলাম, বঙ্গভূমি, আঙ্গুর, দি পীস, তকবীর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, মাহে নও, প্রবাসী, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, কোহিনুর, জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি পত্রিকায় ।[৫০]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ইংরেজীতেও বহু প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছেন । সেকালের বিখ্যাত কাগজ, যেমন- The Peace, ইন্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কোয়াটার্লি, জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি, The Musalman, The Morning News, The Pakistan Observer প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি প্রায় নিয়মিত লিখতেন ।[৫১]

১৩১৬ সালে অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ 'মদনভস্ম' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । এ প্রবন্ধের গোড়ায় ভারতী সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী লেখকের প্রশংসা করে লিখেছিলেন :

> নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি একজন মুসলমানের লেখা । ইনি সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তরে কতদূর প্রবেশ লাভ করিয়াছেন এই প্রবন্ধটি তাহার পরিচায়ক । আজকাল বাংলা সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যরূপে গ্রহণের দিকে মুসলমান ভ্রাতাগণের মধ্যেও একটি চেষ্টা দেখা যাইতেছে । ইহা বড়ই সুখের খবর । ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের পরস্পরের যতই মতভেদ থাকুক-আমরা উভয় সম্প্রদায়ই বাঙালী, বিধাতার বিধানে আমাদের উভয়কেই একত্রে বাঁচিতে মরিতে হইবে । এ অবস্থায় আমাদের মধ্যে সাহিত্যের একতা বিশেষভাবে প্রার্থনীয় । কেননা সাহিত্যই পরস্পরের মিলনের শ্রেষ্ঠ উপায় । বর্তমান লেখকের আমাদের পুরাতন সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখিয়া তাই আমরা অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি ।

---

৪৯. ওয়াকিল আহমদ 'লোকবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ', শামসুজ্জামান খাঁন ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬২।

৫০. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৩।

৫১. আজহার উদ্দীন খান, 'একটি মহৎ জীবনের অঙ্গীকার', মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৬-২৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যই হিন্দু-মুসলমান মিলনের শ্রেষ্ঠ উপায়-ভারতী সম্পাদিকার এ বক্তব্যই শহীদুল্লাহ্ সাহেব তাঁর সমগ্র সাহিত্য-সাধনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৫২]

বাংলা ভাষায় প্রথম প্রবন্ধ ছাপা হলেও প্রথম গ্রন্থ 'Lcschants Mystiqus de Kunna at de Saraha' ১৯২৮ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়। বাংলায় তাঁর প্রথম গ্রন্থ বের হয় ১৯৩১ সালে। ১৩২৫ থেকে ১৩৩৬ সালের মধ্যে তিনি যত প্রবন্ধ রচনা করেন, তার মধ্যে ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত পনেরটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়ে 'ভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ নামে। এ গ্রন্থ সম্পর্কে 'প্রবাসী' বলেছিলেন : 'লেখক সুপণ্ডিত ও শিক্ষিত অধ্যাপক। তিনি প্রবন্ধগুলি জ্ঞানবত্তার সহিত চিন্তা সহকারে লিখিয়েছেন এবং নিরপেক্ষভাবে লিখিবার চেষ্টা করিয়েছেন'।[৫৩]

১৯৫৯ সনে 'বাঙালা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বাংলা ভাষার বিকাশ লাভের বিস্তৃত ইতিহাস তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি মাগধী প্রাকৃতের পরিবর্তে বাংলা ভাষার জন্ম 'গৌড় প্রাকৃত ও গৌড় অনভ্রংশে' নির্দেশ করেছেন। 'বাঙ্গালা ভাষার পূর্বে যে ভাষা ছিল, আমরা তাকে গৌড় অপভ্রংশ বলতে পারি। তাঁর মতে বাংলা ভাষা মাগধী প্রাকৃত ও মাগধ অপভ্রংশের থেকে উৎপন্ন হয় নি। 'মাগধী প্রাকৃত ও বাঙ্গালা' অধ্যায়ে তিনি তাঁর বিরুদ্ধবাদীর যুক্তি খণ্ডন করেছেন। A. B. Keith 'A History of Sanskrit Literature' গ্রন্থে শহীদুল্লাহ্ মত সমর্থন করেছে। ড. চট্টোপাধ্যায়ের মতে অপভ্রংশ যুগের সময় ৬০০ থেকে ১২০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় অনার্য, মুন্ডা ও বৈদেশিক প্রভাত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।[৫৪]

বাঙ্গালার ধ্বনিতত্ত্ব, কারক-বিভক্তির ইতিহাস, সর্বনাম, ক্রিয়া, কাল, বাক্যরীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় তাঁর অনেক মতামত পণ্ডিত সমাজে গৃহীত হয় নি, তথাপি এ আলোচনায় তাঁর স্বকীয়তা ও নিজস্ব গবেষণা প্রসূত বহু দর্শনের অভিজ্ঞতা প্রতি পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়।[৫৫]

এ গ্রন্থে চণ্ডীদাস সমস্যা সম্পর্কেও ড. শহীদুল্লাহ্ নতুন তথ্য নির্দেশ করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের ধারণা ছিল যে বড়ু চণ্ডীদাসই একমাত্র চণ্ডীদাস। প্রথম জীবনে তিনি অসংযমী

---

৫২. আজহারউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৪-৬৫।

৫৩. আজহারউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬।

৫৪. আজহারউদ্দীন খান, 'একটি মহৎ জীবনের অঙ্গীকার', মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৭।

৫৫. আজহারউদ্দীন খান, *বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন । সেজন্য তিনি দেহ বিলাসী কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করেন । পরে তিনি সংযমী হন, পরিণত বয়সে পদাবলী প্রেমসঙ্গীত রচনা করেন । ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' প্রথম খণ্ডে বড়ু চণ্ডীদাসের কয়েকটি পদ তাঁরা উল্লেখ করেছেন। শহীদুল্লাহ্ পদাবলী চণ্ডীদাসের কয়েকটি পদকে বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাতাত্ত্বিক প্রাচীনতা নিয়ে তিনি 'বাঙালা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন এবং 'বড়ু চণ্ডীদাস' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন পদাবলীর চণ্ডীদাস পদকে 'বড়ু' ভনিতার দ্বারা বিশেষিত করা ভুল, কেননা এর ভাব ও ভাষা বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে ।[৫৬]

১৯৫৯ সনে 'বাংলা সাহিত্যের কথা' প্রকাশিত হয় । এ গ্রন্থে প্রাচীন কাল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের একটি সামগ্রিক পরিচয় দেয়া হয়েছে । যদিও তাঁর বইটি ইতিহাস নয়, বিভিন্ন সময়ে লিখিত গবেষণামূলক কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সমষ্টি । কিন্তু বইটির বৈশিষ্ট্য এমনই যে সাহিত্যের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি বাদ পড়ে নি । তাঁর সিদ্ধান্তসমূহের সঙ্গে সকলে একমত না হলেও তাঁর সিদ্ধান্তকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা পূর্ণাঙ্গ হতেই পারে না । বিশেষ করে তাঁর চর্যাপদ, চণ্ডীদাস সমস্যা, শূন্যপুরান, বিদ্যাপতি কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল, পঞ্চদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের কাব্য, সৈয়দ আলাওল সম্পর্কিত তথ্যাদি ইতিহাস রচনার পক্ষে বিশেষভাবে সমাদৃত । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আহমদ শরীফ বলেছেন, 'প্রথম খণ্ডে রয়েছে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত প্রসূত ও প্রভাবিত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত । এ তাঁর জীবনব্যাপী গবেষণা ও সাধনার ফসল' ।[৫৭]

দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রধানতঃ পরিচিতিমূলক হলেও এতেও গবেষণা ও বিতর্কলব্ধ নতুন সিদ্ধান্তের অভাব নেই । এর 'অনুবাদ সাহিত্য' অধ্যায়টি তত্ত্বে ও তথ্যে ঋদ্ধ, চৈতন্য-সাহিত্য ও তিনি অনেক বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছেন । সব ভালো লেখার পেছনে থাকে সুবিন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত মন । এ লেখার পেছনেও একটি সত্যসন্ধ উদার, সরল ও সুন্দর মন ছিল । মাতৃভাষার প্রতি মমতা-স্নিগ্ধ এক রসিকচিত্ত যা গুণগ্রাহিতার ঐশ্বর্যে আর উদারতার সরস ও সাবলীল, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা এ গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ ।[৫৮]

---

৫৬. শামসুজ্জামান খাঁন ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩২।

৫৭. শাহাবুদ্দিন আহমদ, 'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঃ তাঁর সাহিত্য', মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩২৭।

৫৮. রফিকুল ইসলাম, 'ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্', শামসুজ্জামান খাঁন ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত,
পৃ ১৩৬-১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

ছোট ছোট সরল বাক্যাযোগে তিনি জটিল কথাকেও রূপকথার ন্যায় আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। তাঁর এ ভঙ্গি অনেককেই মুগ্ধ করে । 'বাংলা সাহিত্যের কথা' তাঁর একমাত্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ । এর প্রথম খণ্ডে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ সম্পর্কে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন । এর প্রথম খণ্ডে নয়টি প্রবন্ধ রয়েছে, যেমন - বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কতদিনের? ধর্ম-সাহিত্য ইত্যাদি । আর দ্বিতীয় খণ্ডে মোট উনিশটি পর্বে বিভক্ত । যেমন- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ধারা ।[৫৯]

'আমার সাহিত্যিক জীবন'-ড. শহীদুল্লাহ্ আত্মজীবনীমূলক রচনা আমার সাহিত্যিক জীবন যদিও সেটি স্কুল জীবন পর্যন্ত লিপিবদ্ধ তবুও তারই মধ্যে পরবর্তীকালের শহীদুল্লাহ্কে পাওয়া যায় । উত্তর জীবনে তিনি যা হয়েছেন তার প্রস্তুতি তাঁর শৈশবকাল থেকে শুরু । ভাষাতত্ত্বটা স্কুলে পড়তে পড়তে শুরু হয়েছিল । আরবী অনুলিখনের নিয়ম, প্রতীবর্ণীকরণ, সংস্কৃতি ও ফরাসীর তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা ইত্যাদি তিনি তখন থেকেই ভাবনা-চিন্তা করেছেন । সংস্কৃত, আরবী থেকে অনুবাদ, হিন্দী, তামিল ভাষায় প্রবন্ধ তৈরী করার চেষ্টা ঐ স্কুল জীবন থেকে শুরু ।[৬০]

এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন, 'আমি ঘরে বসে ফারসী, উর্দু, হিন্দী ও উড়িয়া ভাষা কিছু শিখেছিলাম । গ্রীক ও তামিল অক্ষরও পড়তে শিখেছিলাম । এই স্কুল জীবনেই ভাষা শিক্ষা আমার একটা বাতিক হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ ছেলেদের মত ঘুড়ি ওড়ানো, লাটিম ঘোরানো, মার্বেল খেলা প্রভৃতি খেলাধুলা না করে আমি ভাষা শিক্ষা করতাম । বলাবাহুল্য, ছোট বেলায় পাঠশালায় কুরআন শরীফ পড়তে শিখেছিলাম ও নামায পড়ার অভ্যাস ছিল । এই সময়ে আমি বাংলা অক্ষরে আরবী অনুলিখনের একটি নিয়ম করেছিলাম । এই স্কুল জীবনেই ভাষাতত্ত্ব আমার একটা বাতিক ছিল । এই সময়ে আমি সংস্কৃত ও পারসীয় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করি । এই সময় আমি Philology of Tamil লিখেছিলাম ।[৬১]

তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা 'মদনভষ্ম' হলেও তার আগে অনেক লেখা রয়েছে । ১৯২৮ সালে প্যারিস থেকে ফরাসী ভাষায় প্রথম গ্রন্থ 'Les Chants Mystiaues de Kanha at de Saraha' প্রকাশিত হয় । ১৯৩১ সালে বাংলা ভাষায় তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয় ।

---

৫৯. সরদার ফজলুল করিম, 'ভাষার প্রশ্নে', শামসুজ্জামান খাঁন ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৭।

৬০. আজহারউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৬।

৬১. শামসুজ্জামান খাঁন ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

ওকালতি করতে করতে বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে তার কয়েকটি প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পর ভাষাতত্ত্বের ওপর তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'Outlines of an Historical Grammar of the Bengal Language' বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সভায় পঠিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Journal of the Department of Letters' এ ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয় । 'Indian Historical Quarterly'র ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ।[৬২]

ইসলাম প্রসঙ্গ

এ গ্রন্থটি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র এক অনন্য কীর্তি । গ্রন্থে তিনি ইসলামের অনেকগুলো মৌলিক বিষয় প্রবন্ধ রচনা করেছেন । গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ পায় ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ সনে, পরবর্তীতে আবার অক্টোবর ১৯৭০-এ নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় । ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ইসলামের প্রতি অনুরাগী একজন সত্যিকার মুসলিম ছিলেন । তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী এবং মহানবী (সাঃ) এর আদর্শের একান্ত অনুসারী ছিলেন । তাই তিনি ইসলামী আদর্শ ও মহানবী (সাঃ) প্রসঙ্গে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন । বাংলা সাহিত্যে তাঁর রচিত 'ইসলাম প্রসঙ্গ' অনুপম কাব্যময় গদ্যস্বরূপ এক অনন্য রচনা । বাংলা ভাষাতে অনেকেই ইসলামের মূল বুনিয়াদ যেমন- জাতীয় আদর্শ, সামাজিক আদর্শ, রাষ্ট্রীয় আদর্শ, আদর্শ মানব, রাসূলের উদারতা, সংগ্রাম ও যুদ্ধনীতি ইত্যাদি বিষয়ে রচনা করেছেন । কিন্তু 'ইসলাম প্রসঙ্গ'-এর ন্যায় এত জনপ্রিয়তা অন্য কোন গ্রন্থই লাভ করতে পারে নি । তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র 'ইসলাম প্রসঙ্গ' শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত । ইসলামী ভীতের উপর দাঁড়িয়েও যে কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় তার উৎকৃষ্ট নমুনা হচ্ছে তাঁর 'ইসলাম প্রসঙ্গ ।[৬৩]

ইসলামে সেবাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছে । পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসের মধ্যে একটা টান, ভালবাসা রয়েছে যা আল্লাহ্ প্রদত্ত । 'ইসলাম ও বিশ্ব সেবা' প্রবন্ধে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন, 'সৌরজগতের প্রতি লক্ষ্য কর, দেখ, গ্রহ-উপগ্রহগুলো কি সুনিয়মে কি সুশৃঙ্খলায় তাহাদের নিজ নিজ কক্ষে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে । পৃথিবীতে দেখ বৃষ্টি হইতেছে, নদী বহিতেছে, ফল পড়িতেছে, ফুল ঝরিতেছে । বৈজ্ঞানিক বলিবেন, এ সমস্ত মধ্যাকর্ষণের ফল। জড় জগতে যেমন মধ্যাকর্ষণ, মনোজগতেও সেইরূপ এক আকর্ষণ আছে । সেই আকর্ষণের

---

৬২. আজহারউদ্দীন খান, *বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৪-৮৫।

৬৩. মুহম্মদ আব্দুল্লাহ্, *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ ৪৩০-৪৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে বন্ধুর প্রীতি, পতিপত্নীর প্রেম, পিতামাতার বাৎসল্য, সন্তানের মাতৃপিতৃ ভক্তি, দাতার দাক্ষিণ্য, সজ্জনের দয়া, কি মধুর আকর্ষণ ।[৬৪]

এ প্রসঙ্গে মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'য়ালার শত করুণার মধ্যে একটি মাত্র তিনি দানব, মানব, চতুষ্পদ ও হিংস্র জন্তুকে দান করেছেন । যার ফলে এ সমস্ত প্রাণী পরস্পর দয়া ও অনুগ্রহ করে, তাহার ফলে বন্য পশু তাহার শাবককে ভালোবাসে ।[৬৫]

এ বিষয়ে শহীদুল্লাহ্ আরও কতগুলো হাদীসের উদ্বৃতি দিয়েছেন, যেমন-'মনুষ্যের জন্য তাহা ভালবাসিবে যাহা নিজের জন্য ভালবাস-তবেই মুসলিম হইবে' । 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ্ তাহার প্রতি দয়া করে না' । 'সমুদয় সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিজন, সৃষ্টির মধ্যে সেই আল্লাহ্র প্রিয়জন যে তাঁহার এই পরিজনের সর্বাপেক্ষা উপকারী' ।[৬৬]

ন্যায় ও সদয় ব্যবহারে হযরত (সাঃ) এর নিকট কখনও স্বধর্মী বিধর্মী বিচার ছিল না । তাঁর পিতৃব্য আবূ তালিব ইসলাম গ্রহণ করেন নি । কিন্তু হযরত (সাঃ) সকল সময় তাঁর সাথে পরম সদ্ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছেন । একদিনের জন্যও উভয়ের মধ্যে কোন অপ্রীতিকর কিছু সঞ্চার হয় নাই । ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রুর অন্তেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়েছেন । নির্বোধ জন্তু পর্যন্ত হযরত (সাঃ) এর করুণা হতে বঞ্চিত হয় নি । তারাও যেন তাঁকে তাদের দয়ালু বন্ধু বলে চিনতো । একদিন হযরত শিষ্যদের সঙ্গে কোন স্থানে যাচ্ছিলেন । পথিমধ্যে এক উট হযরত (সাঃ) কে দেখিয়া মাটিতে মুখ দিয়া অব্যক্ত শব্দ করতে লাগল । তিনি থামলেন । পরে উট মালিককে ডেকে বললেন, এ উট আমার নিকট নালিশ করতেছে যে, সে পেট ভরে খেতে পায় না, অথচ অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে বাধ্য হচ্ছে । দেখ, তুমি এর প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।[৬৭]

'ইসলামে নারীর ধর্ম সম্বন্ধীয় অধিকার' প্রবন্ধটিতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ নারীর ইসলাম সম্বন্ধীয় অধিকারের কথা তুলে ধরেছেন । ইসলাম নারী পুরুষের শ্রমের সমান মর্যাদা দিয়েছে। নারী ইবাদাত করলে যতটুকু সাওয়ার পাবে, পুরুষ ইবাদাত করলে ঠিক ততটুকুই লাভ করবে । ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, অনন্ত জীবন লইয়াই ধর্ম । কাজেই ধর্মের অধিকার মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকার । এ অধিকার হতে যে বঞ্চিত, তাহার মত শোচনীয় হতভাগ্য

---

৬৪. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *ইসলাম প্রসঙ্গ,* রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ ১।

৬৫. হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত, বুখারী ও মুসলিম শরীফ ।

৬৬. 'সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা ও অনুগ্রত বিষয়ক অধ্যায়' । মিশকাত আল মাসাবিহ । হাদীস নং ৪৭২৮, ৪৭৪০, ৪৭৪১।

৬৭. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *ইসলাম প্রসঙ্গ,* প্রাগুক্ত, পৃ ৩।

Dhaka University Institutional Repository

জীব জগতে আর কেহ নেই । খোদার আলোয় জলে ও বাতাসে সকল মানুষের, সকল স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার তেমনি খোদার ধর্মেও সকলের অধিকার সমান থাকিবে । ইসলাম অন্যান্য বৈষম্যের ন্যায় নর-নারীর ধর্মের বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের খড়্গ উদ্যত করিয়াছিল ।[৬৮]

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক, যে কোন সৎকাজ করে ও ঈমানদার হয়, পরে তাকে আমি নিশ্চয় পবিত্র জীবনে জীবিত করব এবং তারা যে উত্তম কাজ করতেছিল, তার বিনিময়ে নিশ্চয় আমি তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দেব ।[৬৯]

নিশ্চয় (আল্লাহ্‌র উপর) আত্মসমর্পণকারী ও আত্মসমর্পণকারিণীগণ, ধর্মবিশ্বাসী ও ধর্ম বিশ্বাসিনীগণ, অনুগত ও অনুগতাগণ, সত্যবাদী ও সত্যবাদিনীগণ, ধৈর্যশীল ও ধৈর্যশীলাগণ, বিনয়ী ও বিনয়িনীগণ, দাতা ও দাত্রীগণ, রোজাব্রতী পালক ও রোজাব্রতী পালিকাগণ, স্বীয় ইন্দ্রিয় রক্ষাকারী ও রক্ষাকারিণী, আল্লাহ্‌কে প্রচুর স্মরণকারী ও স্মরণকারিণীগণ তাদের জন্য আল্লাহ্ ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত করেছেন ।[৭০]

যাঁরা বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার ফ্যাসানপরায়না গির্জাযাত্রিনীদিগকে দেখিয়েছেন তাঁরা সাবধান উক্তির আবশ্যকতা নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করিবেন । কিন্তু কতকগুলি বিলাসিনীর জন্য সমস্ত নারী জাতিকে ধর্মের অধিকার হতে বঞ্চিত করা ইসলাম কখনও সমর্থন করে না । হযরতের বহূপরে আবান ইবন্ ওসমান এবং উমর ইবন্ আবদুল আজীজের সময় নারীরা মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করত । বর্তমান উলেমারা যাহাই বলুক না কেন, এখনও মুসলিম রাজ্যসমূহে নারীরা পুরুষদের সহিত ইসলামের বিধান অনুযায়ী ঈদের ময়দানে ও মসজিদে যোগদান করে থাকেন ।[৭১]

'জগতের আদর্শ মহামানব' প্রবন্ধটি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র প্রবন্ধ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা। এখানে তিনি রাসূলের মহান আদর্শসমূহের চুলচেরা আলোচনা করেছেন । রাসূলের প্রশংসায় অনেক কবি ও সাহিত্যিক তাদের কলম চালিয়েছেন । কিন্তু ড. শহীদুল্লাহ্ 'ঈসলাম প্রসঙ্গ' গ্রন্থে জগতের আদর্শ মহামানব প্রবন্ধে রাসূল চরিত্রের সকল দিকগুলো তুলে ধরেছেন । আদর্শ শিশু, আদর্শ গৃহী, আদর্শ প্রতিবেশী, আদর্শ লোক, আদর্শ সাধক, আদর্শ সৈনিক, আদর্শ নেতা, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন । খাদ্য ছাড়া যেমন জীবন রক্ষা পায় না, তেমনি

---

৬৮. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *ইসলাম প্রসঙ্গ,* প্রাগুক্ত, পৃ ৬।

৬৯. কুরআন, নাহল : ২৫।

৭০. কুরআন, আহযাব : ২৭।

৭১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *ইসলাম প্রসঙ্গ,* প্রাগুক্ত, পৃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম ছাড়া মানুষের আত্মিক জীবন রক্ষা হয় না। মানুষ অন্যান্য প্রাণী হতে শ্রেষ্ঠ হবার কারণ তাঁর বিবেক আছে, আকল আছে। এই বিবেকের জন্যই মানুষের মনুষ্যত্ব আর এই মনুষ্যত্বের জন্যই ধর্মের প্রয়োজন। তাই আদি মানুষ হতে আরম্ভ করে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নকালে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন মহাপুরুষ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে ধর্ম প্রচার করেছেন। ইংরেজী বাইবেলে তাঁদেরকে বলা হয় Prophet, আরবীতে নবী, বাংলায় যাকে সংবাদবাহক বলা হয়। হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ছিলেন এরূপ একজন নবী বা মহামানব। কুরআন শরীফ তাঁর মুখ-নিঃসৃত আল্লাহ্‌র বাণী।[৭২]

এ বিষয়ে কুরআনে উক্ত হয়েছে, আর সে (মুহম্মদ) নিজের প্রবৃত্তি থেকে কিছু বলে না, এ প্রত্যাদেশ (ওহী) মাত্র, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে।[৭৩]

তাঁর পূর্বে যে সমস্ত ধর্ম প্রবর্তক এসেছিলেন, তাঁরাও আদর্শ মানব ছিলেন। কিন্তু তাঁরা সকল মানুষের জন্য সকল ক্ষেত্রে আদর্শ হতে পারেন নি। যিনি সংসারত্যাগী, তিনি কি করে সংসারী মানুষের আদর্শ হবেন ? যিনি চিরকুমার, তিনি কি করে স্বামী বা পিতার আদর্শ হবেন? মহামানব হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর মহত্ব এই যে, তিনি সকল মানুষের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ ছিলেন।[৭৪] ফরাসী কবি তাঁর সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন :

'হুস্‌নে য়ূসুফ দমে ঈশা য়াদ-ই-বয়্‌যা দারী,
আঁরব্‌চে খুবাঁ হমহ দারন্দ তু তন্‌হা দারী'।

অর্থাৎ তুমি হযরত য়ূসুফের সৌন্দর্য, হযরত ঈসার মৃত সঞ্জীবনী শক্তি, হযরত মূসার অলৌকিক ক্ষমতা ধারণ কর, যে উৎকর্ষ তাঁরা সকলে মিলিতভাবে ধারণ করতেন, তুমি একতা ধারণ কর।[৭৫]

আলোচ্য প্রবন্ধে রাসূলের বিবিধ আদর্শের বিবরণ দিতে গিয়ে ড. শহীদুল্লাহ্‌ বলেন, 'তিনি উত্তম আদর্শ সকল মানুষের জন্য নিজের জীবনে, কেবল শিক্ষার নয়, দেখিয়ে গিয়েছে। অতি শৈশবে দুধ-মা হালিমার ঘরে শিশু মুহম্মদ (সাঃ) দুধ মায়ের কেবল একটি স্তনের দুধ খেতেন। দ্বিতীয়টি হালিমার ছেলের জন্য রেখে দিতেন'।[৭৬]

---

৭২. আখতার-উল-আলম, 'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ : এ যুগের আলোররুনী', মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, পৃ ২৪১।

৭৩. কুরআন, নজ্‌ম : ২২।

৭৪. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, *ইসলাম প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ ২০০।

৭৫. ফরাসী লেখক আলফ্রেড দেলা মার্টিন এর উক্তির একটি উদ্ধৃতি।

৭৬. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, *ইসলাম প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

বাল্যকালে যিনি ছিলেন মেষ পালক, আর যৌবনে হলেন বণিক। আর এমন সত্যবাদী যে, তাঁর নাম হলো আল-আমীন (বিশ্বাসী)। তিনি ছিলেন আদর্শ গৃহী। নিজের ঘর ঝাড় দিতেন, বকরী দুইতেন, নিজের ছেঁড়া কাপড় ও জুতায় তালি দিতেন। ভাল কিছু রান্না হলে তাদের দিতেন। সকলের আগে সালাম দিতেন। এমনকি ছোট ছেলেপুলেদেরকেও সালাম দিতেন। কাহারও সঙ্গে হাত মিলালে, কখনও তিনি আগে হাত সরিয়ে নিতেন না। তিনি ছিলেন আদর্শ সাধক। অনেক সময় তিনি সমস্ত রাত্র আল্লাহ্‌র ধ্যানে ও নামাজে কাটিয়ে দিতেন। তিনি রাত্রিতে একটু ঘুমাতেন আবার উঠে নামাজ পড়তেন। আবার ঘুমাতেন আবার উঠে নামাজ পড়তেন। তিনি ছিলেন আদর্শ সৈনিক। তিনি মরণে নির্ভীক ছিলেন। যুদ্ধে শহীদ হওয়া তিনি অমর জীবন বলে মনে করতেন। তিনি ছিলেন আদর্শ নেতা। তিনি বলেছেন, 'জাতির সেবক হবে জগতির নেতা।' তিনি স্বেচ্ছায় দুঃখ কষ্ট করে সকলকে সুখে রাখতে চেষ্টা করতেন। তিনি কখনও দু'বেলা পেট ভরে খান নি। সকল সময় সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করতেন।[৭৭]

জগতের সকল নিরপেক্ষ জীবনী সমালোচক তাঁকে মহামানব বলে মেনে নিয়েছেন। তিনি জগতের ইতিহাসে, কেবল রাজনৈতিক ইতিহাসে নয়, কৃষ্টির ইতিহাসেও এমন বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন যে, জুলিয়াস সীযার, নেপোলিয়ন প্রভৃতি যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন, তা জল্ বুদ বুদের মত মিটে গেছে। কিন্তু রাসূলের নবসৃষ্টি জগতে আজও পর্যন্ত টিকে আছে এবং জগতের শেষ দিন পর্যন্ত তা বজায় থাকবে। আলেকজান্ডার বলেন, 'তাঁকে বাদ দিয়ে কোন ইতিহাসই রচিত হতে পারেনা।[৭৮]

জগতে অনেক মহামানব আবির্ভাব হয়েছেন। তাঁদের কৃতিত্ব এক এক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। কেউ ধর্মে, কেউ যুদ্ধে, কেউ বাগ্মিতায়, কেউ সাহিত্যে, কেউ রাজনীতিতে মহত্ব লাভ করেছেন। কিন্তু মহত্বের সর্বক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করেছেন কেবল একজন। তিনি মুহম্মদ (সাঃ)। একজন ফরাসী লেখক আলফ্রেড দেলা মার্টিন (Alfred de La Martine) তাঁর তুর্কীর ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে বলেছেন :

> দার্শনিক, বক্তা, ধর্ম প্রচারক, যোদ্ধা, আইন রচয়িতা, ভাবের বিজয়কর্তা, ধর্মমতের ও প্রতিমাবিহীন ধর্ম পদ্ধতির সংস্থাপক, কুড়িটি পার্থিব রাজ্যের এবং একটি ধর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দেখ সেই মুহম্মদকে (সাঃ)।[৭৯]

---

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২০৩।

৭৮. *দিশারী পত্রিকা,* ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৬০, ভাদ্র ১৩৬৭, রবিউল আউয়াল, ১৩৮০ হিঃ প্রথম প্রকাশ।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী বীর নেপোলির বোনাপার্টি বলেন, মুহম্মদ (সাঃ) ছিলেন এমন রাজা, তিনি তাঁর স্বদেশবাসীগণকে তাঁহার চতুঃপার্শ্বে সমবেত করেন। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার মুসলমানগণ পৃথিবীর অর্ধাংশ জয় করেন। উহারা ১৫ বৎসরে অধিকতর আত্মাকে মিথ্যা দেব-দেবী হইতে ফিরাইয়া আনে, অধিকতর দেবমূর্তি ধুলিস্মাৎ করে, অধিকতর পৌত্তলিক মন্দির ধ্বংস করে, যাহা ১৫ শত বৎসরেও মূসা ও যীশু খ্রীস্টের অনুসরণকারীগণ করিতে পারে নাই। মুহম্মদ একজন মহাপুরুষ ছিলেন।[৮০]

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, 'তাহার পর আসেন সাম্যের দূত মুহম্মদ (সাঃ)। তুমি প্রশ্ন কর, তাঁহার ধর্ম কি ভাল আছে ? যদি তাহাতে ভাল না থাকে, তবে কিরূপে সে বাঁচিয়ে থাকে ? কেবল ভালই বাঁচে, কেবল তাহাই টিকিয়া থাকে। এক অপবিত্র লোকের জীবন, এমন কি এই জীবনেও কত কাল ? পবিত্র লোকের জীবন কি দীর্ঘতর নয় ? নিঃসন্দেহে কারণ পবিত্রতার শক্তি সৎ স্বভাব শক্তি। মুসলমান ধর্ম কিরূপে বাঁচিয়া রইল ? যদি তাহার শিক্ষায় কিছুই ভাল না থাকে? তাহাতে অনেক ভাল আছে। মুহম্মদ ছিলেন পয়গম্বর সাম্যের, মানুষের ভ্রাতৃত্বের, সমস্ত মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের'।[৮১]

মহাত্মা গান্ধী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে বলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সে যুগের জীবন ধারার ইসলাম যে স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহা তরবারীর বলে নয়। ইহা ছিল নবীর কঠোর সরলতা, সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ, অঙ্গীকার পালনে একান্ত যত্নশীলতা তাঁহার বন্ধু ও অনুবর্তী জনগণের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, তাঁহার সাহসিকতা, তাঁহার নির্ভীকতা, আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁহার নিজের নিয়োজিত প্রচার কার্যের প্রতি একান্ত বিশ্বাস'।[৮২]

'ইসলাম প্রসঙ্গ' গ্রন্থে আরো অনেক প্রবন্ধ রয়েছে, যেমন- মুসলিম পারিবারিক আইন ও নারী কল্যাণ, ইসলামের আদর্শ ও আমাদের আশা, ইসলামের জাতীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও আচার ব্যবহার, ইসলামী সমাজের রূপ, ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ, ইসলাম মানবতা মুক্তিদূত, ইসলামের দৃষ্টিতে ললিতকলা, আমাদের শিক্ষা সংস্কার, সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার

---

৭৯. 'Phusophe, orateur, apolre, legislateur, guerrier, conguerant, d, ides, restaureteur de dogmens, d'unculte sans images, fondateur de vingt empires terrestres et d'un emplre spirituel volla Mohamet" -mML "Pearls form the Holy Prophet', পৃ ১১০-১১১।

৮০. Bonaparte L' Islam পৃ ১০৯।

৮১. Swami Vivekananda's Vorks, Vol. IV, The Great Teachers of the World, pp129-130.

৮২. Quoted in the Vindication of the prophet of Islam, pp26-27.

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কার, পাকিস্তান আন্দোলনের দার্শনিক পটভূমি, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, ভারতবর্ষে মুসলমানদের রাজশক্তির পতনের কারণ, ইবনে বতুতা এবং তাঁহার বাঙ্গালা ভ্রমণ ইসলাম প্রচারে হযরত শাহ্জালালের ভূমিকা, শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দিকী (রহঃ) এর জীবনী । আবদুল কাদের জীলানী, আল্লামা রুমী, ইত্যাদি ।[৮৩]

বিচারপতি মোস্তফা কামাল তাঁর 'বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী সু-সাহিত্যিক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রবন্ধে লিখেছেন- তাঁর লেখা রাসূলে করীম (সাঃ) এর জীবনীসহ 'ইসলাম প্রসঙ্গ' গ্রন্থখানা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গদ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ।[৮৪]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র 'ইসলাম প্রসঙ্গতে' যে ভাষা উপকরণ, উদাহরণ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করেছেন তা সাধারণত পাওয়া যায় না । তার ভাষার সহজতা ও নিপুণতা এতো বোধগম্য যে, যে কোন পাঠক অতি সহজেই বুঝতে পারে । ইহা একটি অতুলনীয় রচনা। মুনশী আবদুল মান্নান এ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, তাঁর গদ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ইসলাম প্রসঙ্গ'র নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । সমালোচকগণ 'ইসলাম প্রসঙ্গ'কে তাঁর সাহিত্য সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ সফল প্রতিভার অক্ষয় কীর্তি হিসেবে অবহিত করেছেন ।[৮৫]

ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব কেবলা মাওলানা আবু নসর মুহম্মদ আবদুল হাই মন্তব্য করেছেন এভাবে, সু-সাহিত্যিক ও বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের লিখিত 'ইসলাম প্রসঙ্গ' গ্রন্থের খুব সুন্দর প্রবন্ধসমূহ পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম । উহার ভাব, ভাষা, দার্শনিকতা কুরআন, হাদিস ও তাসাউফের পর প্রতিষ্ঠিত । ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জানতে যারা ইচ্ছুক তাদের 'ইসলাম প্রসঙ্গ' গ্রন্থখানা পড়া উচিত।[৮৬]

কুরআন প্রসঙ্গ

গ্রন্থখানি সু-সাহিত্যিক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কুরআন অনুবাদের ভূমিকারূপে রচনা করেন । 'কুরআন প্রসঙ্গের' প্রবন্ধগুলো দু'ভাগে ভাগ করা যায় । একদিকে ইসলাম ও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানাবিদ প্রশ্নের উপর কুরআনের আলোয় আলোচনা, অন্যদিকে কুরআন সম্বন্ধীয় কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন তফসীরকার ভিত্তিক যুক্তি ও তত্ত্বের দ্বারা বুঝাবার প্রয়াস ।[৮৭]

---

৮৩. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *ইসলাম প্রসঙ্গ,* প্রাগুক্ত, পৃ ৬।

৮৪. খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত, *প্রেক্ষণ,* এপ্রিল-জুন ৯৮, পৃ ৬৬।

৮৫. সম্পাদক হাসান আবদুল কাইয়ুম, *ঐতিহ্য,* জুলাই-ডিসেম্বর ৯৭, পৃ ১৭।

৮৬. মোহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তি,* আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃ ১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

এ জমানার কথা নয়, বরং গত পাঁচশ বছরেরও পূর্ব থেকে পাক-ভারতের আলিম সমাজে ইসলামী বিদ্যাচর্চার ব্যাপারে চরম জড়তা ও উদাসীনতা দেখা যায় । এ দীর্ঘকালের মধ্যে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভীর মত দু'চারজন কামিল আলিম ও বিভিন্ন তরীকতের পীর ও কামিল ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁরা ঝিমিয়ে পড়া ও সমসাময়িক কালের ঘটনায় হতবাক গাফিল আলিম সমাজের মধ্যে খাঁটি ইসলামী আকিদা, জ্ঞান ও জৌশ জাগাতে বিশেষ সক্ষম হন নি । আল্লামা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (রহঃ) কুরআন করীমের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও গবেষণাব্রতী হওয়ার হিম্মত করেন এবং তা প্রকাশ করে এ দেশের আলিম সমাজের সামনে এক মহান আদর্শ স্থাপন করেন । শুধু তাই নয় সংস্কৃত, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যাঁর অগাধ পান্ডিত্য, বিদ্যার ক্ষেত্রে চরম আকর্ষণীয় কেন্দ্র প্যারীস পর্যন্ত যিনি পৌঁছেছেন, অথচ তিনি ইসলামী জীবন আদর্শে অটল মর্মে মুমিনের মতন জীবন যাপন করেন এবং সে সঙ্গে তিনি শুধু ভাষাতাত্ত্বিক নন, আরবী, ফারসী, উর্দু ও ইসলামিয়াতের ক্ষেত্রেও গভীর জ্ঞান রাখেন ।[৮৮]

এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য হলো : 'সারা জীবন ইসলামী শাস্ত্রগুলি অধ্যায়ন ও অধ্যাপন করে আমার ইয়াকীন হয়েছে যে, অমূল্য রত্নভান্ডার কুরআনুল কারিমে এমন বহু বিষয় রয়েছে যে সম্বন্ধে আজও বিশেষ কাজ হয় নি এবং যার এক একটি বিষয় নিয়ে এক একজন বিশিষ্ট আলিম সারা জীবন গবেষণা করেও তা শেষ করতে পারবেন কিনা সন্দেহ । এই ধরনের বহু দ্বীনি ও দুনিয়াবি ব্যাপারের দিকে আমি আমার উলেমা বন্ধু ও ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং ঐ সব ব্যাপারে গবেষণা করার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে তাকিদ দিচ্ছি' ।[৮৯]

'কুরআন প্রসঙ্গ' গ্রন্থের একটি অন্যতম প্রবন্ধ কুরআন শরীফের দুঃখতত্ত্ব । ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ প্রবন্ধে কুরআনুল কারিমের মধ্যে যে দুঃখতত্ত্ব বিষয়টি রয়েছে তা নিয়েআলোচনা করেছেন । এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'প্রত্যক্ষ প্রমাণে আমরা দেখিতেছি, দুঃখ আছে । আতুর, উৎপীড়িত, শোকগ্রস্থের আর্তনাদ, দীর্ঘশ্বাস, ক্রন্দন দেখিতেছি, শুনিতেছি । নিজেদের জীবনে দুঃখ অনুভব করিতেছি । তবে কি করিয়া বলিব দুঃখ নাই ? কুরআনও বলিতেছে দুঃখ আছে । যদি দুঃখ থাকে, তাহার সৃষ্টিকর্তাও আছেন, সেই সৃষ্টিকর্তাও আল্লাহ্' ।[৯০] আল্লাহ্ তায়ালার এ প্রসঙ্গে ভাষ্য হচ্ছে :

> তিনিই সেই মহান আল্লাহ্ যিনি তোমাকে হাঁসান ও কাঁদান ।[৯১]

---

৮৭. মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৮।

৮৮. মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১১০।

৮৯. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *কুরআন প্রসঙ্গ,* রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৭০, ভূমিকা দ্র.।

৯০. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *কুরআন প্রসঙ্গ,* প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ যে কেবল দুঃখ সৃষ্টি করেছেন তা নয় । যা কিছু দুঃখ আমাদের জীবনে কিংবা জগতে আপতিত হয়, তা তাঁরই অনুমতিক্রমে ইরশাদ হয়েছে : আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কোনও বিপদ আপাতত হয় না ।[৯২]

শহীদুল্লাহ্ দুঃখতত্ত্বকে ভালোভাবে বোঝাতে গিয়ে দুঃখকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন ।

প্রথমতঃ কতগুলো দুঃখ সম্পূর্ণ দৈবাধীন, তাদের উপর মানুষের কোন কর্তৃত্ব চলে না, যেমন- ঝড়, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, ইত্যাদি ।

দ্বিতীয়তঃ কতকগুলো দুঃখ মানুষের স্বকৃত বা পরকৃত । যেমন- মানুষ বিষ খেয়ে তার ফল ভোগ করে । কিংবা কেউ অন্যের জিনিস চুরি করে প্রহৃত হয় । কিংবা যখন সাপ কোন ব্যক্তিকে দংশন করে । এরূপ স্থলে দুঃখ অন্য জীবকৃত ।

তৃতীয়তঃ কতকগুলো দুঃখ মানসিক ব্যাপার মাত্র, যেমন- আশাভঙ্গ, প্রিয় বিরহ, মৃত্যজনিত শোক প্রভৃতি ।[৯৩]

কেউ কেউ বলেন, দুঃখের সৃষ্টিকর্তা সুখের সৃষ্টিকর্তা হতে পৃথক । সুখের স্রষ্টা আহুরমাযদা, দুঃখের স্রষ্টা আহরিমান । আবার কেউ কেউ বলেন, সুখ ও দুঃখ বলতে কিছুই নেই । এটা কেবলমাত্র স্বপ্নের মত ।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ ভ্রান্ত মতকে পরিহার করে স্বীয় গ্রন্থ 'কুরআন প্রসঙ্গে' বলেন, 'মানুষের কর্মফলেই সুখ-দুঃখ । কর্ম ভাল হলে সুখ ভোগ করবে, আর কর্ম খারাপ হলে দুঃখ ভোগ করবে ।[৯৪]

যেমন কুরআনের আয়াত- 'ইন্না হাদাইনানুছ ছাবিলা, ইম্মা শাকেরাও অইম্মা কাফুরা' অর্থাৎ নিশ্চয় আমি তাকে পথ দেখায়েছি । সে হয় কৃতজ্ঞ, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে ।[৯৫]

অবশেষে বলা যায় যে, দুঃখতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য হলো, বান্দাকে পরীক্ষা করা, যেন দুঃখ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বান্দা অনন্ত সুখ ভোগ করে । যেমন- কুরআনোর আয়াত- 'এবং নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধন, প্রাণ ও ফলহানির কোনও একটি দ্বারা পরীক্ষা করি ।

---

৯১. কুরআন, নজম : রুকু ৩।

৯২. কুরআন, তাগাবুন : রুকু ২।

৯৩. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *কুরআন প্রসঙ্গ,* প্রাগুক্ত, পৃ ৪।

৯৪. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *কুরআন প্রসঙ্গ,* প্রাগুক্ত, পৃ ৯।

৯৫. কুরআন, দাহর : রুকু ১।

Dhaka University Institutional Repository

সে সহিষ্ণুদিগকে সুসংবাদ দান কর, যাদের উপর যখন বিপদ আপতিত হয়, তখন তারা যেন বলেন, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যাব' ।[৯৬]

কুরআন শরীফ ও বিজ্ঞান

কুরআনুল কারীম কোন বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক নয়, এটা ধর্ম গ্রন্থ । তবে এটা বৈজ্ঞানিক পুস্তক না হলেও অবৈজ্ঞানিকও নয় । কুরআনের সকল বিধি বিধানগুলো বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত। প্রত্যেক বিধানের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে । কুরআন আল্লাহ্‌র শাশ্বত বাণী । কুরআনে বর্ণিত বিষয়গুলো প্রায়ই আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য । যদি কোথাও কিছু অমিল থাকে তা আধুনিক বিজ্ঞানের অপূর্ণতার জন্য ।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন :

> কুরআন শরীফ কোন বৈজ্ঞানিক পুস্তক না হইলেও, ইহা অবৈজ্ঞানিক নহে । কুরআনে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য প্রাসঙ্গিকরূপে এরূপ অনেক কথা বলা হইয়াছে, যাহা আশ্চর্যরূপে আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিলিয়া যায়। যদি দুই এক স্থানে সামান্য কিছু অমিল দেখা যায়, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের অপূর্ণতা বশতঃই । পূর্বে সাধারণ্যে বিশ্বাস করিত সূর্য পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে । কোপনিকসের পর হইতে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি সেমত পোষণ করেন না। আলোক, উত্তাপ প্রভৃতি সম্বন্ধে পুরাতন বিজ্ঞান মতের (Theory) স্থানে এক্ষণে নতুন মত (Theory) সর্ববাদী সম্মত হইয়াছে । তাহাও যে পরে পরিত্যক্ত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? এই মতগুলি যে অভ্রান্ত সত্য নয়, তাহা প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকই জানেন । বাস্তবিক বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিত কুরআনের কোনও বিরোধ নাই ।[৯৭]

বিশ্বজগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক লাপ্লাস (Laplace) এক Theory প্রচার করেন, তাহা নিহারিকাবাদ বলে খ্যাত । সেই মতে সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, প্রভৃতি সমন্বিত সৌরজগৎ এক সময়ে এক বৃহৎ অত্যুষ্ণ বাষ্পীকার নিহারিকাপুঞ্জ ছিল । বর্তমান সূর্য সেই বৃহৎপিণ্ডের অক্ষ স্থানীয় ছিল । এই নিহারিকাবাদ একটি মতবাদ । কুরআনের সৃষ্টিতত্ত্ব আশ্চর্যরূপে, এই মতের সহিত মিলে যায় । নিহারিকাপুঞ্জকে কুরআনে ধুম বলা হয়েছে । কুরআন 'নিশ্চয় এই আসমান ও পৃথিবী উভয়ে মিলিত ছিল, অনন্তর আমি দুইকে বিচ্ছিন্ন করেছি' ।[৯৮]

---

৯৬. কুরআন, বাকারাহ : রুকু ১৭।

৯৭. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *কুরআন প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১।

৯৮. কুরআন, তাগাবুন : ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রইসুল সুফাচ্ছিরিন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'ইহার অর্থ তাহারা দু'য়ে মিলিত একটি পদার্থ ছিল । পরে আল্লাহ্ উভয়ের মধ্যে দূরত্ব আনলেন এবং 'সামাকে' তার স্বস্থানে উন্নমিত করলেন এবং পৃথিবীকে স্বস্থানে স্থির রাখলেন' ।[৯৯]

এছাড়াও 'কুরআন প্রসঙ্গ' গ্রন্থে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেছেন । আর তাহলো- কুরআন শরীফে যুদ্ধনীতি, এখানে ইসলামে তথা হযরত (সাঃ) এর বিভিন্ন যুদ্ধের কলা কৌশল ও যুদ্ধ পরিচালনার হিকমত, আল্লাহ্ পাকের আদেশ নিষেধের বর্ণনা রয়েছে । 'কুরআন শরীফ ও জ্যোতিষ', 'কুরআন শরীফ ও পুর্ণজন্মবাদ', 'কুরআনে দোযখের শাস্তি', 'শবে কদর ও কুরআন অবতরণের তারিখ', 'কুরআন শরীফের আয়াতের সংখ্যা', কুরআনের নাসিম ও মনসুখ', 'কুরআন অনুবাদের মূলনীতি' ।[১০০]

শেষ নবীর সন্ধানে

এ গ্রন্থখানি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র একটি গবেষণাধর্মী রচনা । এ গ্রন্থে সত্য সন্ধানে ব্রত শহীদুল্লাহ্ সুচারুরূপে যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেছেন । 'শেষ নবীর সন্ধানে' বইটি লেখার জন্য তিনি মহানবীর সীরাত বিষয়ক অনেক বই পড়েছেন কিন্তু কবি গোলাম মোস্তফা ছাড়া অনেককেই আশেকে রাসূল হিসেবে দেখতে পান নি । হযরতের জীবনী সংক্রান্ত আরবী, উর্দূ, বাংলা, বহুগ্রন্থ রচিত হয়েছে । কিন্তু অধিকাংশ লেখকই হযরতের জীবনের সৌন্দর্যলোকে প্রবেশ করতে পারে নি । মহাপুরুষদের জীবনী সুষ্ঠু ঘটনার ফিরিস্তি নয়, তা ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও অনুভবের বস্তু । রাসূল (সাঃ)-কে বুঝতে হলে সত্যের আলোকে ও বিজ্ঞানের বিচার বুদ্ধি দিয়ে ভক্তের দরদ, কবির সৌন্দর্যানুভূতি, দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি আর গভীর ভালোবাসা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে ।[১০১]

'শেষ নবীর সন্ধানে' পুস্তকটির প্রথম প্রকাশ-রমযান ১৩৮০ হিজরী, ফাল্গুন ১৩৬৭, মার্চ ১৯৬১। গ্রন্থকার গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, 'বিশ্বের শেষ নবীর (সাঃ) জীবন বৃত্তান্তে কতকগুলি সমস্যা আছে । আমি এই পুস্তকে সেইগুলির সন্ধান ও সমাধান দিতে চেষ্টা করিয়াছি । বর্তমানে শুধু মক্কার ঘটনাবলীর উপর বিশেষভাবে আলোচনার চেষ্টা করিয়াছি । ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ্ মদীনার জীবন লইয়া সম্পূর্ণভাবে রসুলুল্লাহ্র (সাঃ) জীবন আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি ।[১০২]

---

৯৯. হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তাফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৪৪।

১০০. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *কুরআন প্রসঙ্গ,* প্রাগুক্ত, দ্র. সূচীপত্র।

১০১. শাহাবুদ্দীন আহমদ, *অগ্রপথিক*, ১৯৯৭, পৃ ৭২ ।

Dhaka University Institutional Repository

এ গ্রন্থের অন্যতম প্রবন্ধ 'প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী (সাঃ)' এতে মহানবী (সাঃ) সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে যে বর্ণনা এসেছে তা একত্র করা হয়েছে। কুরআন, হাদীসসহ তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও হিন্দু ধর্মের মধ্যকার বিভিন্ন বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-কে তাঁর অতি আদরের শিষ্য হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। সমস্ত পদার্থের পূর্বে আল্লাহ্ তায়ালা প্রথম কি সৃষ্টি করিলেন, তার সংবাদ আমাকে দিন'। তখন হযরত (সাঃ) উত্তর করেন, 'হে জাবির, নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত পদার্থের পূর্বে তোমার নবীর নূরকে তাঁর নূর হতে সৃষ্টি করেন'।[১০৩]

ইহুদীদের শাস্ত্র তাওরাত এবং হিন্দুদের বেদে এ আদি জ্যোতি সৃষ্টির উল্লেখ রয়েছে। বর্তমান তাওরাতে উল্লেখ আছে, 'পৃথিবী ঘোরে ও শূন্য ছিল এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক, তাতে দীপ্তি হইল'।

হিন্দু শাস্ত্র বেদে বর্ণিত আছে, 'সদেব সৌম্য ইদমাসীদগ্র একম দ্বীতিয়ম্। তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েতেতি, তওজ্যোসৃজত'। (উপনিষদ) আধুনিক বিজ্ঞান ও স্বীকার করে যে তেজ (Energy) হতে পরমানু (Atom) এবং পরমানু হতে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। এ দীপ্তি বা তেজকেই হাদীসে জ্যোতি (নূর) বলা হয়েছে। একেই বলা হয় নূরে মুহাম্মদী বা মুহাম্মদীয় জ্যোতি। 'হে সৌম্য, অগ্রে এই এক অদ্বিতীয় সৎ-ই ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলেন আমি সৃষ্টি করিয়া বহু হই। তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন'।

বাইবেলের মূল হিব্রু ভাষায় 'ওলে ইশ্মা' এল শেম' এতিকা হিন্নেহ্ বেরক্তী ওথো ও হিফরেথী ওথো ও হিব্রেথী ওথো বি মেওদ শেনেম্ অশার নেসীইম্ য়ুলীদ ও নেথত্তীত্ত লে গোইগাদোল'।

ইতিহাসও প্রমাণ করেছে যে, হযরত মুহম্মদ (সাঃ) দ্বারাই হযরত ইসমাঈলের বংশধরগণ বড় জাতিতে পরিণত হয়।[১০৪]

---

১০২. আ, ফ, মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ, 'আল্লামা ড. শহীদুল্লাহ্র কয়েকটি ইসলামী পুস্তকের প্রকাশনা ও আমার প্রসঙ্গ কথা', মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৯।

১০৩. হাদীস, আবদুর রায্যাকের মস্নদে বর্ণিত, পৃ ২৮০।

১০৪. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *শেষ নবীর সন্ধানে*, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬১, পৃ ৩-৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইসরাঈল বংশের শেষ নবী হযরত ঈসা (যীশু খ্রীষ্ট) । তিনি জগতের শেষ নবী সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন এই বলে, 'এবং (স্মরণ কর) যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা বলিয়া ছিলেন, হে ইসরাঈল বংশীয়গণ, নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ । আমার সম্মুখে যে তওরাত গ্রন্থ আছে আমি তাহার সত্যতার প্রমাণকারী এবং এইরূপ একজন প্রেরিত পুরুষের সুসংবাদ দাতা, যিনি আমার পরে আসবেন, যাঁর নাম আহ্‌মদ হইবে' ।[১০৫]

অত্র আয়াতের টীকায় অধ্যাপক পামার বলেন, 'Ahmad is equivalent in meaning to Mohammad, and means 'Praised, Laudable'. The allusion is to the promise of the paraclete in John XVI, of the Muslims declaring that the word parakletos has been substituted in the Greek for periklutos, which would mean the same as Ahmad' ।

চীন দেশের প্রাচীন ধর্ম প্রবর্তক কংফুছে । তিনি ৫১১ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি পুনঃ পুনঃ 'সি ফেং ইউ শিং জিন, এই বাক্য উচ্চারণ করেছেন- 'পশ্চিম খণ্ডে যথার্থ সাধুর উদয় হইবে' ।

ভারতে কিংবা চীনে, প্যালেষ্টাইনে কিংবা ইরানে প্রাচীন ধর্ম প্রবর্তকেরা যাঁর সুসংবাদ দিয়েছেন । তিনি জগতের শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ।[১০৬]

কুরআন শরীফে উক্ত হয়েছে এবং (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্‌ নবীগণের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন যে যখন আমি তোমাদিগকে ধর্মগ্রন্থ ও প্রজ্ঞা দান করিলাম, অনন্তর যখন তোমাদের নিকট যাহা আছে তার সত্যতার প্রমাণকারী রসুল আসিবেন, নিশ্চয়ই তোমরা তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে।[১০৭]

'শেষ নবীর (সাঃ) জন্ম' প্রবন্ধটি এ গ্রন্থের অন্যতম । এখানে মহানবী হযরত (সাঃ) এর একাধিক জন্ম তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে । সাধারণতঃ ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবারকে হযরতের জন্ম তারিখ গণনা করা হয় । তবে মৌলানা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) শেষ নবীর (সাঃ) জন্ম সম্বন্ধে চারটি তারিখের উল্লেখ করেছেন । ২, ৮, ১০, ১২ ই রবিউল আউয়াল । ৮ তারিখ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "ইহা শায়খ কুতবুদ্দীন কোস্তালানী কর্তৃক উল্লিখিত হয়েছে এবং অধিকাংশ হাদীস বিশারদগণ সম্মতি দিয়েছেন । ইহা ইবনে আব্বাস

---

১০৫. কুরআন, সফ্‌ফা : ৭।

১০৬. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, *শেষ নবীর সন্ধানে*, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬১, পৃ ১৬।

১০৭. কুরআন, ইমরান : ১২।

Dhaka University Institutional Repository

(রাঃ) কর্তৃক প্রণীত হয়েছে এবং এ বিষয়ে অধিকাংশ তত্ত্বগণ ঐক্যমতে পৌঁছেছেন । ইহা হুময়দী ও তাঁর উস্তাদ ইব্নে হযমের অনুমোদিত ।[১০৮]

অপরদিকে আকিল, য়ূনুস ইবন য়াযীদ, মুহম্মদ ইবন মূসা খারযিমী, আবুল খিতাব, ইবন তয়ামিয়া, ইবন কাহির, ইবন হজর, আস্কালানী, শায়খ বদরুদ্দীন আয়নী (রহঃ) প্রভৃতি ৮ তারিখ শেষ নবীর জন্ম দিনরূপে স্বীকার করেছেন । ঐতিহাসিক তবরী এবং ইবনে খলদুন ১২, আবুল ফিদা ১০ এবং হাফিয মুগলতাঈ ২ রবিউল আউয়াল তারিখকে গ্রহণ করেছেন।[১০৯]

আধুনিক জীবনী লেখকগণের মধ্যে 'আল্লামা শিবলী নু'মানী, মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খান প্রভৃতি ৯ রবিউল আউয়ালের তারিখ গ্রহণ করেছেন ।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর 'শেষ নবীর সন্ধানে' গ্রন্থে সব কয়টি অভিমত যুক্তিতর্কের আলোকে যাচাই বাচাই করে সর্বসম্মতভাবে ১২ রবিউল আউয়ালকে গ্রহণ করেছেন ।

'শবে মেরাজ' প্রবন্ধটি একটি ইসলামী আকীদা সংশ্লিষ্ট রচনা । হযরত রসূলে পাক (সাঃ) এর আধ্যাত্মিক উন্নতির এক শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক এবং তাঁর মু'জিযার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । কুরআন মাজীদে সূরা বনী ইসরাঈলে উল্লেখ আছে, পবিত্র তিনি যিনি তাঁর দাসকে কোন এক রাত্রিতে ভ্রমণ করিয়েছেন (মক্কার) পবিত্র মসজিদ হতে দূরতম মসজিদ পর্যন্ত ।[১১০]

হাদীসে এই মি'রাজের বৃত্তান্ত ৪৫ জন সাহাবী হতে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়েছে । কিন্তু এ ঘটনার তারিখ সম্বন্ধে নানা মত রয়েছে । এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, 'আমি আমার শবে মি'রাজ প্রবন্ধে শবে মি'রাজ এর তারিখ প্রসঙ্গে ১৪ টি অভিমত সাহাবায়ে কিরামদের থেকে উল্লেখ করেছি এবং এ সমস্ত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে কোন্টি অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য তা কুরআন মজীদের কষ্টি পাথর দিয়ে যাচাই করতে হবে । আর ইহা সর্ববাদী সম্মত যে মি'রাজ শরীফেই পাঁচ ওয়াক্তের নমাজ ফরজ হয়' ।[১১১]

মি'রাজ রাসূলে পাকের যে স্বশরীরে সংগঠিত হয়েছে সে ব্যাপারে তিনি দৃঢ়ভাবে রাখেন এবং এর বাস্তবতাকে বুঝাতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস উপস্থাপন করেন । তিনি বলেন, 'কোনও কোনও মহামানবের সশরীরে স্বর্গলোকে ভ্রমণের কথা হিন্দু, ইয়াহুদী ও খ্রীস্টান

---

১০৮. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *শেষ নবীর সন্ধানে*, প্রাগুক্ত, পৃ ২২।

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ ২৪।

১১০. কুরআন, বণী ইস্রাঈল :১।

১১১. শেষ নবীর সন্ধানে । প্রাগুক্ত - পৃষ্ঠা নং-৬৭-৬৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

শাস্ত্রেও দেখা যায় । যুধিষ্টিরের স্বর্গে মহা প্রস্থানের বৃত্তান্ত মহাভারতে প্রসিদ্ধ । ইয়াহুদী শাস্ত্রে হনোক (ইদ্রিস) এবং এলিয়ের (ইলিয়াস) জীবিত অবস্থায় আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট গমনের বৃত্তান্ত দেখতে পাওয়া যায় । হনোক ঈশ্বরের সহিত গমণাগমণ করিতেন । পরে তিনি আর রহিলেন না, কেননা ঈশ্বর তাঁকে গ্রহণ করিলেন । খ্রীস্টানগণও ইহা বিশ্বাস করেন, খ্রীস্টান শাস্ত্রে হনোক সম্বন্ধে লিখিত আছে' ।

'বিশ্বাসে হরোক লোকান্তরে নীত হইলেন । যেন মৃত্যু না দেখিতে পান, তাঁহার উদ্দেশ্য আর পাওয়া গেল না । কেননা ঈশ্বর তাঁকে লোকান্তরে লইয়া গেলেন' । মুসলমানগণের বিশ্বাস যে হযরত ঈসা জীবিত অবস্থায় আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট গমণ করেছেন এবং পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন । এরূপ অবস্থায় শেষ শ্রেষ্ঠ নবীর জীবিত অবস্থায় আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট গমন এবং তথা হতে প্রত্যাবর্তন কিছুতেই অবিশ্বাস্য হতে পারে না । যেমন-এলিয় (ইলিয়াস) নবী অগ্নিময় রথ ও অগ্নিময় অশ্বগণযোগে স্বর্গে উঠে গিয়েছেন, তেমনি 'বুরাক' বাহনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উর্ধ্বলোকে গমণ করেন ।[১১২]

মি'রাজ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা খন্ডনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ গ্রন্থে আরো লিখেছেন, 'আজ আমরা এক নতুন বৈজ্ঞানিক যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছি । এই যুগে নভোভ্রমণের (Space Flight) যুগ । রকেট-শিপে চড়িয়া বৈজ্ঞানিকরা আজ গ্রহে গ্রহে ভ্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছে । এই নতুন বৈজ্ঞানিক যুগের অগ্রপথিকরূপে আমরা দেখিতে পাই হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)কে । পৌরাণিক কাহিনী নহে, কিংবদন্তী নহে ঐতিহাসিক সত্যরূপেই সশরীরে তিনি মি'রাজ করিয়াছিলেন, আজকের নভোভ্রমণ সেই মি'রাজেরই প্রেরণাদীপ্ত বৈজ্ঞানিকরূপ, কাজেই বলা যেতে পারে, এ যুগের পূর্বাভাস রাসূলুল্লাহ্ই জগদ্বাসীকে দিয়া গিয়াছেন । অন্য কথায় তিনিই ছিলেন প্রথম নভো-বৈমানিক ।[১১৩]

তিনি মি'রাজ সম্পর্কে লিখেছেন, 'বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকেও তাঁহাকে দেখিতে চাহিয়াছি । বিজ্ঞান জুজুর ভয়ে আজকাল বহু যুক্তিবাদী লেখক হযরতের জীবনী হইতে বহু মূল্যবান ঘটনাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া বাদ দিয়া শুধু মানবতার পটভূমিতে তাঁহাকে দাঁড় করাইয়াছেন । হযরতের বক্ষ বিদারণ, মি'রাজ, মোজেজা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাই তাহাদের গ্রন্থে বিশেষ কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না ।[১১৪]

---

১১২. শেষ নবীর সন্ধানে । প্রাগুক্ত - পৃষ্ঠা নং-৬৭-৭০ ।

১১৩. অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯৭ ইং । পৃষ্ঠা নং-৭৭ ।

১১৪. অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯৭ ইং । পৃষ্ঠা নং-৭৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

ছোটদের রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছোটদের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৬২ সনের ৫ আগস্ট মোতাবেক ২০ শ্রাবণ, ১৩৬৯ সন, ১৩২৮ হিজরী গ্রন্থটি রচনা করেন। এই বইটিতে রাসূলেপাক (সাঃ) এর জীবনের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন। বইটিতে ফাতিহাহ্ দুয়ায দহম, হযরতের জন্ম, মদীনায় প্রস্থান, অন্তিমকাল, হযরতের দয়া ও ক্ষমা, ছোটদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার সহ তাঁর চার আসহাব, আশারাহ্ মুবাশ শরাহদের উপর একটি সুন্দর বর্ণনা পেশ করেছেন। বইটির মুখবন্ধে তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সকল মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ। কেবল দরুদ শরীফ পড়িলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয় না। তাঁহাকে জানা চাই। তাঁহার আদর্শে জীবনকে গড়িয়া তোলা চাই। বাল্যকালে মনে যে ভাবের ছাপ পড়ে, তাহা স্থায়ী হয়। রবিউল আউয়াল মাসে ইহার প্রকাশ অর্থপূর্ণ। এই মাস রসূলের মাস, যেহেতু এই মাসে তাঁহার জন্ম, নব্যুয়ত প্রাপ্তি, হিযরত ও ওফ্যত'।[১১৫]

'ফাতিহাহ্ দয়াযদহম্' প্রবন্ধটি ছোটদের রসূলুল্লাহ্ এর একটি অংশ। এখানে রসূলুল্লাহ্র জন্ম বৃত্তান্ত খুব স্বল্পে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর জন্মের ইতিকথা বর্ণনা করতে গিয়ে ড. মুহম্মদ বলেন, সেই সময়ে আরব দেশে এক খ্রীস্টান সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার নাম ঈস। তিনি মক্কার লোকদিগকে বলিতেন, 'তোমাদের মধ্যে এক বালক জন্মিবেন, আরববাসীগণ তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর রাজা হইবে। তাঁহার এই জন্মিবার সময়'। মক্কার কোনও শিশু জন্মিলে সন্ন্যাসী তাহার খবর লইতেন। যে রাত্রে হযরত জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পরদিন হযরতের দাদা ঈসের কুটির আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। সন্ন্যাসী উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিলেন, 'তুমি সেই বালকের প্রতিপালক হও। নিশ্চয় আমি যে বালকের কথা তোমাদিগকে বলিতাম, তিনি এই সোমবার জন্মিয়াছেন। সোমবারে তিনি নবী হইবেন এবং সোমবারে ইন্তেকাল করিবেন'।

আবদুল মুত্তালিব বলিলেন, 'আমার বাড়ীতে ভোরের সময় একটি ছেলে হইয়াছে'। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাঁহার নাম কি রাখিয়াছ'? আবদুল মুত্তালিব বলিলেন, 'মুহাম্মদ'। সন্ন্যাসী বলিলেন, আল্লাহর কসম। আমার বিশ্বাস ছিল যে, যদি সেই বালক তোমাদের মধ্যে জন্মেন, তবে আমি তাঁহাকে তিনটি লক্ষণ দ্বারা জানিতে পারিব। বাস্তবিক সেই তিন লক্ষণই পাইয়াছি। গত রাত্রে তাঁহার নক্ষত্র উদিত হইয়াছিল এবং অদ্য সোমবার তিনি জন্মিয়াছেন এবং তাঁহার নাম 'মুহাম্মদ'।[১১৬]

---

১১৫. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *ছোটদের রাসূলুল্লাহ্*, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬২, দ্র. মুখবন্ধ।

১১৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

'হযরত মদীনায় প্রস্থান' প্রবন্ধটি ছোটদের রসূলুল্লাহ্ পুস্তকের একটি অনন্য রচনা । রাসূল (সাঃ) এক আল্লাহ্র দ্বীনের দাওয়াত মক্কায় যখন দেয়া আরম্ভ করলেন, মূর্তি পূজা, অগ্নি পূজা ও বিভিন্ন রকমের দেবদেবীর সামনে মাথা নত করতে যখন নিষেধ করলেন, তখন থেকেই শুরু হলো অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্পেষণ, নিপীড়ন আর উৎখাত অভিযান । অবশেষে আল্লাহ্র নির্দেশে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করলেন।[১১৭] ছোটদের রসূলুল্লাহ্ পুস্তকে তিনি বলেন, 'হযরতের অপরাধ তিনি লোকদিগকে সত্যের দিকে ও ধর্মের দিকে আহুবান করিতেছিলেন । মক্কায় থাকা মুসলমানদের অসম্ভব হইয়া উঠিল । তখন আল্লাহ্ তা'য়ালার আজ্ঞানুসারে হযরত স্বীয় সহচরদিগকে একে একে মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় গমণ করিতে বলিলেন । অবশেষে হযরত আল্লাহর আদেশ পাইয়া স্বয়ং মদীনায় যাইতে ইচ্ছা করিলেন । হযরত বাড়ী হইতে বাহির হইলেন এবং আবূ বকরকে সঙ্গে লইয়া মক্কার দক্ষিণে, সূর পর্ব্বতের গর্তে আশ্রয় লইলেন । মাকড়সা আসিয়া গর্তের মুখে জাল পাতিল এবং পায়রা গর্তের কিনারায় ডিম পাড়িল' ।[১১৮]

'হযরতের অন্তিমকাল' প্রবন্ধ রাসূলুল্লাহ্র অসুস্থ জীবন ও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে । হিজরী ১১ সনের সফর মাসের ১৮ তারিখ বুধবার হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রথম অসুস্থের সূত্রপাত ঘটে । ২০ সফর শুক্রবার তিনি হযরত আলী ও আব্বাসের কাঁধে ভর দিয়ে জুম্মার নামাজে অংশগ্রহণ করার জন্য মসজিদে আসেন । এটাই তাঁর শেষ জুম্মা । ২৫ সফর বুধবার হযরত আয়েশা (রাঃ) সাত মশাক পানি দিয়ে তাঁকে গোসল করিয়া দেন তাতে তিনি একটু সুস্থ বোধ করলেন । এরপর স্বয়ং মসজিদে এসে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বললেন, 'আল্লাহ্ তাঁহার এক দাসকে দুটি বিষয়ের অধিকার দিয়েছিলেন, পৃথিবীর ধন-সম্পদ কিংবা পরকাল । সেই দাস আল্লাহর নিকট যা আছে তাই পছন্দ করিল' ।[১১৯]

এই কথা শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রাঃ) যে অনুভূতি ব্যক্ত করলেন সে বিষয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, এরপর প্রস্থানের বিষয় বলিতেছেন । তিনি বারংবার 'আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবানী হউক বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন । উপস্থিত সকলে তাঁহার ক্রন্দনের অর্থ না বুঝিতে পারিয়া আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'ইনি অনর্থক কাঁদেন কেন'? রাসূল (সাঃ) তখন আবূ বকরকে সান্ত্বনা দিয়ে লোকদিগকে বললেন, 'নিশ্চয় আমার প্রতি ভক্তি ও আনুগত্যে আবূ বকর তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । আমি যদি আল্লাহ্ ব্যতীত কাহাকেও আন্তরিক

---

১১৭. আবু তাহের মুহাম্মদ মান্জুর, *ইসলামের পূর্ণতা ও হযরত মুহাম্মদ (সা),* পানাম প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২, পৃ ২৫।

১১৮. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *ছোটদের রাসূলুল্লাহ্,* প্রাগুক্ত, পৃ ১৬-১৭।

১১৯. গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী,* আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ ৩২২।

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতাম, তবে আবূ বকরকেই করিতাম । এই বুধবার হযরত (সাঃ) পীড়া হইতে কিছু শান্তি লাভ করেন, কিন্তু এই বুধবার দিনই তাঁহার জীবনের শেষ বুধবার । এইজন্য ইহাকে আখেরী চাহার শুম্বা (শেষ বুধবার) বলা হয়' ।[১২০]

'হযরত : ক্ষমা ও দয়া' প্রবন্ধটি রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) বুক ভরা ক্ষমা ও দয়ামায়ার উপর রচিত । রাসূল (সাঃ) যুদ্ধে বাড়াবাড়ি করতে এবং শত্রুকে প্রথমে আঘাত করতে নিষেধ করেছেন । এমনকি বলেছেন, 'মল্লযুদ্ধে যে বীর, সে বীর নয় । বীর সেই যে ক্রোধের সময় নিজকে দমন করে'। একবার একাকী এক বৃক্ষের তলে শোয়া অবস্থায় হঠাৎ এক বিকট চিৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল । দেখলেন এক বিধর্মী তরবারী ধরে বললেন হে মুহম্মদ কে তোমায় আমার তরবারী থেকে বাঁচাতে পারেন । তিনি দীপ্ত কণ্ঠে বলে দিলেন আল্লাহ্‌ । শত্রু আল্লাহ্‌ শব্দে এতো ভয় পাইলেন যে, তার তরবারী পড়ে গেলো, রাসূল (সাঃ) তরবারিটি হাতে নিয়ে বললেন এখন কে তোমাকে রক্ষা করতে পারে ? সে বললো কেহই না । হযরত (সাঃ) বললেন, এক আল্লাহই পারেন । পরবর্তীতে সে একজন প্রধান ভক্ত হলেন ।[১২১]

তাঁর দয়া ও করুণার কোন শেষ নেই । তাঁর দয়া কেবলমাত্র মানবজাতির উপরে নয় সকল সৃষ্টির উপর পশু-পাখি, মানব-দানব সকলেই সমানভাবে লাভ করতে পেরেছিল । যার কারণে তাঁকে কুরআনের ভাষায় রাহমাতুল্লিল আলামীন বলা হয়েছে । তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দয়া করে না, সে দয়া পায় না'। একদা তিনি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ এক হরিণী তাঁর কাছে অভিযোগ করলো, তিনি শুনলেন এবং সমস্যার সমাধান করলেন । তিনি অবোলা জন্তুদের প্রতি সমস্ত জীবন কোমল ব্যবহার করেছেন । তাঁর এক শিষ্য কতগুলো পাখীর বাচ্চাকে ধরে এনেছিল। তাদের ধাড়ীপাখিটা সেখানে উড়িয়া উড়িয়া করুণ চীৎকার করছিল । হযরত শিষ্যকে পাখিগুলোকে ছেড়ে দিতে বললেন । আর বললেন, 'এই পাখিদের মার তার বাচ্চাদের জন্য যতটুকু দরদ, আল্লাহ্‌ তা'য়ালার দরদ তাঁর জীবদের জন্য তারও বেশী' ।[১২২]

অনুবাদ সাহিত্য

অনুবাদের ক্ষেত্রে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় । তিনি একাধিক ভাষা জানতেন, ভাষা শেখার অর্থ হচ্ছে তাঁর কাছে অন্য দেশের লোকের মনের নিকট পৌঁছে যাওয়া । বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের যখন যা তাঁর ভাল লেগেছে ক্লান্তিহীন উৎসাহে তার অনুবাদও বাংলা ভাষায় করেছেন । বাংলায় আরবী থেকে 'কুরআন শরীফ' হযরত

---

১২০. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, *ছোটদের রাসূলুল্লাহ্‌*, প্রাগুক্ত, পৃ ২২-২৩।

১২১. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯।

১২২. প্রাগুক্ত, পৃ ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদের (সাঃ) বাণীর অনুবাদ 'অমিয়বাণী শতক' কুরআন হাদীসের উপদেশাবলীর অনুবাদ, 'বাইআত নামা', 'কাসীদতুলবুর্দ', 'বানত সুআদ', 'তজরীদুল বোখারী', 'কসীদা গওসিয়া' । ফারসী থেকে 'দীওয়ান-ই-হাফিজ', 'বাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম', উর্দূ থেকে 'শিক্ওয়াহ ও জওআব-ই-শিকওয়াহ্' । মৈথিলী থেকে বিদ্যাপতির ১০০টি পদের পদ্যানুবাদ করেছেন ।[১২৩]

আবার চর্যাগীতির ইংরেজী অনুবাদ Buddhist Mystic Songs, হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) বাণীর ইংরেজী অনুবাদ 'Hundred Sayings at the Holy Prophet' নামে গ্রন্থ আছে । ফরাসী জার্মান থেকে কিছু আংশিক অনুবাদ তিনি করেছেন-গ্রন্থাকারে সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হয় নি, পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন- গ্যেটে রচিত 'Mahomet's Gesang' এর ইংরেজী অনুবাদ তিনি করেছিলেন যার সাহায্যে পরে কাজী আবদুল ওদুদ বাংলায় 'মোহাম্মদের গান' অনুবাদ করেন ।[১২৪]

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম কুরআনের সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছিলেন গিরিশচন্দ্র সেন ১৮৬৬ সালে । পরবর্তীকালে অনেকেই অনুবাদ করেছেন যেমন উইলিয়ম গোল্ডস্যাক, মৌলবী আব্বাস আলী, তসলিম উদ্দীন আহমদ, আবুল ফজল আবদুল্লাহ্ করীম, আবদুর রহমান খাঁ, নকীব উদ্দিন খাঁ প্রভৃতি । কিন্তু শহীদুল্লাহ্র অনুবাদই অদ্যাবধি সর্বোৎকৃষ্ট ।[১২৫]

মহাবাণী

১৯৪০ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র কুরআনের আংশিক অনুবাদ 'মহাবাণী' নামে প্রকাশিত হয়। পরে তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সাধনায় সম্পূর্ণ কুরআনের অনুবাদ সমাপ্ত করেন । কিছু অংশ 'জাগরণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু গ্রন্থাকারে এখনও প্রকাশিত হয় নি । সেই প্রকাশিত অংশে এবং 'মহাবাণী' গ্রন্থে তিনি যেভাবে অনুবাদ ও সূরার বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করেছেন তা থেকেই মনে হয় কুরআনের অনুবাদ তাঁর পূর্বে যাঁরা করেছেন এবং তাঁর সমকালে যাঁরা করেছেন তাঁদের পড়াশুনার পরিধি তাঁর মত ব্যাপক ছিল না । তাঁর মত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অধিকারীও তাঁরা ছিলেন না ।[১২৬]

---

১২৩. আজহারউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৯১ ।

১২৪. শাহাবুদ্দিন আহমেদ, 'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঃ তাঁর সাহিত্য', মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত,
পৃ ৩২৮।

১২৫. রফিকুল ইসলাম, 'ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্', শামসুজ্জামান খাঁন সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৮-১৩৯।

১২৬. আজহার উদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৯২-৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

ড. শহীদুল্লাহ্ কুরআনের অনুবাদ করতে গিয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে সবসময় মুক্ত ছিলেন। বিবিধ ধর্মের মর্মবাণীর সঙ্গে পরিচয় যেমন তাঁর নিবিড় ছিল তেমনি আর কারোর ছিল না। আরবী ভাষার গভীরে প্রবেশ করে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পটভূমির ওপর ভিত্তি করে কুরআন শরীফের অনুবাদ করেছেন। কাজেই গোঁড়ামি অনুদারতা সংকীর্ণতা ইত্যাদি থেকে তাঁর ভাষ্য ও ব্যাখ্যা মুক্ত। তিনি প্রথমে সূরার ভাবার্থ দিয়েছেন পরে অনুবাদ করেছেন। সূরাটি কোন্ সময়, কি কারণে অবতীর্ণ হয়েছে, তার নাম কেন এমন হ'ল সেটির পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন এবং শেষে সূরার মধ্যে আলোচিত প্রসঙ্গ সংক্ষেপে উল্লেখ করে তার বিস্তৃত টীকা রচনা করেছেন। এমনকি ভাষাগত আলোচনাও করেছেন, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের সাথে ঐ সূরার সাদৃশ্য কোথায় রয়েছে তাও তিনি দেখিয়েছেন। এভাবে কুরআনের অনুবাদ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের সাথে সাদৃশ্য বর্ণনায় তিনি যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন সেটি একাধারে নির্মোহ যুক্তির দীপ্তি ও সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দেয়, সর্বোপরি এটি তাঁর বিস্তীর্ণ অধ্যয়নের স্বাক্ষর বহন করেন।[১২৭]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অনুবাদ

সূরা ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৭ বচন ঃ ১ অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ শব্দ ঃ ১২২ অক্ষর
পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহের নামে আরম্ভ।

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর যোগ্য, (যিনি) প্রতিপালক প্রভু (রব) সমস্ত জগতের।
২. পরম দয়ালু, দয়াময়।
৩. মালিক (শেষ) বিচার দিনের।
৪. কেবল তোমারই আমরা আরাধনা (ইবাদত) করি এবং তোমারই কাছে আমরা সাহায্য চাই।
৫. চালাও আমাদিগকে সোজা পথে।
৬. তাহাদের পথে যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ (নিয়ামত) দান করিয়াছ।
৭. যাহারা নয় ক্রোধ (গর্ব) গ্রস্থ কিংবা নয় পথভ্রান্ত। আমীন।[১২৮]

---

১২৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪।

১২৮. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *মহাবাণী*, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

সূরা ফাতিহার ভাবার্থ

আল্লাহ্ বিশ্বভূবনের সকলের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং উপদেষ্টা । তিনি পরম দয়ালু, দয়াময়, তাঁহার রাজ্যে পাপী ও অত্যাচারীর সুখ, অন্যপক্ষে ধার্মিক ও সদাচারীর দুঃখ কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না । তাই তিনি পার্থিব জীবনান্তে পরলোকে সকলের সুবিচার করিবেন । সেখানে তিনি একমাত্র প্রভু ও কর্তা । অতএব সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে সর্ব অবস্থায় সকল প্রশংসা তাঁহারই জন্য উপযুক্ত । হে অশেষ গুণবান আল্লাহ্, তোমার ন্যায় গুণসম্পন্ন এই ত্রিলোকে আর কেহই নাই । তাই একমাত্র তুমিই সকলের উপাস্য এবং তুমিই সকলের সহায়। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি কেবল তোমারই দাসত্ব ও আরাধনা করিব এবং কেবল তোমারই নিকট সাহায্য চাহিব । প্রভু, আমি তোমার এই সাহায্য চাই যে, তুমি আমাকে তোমারই পথে চালাইবে, যেমন কোনও দয়ালু ব্যক্তি অন্ধকে হাত ধরিয়া তাহার গন্তব্য পথে লইয়া চলে, তেমন ভাবে চালাইবে । হে পরম প্রিয়, আমি ধন, জন বা সুখ-সম্পদ লাভের জন্য তোমার নিকট ভিক্ষা করিতেছি না, আমি তোমার নিকট তোমাকেই যাঞ্চা করিতেছি । যে পথে তোমার অনুগৃহীত জনেরা যুগে যুগে চলিয়া তোমাকে লাভ করিয়াছে, সেই পথ তুমি আমাকে দেখাইয়াছ সত্য, কিন্তু আমি হীনমতি, ক্ষীণগতি । তাই আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি যেন আমি সেই পথে চলিতে চলিতে বারংবার তোমার নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া তোমার প্রসন্নতা হইতে বঞ্চিত না হই কিংবা সে পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অনন্ত দুঃখ-পারাবারে নিমগ্ন না হই ।[১২৯]

অমিয়বাণী শতক

গ্রন্থটিতে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর ১০০টি বাণীর অনুবাদ রয়েছে । মূল আরবী হাদীসের উদ্ধৃতিসহ 'সদ্ আবে হয়াত বা অমীয়বাণী শতক' নামে প্রথম প্রচারিত হয় ১৩৪৮ সালে এবং এটার পঞ্চম সংস্করণ হয় ১৩৬২ সালে । সেই সাথে লেখক নিজের নামের পূর্বে প্রচারক জুড়ে দিয়ে তাঁর সরল মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন । পুস্তকটির নামের নীচেই লেখা হতো 'বিশ্বগুরু হযরত মুহম্মদের (সাঃ)' ১৪১২ বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ১২ রবিউল আউয়াল ১৩৬০ হিজরী প্রথম প্রচারিত এবং পঞ্চম সংস্করণ হিজরী তারিখ উদ্ধৃতি চিল 'রবিউল আউয়াল, ১৩৭৫' ।[১৩০]

পুস্তকটির ভূমিকায় তিনি বলেন, 'এই পুস্তিকায় হাদীস বা হাদীসাংশগুলি 'মশারিকুল আনওয়ার' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত । উক্ত কিতাবের হাদীসগুলো বুখারী ও মুসলিম হইতে

---

১২৯. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *মহাবাণী*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩।

১৩০. আ. ফ, মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্, 'আল্লামা ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কয়েকটি ইসলামী পুস্তকের প্রকাশনা ও আমার প্রসঙ্গ কথা', মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

সংগৃহীত । আমি এই পুস্তিকার যে স্থানে (উভয়) লিখিয়াছি তাহা বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থের পরিচয় চিহ্ন । হাদীসের কিতাবগুলির মধ্যে বুখারী ও মুসলিমকে 'সহীহাইন' অর্থাৎ দুই বিশুদ্ধ পুস্তক বলা হয় এবং ইমাম মালিকের মু'আত্তা ব্যতীত তাহাদের স্থান প্রমাণিত হিসাবে অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থগুলির উর্ধ্বে । এই পুস্তিকা সম্পর্কে আমার মাননীয় ওস্তাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষার অধ্যাপক পাক ভারত বিখ্যাত মৌলানা যফর আহ্মদ উসমানী সাহেবের নিকট যে সাহায্য পাইয়াছি, তজ্জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।[১৩১]

তজরীদুল বোখারী

'বুখারী শরীফ' নামে পরিচিত হাদীস সংগ্রহ বিশ্ববিশ্রুত । ইহা একটি বিরাট গ্রন্থ । বিশ্বের মুসলমানের ইসলামী জীবন ধারায় এই গ্রন্থের প্রভাব অপরিসীম । কুরআন শরীফের পরেই যে সমস্ত হাদীস গ্রন্থের ধর্মীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত, তন্মধ্যে বুখারী শরীফ অন্যতম । এতৎসত্ত্বেও এই গ্রন্থের কোন প্রামাণিক বঙ্গানুবাদ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই । তাই ১৯৫৬ সালে বাঙালা একাডেমী এই পবিত্র হাদীস গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের সংকলন গ্রহণ করে । অনেক বিবেচনার পর স্থির হয় যে, পূর্ণাঙ্গ বুখারী শরীফের অনুবাদ না করিয়া, ইহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণের অনুবাদের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তজরীদ-ই-বুখারী প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় । যাতে করে অনুবাদের কাজ যথাসত্ত্বর সুসম্পন্ন হয়, তজ্জন্য তজরীদ-ই-বুখারীর বিভিন্ন অংশের অনুবাদের দায়িত্ব দশজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও আলেমের উপর অর্পিত হয় । তন্মধ্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অন্যতম । তার উপর অর্পিত হয় 'মাওয়া কিতুস সালাত' তথা নামাজের সময় অধ্যায় এবং বাবুল হারস ওয়াল মুজারেআতু অর্থাৎ চাষ ও ভাগ চাষ অধ্যায় থেকে শুরু করে দুগ্ধবর্তী জন্তু দান পর্যন্ত।[১৩২]

তজরীদুল বুখারী ইমাম বুখারীর সহীহ্ হাদীস গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আকার । বুখারী শরীফে একই হাদীস বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃত হয়েছে । কিন্তু তজরীদে যে হাদীস এক প্রসঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছ তা সাধারণতঃ অন্যান্য প্রসঙ্গ হতে বাদ দেয়া হয়েছে । তারপর যে সাহাবী হতে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তজরীদে কেবলমাত্র সেই সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয়েছে ।[১৩৩]

তজরীদের সংকলকের নাম আবুল আব্বাস যইনুদ্দীন আহমদ ইবন আহমদ ইব্ন আবদুল লতীফ ইব্ন আবু বকর যাবীদী । তিনি হিজরী ৮১২ সনে য়ামনের অন্তর্গত যাবীদ শহরে

---

১৩১. প্রাগুক্ত ।

১৩২. আবুল আব্বাস যইনু-দ-দীন আহমদ যবীদী, *তজরীদুল্ বুখারী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৫৮, ১ম খণ্ড, দ্র. নিবেদন।

১৩৩. আবুল আব্বাস যইনু-দ-দীন আহমদ যবীদী, *তজরীদুল্ বুখারী*, প্রাগুক্ত, পৃ ১।

Dhaka University Institutional Repository

জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতা আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং হানাফী ফিকহ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন । তজরীদ সংকলক মাতৃগর্ভে থাকাকালেই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন ।

তজরীদ সংকলক যে সকল উস্তাদের নিকট হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন এবং যাদের নিকট হতে তিনি হাদীস বর্ণনা ও অধ্যাপনার অধিকার লাভ করেছেন তাদের নাম তিনি তজরীদের উপক্রমনিকায় বর্ণনা করেছেন । তাঁর দ্বিতীয় সনদে বর্ণিত দ্বিতীয় উস্তাদ ইমাম শামসুদ্দীন আবুল খইর মুহম্মদ ইব্নে মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ আল জাযারী আদ্ দিমশকীর নাম হাদীস শাস্ত্রে জগদ্বিখ্যাত ।[১৩৪]

তজরীদ সংকলক ৮৩৫ সনে হজ্জ সমাপন করেন ও মদীনা যিয়ারত করেন । তিনি একাধারে সাহিত্যিক, কবি ও মুহাদ্দিস ছিলেন । তিনি তাঁর জন্মভূমি যাবীদ শহরের মাদ্রাসার এবং রামনের তৎকালীন রাজধানী তাইয্য শহরের মাদরাসায় শিক্ষাকতা করেন ।

তারপর তরজমার ভাব সুস্পষ্ট করবার জন্য তিন প্রকারের বন্ধনী ব্যবহার করা হয়েছে । তজরীদে উদ্ধৃত হাদীসে কোন শব্দ বা বাক্যাংশ নেই কিন্তু অন্য হাদীসে ঐ শব্দ বা বাক্যাংশ আছে এরূপ ক্ষেত্রে ভাব সুস্পষ্ট করবার জন্য অন্য হাদীসে ব্যবহৃত শব্দটির বা বাক্যাংশের অনুরূপ তরজমা এই বন্ধনীর মধ্যে দেয়া আছে । কোন কোন স্থানে অন্য হাদীসে ঐ প্রকারের শব্দ বা বাক্যাংশ পাওয়া যায় নাই কিন্তু মুহাদ্দিসগণ ঐ অর্থ যোগ করেছেন বলে পাওয়া গিয়েছে সে ক্ষেত্রেও ঐ বন্ধনীই ব্যবহৃত হয়েছে ।[১৩৫]

কসীদাতুল বুর্দা

বিশ্ব সাহিত্যে আরবী কবিতার একটি উজ্জ্বল ঐতিহ্য আছে । এই ভাষা ও সাহিত্যে জন্মেছিলেন ইমরাউল কায়েসের মত অসামান্য প্রতিভাবান কবি । কিন্তু শুধু ইমরাউল কায়েসই নন অসংখ্য কবির জন্মদাতা আরবে হৃদয় আলোড়নকারী গভীর চিন্তা উদ্দীপক আরও কবি যে জন্মেছিলেন এবং ইসলামের উদ্দীপ্ত পুনরাবির্ভাবের পরে যে সব প্রতিভা যে নিরুজ্জ্বল হয়ে যায় নি কসীদাতুল বুর্দাহ তার অন্যতম প্রমাণ । শরফুদ্দীন বিন সাঈদ বিন হুসন বুসীরী এই কবিতার রচয়িতা । কসীদাতুল বুর্দাহ রাসূলুল্লাহ্র মহিমা কীর্তনকারী কাব্য । এই অসাধারণ কাব্য জনমনে এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে অনেকে এটাকে ব্যাধি নিরাময়ের মহৌষধ পর্যন্ত ভাবতে থাকেন । এই কবিতার রচয়িতা শরফুদ্দীন বিন সাঈদ বিন হুসন বুসীরী

---

১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৩।

১৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ ৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

বাবার জাতীয় লোক ছিলেন। তিনি মিসর দেশে ৬০৮ হিঃ ১২১২ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান মিসরের বুসীর শহর হওয়ায় তিনি বুসীরী নামে খ্যাত হন।[১৩৬]

শোনা যায় কবি বুসীরী এক সময় অর্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। এতে তাঁর বাম অঙ্গ একেবারে অসাড় ও বিকল হয়ে যায়। তিনি নিতান্ত কাতর হয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট তার জন্য আরোগ্য প্রার্থনা করার নিমিত্ত হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর প্রশংসা সূচক এই কবিতা রচনা করেন। হযরতের পবিত্র সমাধিস্থানে গমন করে এই কবিতা পাঠ করবেন, এরূপ ইচ্ছা করতে ছিলেন, এমন সময় রাত্রে হযরত তাঁর নিকট আবির্ভূত হন। হযরতের আশীর্বাদে তিনি তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করেন। সকালে তিনি নিজেকে সবল ও সুস্থ দেখে কবিতা নিয়ে হযরতের রওযা পাকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন।[১৩৭]

পথিমধ্যে এক ফকীর তাঁকে সালাম করে বললেন, হে শরফুদ্দীন আপনি হযরতের প্রশংসার যে কবিতা রচনা করেছেন, তা পাঠ করুন। কবি বললেন, আমি হযরতের প্রশংসায় বহু কবিতা রচনা করেছি, আপনি কোন কবিতার বিষয়ে বলছেন ? ফকীর বললেন, যে কবিতার আরম্ভ এইরূপ তুমি কি যুসলমস্থ প্রতিবেশীগণের স্মরণে ? কবি আশ্চর্য হয়ে বললেন, কেউই এই কবিতার বিষয় অবগত নয়। আপনি কিভাবে জানলেন ! ফকির বললেন, গত রাতে আপনি যখন এই কবিতা রাসূলের সামনে পড়তে ছিলেন, তখন আমি শুনেছিলাম।[১৩৮]

কবি ফকিরকে কবিতাটি দিলেন। ক্রমে লোকমুখে কবিতার খ্যাতি প্রচারিত হলে রাজমন্ত্রী বাহাউদ্দীন কবিতাটি হস্তগত করেন। তিনিও তাঁর পরিজনস্থ লোকে ভক্তির দণ্ডায়মান হয়ে নগ্ন পায়ে নগ্ন মস্তকে কবিতা শ্রবণ করতেন এবং আপদ বিপদে কবিতা পাঠ দ্বারা আল্লাহর নিকট মঙ্গল কামনা করতেন। কথিত আছে মনীষী ইবন ফারূকী চক্ষুরোগে আক্রান্ত হয়ে অন্ধ হয়ে যান। পরে তিনি স্বপ্নে হযতের আদেশ পেয়ে কাযী বাহাউদ্দীনের নিকট গিয়ে কবিতাটি প্রার্থনা করেন। তিনি কবিতাটি এনে তার চক্ষে স্থাপন করিবা মাত্র ইবন ফারূকী আল্লাহর আদেশে পুনরায় দৃষ্টি শক্তি প্রাপ্ত হন। ভক্তগণ বিশ্বাস করেন যে, যে কোন অভাব অভিযোগের জন্য এই কবিতা পাঠ করলে, আল্লাহর ইচ্ছা হলে এর কল্যাণে পাঠকের সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হয়।[১৩৯]

---

১৩৬. শাহাবুদ্দীন আহমদ, 'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঃ তাঁর সাহিত্য', মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৪।

১৩৭. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনুদিত, *অমর কাব্য : কাসীদাতুল বুর্দা,* রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৩, পৃ ২।

১৩৮. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনুদিত, *অমর কাব্য : কাসীদাতুল বুর্দা,* প্রাগুক্ত, পৃ ৪।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাটি যে কবির হৃদয়ের গভীর ভালোবাসার সৃষ্টি তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এর প্রজ্ঞাময় ভাব কল্পনা, এর অতুলনীয় উপমা এবং বাক্য নির্মাণের বৈদগ্ধ্য শহীদুল্লাহ্‌র সাধারণ গদ্য অনুবাদেও অস্পষ্ট থাকে না, এর মহিমা মানশ্চক্ষু সম্পন্ন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না।[১৪০]

আরবী ভাষায় ডুরে চাদরকে বুর্দা বলে । এই কবিতায় বিবিধ বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এজন্য এর নাম কাসীদাতুল বুর্দা বা ডুরে চাদরের কবিতা । এরূপ কথিত আছে যে, হযরত (সাঃ) তাঁর কবিতা শুনে স্বপ্নাবস্থায় তাঁকে আপন চাদর দান করেন । এটা সাধারণতঃ বসীত্ব চন্দে গ্রথিত । প্রথম দুই পংক্তির শেষে মিল আছে । এরপরে প্রত্যেক যুগ্ম পংক্তির প্রথম, দুই পংক্তির সাথে মিলযুক্ত কবিতাটি ১৬২ শ্লোকে সম্পূর্ণ । কোন কোন পুস্তকে ১৬৩ এবং ১৭২ শ্লোকেও দেখা যায় । এর প্রথম চার পংক্তি হল :

অমিন্ তয, কুরিযী, রান্নী বিযী, সলমী ।
মযজত দম্, আন্জরা, মিন্ মুকলতিম্, বিদমী ।
অমি্ হব্ বতির, রীনুমিন্, তিল্কাইকা, যিমতিন ।
আওত-আওমযল্, বরকুফীয, যুলমাইমিন্ ইযমী ।

তুমি কিযুসলমস্থিত প্রতিবেশীগণের স্মরণে চক্ষু হতে অবিরণ ক্ষরণশীল অশ্রুকে রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়াছ? কিংবা কাযিমা নগরীর বর্ত্ম হতে কি সমীরন প্রবাহিত হয়েছে, অথবা ইযম পর্বত হতে কি নিশীথ কালে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়েছে ।[১৪১]

রাসূলের প্রশংসায় কাসিদার অনুবাদ

'যদি ভালবাসা না থাকিত, তবে কেন তুমি পরিত্যক্ত নিবাসের চিহ্নের উপর অশ্রু বিসর্জন করিবে? কেনইবা প্রিয়ার অনুপম সরল তনুর এবং তাহার বিচরণ স্থান ইযম গিরির স্মরণে অনিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত করিবে' ।

'যখন অশ্রু ও বিবর্ণ মুখ, এই দুই ন্যায়বান্ তোমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে, তখন তুমি কেমনে তোমার প্রেম অস্বীকার করিবে'?

'যিনি উপাসনার জন্য এমন রাত্রি জাগরণ করিতেন যে, তাঁহার চরণ যুগল স্ফীতি রোগে আক্রান্ত হইত । আমি সেই মহাত্মার পদ্ধতির প্রতি অত্যাচার করিয়াছি' ।

---

১৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৬।

১৪০. শাহাবুদ্দিন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৫।

১৪১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনুদিত, *অমর কাব্য : কাসীদাতুল বুর্দা,* প্রাগুক্ত, পৃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

'তিনি ক্ষুধাবশতঃ উদরকে বন্ধন করিতেন এবং সুকোমল কুক্ষিকে প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা নিপীড়িত করিতেন'।

'উন্নত পর্ব্বত সুবর্ণ দ্বারা তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়াছিল। কিন্তু তিনি দেখাইয়াছিলেন তিনি কত উন্নত'।[১৪২]

'মুহাম্মদ (সাঃ) ইহ-পরকালের, দানব-মানবের এবং আরব-আযম জাতির মধ্যে প্রধান। আমাদের নবী আদেশদাতা ও নিষেধদাতা। আদেশ ও নিষেধ বিষয়ে তাঁহা অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কেহ হইতে পারে না'।

'তিনি এমন বন্ধু যে, যে সমস্ত ভয়ানক বিপদে মানুষ প্রবলভাবে নিপতিত হয়, তাঁহার প্রত্যেকটির নিমিত্ত তাঁহার ক্ষমার অনুরোধ আশা করা যাইতে পারে'।

'তিনি আল্লাহের দিকে লোকদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। অনন্তর যে ব্যক্তি তাহা দৃঢ়রূপে গ্রহণ করিয়াছে, সে ধর্ম্মরজ্জুকে এমনভাবে গ্রহণ করিয়াছে যে তাহা কখনও ছিন্ন হবে না'।[১৪৩]

কবি বুসীরী অন্যান্য নবীদের সাথে হযরতের সম্মান ও জ্ঞানের তুলনা করতে গিয়া বলেন, নবীরা তাঁর সামনে সম্মান ও জ্ঞানের দিক দিয়ে কেউই তাঁর নিকট পৌঁছতে পারবেন না এবং নবীরা তাঁর জ্ঞান ও সম্মান থেকে এক অঞ্জলি গ্রহণের জন্য প্রার্থী করিলেন :

'তিনি অন্যান্য নবীগণকে আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে পরাস্ত করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান ও সম্মানে তাঁহার নিকটেও পৌঁছতে পারেন নাই'।

'আল্লাহর পয়গম্বরগণের মধ্যে প্রত্যেকে তাঁহার সমুদ্র হইতে এক অঞ্জলির কিংবা তাঁহার প্রচুর বৃষ্টিধারা হইতে এক চুমুকের প্রার্থী।' তাঁহারা তাঁহার সম্মুখে তাঁহার জ্ঞানের তুলনায় বিন্দুরূপে কিংবা তাঁহার বুদ্ধির তুলনায় স্বরচিহ্নরূপে নিজ নিজ স্থানে অবস্থানকারী।[১৪৪]

'তাঁহার জন্মকাল তাঁহার উত্তমত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। আহা! তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব কাল কি উত্তম'।

'যদি কোনও হিংসুক অজ্ঞানতাবশতঃ তাহাকে গ্রাহ্য না করে, তবে যদিও সে জ্ঞানের উৎস হয়, আশ্চর্য হইও না।' 'যেহেতু পীড়াবশতঃ চক্ষু সূর্য্যের কিরণ সহ্য করিতে পারে না এবং

---

১৪২. আল ইসলাম, ৫ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৬।

১৪৩. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনুদিত, *অমর কাব্য : কাসীদাতুল বুর্দা,* প্রাগুক্ত, পৃ ১৫।

১৪৪. আল ইসলাম, ৫ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

রোগবশতঃ মুখ জল পান করিতে চাহে না ।' 'হে ভাবুকের জন্য শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ! হে বহুমানকারীর জন্য মহত্তম অনুগ্রহ ? যেমন পূর্ণ চন্দ্র রাত্রির আবরণ মধ্যে প্রয়ান করে, তদ্রুপ আপনি এক পবিত্র স্থান হইতে অন্য পবিত্র স্থানে যাত্রা করিয়াছিলেন' ।[১৪৫]

বানত-সু-আদ

আরবী সাহিত্যে 'বানত-সু-আদ' সুবিখ্যাত কবিতা । এ কবিতাটির দুই আদ্য শব্দ হতে নামকরণ করা হয়েছে । কবি কা'ব বিন যুহাইর আরবী ভাষার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি । তিনিই এর রচয়িতা । তিনি রসূল (সাঃ)-এর ধর্ম প্রচারকালে তাঁর বিরোধীতা করতেন এবং কুরাইশদের যুদ্ধ কবিতা লিখে উত্তেজিত করতেন । কা'বের পিতা যুহাইর আরবীর বিখ্যাত কবিতা সপ্তকের অন্যতমের কবি । পুত্র কা'ব উত্তরাধিকারী সূত্রে কবিত্ব শক্তি পেয়েছিলেন বললে অত্যুতিক হবে না । কিন্তু তাঁর শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুর রণভেরীর ন্যায় কার্যকরিত।[১৪৬]

পৌত্তলিক আরব যদি কোনও পার্থিব শক্তির বশ্যতা স্বীকার করিত, তবে তা এই কবিত্ব শক্তি। কা'ব ইসলামের শত্রুগণকে ওজস্বিনী কবিতা দ্বারা ইসলামকে ধ্বংস করবার জন্য সব সময় উত্তেজিত করতেন । হযরত রাসূল (সাঃ) নিজের প্রাণের শত্রুকে অম্লান বদনে ক্ষমা করতেন । কিন্তু ধর্মের শত্রুকে ক্ষমা করতে তাঁর কোনও অধিকার ছিল না । এ কারণে যেমন তিনি স্বাভাবিক দয়া দাক্ষিণ্যে 'কুসুমাদপি মৃদু' তেমনি ধর্ম সংস্থাপনে 'বজ্রাদপি কঠোর' ছিলেন।[১৪৭]

মক্কা বিজয়ের পর তিনি গুরুতর ধর্মদ্রোহিতা অপরাধে যে দশজনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দান করেন, তন্মধ্যে কা'ব বিন বুজয়রের সহিত ইরাক প্রদেশে পলায়ন করেন পরে মদিনাতে এসে রাসূলুল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, ক্ষমা লাভের পর ইসলাম গ্রহণ করেন ।[১৪৮]

ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে কা'ব তাঁর স্বরচিত 'বানত সু-আদ' পাঠ করে রাসূল (সাঃ)-কে শোনান এবং করুণার নির্ঝর রাসূলুল্লাহ্‌ তাঁর কবিতা শুনে খুশী হয়ে নিজের স্কন্দের চাদর কবিকে উপহার দেন। 'বানত সু-আদ' প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ্‌র মহিমাকীর্তন করে কবিতার মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা । কবিতাটিতে কবির অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় । কবি রাসূলুল্লাহ্‌র সামনে এসে বলে ফেললেন,

---

১৪৫. শাহাবুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৬।

১৪৬. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ অনুদিত, *অমর কাব্য : বানত সু-আদ*, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৩, পৃ ৪৪-৪৫।

১৪৭. শাহাবুদ্দীন আহমদ, 'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ : তাঁর সাহিত্য', প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৪।

১৪৮. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্নার রসুলু-লা-নূরুন্ য়ুসতদ্বাউ বিহি,
মুহান্নাদুন্ মিন্ সুয়ুফি-ল্-হিন্দি-মসলুলু ।

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহর রসূল এমন এক জ্যোতিঃ, যে তাহা হতে আলোক প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। তিনি হিন্দুস্থানের তরবারিসমূহের মধ্যে এক কোষ মুক্ত তীক্ষ্ম তরবারি সদৃশ্য ।[১৪৯]

'বানত সু-আদ' এর ৫৯টি শ্লোকের অনুবাদ এখানে তিনি করেছেন । তম্মধ্যে কয়েকটি অনুবাদ দেয়া হলো ।

'তিনি এমন কুরাইশ বংশীয় যে তাহার একজন বক্তা, যখন লোকেরা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে মক্কার লোকজন বলিয়াছিল, তোমরা দেশ ছাড়িয়া যাও ।' 'তাহারা চলিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের সময় কেহ দুর্বল, বর্শাহীন, তরবারিবিহীন বা অস্ত্র-শস্ত্রবিহীন হইয়াও চলিয়া যায় নাই' ।

'তাঁহাদের নাসিকা উন্নত ও তাঁহারা সাহসী । যুদ্ধের সময় তাঁহারা দাউদের প্রস্তুত বর্ম সদৃশ বর্ম জামার ন্যায় পরিধান করেন ।' 'যখন তাঁহাদের বর্শাসমূহ শত্রুগণকে প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহারা আনন্দ বিহ্বল হন না, কিংবা যখন তাঁহারা আঘাতপ্রাপ্ত হন, শোক কাতর হন না' ।[১৫০]

এই অনুবাদে মাধুর্য, লালিত্য ও আরবী কবিতার অসাধারণ ছন্দ সঙ্গীতের অভাব রয়েছে। তবু মূল কবির কবিত্ব শক্তি ও ভাব কল্পনার চিত্রাবলীর কিয়দংশ যে এই অনুবাদ আমাদের ধারণায় পৌঁছে দিতে পেরেছে তাতে সন্দেহ নেই । আসলে শহীদুল্লাহ্‌র কাব্যানুবাদ কর্মের কারণ কতকটা এমনি । আর একটা কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর অনুবাদ উৎকৃষ্ট না হলেও তা আমাদের আরবী কবিতার প্রতি কিছুটা কৌতূহলী করে তোলে-তাকে বিশেষ করে জানার আগ্রহ জাগিয়ে দেয় । কিন্তু সমালোচনার ভাষায় শহীদুল্লাহ্‌কে দেখলেও তাঁর মৌলিক কাব্য প্রতিভা যে ছিল তা তাঁর 'রমযানের চাঁদ' নামক কবিতাই বলে দেয়।[১৫১]

যেন আজি প্রসারিত সহস্র নয়ন
পশ্চিম গগণ পানে ? খুঁজিতে কাহারে
সকলি আকুল এত ? কার আগমন
আশায় উল্লাসে আজি মাতায় সবারে ?
অই যে সুচারু আঁকা ভূরুর মতন
আকাশে মেঘের পাশে রাজে শশধর,

---

১৪৯. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনুদিত, *অমর কাব্য,* প্রাগুক্ত, পৃ ৬২-৬৩।

১৫০. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, প্রাগুক্ত, পৃ ১২।

১৫১. শাহাবুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৬।

Dhaka University Institutional Repository

কিমদিরা আছে ওতে, যাহার কারণ
সবে ওর দরশনে প্রফুল্ল অন্তর
পূণ্যরাজ রমযানের এই অগ্রচর
বসন্ত ঋতুর যথা দূত পিকবর।
অথবা এ বিধাতার শরীবিনী বাণী
রোযাব্রত পালিবারে ডাকিছে সবায়,
কিংবা পাঠায়েছে এরে পূর্ব ঈদ বাণী,
যে মতি পাঠায় ঊষা শুক্র তারকায়।[১৫২]

দীওয়ান-ই-হাফিজ

হাফিজ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র একজন সুপ্রিয় কবি। স্কুল জীবন থেকেই তিনি তাঁর একজন অনুরক্ত পাঠক। তিনি বলেন, 'স্কুল জীবনে হাফিজ আমার প্রিয় কবি ছিলেন। তখন কিন্তু ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের হাফিজের গদ্যানুবাদ ছাড়া মূল ফারসী আমার পড়া হয় নি। আমি ঐ গদ্যানুবাদ থেকে হাফিজের একটা গযলের পদ্যানুবাদ করেছিলাম হাফিজের সুরা যে ঈশ্বর প্রেমের সুরা তা গিরিশ বাবুর টীকা থেকে বুঝেছিলাম।' পরে তিনি ফারসী থেকে হাফিজের মূল ছন্দে গযলের অনুবাদ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' অনুবাদ গ্রন্থ বের করেন। এ গ্রন্থে হাফিজের ৬০টি গযলের মূল ছন্দে অনুবাদ তিনি করেছেন। অনুবাদের পাশাপাশি মূল ফারসী গযল দিয়েছেন যাতে ফারসী জানা কিংবা অজানা পাঠকের কোন অসুবিধা না হয়, পাঠক যাতে মূলের পাশাপাশি আনুগত্য লক্ষ্য করতে পারে সেদিকে তিনি যত্নবান হয়েছেন।[১৫৩]

কবি খাজা হাফিজের প্রকৃত নাম মুহম্মদ, উপনাম শামসুদ্দীন, উপাধি হাফিজ। ১৩১৫ খ্রীঃ আনুমানিক তাঁর জন্ম। পিতার নাম কামালুদ্দীন, কেউ বলেন বাহাউদ্দীন। তাঁর পিতা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। শৈশবে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। মৌলানা শিব্‌লী নো'মানী লিখেছেন, হাফিজের পিতৃবিয়োগের পর তাঁর মাতা দারিদ্রতার কারণে একব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করেন। একটু রক্ষা হলে হাফিজ সেই ব্যক্তির মমতাহীন ব্যবহারে তার আশ্রয় ত্যাগ করেন। এর পর তিনি রুটি তৈরী করে জীবিকা অর্জন করতেন। তাঁহার বাসস্থানের নিকটে একটি মক্‌তব ছিল। এর ছাত্রদের দেখাদেখি তিনিও লেখাপড়া শিখতে আগ্রহী হলেন। সেই মক্‌তবে তিনি কুরআন শরীফ কণ্ঠস্থ করেন, এবং মোটামুটি পর্যায় লেখাপড়া শিখেন।[১৫৪]

---

১৫২. কোহিনূর, ভাদ্র, ১৩২৮।

১৫৩. আজহার উদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১০০।

১৫৪. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, *দীওয়ান-ই-হাফিজ,* রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৩৮, পৃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository

কবি হাফিজ যেখানে বসবাস করতেন সেখানে একটি কাব্যরসিক কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিল। তার দোকানে কবিদের আড্ডা বসত। হাফিজও সেখানে যাতায়াত করতেন এবং আস্তে আস্তে কাব্য প্রিয় হয়ে উঠেন এবং কষ্টে সৃষ্টে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু লোকেরা তাঁর কবিতা শুনে প্রশংসাছলে উপহাস করত। হাফিজ তাদের বিদ্রুপ বুঝতে পেরে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হলেন এবং ক্রন্দন করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখেন কে যেন তাঁকে কিছু খেতে খেতে বলছে, সমস্ত বিদ্যার দ্বার তোমার জন্য মুক্ত হলো। প্রাতে ঘুম থেকে উঠে তিনি কবিতা রচনা করেন যা দেশবাসীকে আশ্চর্য করে তোলো।[১৫৫]

হাফিজের সমসাময়িক লেখক মৌলানা গুল আন্দাম তাঁর প্রশংসায় বলেন, 'প্রকৃতিতে সম্মানিত, গুণে ফেরেশ্‌তা। মহত্তম মৌলানা, আল্লাহর করুণা ও ক্ষমাপ্রাপ্ত, শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, সাহিত্যিকগণের রচনার গুরু, আধ্যাত্মিক তত্ত্বের খনি, শামসুদ্দীন মুহম্মদ হাফিজ'।

আব্‌দুর রহমান জামী বলেন, 'অদৃশ্য বিষয়ে অনেক রহস্য এবং তত্ত্ব বিষয়ে অনেক ভাব বাহ্যরূপের আবরণে ও উপমার পরিচ্ছেদে তাঁহা দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কাব্য এরূপ সূফীভাবাপন্ন যে এ বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নেই'।

দৌলত শাহ্‌ বলেন, 'বিদ্বজ্জনের সম্রাট, জ্ঞানীগণের সার হাফিজ তাঁর সময়ের বিস্ময়কর ব্যক্তি'।[১৫৬]

Ralf Waldo Emerson তাঁর সম্বন্ধে বলেন :

> 'Hafiz is the prince of Persian poets and in his extra ordinary gifts adds to some of the attributes of Pander, Anacereon, Horace and Burns the insight of a mystic, that some times affords a deep or glance at nature then belong to either of these bards.'

হাফিজ ফারসী কবিদের রাজা। তাঁর অসাধারণ কাব্য প্রতিভায় পিন্দার, আনাক্রিওন, হোবেস ও বরন্‌সের কতকগুলো গুণের সাথে একজন মরমিয়ার অন্তর্দৃষ্টি যুক্ত ছিল। এ সময় প্রকৃতির এমন গুরুতর ইঙ্গিত দান করে, যা এ সব কবির কারও আয়ত্ব হয় নি।[১৫৭]

Gharless Stewart তাঁর সম্বন্ধে বলেন :

> 'Hafiz was eminent for his piety, passed much of his time in solitude, devoting himself to the service of God and to reflection on his divine

---

১৫৫. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, *দীওয়ান-ই-হাফিজ,* প্রাগুক্ত, পৃ ৭।

১৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৯।

১৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

nature. By his countrymen he is classed among the inspired and holy men, and his works held as inferior only to the Quran are frequently consulted by diviners.'

মনীষী গেটে তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 'Seidas wort die Braut genannt Brauetigam der giest, Die Hochzeit hat gekannt, wer Hafizen priest'.[১৫৮]

গযলের আভিধানিক অর্থ প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে প্রেমব্যঞ্জক বাক্যালাপ ও কার্যকলাপ। কিন্তু পারস্য সাহিত্যে এক বিশেষ প্রকারের ভাব ও মিলযুক্ত কবিতার নাম গযল। অপরদিকে গযল কবিতায় পরমাত্মা নারী, জীবাত্মা পুরুষ। বৈষ্ণবের কল্পনায় অসংখ্য গোপাকৃষ্ণের মিলনের জন্য সদা উম্মাদিনী। কৃষ্ণ কাউকে বুকে স্থান দিচ্ছে, কাউকে নিকট হতে দূরে অবস্থান করিতেছেন, আবার কাউকেও হাসাচ্ছেন, কাঁদাচ্ছেন। আবার কখনও তিনি প্রিয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে তার কঞ্জদ্বারে করাঘাত করছেন। প্রিয়া বা প্রেমাস্পদ প্রেমিকের হৃদয়কে দলিত মথিত করিতেছে, তবুও প্রেমিক তাঁরই পিছু পিছু নিত্য ছুটছে এটাই গযল। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হাফিজের ৬০টি গযলের অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের পাশাপাশি মূল ফারসী অংশও দিয়েছেন।[১৫৯]

মূল ফারসী গযল

মত্ রিব-ই-খোশ্ নওআ বো-গূ তায়া ঃ ব-তাযাঃ নও ব-নও।
বাদাঃ ই-দিলকুশা বো-জু-তাযাঃ ব-তাযাঃ নও ব-নও ।।
ব-সনমে চুলু'বতে খোশ্ বি-নিশী ব-খিল্ওতে।
বোসাঃ সিতাঁ ব-কাম্ আযু তাযাঃ ব-তাযাঃ নও ব-নও ।।
সাকী-ই-সীমদার্-ই-মস মস্ত নয়ম্ বি-য়ারমশ্।
যুদ্কে ঃ পুর কুন্ম সবু তাযাঃ ব-তাযাঃ নও ব-নও ।।
বরং যে হয়াত কয়্খোরী গর নঃ মুদাম ময়্থোরী।
বাদাঃ বো-খোর ব-য়াদ-ই-উ-তাযাঃ ব-তাযাঃ নও ব-নও।
শাহিদ-ই-দিল-রুবা-ই-মন্মী কুন্দ আয বরা এমন।
নফ্শ নিগার ও রঈ ওবু তাযাঃ ব-তাযাঃ নও ব-নও ।।
বাদ-ই-সবা চুবু-গয্রী বরং সর-ই-কু-ই-আঁ পরী।
ফি সসাঃ ই-হাফিযশ্ বো-গূ-তাযাঃ ব-তাযাঃ নও ব-নও ।।

---

১৫৮. আজহার উদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১০১।

১৫৯. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *দীওয়ান-ই-হাফিজ*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ

গাও হে গায়ক, মধু সুতান তাজা তাজা নিতুই নূতন,
লাও পেয়ালা, খুলুক পরান তাজা তাজা নিতুই নূতন।
পুতুল-পারা প্রিয়া সাথে বসে সুখে নিরালাতে,
প্রাণ ভরেনে তার চুমু দান তাজা তাজা নিতুই নূতন।
রূপার বরণ সাকী আমার ঢাল শরাব, নেশা নাই আর,
ভরব পাত্র কানা প্রমাণ তাজা তাজা নিতুই নূতন।
মূর্মরে তোর বেঁচে কি কাম, শরাবা যদি করলি হারাম,
তাঁর খোয়ালে শীরাযী টান্ তাজা তাজা নিতুই নূতন।
মন চোরা মোর প্রিয়া যে ভাই, আমার তরে করে সদাই,
বেশ ভূষা রঙ সাজ কতখান, তাজা তাজা নিতুই নূতন।
বও যদি ধীর প্রভাত সমীর গলি দিয়ে সেই পরীটির,
শুনিয়ো তারে হাফিযীগান তাজাতাজা নিতুই নূতন।[১৬০]

সূফী মতে দীক্ষিত হলেও কবি হাফিজ সংসার ত্যাগ করেন নি। তাঁর স্ত্রী পুত্র সবই ছিল। তাদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। স্ত্রীর বিরহে এবং স্ত্রী ও পুত্রের মৃত্যুতে তিনি যে গযলগুলি রচনা করেন, সেগুলো বড়ই করুণ। হাফিজ তাঁর পত্নীর বিরহে লিখেছেন :

চল্লুম আমি জান তুমি, জানে দুঃখী পরাণ মোর,
নিয়ে যাবে মন্দভাগ্য কোথায় আহার ও পান মোর।
পাপ্নি হতে ছড়িয়ে মোতি, রাজে যেমন কেশের পর,
ভরব চরণ জুড়াবে যে নামে তোমার দুকান মোর।
দোয়ায় উঠাই হাত দুখানি, তুমিও সই উঠাও হাত,
বিশ্বাস হক তোমার সাথী, খোদা মেহেরবান মোর।
কাতর আমি, খবর দেয় সে গুপ্ত ব্যথার নিশান তিন,
শুখনা মুখান, পিয়াসী ঠোঁট অশ্রু ঝরা নয়ান মোর।
সেই বধুয়া যার তবে ঘর আমার পরীর আবাস ছিল,
পা থেকে তার শির অবধি পরীর মতন দোষবিহীন ছিল।[১৬১]

কবি হাফিজ ভিন্ন চরিত্রের মানুষ ছিলেন। কবি চরিত্রের লোক হলেও ভাবুক মনের অধিকারী ছিলেন না। কবিরা সাধারণতঃ উদাসীন মনের হন, পরিবার পরিজন, সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে সাধারণতঃ বে-খেয়ালী হন, কিন্তু হাফিজ সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি

---

১৬০. আজহারউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১০১-১০২।

১৬১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *দীওয়ান-ই-হাফিজ,* প্রাগুক্ত, পৃ ১৬-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানদেরকে অনেক ভালোবাসতেন। পুত্রের মৃত্যুতে তিনি অনেক দুঃখ পেয়েছিলেন। পুত্রের মৃত্যুতে তিনি কবিতা রচনা করেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর অনুবাদ করেন।

বুলবুলি এক কলজের খুনে ফুল এক হাসিল করলে,
ঈর্ষার বাতাস শতেকরূপে আকুল তার দিল্ করলে।
এক যে তোতা ছিল চিনির ধ্যানে খুশী নিত্য,
নাশের বানতার আশার নক্শা হঠাৎ বাতিল করলে।
চোখের পুতুল দিলের মেওয়া আসে স্মরণ মোর সে,
সেতো গেল আসান ভাবেই মোরে মুশ্কিল করলে।
আহারে চাঁদ তার উপরে কি কু-নজর ফেললে,
ধনুক ভুরু চাঁদ সে আমার গোরে মঞ্জিল করলে।[১৬২]

হাফিজ সম্ভবত ৭৪৮ হিঃ সনের পূর্বে ততটা প্রসিদ্ধ লাভ করেন নাই। কারণ পর্যটক ইবনে বতুতান ৭২৭ হিঃ সনে দু'বার শীরাযে আগমন করলেও তিনি তাঁর প্রতিবেদনে কবি হাফিজের নাম উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। হাফিজের সর্বপ্রথম পৃষ্ঠপোষক শীরাযের শাসনকর্তা শায়খ আবু ইসহাক ছিলেন। হাফিজ তাঁর উদ্দেশ্যে কয়েকটি গযল বলেন :

স্মরণ করি যখন তোমার গলিতে মোর ছিল আগার,
তোমার দোরের ধুলায় ছিল চোখের জ্যোতি নিতি আমার।
ফিরোজা রং রাজমুদ্রাটি বু-ইসহাকের সেকালে বেশ,
দু'দিন পরে রইল না হায়, সম্পদের তার একটুকু লেশ।[১৬৩]

রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম

১৯৪২ সালে 'রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম' বের হয়। এ গ্রন্থে তিনি মূল ছন্দের ১৫১টি রুবাইয়ের অনুবাদ করেন। এ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে উমর খয়্যামের একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলো মূলভাষার অনুবাদ নয়। সবাই ইংরেজী অনুবাদ, বিশেষ করে উমর খয়্যামের ক্ষেত্রে ফিটজারেল্ডের অনুবাদ থেকেই বাংলায় অনুবাদ করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম ও শহীদুল্লাহ্ সাহেব মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ করেছেন।[১৬৪]

উমর খয়্যাম ছিলেন একাধারে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ ও কবি। আজ শুধু কবি বলিয়াই তাঁর জগৎজোড়া খ্যাতি। তিনি আরবী ও ফারসী উভয় ভাষাতেই কবিতা লিখেছেন। তাঁর ফারসী রুবা-ইয়াত তাঁকে অমর করে রেখেছে। উমর খয়্যামের পূর্ণনাম

---

১৬২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮।

১৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২০।

১৬৪. আজহার উদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

গিয়াসুদ্দীন আবুল ফৎহ উমর ইবন ইব্রাহীম আল খয়্যাম । তাঁর জন্ম নীশাপুরে । তাঁর পিতৃপিতামহগণ ও নীশাপুর জাত ছিলেন । তিনি দর্শনবিদ্যার বিবিধ বিষয়ে আবূ আলীর কাছাকাছি ছিলেন । এক সময় তিনি ইস্কাহানে একখানা পুস্তক সাতবার পড়ে মুখস্থ করে ফেলেন। পরে নীশাপুরে ফিরে এসে তাঁর মুখ হতে শুনে পুস্তকখানি লিপিবদ্ধ করা হয় ।[১৬৫]

কুরআনের ব্যাখ্যায় উমর খয়্যামের গভীর জ্ঞান সম্বন্ধে শহরযুরী এবং ইত্মামু ততিস্মাঃ পুস্তকের সংক্ষিপ্তসারে গযন্কার একটি বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন । কাযী আঃ রশীদ ইব্ন নসর সার্ভের স্নানাগারে উমর খয়্যামের সাক্ষাৎ লাভ করেন । তিনি খয়্যামকে কুরআন শরীফের শেষে দুই সূরার (ফালাক ও নাস) ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেন । তিনি সুন্দররূপে দীর্ঘ ব্যাখ্যা প্রদান করেন । বর্ণনাকারী কাযী আঃ রশীদ বলেন, তার ব্যাখ্যা সংগ্রহ করলে একটা বৃহৎ পুস্তক হতো ।[১৬৬]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রুবাইয়াত-ই-উমর-খয়্যাম এর বর্ণনা দিতে গিয়ে পুস্তকটির মুখবন্ধে বলেন, 'রুবাঈ চতুষ্পদী কবিতা ইহার প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে একই মিল থাকে । কখনও চারি চরণে একই মিল দেখা যায় । ইতালীয় কাব্যের সনেটের মত রুবাঈ ফারসী কাব্যের এক বৈশিষ্ট্য । গযল বসরাই গোলা আর রুবাঈ গোলাপের নির্যাস । এক ফোটা, কিন্তু গন্ধে ভরপুর কবি অবসর সময়ে রুবাঈ রচনা করেছেন । কিন্তু বিষয় অনুসারে কিংবা অক্ষরানুক্রমে কবিতা সাজান নাই' ।[১৬৭]

'জার্মান পারসীবিদ্ Friedrisch Rosen ৭২১ হিঃ এ লিখিত একখানি হস্তলিপির সাহায্যে 'উমর খয়্যামের রুবাইয়্যাতের একটি সংস্করণ মূল্যবান ফারসী ভূমিকা ও ইংরেজী অনুবাদসহ প্রকাশিত হয়েছে । অনেকে তাঁর হস্তলিপির তারিখ প্রকৃত বলে স্বীকার না করলেও এটা যে খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে লিখিত তাতে কারও সন্দেহ নেই । এর রুবাইয়াত সংখ্যা ৩২৯ । সম্পাদক এ সংস্করণের সাথে আরও দুইখানি খয়্যামের রুবাইয়াত সংগ্রহ অনুবাদসহ সন্নিবিষ্ট করেছেন । একটি মুহাম্মদ বিন্ বদর-ই- জাজর্মী কর্তৃক সংগৃহীত । এতে ১৩টি রুবাইয়াত আছে । দ্বিতীয়টি সুল্তান মুহম্মদ নূর কর্তৃক সংগৃহীত এতে ৬৩টি রুবাইয়াত রয়েছে । ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মূল গ্রন্থের ১২৬টি রুবাইয়াত গ্রহণ করেছেন ।[১৬৮]

---

১৬৫. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *রুবাইয়াত-ই-উমর-খয়্যাম,* প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, পৃ ২।

১৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৯২; Muhammad Shafi, IslamIc Culture, 1932, p 622.

১৬৭. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম* , প্রাগুক্ত, পৃ ১।

১৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

উমর-খয়্যামের নামে প্রচলিত অনেক পুস্তকে রুবাইয়াত-ঈ-উমর খয়্যাম দেখা যায়, যা প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচিত নয় । কবির শত্রুপক্ষ তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার লক্ষ্যে তাঁর নামে তা চালিয়ে দিয়েছে । যেমন :

'আমি মদ খাই আর যারা আমার মত উপযুক্ত তারাও,
এই আমার মদ খাওয়াটা খোদার কাছে তুচ্ছ ব্যাপার ।
আমার মদ খাওয়াটা সেই সত্য খোদা অনাদিকাল থেকেই জানেন,
আমি যদি মদ না খাই, খোদার জ্ঞান যে অজ্ঞান তা হয়ে যায়' ।

'যার কাছে পাপ তুচ্ছ ব্যাপার,
তাকে এই সূক্ষ্ম কথাটা বলো, যদি সে এর উপযুক্ত হয় ।
অনাদি জ্ঞানকে পাপের কারণ করা,
জ্ঞানীর কাছে চূড়ান্ত অজ্ঞানতা' ।

এ দু'টি রুবাইয়াত উপর খয়্যামের নামে প্রচলিত অনেক পুস্তকে দেখা যায় । তন্মধ্যে প্রথমটি পূর্বোক্ত ১৪৬০ খ্রীঃ লিখিত বোড্‌লিয়ান পাঠাগারের পুঁথিতেও দেখা যায় । অথচ তারিখ-ই-গুযীদায় প্রথমটির কবি সিরাজুদ্দীন কুমরী এবং দ্বিতীয়টির কবি ইখ্যুদ্দীন ফরজী বলে উল্লেখ রয়েছে । অভ্যন্তরীণ প্রমাণেও বোঝা যায় যে, এ দু'টি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন কবিতা একই কবির রচনা হতে পারে না ।[১৬৯] আবার উমর খয়্যামের স্বরচিত ককত রুবাই আছে যা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে । যেমন :

'মাটির পরে প্রতিটি অনু যা আছে,
কোন সূর্যমুখী, কোন শুকতারা-কপালী সুন্দরী ছিল ।
সুন্দরীর গণ্ড থেকে ধুলি আস্তে আস্তে মোছ,
কেননা এও কোন সুন্দরীর গণ্ডস্থল ছিল' ।

এটি উমর খয়্যামের স্বরচিত রুবাই, যা তারিখে গুযীদায় এবং ফিরসৌসুত্ তাওয়ারিখে উদ্ধৃত রয়েছে । কিন্তু এ পর্যন্ত উমর খয়্যামের জানাশোনা কোন পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই ।[১৭০]

কবি উমর খয়্যাম জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পর্যালোচনা করেছেন । বিশেষ করে জ্যোতিষি শাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন । অবসর সময়ে তিনি কবিতাও রচনা করতেন । নিম্নলিখিত রুবাঈটি তাঁর ত্রিশ বৎসর বয়সের রচনা । এ সময় তিনি অবিবাহিত কিংবা বিপত্নীক ছিলেন । ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলায় তার রুবাঈ-এর অনুবাদ করেন ।

---

১৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৯।

১৭০. প্রাগুক্ত, পৃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

'আমার কুখ্যাতি আকাশকে ছাড়াইয়া গিয়াছে,
আমার প্রিয় জীবন ত্রিশ অতিক্রম করিয়াছে।
মোটের উপর আমার আনন্দ নাই, যদিও হাতে পাই,
শতপূর্ণ পান পাত্র, কেননা কোনও বধু নাই।
বৈরাগ্য ও অনুতাপের বস্ত্রাঞ্চল আমি গুটিয়ে নেব,
সাদা চুলে সুরার চেষ্টা করব,
আমার আয়ুর পরিমান সত্তর বৎসর পৌঁছেছে,
এই মুহূর্তে যদি আনন্দ না করি, আর কবে করব' ?[১৭১]

দার্শনিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় মতবাদের জন্য খয়্যাম গোঁড়াদের নিকট নিন্দিত ছিলেন। সূফী নজমুদ্দীন রাযী তাঁর মির্সাদুল ইবাদ্ পুস্তকে খয়্যাম সম্বন্ধে লিখেছেন, ঐ সকল হতভাগ্য দার্শনিক, নাস্তিক ও জড়বাদী যারা পূর্বোক্ত দুই সম্পদ হতে বঞ্চিত ও বিভ্রান্ত। তাঁর সমসাময়িক কেহ তাঁর সম্বন্ধে অন্য কোন অপবাদ দিতে সাহস করে নাই। কোনও লেখকই তাঁর নৈতিক চরিত্র বিশেষতঃ ইন্দ্রিয় দোষ সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিতও করে নাই। কিন্তু তাঁর কবিতা হতে কেউ মনে করতে পারেন যে তিনি সুরাপায়ী ছিলেন।

'আমার মদ খাওয়া স্ফুর্তির জন্য নয়,
না আমাদের জন্য আর না ধর্ম ও নীতি পরিত্যাগের জন্য,
আমি চাই যে মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইত,
আমার মদ খাওয়া ও মাতাল হওয়া এই কারণেই'।

তিনি ঔষধ হিসেবে পরিমিত মাত্রায় ইহা ব্যবহার করতেন। ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী ইহা নিন্দিত হলেও ইহা তার চরিত্র ভ্রংশের প্রমাণরূপে গণ্য করা সঙ্গত হবে না। তৎকালীন সমাজ তাঁর এ অভ্যাসের জন্য দায়ী ছিল।[১৭২]

স্বর্গ-নরক সম্বন্ধে খয়্যামের কোন মতবাদ তাঁর কোন গ্রন্থে উল্লেখ নেই। সম্ভবতঃ তিনি তৎকালীন মুসলিম দার্শনিকগণের ন্যায় স্বর্গ-নরকের বর্ণনা রূপকভাবে গ্রহণ করিতেন। এ প্রসঙ্গে কবির রুবাইয়াত এর অনুবাদ করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্:

'বলছে আছে স্বর্গপুরী সুন্দরী হুর সেথা বয়,
সেথা শরার, দুধ ও মধুর নির্ঝরিনী সদা বয়।
আমরা যদি খাই মদিরা, প্রিয়ার পায়ে দেই পূঁজা,
পরলোকেই এসব যখন, হেথায় কোন ভাল নয়'।[১৭৩]

---

১৭১. প্রাগুক্ত, পৃ ১২।

১৭২. H. M. Batson and E. D. Ress, *The Rubaiyat of Omar Khayyam,* p 52.

১৭৩. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

যৌবনকালে যা হোক না কেন, শেষ জীবনে যে খয়্যাম ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় ও ঈশ্বর উপাসনায় পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করতেন তা তাঁর জীবন বৃত্তান্তেই পাওয়া যায় । তাঁর শেষ কবিতা ও অন্তিম প্রার্থনা এর জ্বলন্ত প্রমাণ । তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন । খয়্যামের কোন পুস্তকে ঈশ্বর প্রেমের উল্লেখ না থাকলেও সূফী কবিতার ন্যায় তাঁর অনেক কবিতায় ঈশ্বর প্রেমের গভীর পরিচয় পাওয়া যায় । যেমন :

'যদি তুমি চাও তাঁহাকে, ছাড় পুত্র দ্বারা স্বজন,
সম্বল কর, পুরুষকার, আত্মীয়তা কর ছেদন ।
যত কিছু সংসারেতে বাঁধন তোমার চলার পথে,
বাঁধন নিয়ে চলবে কিসে, ছিন্ন কর সকল বাঁধন ।
ফেল দরবেশ, শরীর হতে তোমারি ঐ রঙিন বসন,
রঙিন বসন তরে দেহের কারো নাকো বিনাশ সাধন ।
নেও ফকিরির ছেড়া কাঁথা তুলে তোমার কাঁধের পরে,
কাঁথার নিচে পাবেই তুমি বাদশাহেরি রাজত্ব ধন ।
বিশ্বের যত তত্ত্ব আছে গুপ্ত আমার এ দপ্তরে,
প্রকাশ করে বলতে গেলে শির রবে না ঘাড়ের পরে ।
নাইকো যখন পণ্ডিত মাঝে উপযুক্ত একটি জনও,
উচিত নয়কো বলে ফেলা যত আছে মোর অন্তরে' ।

সূফী সম্প্রদায় সম্বন্ধে খয়্যামের উক্তি হতে মনে হয়, তিনি শেষ সময়ে ইমাম গাযালীর ন্যায় এই সম্প্রদায়ভুক্ত না হলেও এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন । তাঁর অনেক কবিতায় সূফী মতবাদ পরিলক্ষিত হয় ।[১৭৪]

'থাকতো যদি মোর অধিকার, আসতাম নাকে কভু হেথায়,
যাওয়া যদি থাকত হাতে, না জানি যে যেতাম কোথায় ।
হতো না কি বরং ভাল নাইরে যদি আসতাম কভু,
নাইরে যেতাম, নাই বাঁচিতাম কিংবা আমি এই দুনিয়ায়' ।

'অকারণে এই দুঃখ তাজ, সুখে কর জীবন ধারণ,
চারিদিকের অন্যায় মাঝে কর তুমি ন্যায় আচরণ ।
অন্তিমেতে জগৎ যবে শূন্য মাঝে হবে বিলায়,
মনে কর শূন্য তুমি, স্বাধীন হবে তোমার জীবন' ।

'খাচ্ছ তুমি শুধুই ধোঁয়া দুনিয়ার এই রসুন ঘরে,
কতদিন আর ভুগবে দুখে অস্তি-নাস্তি চিন্তা করে ?
সংসার জেনো ধার্মিক তরে ক্ষতির জিনিস লভ্যবিহীন,
লভ্য পেতে পারবে তুমি ক্ষতির জিনিস ছাড়লে পরে' ।

---

১৭৪. H. M. Batson and E. D. Ress, ibed, p 70.

Dhaka University Institutional Repository

'আকাশ চক্র তৎপর সদা তোমার আমার ধ্বংস তরে,
তোমার আমার প্রাণ হরিতে সদাই আছে লক্ষ্য করে।
বস পাশে ঘাসের উপর, শোন ওগো দেবী আমার,
ক'দিন পরেই জন্মাবে ঘাস তোমার আমার মাটির পরে'।[১৭৫]

উপরোল্লিখিত কবিতাগুলো দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, কবি উমর খয়্যাম অবশ্যই পরকালে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি যে একনিষ্টভাবে প্রভু প্রেমে মগ্ন ছিলেন তা তার এ সকল রুবাইয়াত থেকে প্রমাণ মেলে।

শিক্ওয়াহ্' ও 'জওয়াব-ই-শিক্ওয়াহ্

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কবি ইকবালের অনুরাগী ছিলেন। যে তিনজন কবি তাঁর অতি প্রশংসা লাভ করেছেন সেই হাফিজ, ইকবাল, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ইকবাল দ্বিতীয়জন। কবি ইকবালের উপর তিনি পূর্ণাঙ্গ একটি বইও লিখেছেন। ইকবালের জীবন ও কাব্যের পরিচয়বাহী এ বইটি উন্নত সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ নয়। তবু ইকবালের সমস্ত কাব্যগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আকারে পরিচয় যেমন দিয়েছেন তেমনি মূল কাব্যের টুকরো টুকরো উদ্বৃতি দিয়ে তার পাশে তার অনুবাদ দিয়েছেন যাতে করে বাংলা ভাষী পাঠক ইকবালকে চেনার সুযোগ পায়।[১৭৬]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ইকবালের 'শিক্ওয়াহ্' ও 'জওয়াব-ই-শিক্ওয়াহ্'র অনুবাদ সাড়ে পাঁচ দিনে সমাপ্ত করেছেন। এই অনুবাদও মূলের অবিকল কাঠামো রক্ষাকারে অনূদিত হয়েছে এবং অনুবাদের পাশাপাশি বাংলা অক্ষরে মূল উর্দূর অনুলিখন দেয়া হয়েছে যাতে পাঠকরা অনুবাদ মূলানুগ হয়েছে কিনা স্বচ্ছন্দে বিচার করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি মনে করি, প্রথমতঃ অনুবাদ যতদূর সম্ভব মূলের ছবি হবে। দ্বিতীয়তঃ পদ্যানুবাদে মূলের কাঠামো বজায় রাখতে হবে। যথা সনেটের অনুবাদে চতুর্দশপদী, গজলের অনুবাদে চরণ সংখ্যা ও যতদূর সম্ভব অন্ত্যমিল এবং যমক (রদীফ), এরূপে রুবাইয়াতের অনুবাদে চরণ সংখ্যা ৪, অন্ত্যমিল ও যতদূর সম্ভব যমক রক্ষা করতে হবে। শিক্ওয়াহ্ ও জওয়াব-ই-শিক্ওয়াহ্ মুসদ্দস অর্থাৎ ছয় চরণ বিশিষ্ট। এর প্রথম চারি চরণে এক মিল এবং শেষ দুই চরণে অন্য এক মিল।[১৭৭]

সাধারণ উর্দূ কবিতার ন্যায় এটা আরবী ছন্দে রচিত। এতে ছন্দ হ্রস্ব, দীর্ঘ অক্ষর ও পদ-সংখ্যার উপর নির্ভর করে। তাঁর অনুবাদের একটি স্তবক বাণী দেয়া হল :

---

১৭৫. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম*, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮।

১৭৬. শাহাবুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৪।

১৭৭. আজহার উদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

'হায়্বজা শেওআত্র তস্লীম মেঁ মশহুর হায়্ হম,
কিস্সা এ দর্দ সুনাতে হাঁয়, কে মজবুর হাঁয়, হম,
সাযে খামোশ হাঁয়, ফরিয়াদ সে খা 'মুর হাঁয়, হম,
না লাহ্ আতা হায়, আগার লবতো, তো মা ঘুর হাঁয় হম।
আয় খুদা, শিকওয়া আরবাবে ওফা ভী সুন্লে,
খুগরে হমদ সে খোড়া সা গিলাভী সুনলে।

অনুবাদ

তোমার সেবক বলে খ্যাতি লাভ করেছি আমরা ভবে;
দুখের কথা শুনিয়ে দিতে বাধ্য হলো আজকে সবে।
চুপ যদিও বীণার মত কাঁদছে পরাণ করুণ রবে,
বিলাপ যদি বেরোয় ঠোঁটে, নাচার বলে ক্ষমা তবে।
নালিশ আজি করছি খোদা, তোমার ভক্ত বন্দা শোন,
স্তব স্তুতি স্বভাব যাদের, একটু তাদের নিন্দা শোন।[১৭৮]

ইকবালের এই কাব্যগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ একাধিক রয়েছে। শহীদুল্লাহ্র পূর্বে মুহম্মদ সুলতান ও আশরাফ আলী খান ইকবালের শিক্ওয়াহ্র অনুবাদ করেছেন। তারপর আর যাঁরা অনুবাদ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন তিনি 'শিক্ওয়াহ্' ও 'জওয়াব-ই-শিক্ওয়াহ্'র সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন এবং আংশিক অনুবাদ করেন কবি ফররুখ আহমদ, কাজী আকরম হোসেন, আমীন উদ্দীন আহমদ, মীজানুর রহমান, তমিজর রহমান ইত্যাদি।[১৭৯]

'শিক্ওয়াহ্' ও 'জওয়াব-ই-শিক্ওয়াহ্'র অনুবাদগুলোর মধ্যে আশরাফ আলী খান ও গোলাম মোস্তফা অনুবাদ স্বচ্ছন্দ হয়েছে কিন্তু মূল ছন্দ তাঁরা সর্বত্র কঠোরভাবে মেনে চলেন নি। পক্ষান্তরে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কবিত্বের রাশ আলগা করেন নি, কবিতা হোক বা না হোক মূলভাব ও ছন্দ যেন ঠিক থাকে। অনুবাদ করতে গেলে শুধু কবিত্ব নয় পান্ডিত্যেরও প্রয়োজন, কেননা ঐ ভাষার সঙ্গে গভীর ও অন্তরঙ্গ পরিচয় না থাকলে সেই ভাষার অবিকল মূর্তিটি অনুবাদে ধরা পড়ে না। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের যে পরিমাণে পান্ডিত্য ছিল সে পরিমাণে কবিত্ব ছিল না। সেজন্য তাঁর অনুবাদ যে পরিমানে Faithful হয়েছে সে পরিমানে Beautiful হয়নি। তবে প্রতিটি অনুবাদ গ্রন্থের সঙ্গে কবিদের পরিচয়, ছন্দ ও ব্যাকরণ আলোচনা যে ভাবে দিয়েছেন সে রকম ভূমিকা রচনা আর কেউ করেন নি।[১৮০]

---

১৭৮. শাহাবুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৪।

১৭৯. আজহার উদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৩।

১৮০. প্রাগুক্ত, পৃ ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ করে হাফিজ, উমর খয়্যাম, বিদ্যাপতির বিস্তৃত জীবনী ও কবি পরিচয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিনি যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন সেটি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । 'শিক্ওয়াহ্' অনুবাদের শেষে কবি পরিচিতি দিয়েছেন এবং কবি সম্পর্কে পৃথকভাবে এক মনোজ্ঞ আলোচনা গ্রন্থও লিখেছেন । বাংলা ভাষায় ইকবালের ওপর আলোচনা অত্যন্ত অল্প । কাজী আবদুল ওদুদ ছাড়া ড. অমিয় চক্রবর্তী একাধারে বাংলায় ইকবাল সম্পর্কে বিচ্ছিন্নভাবে প্রথম উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছিলেন । ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন, 'আমি এই পুস্তকে তাঁর সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে হলেও পূর্ণরূপে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি ।' তাই তাঁর ৯০ পৃষ্ঠার চটি বই ইকবাল সাহিত্যে প্রবেশ করার এক নির্ভরযোগ্য চাবিকাঠি ।[১৮১]

১৯১১ সালের এপ্রিলে আঞ্জুমান-ই-হিমায়ত-ই-ইসলামের বার্ষিক সভায় তিনি তাঁর বিখ্যাত খণ্ডকাব্য 'শিক্ওয়াহ্' পাঠ করেন শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তা শ্রবণ করেন । যখন কবি এই কাব্যের শেষে পৌঁছে অশ্রু ছলছল চক্ষে ভাবগদগদ কণ্ঠে কবিতা পড়তে ছিলেন, তখন শ্রোতাদের বেদনাব্যঞ্জক আহা উহা এবং ফোঁপানির শব্দ ছাড়া বিরাট সভায় যেন এক মহাশূন্য তা বিরাজ করছিল । বাস্তবিক কবির এ শিক্ওয়াহ্ যেমন জনপ্রিয় হয়েছিল, তাঁর আর কোনও কবিতা সর্বসাধারণের নিকট সেরূপ সমাদর লাভ করেন নি ।[১৮২]

১৯১৪ সালে আঞ্জুমান-ই-হিমায়ত-ই-ইসলামের বার্ষিক সভায় ইকবাল তাঁর রচিত ফারসী কাব্য 'আসরারে খুদী' (ব্যক্তিত্বের রহস্য) পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করেন । এর প্রায় দুই বৎসর পরে সমগ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত হয় । এর দুই বছর পরে ১৯১৮ সালে তাঁর 'রুমুযে বেখুদী' (ব্যক্তিত্বহীনতার সমস্যাবলী) প্রচারিত হয় । পৃথিবীর তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুসলমানের শোচনীয় অবসাদগ্রস্ত অবস্থার বিষয় চিন্তা করে ইকবাল আর স্থির থাকলেন না । তিনি ১৯১১ সালে অধ্যাপকের পদত্যাগ করেন এবং অবসরমত ব্যারিস্টারি করতে ছিলেন । কেউ তাঁকে চাকুরী ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'আমার স্বজাতিকে দিবার জন্য আমার বিশেষ বাণী রয়েছে । সরকারী চাকুরীতে থাকলে, আমি তা দিতে সক্ষম হই না । এজন্য আমি চাকুরী ছাড়িয়েছি । আশা করি আমি এক্ষণে আমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে সক্ষম হবো' ।[১৮৩]

---

১৮১. শাহাবুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৪।

১৮২. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনূদিত, *শিক্ওয়াহ্ ও জওয়াব-ই-শিক্ওয়াহ্*, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৫৪, পৃ ৮০।

১৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৮৪-৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর বাণীতে মহানবীর (সাঃ) প্রতি আহবান এসেছে 'হে নবী তুমি বিশ্ববাসীকে বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার (নবীর) অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদিগকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।[১৮৪]

পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ প্রেম ব্যতীত সম্ভবপর নয়। এজন্য আল্লাহ প্রেমের ন্যায় নবী প্রেমও প্রত্যেকের কর্তব্য। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'তোমাদের কেহ ধর্ম বিশ্বাসী (মুমিন) হবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার পিতা, তার সন্তান এবং সমস্ত লোক হতে তার প্রিয় হব।' মুসলিম দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল ও বিশ্বের ও মুসলিম সমাজের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য তাঁর কবিতায় নবী প্রেম প্রচার করেছেন। তিনি বলেন :

'আশিকী আমুয় মহ্বুবে তলব,
চশ্মে নূহে ও কল্বে আয়্যুবে তলাব।
কীমিয়া পয়দা কুন্ আয্ মুশ্তে গিলে,
বুসহ্ ঘন্ রব্ আস্তানে কামিলে।
শমএ খোদ্রা হমবু রুমী রব ফরোয,
রুম্রা দর্ আতিশে তবরীয সোয্'।

অনুবাদ

প্রেম শেখ্ আর পরান পণে প্রেম-পাত্র এক কর সন্ধান
সন্ধান কর নূহের চক্ষু, আয়ুর নবীর হৃদয়খান।
একটি মুঠা ধুলিরে তুই দে বানায়ে পরশ পাথরে,
পূর্ণ নরের দুয়ারখানি ভক্তি ভরে চুম্বন কর।
আমিত্বের ঐ প্রদীপটিকে রুমীর মত দে জ্বালায়ে,
তব্রীযেরী আগুন দিয়ে রুমেরে তুই দে পোড়ায়ে।[১৮৫]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র 'শিক্ওয়াহ্' ও 'জওয়াব-ই-শিক্ওয়াহ্' অনুবাদ অন্য কারোও 'শিক্ওয়াহ্' ও 'জওয়াব-ই-শিক্ওয়াহ্' থেকে মোটেই দুর্বল নয়, অস্বচ্ছ নয় এবং অস্বতঃস্ফূর্তও নয়। তাঁর সমস্ত কাবগ্রন্থ বলে দেয় তাঁর আর যে দুর্বলতাই থাকুক না কেন তিনি যে একজন ভাষাবিদ পন্ডিত তাতে কারো কোন দ্বিমত নেই। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

---

১৮৪. কুরআন, ইমরান : ৩১।

১৮৫. আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, 'ইকবাল ও নবীপ্রেম', *শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, ১ম খন্ড, পৃ ১৭৬-৭৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ইকবালের 'শিক্ওয়াহ্' ও 'জওয়াব-ই-শিক্ওয়াহ'র উঁচুমানের অনুবাদ করেছেন। যেমন :[১৮৬]

'কীঁউ যিয়াঁ কার বনুঁ সূদ্ ফরামোশ রুহু,
ফিক্রে ফর্দা না করঁ মহ্ ওত্রগমে দোশ রুহু,
ন্যলে বুলবুল্ কে সুনুঁ আত্তর হমহ্তন্ গোশ রুহু,
হমনওআ, মঁয়ভী কোঈ গুল্ হুঁ কে খামোশ রুহু ?
জুরআৎ আমুয মেরী তারে সুখন্ হায় মুরুকো,
শিক্ওয়াহ্ আল্লাহ্ সে খাকম্ ব-দিহন্ হায় মুরুকো'।

অনুবাদ
কেন ক্ষতি সইব বসে, করব নাকো লভ্যে যতন ?
ভবিষ্যৎ আর ভাবব না কো, অতীত শোকে রইব মগন ?
শুনব শুধু বুলবুলি তান সর্ব দেহে হয়ে শ্রবণ !
বন্ধু ওগো, ফুল কি আমি ? চুপটি রব কিসের কারণ ?
মুখ থেকে মোর ফুটছে ভাষা বক্ষ ফেঁটে মরম দুখে,
নালিশ আমার খোদার নামে, ছাই পড়ুকগে আমার মুখে।[১৮৭]

'তোমার সেবক বলে খ্যাতি লাভ করেছি আমরা ভবে,
দুখের কথা শুনিয়ে দিতে বাধ্য হলাম আজকে সবে।
চুপ যদিও বীণার মত কাঁদছে পরান করুণ রবে,
বিলাপ যদি বেরোয় ঠোঁটে, নাচার বলে ক্ষমা তবে।
নালিশ আজি করছে খোদা, তোমার ভক্ত বান্দা শোন,
স্তব স্তুতি স্বভাব যাদের, একটু তাদের নিন্দা শোন'।[১৮৮]

'আদি হতেই অস্তিত্ব তো ছিল তোমার বিদ্যমান,
গোলাপ ছিল বাগান শোখা, ছড়ায় নি তো তার সুঘ্রাণ।
ন্যায্য কথা বলতে গেলে, শোন অশেষ মেহেরবান,
থাকত নাকো যদি পবণ, করত কেউ কি সুবাস দান।
মনের শান্তি গেল ঘুচে তোমার শুধু ভাবনা ভেবে,
নইলে তা কি পাগল ছিল তোমার সখার 'উম্মত' সবে'।[১৮৯]

---

১৮৬. শাহাবুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৮।

১৮৭. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনূদিত, *শিক্ওয়াহ্ ও জওয়াব-ই-শিক্ওয়াহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ ১।

১৮৮. প্রাগুক্ত।

১৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৭।

Dhaka University Institutional Repository

'ধর্ম করলে পূর্ণ তুমি মক্কার ফারান গিরি চূড়ায়,
কেড়ে নিলে হাজারটি দিল্ নিমেষ মাঝে এক ইশারায় ।
ভরে দিলে প্রেমের হিয়া তুমি শত অগ্নি শিখায়,
করলে জলসা উদ্দীপিত তোমার মুখের রূপের ছটায়,
আজি কেন হৃদে মোদের নাই আর সে শিখার লেশ,
মোরা তো সেই সর্বহারা, তোমার কি হায় স্মরণ শেষ' ।[১৯০]

আল্লামা ইকবাল 'শিক্ওয়াহ্' ও 'জওয়াব-ই-শিক্ওয়াহ্' এর মধ্যে মহানবীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন । মহানবীর মহত্ত্ব, বুজুর্গী বর্ণনায় বলেন :

'হো না য়িহ্ ফুল তো বুল্বুল কা তরন্নুম ভীনা হো,
চমনে দহর্ মে কলীওকা তাবস্সুম ভী না হো ।
য়িহ্ না সাকী হো তো ফির ময়্ভী না হো, খুম্ ভীনা হো,
বয্মে তওহীদ্ ভী দুনিয়ামে না হো, তুম ভী না হো ।
খীমাহ্ আফলাক কা ইস্তাদহ্ ইসীনাম্ সে হায়,
নব্যে হস্তীতা পশ্ আমদাহ্ ইসী নাম সে হায়' ।

অনুবাদ

'না হতো এ গোলাপ যদি, বুলবুলি না গাইও গান,
ফুল কুঁড়িদের হাস্য কালের হাসত না এ গুলিস্তান ।
না হ'ত এই সাকী যদি, হ'ত না জাম, শরাব পান,
তৌহিদের এ জলসা নইলে, হতিস না তুই বিদ্যমান ।
বিশ্বসৌধ বর্তমান এই নামের যে গো প্রসাদে,
ভবের নাড়ী স্পন্দমান এই নামের যে গো প্রসাদে' ।[১৯১]

আল্লামা ইকবাল বিশ্বাস করেন যে, নবীর (সাঃ) অনুসরণ ত্যাগ করেই মুসলিম জগতের অধঃপতন ঘটেছে । তিনি আক্ষেপ করে যা বলেছেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তার অনুবাদ করেন :

'কে ছেড়েছে আইন কানুন বল দেখি রসূলুল্লাহ্র,
কে করেছে সুবিধাবাদ মাত্র আপন কার্য বিচার ।
কার চোখেতে জন্মায় নেশা অন্য জাতির আচার ব্যভার,
বাপদাদাদের পদ্ধতিতে বল দিখিন কে যে বেজার' ।[১৯২]

---

১৯০. প্রাগুক্ত, পৃ ২৩।

১৯১. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩-৩৪।

১৯২. আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইকবালের সেই স্বপ্ন, শহীদুল্লাহ্‌র সেই সাধনা আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সফল হোক, আল্লামা ইকবাল উদাত্ত কণ্ঠে গেয়েছিলেন :

'চীন ও আরব হমারা, হিন্দুস্তাঁ হমারা,
মুসলিম হাঁয় হম, ওঅতন হায় সারা জহাঁ হমারা।
তৌহিদ কী আমানত্ সীনু মে হায় হমারে,
আসা নহী মিটানা নাম ও নিশাঁ হমারা।
দুনিয়াকে বুত কদোঁ মে পহ্‌লা ওহ্ ঘর খুদাকা,
হম্ উস্‌কে পাসবাঁ হাঁয় ওহ্ পাসবাঁ হমারা।
আয় গুলিস্‌তানে আন্দুলুস্, ওহ্ দিন হাঁও য়াদ তুঝকো,
যা তেরী ডালীওমে জব আশিয়াঁ হমারা।
ইয়া রব, দিলে মুসলিম কো ওহ্ যিন্দহ্ তমন্না দে,
জো কল্‌ব কো গর্‌মা দে, জো রুহ্ কো তড়পা দে'।[১৯৩]

ড. খালেদ মাসুকে রসুল এই সম্পর্কে লিখেছেন, 'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বিশ্ব মুসলিমের এক জাতীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আজীবন সে জাতীয়তার গানই গেয়েছেন। বর্ণ-ভাষা-দেশ নির্বেশেষে দুনিয়ার সকল মুসলমানকে নিয়ে যে একটি মাত্র জাতি, সে জাতির অন্তর্ভুক্ত ভেবে তিনি গৌরব অনুভব করতেন। তাঁর নিকট প্রাচ্য পাশ্চাত্য বলে কোন কথা ছিল না। সমগ্র দুনিয়াকেই তিনি নিজের দেশ মনে করতেন'।[১৯৪]

ড. শহীদুল্লাহ্ অনুবাদকে Second Creation করতে চেয়েছেন। মূল কবিতা পাঠ করে তাঁর মনে যে ভাব জাগ্রত হয়েছে তার ভিত্তিতে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। ফলে তাঁর অনুবাদে মূলের স্পর্শ আছে, আন্তরিকতার ছাপ আছে এবং একটি পরিচিত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।[১৯৫]

শিশু সাহিত্য ও পাঠ্যপুস্তক রচনা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র পেশা ছিল শিক্ষকতা। তিনি আজীবন শিক্ষক হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের কোমল মন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। শিক্ষা বিজ্ঞানের ডিগ্রীপ্রাপ্ত বহুকালের বহু ছাত্রের জীবন জ্ঞানলব্ধ এ মহান ব্যক্তি প্রাইমারী ও উচ্চ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য গ্রন্থ রচনায় সফলকাম ছিলেন। ছোটদের মানস গঠন উপযোগী অসংখ্য রচনা দ্বারা তিনি বাংলা

---

১৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮১।

১৯৪. ড. খালেদ মাসুকে রসুল, *মুসলিম রেনেসাঁর কবি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ ২৯।

১৯৫. সাইদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, পৃ ৩৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন । তাঁর রচনা শিশুদের মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণীয় ছিল । এসব রচনার ভাব, ভাষা, ছন্দ সবই শিশু মনোরঞ্জনকারী । জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে শিশুদের শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি অসংখ্য স্কুল পাঠ্য বই রচনা করেন ।[১৯৬]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র শিশু বিষয়ক রচনা সম্পর্কে আলমগীর জলীল বলেন, 'পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে তিনি একদিকে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানের ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রাঞ্জল ভাষায় পরিবেশন করেন । অপরদিকে দেশ-বিদেশের নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ শেখাবার ব্রত নেন । ইতিহাস ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। সে কারণে ইতিহাস গ্রন্থ রচনা ছাড়াও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে গদ্যে-পদ্যে সহজ ভাষায় ছোটদের জীবন গঠনের সাহায্যকারীরূপে উপস্থাপিত করেন । শিক্ষক হিসেবে গল্পের মাধ্যমে ছন্দের ললিত ভঙ্গি সহযোগে আদর্শ জীবনের ব্যাখ্যা সম্বলিত যে পাঠ্য গদ্য-পদ্য রচনা করেছেন, তা শিশু সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে মর্যাদা সম্পন্ন' ।[১৯৭]

সেকালের শিক্ষক মনীষীরা পাঠ্যবই রচনা করতেন । ছেলে-মেয়েদের জ্ঞান বিতরণ, নীতি উপদেশ প্রদান এবং তৎসহযোগ আনন্দরস যোগান-এ পাঠ্যগ্রন্থ রচনার কারণ ছিল । বিদ্যাসাগর এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পন্ডিতগণের সহযোগে এ শিশু পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়নের সূত্রপাত । তার ফলশ্রুতি বাংলার শিশু সাহিত্যের জন্ম । পরিণত যুগের এমন একজন সার্থক শিশু পাঠ্য রচনাকার হলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ।[১৯৮]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ছিলেন জ্ঞান তাপস ভাষাবিদ, গবেষক, প্রবন্ধকার, মননশীল রচনাকার, সুপন্ডিত । বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তা রূপে অত্যন্ত খ্যাতিমান বিদগ্ধ পন্ডিত সুজন । শহীদুল্লাহ্‌র বৈদগ্ধ্যের পরিচয় বিশ্ব-বিশ্রুত । ছেলেদের মন নিয়ে যে শহীদুল্লাহ্‌ শিশু সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, শিশু পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, তার পরিচয় আমাদের নিকট বিস্ময়ীবহ ও কৌতুকময়, জ্ঞান বৃদ্ধ গাম্ভীর্য প্রতিমূর্তি বহু ভাষাবিদ অনুসন্ধান বিশারদ কঠোর বাস্তববাদী শহীদুল্লাহ্‌ যে আবার শিশু মনোরাজ্যের চাবিকাঠি হাতে নিয়ে সাহিত্য সম্ভার সাজিয়ে ছেলেদের আহবান করবেন এ অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য । বিদ্যালয়ের পাঠ্য ইতিহাস, বাংলা ইত্যাদি গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে, শিশু পত্রিকা সম্পাদনা ব্যপদেশে এবং খাঁটি মনোরঞ্জক কবিতা, গল্প সৃষ্টির সৌরভে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অকপট পরিচয় মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে বলা

---

১৯৬. আলমগীর জলীল, *শিশু সাহিত্য সাধনায় কয়েকজন মুসলমান লেখক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ ১০৫।

১৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১০৪।

১৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

যায়, বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র নাম অবিস্মরণীয় ও প্রশংসা ধন্য।[১৯৯]

শিশু সাহিত্য স্রষ্টা শহীদুল্লাহ্‌র সৃষ্টিকর্ম ব্যাপক । জীবনী, গল্প, রূপকথা, কবিতা, নাটিকা, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক পাঠ্যবই, পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনা ইত্যাদি বিবিধ অনুসঙ্গে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ শিশুদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তিনি ছেলেদের জগতে কি শিক্ষায় কি সমালোচনায় আনন্দ নিরানন্দে ঘৃণায় এক সঙ্গে মিশেছেন । শিশুদের হৃদয় মনের সন্ধান নিয়ে তদুপযোগী জ্ঞানগর্ভ ও আনন্দঘন সাহিত্য সৃষ্টি করে ছোটদের 'দাদু শহীদুল্লাহ্‌' রূপে আদরণীয় ।[২০০]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র শিশুদের জন্য সৃষ্ট রচনাবলী আলোচনা করলেই এ কথার সভ্যতা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে । বিশেষতঃ শিশু সাহিত্য, শহীদুল্লাহ্‌ সৃষ্ট গল্প, কবিতা, নাটিকা, হাস্যরস ইত্যাদির আবেদন ছোটদের কাছে যে কী মোহময় জগতের সৃষ্টি করেছিল তার বিবরণ অতুলনীয় । অনেকের মতে যাঁরা পাঠ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার তাঁরা সাহিত্যিক নন, নীতিবিদ শিক্ষক। কিন্তু মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ছিলেন যেমন সুশিক্ষক, তেমনি সুপাঠ্য রচয়িতা ও সুসাহিত্যিক ।[২০১]

সেকালে শিশু সাহিত্যের প্রায় সবটাই ছিল পাঠ্যপুস্তক ঘেঁষা । এছাড়া অন্য আরেক কারণে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ স্কুল পাঠ্যগ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন । স্বতন্ত্র শিশু সাহিত্যের গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, জীবনী, নাটিকা, হাস্য-কৌতুক ইত্যাদি সৃষ্টির অবকাশ সেকালে সাহিত্যিক, বিশেষতঃ মুসলিম শিশু সাহিত্যিকদের পক্ষে এক রকম ছিল সুদূর পরাহত । শিশু সাহিত্য সৃষ্টির জগতে মুসলিম সমাজের কোন উল্লেখযোগ্য পত্রিকার ছিল অভাব । এছাড়া মুসলিম ছেলে-মেয়েদের পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্যবিধ সাহিত্য সৃষ্টিতে মনযোগ ছিল রুচিবিগর্হিত, নিষিদ্ধ ও কল্পনাতীত ।[২০২]

তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক আবহাওয়া এমন ছিল যে, মুসলমান সমাজ অন্য কোন পত্রিকা বয়স্ক বা শিশুজনোচিত কোন সাহিত্য সৃষ্টির সুযোগ পেতেন না । পূর্ববঙ্গ ও আসামের ডিরেক্টর কর্তৃক প্রাইমারী, মধ্য ও উচ্চ ইংরেজী, বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যরূপে যে সকল পুস্তক মনোনীত বা নির্দিষ্ট ছিল তাও মুসলমানদের নয় অন্য জাতের । এ কারণে মীর

---

১৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮৭।

২০০. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮৮।

২০১. খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, *বাঙলার মুসলিম শিশু সাহিত্যের জনক*, পৃ ৯৫।

২০২. প্রাগুক্ত, পৃ ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

মোশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, আফজালুন্নেছা খাতুন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী ইমদাদুল হক, ইব্রাহীম খাঁ, গোলাম মোস্তফা, জসীম উদ্দীন প্রমুখ মুসলিম সুসাহিত্যিকগণ বিদ্যালয় পাঠ্যগ্রন্থ রচনায় এগিয়ে এসেছেন।[২০৩]

মুসলিম লেখকদের মধ্যে যথাসম্ভব ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সর্বপ্রথম পাঠ্যপুস্তক রচনার একান্ত প্রয়োজন অনুভব করেন। তাঁর পাঠ্যপুস্তক রচনার কারণ স্বরূপ ড. শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, 'প্রথম চাই মুসলিম বালক-বালিকাদের পাঠ্যপুস্তক। কি পরিতাপের বিষয় আমাদের শিশুগণকে প্রথমেই রাম, শ্যাম, গোপালের গল্প পড়তে হয়। সে পড়ে গোপাল বড় ভাল ছেলে। কাশেম বা আবদুল্লাহ্ কেমন ছেলে সে লেখা পড়তে পারে না। এখান হইতেই তাহার সর্বনাশের বীজ উপ্ত হইল। স্বভাবতঃ তাহার ধারণা জন্মিয়া যায়, আমরা মুসলমান ছোট জাত, আমাদের মধ্যে বড়লোক নাই। এই সকল পুস্তক দ্বারা তাহাকে মুসলমানহীন করা হয়। একথা ঠিক, বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালী হিন্দু সম্বন্ধে যতটা জানে, বাঙ্গালী হিন্দু, বাঙ্গালী মুসলমান সম্বন্ধে তাহার একআনাও জানে কিনা সন্দেহ। কাজেই মুসলমানগণ পাঠ্যপুস্তক সংকলন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে অধিক কৃতকার্য হইবেন বলিয়া আশা করা যায়'।[২০৪]

আলাপনী মজলিস বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের শুভ উদ্বোধনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অভিভাষণে বলেন, 'সাহিত্য, আমি বলি যদি সে প্রকৃত সাহিত্য হয়, তবে তার ধ্বংস নেই। জাতির জনবল, ধনবল, বাহুবল, অস্ত্রবল, কাল সমস্তই লোপ করে দেয়। শুধু লোপ করতে পারে না তার সাহিত্য রত্নকে। পাকিস্তান যদি মরনতত্ত্ব অমরত্ব কামনা করে, তবে তাতে সাহিত্য সৃষ্টির দিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করতে হবে আর কিশোরদের মনে সাহিত্যের উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে। কারণ, 'The Chield is father of the man' এদের মধ্যে কত কবি, কত সাহিত্যিক, কত বৈজ্ঞানিক, কত মনীষী ঘুমিয়ে আছে, তাদের জাগাতে হবে।[২০৫]

উল্লিখিত ব্যক্ত কারণেই প্রধানত ও সুস্পষ্টরূপে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মত বিশ্ববিখ্যাত পন্ডিত ও ভাষাবিদ প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর জন্য নিতান্ত নিম্ন প্রাইমারী থেকে উচ্চ ইংরেজী স্কুলসমূহের পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত বাংলা সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, দ্রুতপঠন, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনায় মনোনিবেশ করেন। এ সকল শিশু পাঠ্য স্কুল-মক্তব মাদ্রাসার গ্রন্থরাজির ভেতর দিয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের মনোরাজ্যে প্রবেশের

---

২০৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১০০।

২০৪. ১৩২৩ সালে যশোহর-খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য সমিতির ৮ম অধিবেশনের ভাষণ।

২০৫. সম্মেলন সংখ্যা আলাপনী, ১৩৬২, পৃ ৪৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ পান । পদ্য, গল্প, কবিতা, জীবনী, নাটিকা, হাস্য কৌতুক, বিদ্রূপ বঙ্গ সূচক বিবিধ রচনা সম্ভার দিয়ে জ্ঞানবৃদ্ধ শহীদুল্লাহ্ শিশু কচিদের মনোবিশ্লেষণাত্মক শিশু সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস পান । ভাষা ভঙ্গি, বাক্য গ্রন্থন, ছন্দ ললিতা, শব্দচয়ন, পরিবেশনা, আকর্ষণীয়তা, ঔৎসুক্য সৃষ্টির সকল দিক দিয়েই তাঁর শিশু পাঠ্যপুস্তক শোভিত রচনাবলী যথার্থ শিশু সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে ।[২০৬]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সৃষ্ট বিদ্যালয় পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে বাংলা সাহিত্য পর্যায়ে পড়ে নিম্নের ক'টি : মক্তব পাঠশালা, মক্তব মাদ্রাসা শিক্ষা, সাহিত্য প্রকাশ, আদর্শ বাংলা সাহিত্য, সাহিত্য মঞ্জুরী, প্রাথমিক বাংলা সাহিত্য ইত্যাদি । আর দ্রুতপঠন পর্যায়ে পড়ে এমন ক'টি পুস্তক ঃ নীতিকথা, ছোটদের নবী কথা, জ্ঞানের কথা, চরিত কথা, শিক্ষা মঞ্জুরী, সিন্দাবাদ সওদাগরের গল্প ইত্যাদি। বাংলা রচনা শিক্ষার কারণে লিখেছিলেন ঃ প্রবন্ধ মঞ্জুরী, ইতিহাস বিষয়ক যেমন, সেকালের কথা, নব ইতিহাস মঞ্জুরী, দেশের কথা, ছোটদের ইতিহাস ইত্যাদি । ধর্মীয় পাঠ্য হিসেবে লিখেছেন : ছোটদের ইসলাম শিক্ষা, ছোটদের দীনিয়াত শিক্ষা ইত্যাদি ।[২০৭]

বাঙ্গালী মুসলমান সম্পাদিত প্রথম শিশু পত্রিকা এ. কে. ফজলুল হক সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক বালক' (বরিশাল থেকে প্রকাশিত ১৯০৩ খ্রীঃ) । দ্বিতীয় পত্রিকা 'মাসিক উৎসাহ' (১৯১৩ খ্রীঃ টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত) । তৃতীয় শিশু পত্রিকা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত 'মাসিক আংগুর' ১৯২০ খ্রীঃ । এ পর্যন্ত গবেষকদের মতে 'আংগুর'ই বাঙ্গালী মুসলমান সম্পাদিত প্রথম মাসিক শিশু পাঠ্য পত্রিকা । আংগুরের জনপ্রিয়তা এক বৎসরের আয়ুস্কাল এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মত খ্যাতিমান ব্যক্তি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেই হয়ত এ বিভ্রান্তি । 'আংগুর' প্রকাশে ড. দীনেশ সেন সম্পাদক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং মুসলমান সমাজে প্রচলিত প্রাচীন লৌকিক কাহিনীর জন্য একটি প্রতিযোগিতায় রৌপ্য পদক পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।[২০৮]

আংগুরের প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় শিশু বন্ধু শহীদুল্লাহ্ ছোটদের উপযোগী গল্প, উপকথা, রূপকথা, কবিতা ইত্যাদি লিখেছেন । আংগুরের এক বৎসর জীবৎকালে সম্পাদক নিজে যে শিশু সাহিত্য রচনা করেন তা হলো ঃ তিন শিষ্যের কথা, পরিশ্রম, বিধাতার পরীক্ষা, দয়ার বাণী, পিঠার গাছ, রূপসী, ঈশ্বর (উপকথা), বিনয়, রেলগাড়ীর জন্মকথা, হয়রত লোকমান, আরবের শেখ, খেলা, গোলন বাদশাহ ও রোস্তম পালোয়ান ।[২০৯]

---

২০৬. আলমগীর জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯০।

২০৭. খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ ৯১।

২০৮. আলমগীর জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯২।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য ধাঁধাঁ, প্রশ্ন, অংক, খেলাধুলা ইত্যাদি ও সম্পাদক হিসেবে তিনি লিখেছেন গল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মকথা, পূরান, জীবনী, কবিতা, অনুবাদ নানা শাখায় সম্পাদক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আংগুরের পাতায় নাম-স্বাক্ষরহীন শিশু বা সাহিত্যিকরূপে আবির্ভূত হন। এর মধ্যে গল্প ও প্রবন্ধ রচনাগুলো অধিকতর সার্থক।[২১০]

বাঙ্গালী মুসলমান শিশু সাহিত্যিকদের মধ্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ই সর্বপ্রথম রূপকথা ও প্রচলিত লোকগল্প ছেলেদের উপযোগী করে পরিবেশন করেন। সুতরাং পাঠ্য বইয়ের গন্ডি থেকে তিনিই মুসলিম শিশু সাহিত্যিকদের মধ্যে সকলের আগে শিশু সাহিত্যকে ইতিহাস ও উপদেশের আজ্ঞাবহতা থেকে মুক্তি দিয়ে এক প্রসারিত আনন্দময় দিগন্তের সন্ধান দেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রচিত শিশু সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ঃ ইসলামের ইতিহাস, হাদীস কুরআন, মুসলিম মনীষা, চরিতকথা জীবনী, পাঠ্যবই, নীতিকথা-জ্ঞানের কথা, স্বদেশের ও বিদেশের রূপকথা, নাটিকা, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, অনুবাদ, প্রভৃতি বিচিত্র সাজি। সার্থক শিশু গল্পকার তিনি। সহজ সরল ভাষায় নিতান্ত ছোটদের কেমন করে, কি ভঙ্গিতে গল্প শোনাতে হয় তা মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভালভাবেই জানতেন। ছোট ছোট বাক্য ও সহজবোধ্য শব্দযোগে গল্প কখনো সহযোগী বন্ধুর মত তিনি ছেলেদের আনন্দ, হাসি, বিদ্রুপ, ব্যঙ্গ, বীরত্ব, সহৃদয়তা, কৌতুক বিতরণ করেছেন।[২১১]

সেকালের শিশু সাহিত্যে স্কুল পাঠ্য বইয়ের ছায়াপাত রয়েছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রচিত শিশু সাহিত্য ও শিশু পাঠ্য বিদ্যালয় গ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি অন্তত ভাষা, বিষয়, রচনাশৈলী ও মানসিকতায়। তবু অনেক শিশু রচনাতেই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ নিরাবিল উৎকৃষ্ট শিশু গল্পের স্রষ্টা বিশেষতঃ লৌকিক গল্প কখনে। ছেলেদের মন নিয়ে ছেলেদের কাছে ইতিহাস, কুরআন, পুরান শাস্ত্র জীবনী আদর্শ নিষ্ঠার কথা সহজভাবে শোনাতে পারলেই তা হবে শিশু সাহিত্য।[২১২]

শিশু সাহিত্যিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র রচনার কিছু নিদর্শন :

> রাজবাড়ীর ঘাটে সিন্দুক লাগিল। ফির'আউনের পরিবারের একজন সিন্দুকটি ধরিল। খুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে একটি ছোট ছেলে। ছেলেটি কি সুন্দর। ফির'আউন হয়ত ছেলেটিকে মারিয়া ফেলিত। কিন্তু ছেলেটিকে দেখিয়া ফির'আউনের স্ত্রীর বড় মায়া হইল।

---

২০৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯৪।

২১০. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯৮।

২১১. খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৪।

২১২. আলমগীর জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তাহাকে পোষ্যপুত্র করিয়া রাখিতে চাহিলেন। তাহাকে ফির'আউন আর কিছু বলিল না। এই ছেলেটির নাম তাহারা রাখিয়াছিল মূসা।[২১৩]

হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) এক পুত্রের নাম ইসহাক (আঃ)। ইসহাকের মা ছিলেন বিবি সারাহ্। হযরত ইসহাকের পুত্র ইয়াকুব (আঃ)। হযরত ইয়াকুবের এক নাম ইস্রাঈল। এইজন্য তাঁহার বংশকে ইস্রাইল বংশ বলে। তাঁহার পুত্র হযরত ইয়ুসুফ (আঃ)। হযরত ইয়ুসুফের সময় হইতে ইস্রাঈল বংশীয়গণ মিশর দেশে বসবাস করিতে লাগিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবাণীতে তাঁহাদের বংশক্রমেই বাড়িতে লাগিল।[২১৪]

এক যে ছিল রাখাল। সে একদিন তাহার মাকে বলিল, মা গো মা, পিঠা গড়না, খাই। মা বলিল, বাবাগো, গুড় কোথায় পাব, আটা কোথায় পাব, তেল কোথায় পাব, যে তোমাকে পিঠা গড়িয়ে দিব যাদু। রাখাল বলিল- তার আর ভাবনা কি, মা ? রাখালের মাথায় এক মতলব জোগাইল। সে করিল কি গরু দিয়া খুব করিয়া পাকা ধান খাওয়াইল। পরে বাড়ী আসিয়া আচ্ছা করিয়া তাহাকে পিটাইতে লাগিল। গরু যখন নাদিয়া ফেলিল, সে ঝুড়ি করিয়া গোবর ধুইয়া আনিল। তাহাতে বেশ পিঠা গড়িবার মত ধান পাওয়া গেল। রাখালের মা সেই ধানগুলি শুকাইয়া ভানিয়া ফুটিয়া আটা করিল।[২১৫]

তোমরা বোধ হয় অনেকেই রেলগাড়ী চড়িয়া থাকিবে। বলত কেমন মজার কথা। গাড়ীতে টিকিট কাটিয়ে চড়িলে আর ব্যাস। নামিবার জায়গায় নামিয়া গেলে। গোরুর গাড়ীতে, কি ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে হইলে কত গোলমাল। গাড়োয়ানকে বলিতে হইবে। ভাড়া ঠিক করিতে হইবে। সময় মত হাজির হইবার তাগাদা করিতে হইবে।[২১৬]

এক ছিল গেরস্থ। সে বিয়ে করেছিল এক মরু দেশে। সে দেশে না আছে সবুজ ঘাস, না আছে শ্যামল গাছপালা, না আছে আকাশে মেঘ, না আছে মাটিতে রস। সে দেশে না আছে নদী আর তার কুলুকুলু নাচ, না আছে পাখী আর তার কলকল রব। বিয়ের পর বৌ পয়লা গেরস্থের বাড়ীতে এল। এসে কতদিন সে মুখ লম্বা ঘোমটা দিয়ে লাজে লজ্জাবতী লতাটার মতন হয়ে রইল। বৌ চোখ বুঁজে কেবল কোনে বসে থাকে। বৌ চোখে কিছু দেখে না। কানে কিছু শোনে না। সকল সময় কেমন একটা ভয় ভয়। সকল সময় কেমন একটা জড়সড় ভাব।[২১৭]

---

২১৩. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *ছোটদের ইতিকথা,* বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৫৩, পৃ ২৫।

২১৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮-৪৯।

২১৫. পিঠা গাছের কাহিনী, পাঠ্য পুস্তক, পৃ ১৮।

২১৬. রেলগাড়ীর জন্মকথা, *আংগুর,* ৫ম সংখ্যা।

২১৭. গেরস্থের বৌ (পাঠ্য), রূপিকা, পৃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

দিন চলিয়া গেল । সন্ধ্যা হইল । আমি কোথায় রাত্রি কাটাই এই ভাবনায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম । সাপের ভয়ে আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভুলিয়া, গিয়া কেবল আশ্রয় খুঁজিতে লাগিলাম । পরে একটি গর্ত দেখিতে পাইলাম । গর্তের মুখ সরু ছিল । আমি কষ্টে সৃষ্টে গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি পাথর দিয়া গর্তের মুখ চাপা দিলাম ।[২১৮]

জাহাঙ্গীরের সময় হইতে ঢাকা বাঙ্গালা সুবার রাজধানী ছিল । আওরঙজের শেষ বয়সে তাঁহার পৌত্র আযীমুশ্‌শানকে বাংলার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন । তিনি বড় রসিক লোক ছিলেন, গীত বাদ্য বড় ভালবাসতেন । সেই বাংলার দেওয়ান ছিলেন মুর্শিদ-কূলি খান । তিনি ঢাকায় থাকিয়াই রাজকার্য্য করিতেন । মুর্শিদ-কুলি বড় কার্যাদক্ষ ও কর্মঠ লোক ছিলেন ।[২১৯]

প্রার্থনা

মহিমা তাঁহার করিছে প্রচার
চাঁদ সূর্য, তারাগণ
পৃথিবী, আকাশ, আগুন, বাতাস
দরিয়া, পাহাড়, বন ।
দয়ার ভাণ্ডার সদা মুক্ত যার,
ফুরায় না কভু দানে,
কিবা মহাপাপী, কিবা ঘোরতাপী
ডাকিলে সপরে শোনে ।
কি মেহেরবান সেই রহমান,
কেমনে তাঁহারে তুষি ?
মাগি উর্দ্ধ করে আমাদের পরে
যেন তিনি রন খুশী ?
যাতে তিনি রাজী, করি সেই কাজই
পাপে মন নাহি যায়,
যেন দয়া করে ক্ষমা করে মোরে
আর মোর বাবা মায় ।[২২০]

---

২১৮. সিন্দাবাদ সওদাগারের দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রা, *কথা মঞ্জুরী*, পৃ ৭৫।

২১৯. দেশের কথা, পৃ ২৩-২৪।

২২০. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ ৬০৩।

Dhaka University Institutional Repository

গল্প ও কবিতা

জ্ঞানধর্মী সাহিত্য সৃষ্টিতে শহীদুল্লাহ্ মনীষা যেমন সুচিহ্নিত তেমন সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে তাঁর মনস্বিতা প্রখর নয় । তিনি কিছু গল্প ও কবিতা লিখেছেন । তাঁর কিছু গল্প সংকলিত হয়ে 'রকমারী' নামে বেরিয়েছে। এ গল্প গ্রন্থে মৌলিক ও অনূদিত মোট তেরটি গল্প আছে । ছোট গল্প রচনায় তাঁর বিশেষত্ব হচ্ছে যে ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে একটি নিগূঢ় সত্যের ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তোলা । সেজন্যে একটি ভাবের সমগ্রতা থাকায় পাঠককে আকর্ষণ করে। গল্পের মধ্যে কোথাও জড়তা নেই, চমক দেবার চেষ্টা নেই, মুসলমান সমাজ জীবনের এক একটি ঘটনাকে তিনি গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন । যেমন-'লক্ষ্মীছাড়া' গল্প । এ গল্পে তিনি দেখিয়েছেন, হজ্জ করে পূণ্য অর্জন করার চেয়ে অসহায় মানুষের সেবা করার মধ্যে বেশী পূণ্য আছে।[২২১]

গল্পগুলোর আরম্ভ ও শেষের মধ্যে কোথাও নাটকীয়তা নেই । তিনি গল্পটি আরম্ভ করেছেন এভাবে, 'শূন্য ঘরে রমযান চুপ করে বসে আছে । তার সঙ্গে কোলের সেতারখানাও চুপ হয়ে আছে । সাঁঝের বাতি জ্বেলেই সে সেতার নিয়ে বসেছে । এখন রাত ১২টা বাজে । কিন্তু রমযানের সেদিকে আর খেয়াল নেই । সেতারখানা কোলেই আছে । কিন্তু মনে স্ফুতি নেই । হাতে বল নেই । সে কয়েকবার তার একটি প্রিয় গান গাইতে চেষ্টা করলো, কিন্তু গলা ফুটলো না। কেবল দু'চোখ দিয়ে গরম পানি মৃদু ঝরণা বয়ে চলল । ভাষার সমস্ত অলঙ্কার বর্জন করে সাদামাটা ভাষায় যে গল্প লেখা যায়, তার উদাহরণ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের গল্পগুলো । তাঁর গল্পগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের সৎ প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দেওয়া, তাকে সত্যাভিমুখী করা । সামান্য ঘটনা কিংবা বেশী চরিত্রের ঘনঘটা না করে মানিবিক বৃত্তিগুলো যাতে পরিস্ফুট হয় সেদিকেই তিনি লক্ষ্য রেখেছেন । আজকের ছোট গল্পের উৎকর্ষের তুলনায় তাঁর গল্পগুলো নিস্প্রভ । তার মধ্যে মানুষের ভালো করার এই মনোবৃত্তি কাজ করেছে বলে গল্পগুলো নীতি কথায় পর্যবসিত হয়েছে ।[২২২]

তিনি একটি গল্পগ্রন্থ সৈয়দ আলী আহ্সানের সহযোগে সম্পাদনাও করেছেন । এই গন্থের ভূমিকাতে ছোট গল্পের ধারা সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেছেন । মৈমনসিং গীতিকার কিছু কাহিনী যেমন- 'কাজলরেখা', 'মহুয়া', 'ভেলুয়া সুন্দরী' গল্পে রূপান্তরিত করেছেন । গল্পে রূপান্তরের কথা বলতে গিয়ে তাঁর গল্পের জন্মান্তরের কথা মনে পড়ল । পঞ্চতন্ত্র ও ঈশপের গল্পগুলো বিভিন্নকালে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন লেখকের হাতে কিভাবে জন্মান্তরিত হয়েছে সেটি তিনি উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করেছেন । ১৩৬৫ বৈশাখ-শ্রাবণ সংখ্যা 'বাঙলা

---

২২১. আজহার উদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৯।

২২২. আলমগীর জলীল, প্রাগুক্ত, পৃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

একাডেমী পত্রিকা'য় 'প্রবাসী'র ফাল্গুন সংখ্যায় এবং 'সমকাল' ১৩৬৬ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় একই গল্পের জন্মান্তর ও রূপান্তর কিভাবে হয়েছে সেটি তাঁর মৌলিক গল্পের চেয়ে আমাদের কাছে বেশী চিত্তাকর্ষক হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এ জাতীয় লেখা বেশী লেখেন নি।[২২৩]

তিনি কিছু মৌলিক কবিতা লিখেছেন। কবিতার বই গ্রন্থাকারে বেরোয়নি, তবে তাঁর সংবর্ধনা গ্রন্থে উনিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলি সহজ সরল অনাড়ম্বর একটি কবি মনের বিভিন্ন মুডের চিত্র। যেমন-ঈশ্বরানুভূতি, দেশপ্রেম, নৈরাশ্য, বেদনা, উদ্দীপনা প্রভৃতি অঙ্কিত হয়েছে। অনেকগুলো পাঠ্যপুস্তকের তাগিদে লেখা। যেমন-'প্রার্থনা, নির্ভর, উন্নতি, বিনয়, অধ্যাবসায়, ভালো ছেলে, কিছু অনূদিত কবিতা রয়েছে, মূলের ভাব রক্ষিত হলেও কবিতা খোঁড়া হয়ে গেছে।[২২৪] এখানেও কবিতার মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রার দিকে মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন। যেমন :

জীবনের লক্ষ্য ও পরিণতি

ভুলেছ কি একেবারে ? ভুলেছ কেনর ?
কে তুমি ? কিসের তবে এলে ধরা পর ?
মাটি হ'তে জনমিয়া উদ্ভিদের মত,
মাটিতে মিশিয়া যাবে এই তব ব্রত ?
গো-গর্দভের মতন খেয়ে দেয়ে শুয়ে
কীটপতঙ্গের মত নেচে ফুদে নিয়ে
দিন দুই পরে মরে পচে গলে যাবে
এজন্যে শুধু এ জন্যে জন মেছ ভবে ?[২২৫]

হে নর, হে জীব-শ্রেষ্ঠ, হে ধরা ঈশ্বর,
অনন্তের বক্ষোজাত তুমি অনশ্বর।
ভুলে গেছ আপনার জনমের কথা,
তাই দীনহীন তুমি রাজপুত্র যথা
আশৈশব কাঙ্গালের ভবনে পালিত,
পিতার বিভব-বার্তা নহে সে বিদিত।
সাজায়েছে ধরারাজ্য তব তরে বিধি,
রাজ রাজেশের তুমি প্রিয় প্রতিনিধি।
পাপ তাপ শোক দুঃখ অভাব দীনতা,

---

২২৩. আজহার উদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১১০।

২২৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১১২।

২২৫. আল ইসলাম, প্রথম ভাগ, কার্তিক ১৩২২।

Dhaka University Institutional Repository

নর হয়ে নরে ঘৃণা, মোহ, অজ্ঞনতা,
জড়তা, ভীয়তা, হিংসা, নীতো, মাৎসর্য্য,
বিদলিবে বিনাশিবে এই তব কার্য্য ।[২২৬]

রমযানের চাঁদ

কেন আজি প্রাসারিত সহস্র নয়ন
পশ্চিম গগণ পানে ? খুঁজিতে কাহারে
সকলি আকুল এত ? কার আগমন
আশায়, উল্লাসে আজি মাতায় সবারে ?
অই যে সুচারু বাঁকা ভুরুর মতন,
আকাশে মেঘের পাশে রাজে শশধর,
কি মদিরা আছে ওতে, যাহার কারণ
সবে ওর দরশনে প্রফুল্ল অন্তর ?
পূণ্যরাজ রমযানের এই অগ্রচর,
বসন্ত ঋতুর যথা দূত পিকবর ।
অথবা এ বিধাতার শরীরিণী বাণী,
রোযা ব্রত পালিবারে ডাকিছে সবায়,
কিংবা পাঠায়েছে এরে পূর্বে ঈদ রাণী,
যেমতি পাঠায় ঊষা শুক্র তারকায় ।[২২৭]

লায়লীর প্রতি মজনু

ছিল মোর কুঞ্জখানি সজ্জিত পুষ্পিত
মধুর মলয়ানিল তাহাতে বহিত ।
বুলবুলির তানে আর অলির গুঞ্জনে
ঢালিত অমিয়ধারা আমার শ্রবণে ।
শীতল শয়ন হয় যেমন হতাশ,
স্থলেতে মীনের ন্যায় করি আশপাশ ।
দয়াবতী ঊষা সতী সমীরণ ছলে,
দেখিয়া আমার দশা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ।
বৃথা শোকরে মজনু, জগৎ নশ্বর,
নশ্বর মানব দেহ, আত্মাই অমর ।
মিলিবে লায়লী সনে ছাড়িয়া জগৎ,
রহিবে আত্মার মিল অনন্ত যাবৎ ।[২২৮]

---

২২৬. আল ইসলাম, ১ম ভাগ, কার্তিক ১৩২২।

২২৭. রমযানের চাঁদ, কোহিনুর, ভাদ্র ১৩১৮।

২২৮. লাইলীর প্রতি মজনুঁ, *বঙ্গভূমি*, ১৩৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

নব্যচীন

নদীভূষিত চিরহরিত প্রাচীন সভ্য হে চীন দেশ,
নবজীবনে জীবনবন্ত লভেছ তুমি ভাগ্য অশেষ।
বক্ষে তোমার অনন্ত আশা, চক্ষে তোমার জ্বলন্ত ভাতি,
না উদ্যমে গজি তুমি প্রাচীন দেশে নতুন জাতি।
ধনী-দরিদ্র, রমনী-নর, হীন-কুলীন সবে সমান,
সাম্যবাদীর স্বপ্নেরে তুমি বাস্তব দেহ করেছ দান।[২২৯]

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র গল্প-কবিতা সম্পর্কে একটা কথা বলা যেতে পারে যে তিনি গুরগম্ভীর বিষয়ান্তরে প্রবেশ করার পূর্বে কিংবা পরে হালকাভাবে এসব রচনায় একটু বিশ্রাম নিয়েছেন মাত্র। এগুলো তাঁর খ্যাতির নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয়, তাঁর জীবনের পরিচয় মাত্র।[২৩০]

---

২২৯. *নব্যচীন*, বিমানে কান্টনের পথে, ০২.০৬.'৫৬।

২৩০. আজহারউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র কর্মজীবন বহুল প্রসারিত। পেশা হিসেবে অধ্যাপনাকে গ্রহণ করলেও মিশন হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছেন ইসলাম প্রচারকে। ধর্ম প্রচার ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিবাদ-বিসংবাদেও তিনি মধ্যস্থতা করতেন। তাঁর শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ও সাহিত্যিক জীবনের মধ্যে কোন বিভাজন নেই। তিনি একটি অখণ্ডকর্ম ও ধর্মজীবন যাপন করেছেন। তাঁর সাহিত্য জীবন ছিল মনন সমৃদ্ধ। শহীদুল্লাহ্ ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান মানুষ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ শুধু গবেষণা করেই জীবন অতিবাহিত করেন নি। সমাজের মধ্যে সাহিত্য ও ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত পুষ্ট ও রসসিক্ত করার বাসনায় তিনি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গঠনমূলক। শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থে-সার্মথ্যে সবদিক থেকে প্রস্তুত না হয়ে রণাঙ্গনে চতুষ্পদ প্রাণীর ন্যায় আত্মবলি দান করা তিনি সমীচীন মনে করেন নি। তাই তিনি আযাদীর জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বেই তরুণদের শিক্ষা-দীক্ষায় এবং ধন-সম্পদে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য উপদেশ দেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, ধর্ম-কর্ম সবই নির্ভর করে মানসিক শান্তির উপর। আবার মানসিক শান্তি নির্ভর করে জ্ঞান অর্জন এবং আর্থিক উন্নয়নের উপর। তাই তিনি জাতিকে ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রে জ্ঞান সাধনার সবক দিয়েছেন। আবার অর্থোপার্জনেরও তালীম দিয়েছেন। তিনি ইসলাম সম্মত একটি সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তোলার জন্য ধর্ম, জ্ঞান ও অর্থ এই তিনটি বস্তুর উপর সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। এ মনোভাব নিয়েই তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর জোর দেন, শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র শিক্ষা জীবন, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন অখণ্ড এবং অব্যাহত ছিল না। স্বাস্থ্যহানি, আর্থিক অনটন, চাকুরীর তাগিদ ইত্যাদি তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনকে বারবার খণ্ডিত করেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, প্রথম মহাযুদ্ধ এবং রুশ বিপ্লবের তরঙ্গও যে তাঁর একাডেমিক জীবনকে দুর্গম করে তুলেছিল তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁর বিদেশ যাওয়া ছিল একান্ত প্রয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পর সে সুযোগ আসে। তিনি ছিলেন অধ্যাবসায়ী। হোসেন মীর মোশাররফ বলেন :

> ড. শহীদুল্লাহ্ লেখাপড়া করতে খুব ভালবাসতেন। একবার পড়তে বসলে আর কোন খেয়াল থাকত না। একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে তিনি বই পড়ছিলেন। দপ্তরি

Dhaka University Institutional Repository

> লাইব্রেরী বন্ধের ঘন্টা কখন বাজিয়েছেন, তা তাঁর একটুও খেয়াল নেই। অনেক পরে হঠাৎ যখন খেয়াল হল, তিনি বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে দেখলেন লাইব্রেরী অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি ভেতরে আটকা পড়েছেন। বাইরে তালা দিয়ে সেই কখন সবাই চলে গেছে। লাইব্রেরীর ওপর তলায় ছিল ছাত্রাবাস। তাঁর হাঁক ডাক শুনে ছাত্ররা লাইব্রেরীয়ানের বাড়ী থেকে চাবী এনে তাঁকে বের করার ব্যবস্থা করলো। তিনি তাদেরকে ধন্যবাদ জানালেন।

ড. শহীদুল্লাহ্‌র ইসলামে গোড়ামী নেই, সংস্কার নেই। তিনি অতীতকে ঝটকা মেরে ফেলে দিতে চান না। আবার ভবিষ্যৎকেও উপেক্ষা করেন না। তিনি পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চান না, আবার নতুনকে দেখেও আঁতকে উঠেন না। কবি ইকবাল বলেন : 'আধুনিক সভ্যতাকে ভয় করা, আর প্রাচীন বিধানকে আঁকড়ে ধরা উভয়ই ডেকে আনে জাতীয় জীবনের সমস্যা।' ড. শহীদুল্লাহ্‌ও অনুরূপ মত পোষণ করেন।

ড. শহীদুল্লাহ্‌র ইসলাম শাশ্বত ও চিরন্তন। তিনি ছিলেন ইজতিহাদে বিশ্বাসী। তবে তাঁর ইজতিহাদ স্যার সৈয়দ আহমদ, মুফতী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌, আল্লামা রশীদ রিযা, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মাওলানা মোহাম্মদ আলীর মত মুক্ত বুদ্ধি বা নিছক যুক্তিবাদ ভিত্তিক ইজতিহাদ নয়। তাঁর ইজতিহাদ অনেকটা আল্লামা শিবলী নোমানী, সৈয়দ সোলায়মান নদবী, আল্লামা ইকবাল ও আবুল কালাম আযাদের ন্যায়। ড. শহীদুল্লাহ্‌র মতে, অভিজ্ঞতার আলোকে কুরআনোর মর্মবাণী উপলব্ধি করতে হবে। ইসলামের মূলনীতি অটুট রেখে তাকে যুগের চাহিদা অনুসারে নতুনরূপে রূপায়িত করতে হবে। ফিকহ্‌ শাস্ত্রকে নতুন করে গড়তে হবে। তবে এ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অধিকারী সকল ব্যক্তি নয়। যাঁরা ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখেন, যাঁরা মুজাদ্দিদ তাঁরাই যুগের প্রকৃতি অনুসারে ইসলামের অনুশাসনগুলো নতুন ছাঁচে ঢালাই করবেন। তিনি বলেন :

> আজ ১৪০০ বৎসরের অভিজ্ঞতা দিয়ে কুরআন মাজীদ বুঝতে হবে, হাদীস শরীফ বুঝতে হবে। ফিকহ্‌ নতুন করে গড়তে হবে। ইসলাম চিরদিনের জন্য, চিরনতুন। তাই হযরত ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন- প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় একজন মুজাদ্দিদ হবেন। যিনি ইসলামকে নতুন করে তুলবেন।

ড. শহীদুল্লাহ্‌ ইজতিহাদের পক্ষপাতী হলেও তাঁর ধর্মীয় ব্যাখ্যা মোটামুটি গতানুগতিক। তিনি জমহুর ওলামার পদাঙ্ককে অনুসরণ করে ইসলামী অনুশাসনগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর এই গতানুগতিকতার মধ্যেও রয়েছে প্রগতির ছাপ। তিনি স্যার সৈয়দ বা মওলানা আকরম খাঁর ন্যায় বৈজ্ঞানিক সত্যের মাপকাঠিতে ইসলামের সত্যতা বিচার করেন নি। বরং পূর্ববর্তী ওলামার পথ ধরে ইসলামের রূপরেখাকে বৈজ্ঞানিক প্রকাশ ভঙ্গিতে তুলে ধরার প্রয়াস পান।

Dhaka University Institutional Repository

তবে তিনি এটাও পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেন যে, বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে কুরআনের কোন বিরোধ নেই।

একটি হক্কানী সিলসিলাভুক্ত ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ । যে কারণে তিনি শিরক ও বিদ'আত উৎখাতের জন্য আজীবন লড়াই করে গেছেন । বার্ধক্যে উপনীত হয়েও তিনি মানুষকে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দিয়ে গেছেন । মসজিদে মসজিদে গিয়ে তিনি কুরআনের তফ্সীর শুনিয়েছেন । তাঁর কবর পাশ্বস্থ ঐতিহাসিক মূসা মসজিদেও তিনি নিয়মতি তফ্সীর করতেন । ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র জীবনের বৃহৎ অংশ জুড়ে ছিল ইলমে তাসাউফের প্রতিফলন । জীবনের অনুভবে এবং জীবন যাত্রায় তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মানুষ । মর্দে মুমিন মুসলমান এবং হক্কানী সূফী ।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অঢেল প্রাচুর্য্যের মধ্যে বসবাস করেন নি । সীমিত উপার্জনে তাঁকে চলতে হতো । কিন্তু প্রচলিত মূল্যবোধ ও ব্যক্তিগত উদারতার ফলে তাঁর উপর আর্থিক চাপ আসতো। তাঁর ছিল একটি দরদী মন । নিজে দুঃখ কষ্ট ও বাধা বিঘ্নের মধ্যে বড় হয়েছেন । কেউ সাহায্য সহযোগিতা চাইলে তাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারতেন না ।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ খুব মিতব্যয়ী ছিলেন । কিন্তু কৃপণ বলেই মনে হবে তাঁর চালচলনে, পোশাকে আর কাজের পরিবেশে । প্রয়োজনীয় কাজে মুক্ত হস্তে টাকা ব্যয় করতেন । ভাইরা বিদেশে বেড়াতে চাইলে খুশী হয়ে টাকা দিতে তাদের বেড়াবার কাজে উৎসাহ যোগাতেন । কখনও টাকার হিসেব স্ত্রীর নিকট হতে নিতেন না এবং কিসে কি খরচ হ'ল জানতেও চান নি। স্বামী হিসেবে তিনি ছিলেন আদর্শের মূর্ত প্রতীক । কোনো আত্মীয়-কুটুম্ব এলে লৌকিকতায় কৃপণতা করেন নি । শহীদুল্লাহ্ সহজ সরল সংসার জীবনের বিবরণ দিতে গিয়ে গোলাম সাকলায়েন বলেন :

> রাজশাহীর কাজিরগঞ্জ অথবা কুসুমকামিনী প্রেসের লাগেয়া খান বাহাদুর মোহাম্মদ সাহেবের বাসায় যখন ছিলেন তখন তাঁকে ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে দেখেছি । সেখানেও চারটি বছর তিনি কাটিয়েছিলেন সহজতার মধ্যে । একটা মাত্র ঘর । মাঝখানে পার্টিশন দেয়া । পার্টিশন দিয়ে সেটাকে ডাইনিং রুমে পরিণত করা হয়েছিল । আসবাবপত্র ছিল সামান্যই । একটা আলনা, একখানি সাধারণ ধরনের কাঠের চৌকি । খান দু'তিনেক চেয়ার, একটি টেবিল এবং স্টোভ, প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক থাকতো টেবিলের উপরে । তাঁর স্টীল ট্রাঙ্কের মধ্যে থাকতো দরকারী ও মূল্যবান বইপত্র । প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি জিনিসও দেখি নি তাঁর ঘরে।

শহীদুল্লাহ্র জীবনে বাংলার তিনজন মৃত্যুঞ্জয়ী ব্যক্তিত্বের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন কেউ কেউ । একজন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, যিনি তাঁকে আইন ব্যবসা থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

এসেছেন, অপরজন বহু ভাষাবিদ পন্ডিত হরিনাথ দে, যিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ও হুগলী হাজী মুহম্মদ মুহসীন কলেজে তাঁর শিক্ষক ও অনুপ্রাণক ছিলেন । তৃতীয় ব্যক্তি বাংলার খ্যাতনামা গবেষক ও সাহিত্যিক ইতিহাসকার দীনেশচন্দ্র সেন, যিনি গবেষণার জগতে শহীদুল্লাহ্'কে আকৃষ্ট করেছিলেন । বাংলার এই তিন কৃতী সন্তানের সাধনার প্রভাব মুদ্রিত হয়েছিল তাঁর জীবনে - আশুতোষের ছাত্র-প্রীতি, দীনেশ সেনের অসাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য ও হরিনাথ দের বহু ভাষা প্রীতি। আমরা জানি ইসলামের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বগত ও আনুষ্ঠানিকতাগত কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে । কিন্তু শহীদুল্লাহ্ আরো গভীরে প্রবেশ করে হিন্দু ও ইসলামের মধ্যে মিল খুঁজে বের করেছেন । তিনি বলেছেন - আপাত দৃষ্টিতে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে দুর্লভ ব্যবধান বিদ্যমান । মনে হয় ইহাদের কোন মিলনভূমি নেই । কিন্তু বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করলে উভয়ের মধ্যে অনতিবিলম্বেই মূল ঐক্যসূত্র পাওয়া যায় । হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মই পরধর্ম সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয় ।

পাকিস্তান গঠিত হলে এই নতুন রাষ্ট্র গঠনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র অবদান অপরিসীম । তিনি ১৯৪৮ সালের ঢাকাস্থ সাহিত্য সম্মিলনে একটি একাডেমী গঠন করে ইসলামী ঐতিহ্যমূলক বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদ করে আমাদের সাহিত্য সম্পদকে বাড়িয়ে তোলার উপদেশ দেন । জাতি এ চিন্তা নায়কের কথায় সায় দিয়ে ধন্য হয়েছে । ঢাকার বাংলা একাডেমী তাঁর পরামর্শেরই বাস্তবরূপ। শুধু বাংলা একাডেমী নয়, এ একাডেমীর পথ ধরে ইসলামী একাডেমী, নজরুল একাডেমী, আরো কতই না প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে । তাঁর সুদূর প্রসারী কর্মসূচী বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানে যথেষ্ট সহায়তা করেছে ।

শহীদুল্লাহ্ ছিলেন ভাষা আন্দোলনের অগ্রদূত । তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রথম থেকেই তাঁর সুস্পষ্ট মতামত দিয়েছিলেন । বাংলা ভাষাই যে দেশের রাষ্ট্র ভাষা হবে তিনি অকুতোভয়ে তা উচ্চারণ করে গেছেন । ১৯৪৮ সালে বগুড়ায় থাকাকালীন তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিনের উর্দূকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষা আন্দোলনের সূচনায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন । ভাষা আন্দোলন তার মননশীলতার দ্বারা শক্তি ও গতিময়তা অর্জন করেছিল ।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র অনেকগুলো প্রবন্ধ ভাষা সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত । ভাষা সমস্যাকে পন্ডিতেরা সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন । এক ধরনের সমস্যা ভাষার দেহকেন্দ্রিক, ভাষার অবয়বের সমস্যা, আরেক ধরনের সমস্যা হচ্ছে ভাষার মর্যাদাগত সমস্যা । ভাষার অবস্থান সমস্যা । বাংলা ভাষার অবয়ব ও অবস্থানগত দু'ধরনের সমস্যা সম্বন্ধে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সচেতন ছিলেন ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষার অবস্থান সম্বন্ধে শুধু নয়, বাংলা ভাষা অবয়বের নানা সমস্যা অর্থাৎ উচ্চারণ, বানান, হরফ বর্জন, বানান সংস্কার ইত্যাকার বিষয় নিয়েও তিনি ভাবিত হয়েছেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অনেকগুলো প্রবন্ধ বাংলা ভাষা সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত। বাঙালা অক্ষর, বানান ও ভাষা সংস্কার, আমাদের কওমী জবান, আমাদের পরিভাষার সমস্যা, ভাষার গণতন্ত্র; অভিজাততন্ত্র ; বাঙলা লিপি ও বানান সংস্কার, বাঙালা ভাষার ধ্বনি সংস্কার, বাঙলা হরফ, বানান ও ভাষা সংস্কার ইত্যাদি প্রবন্ধ নানাভাবে এদেশের জনগণের ভাষা সচেতনতা বাড়িয়ে এবং জনগণকে ভাষা ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করার শক্তি যুগিয়েছে। এসব প্রবন্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাংলা ভাষী জনগোষ্ঠী চিরদিন স্মরণ রাখবে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সকল রচনাই আকর্ষণীয়, হৃদয়গ্রাহী, নিজস্ব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং ইসলামের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সমকালীন চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আদর্শবাদী লেখক হিসেবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর রচনার বিশিষ্টভঙ্গী কাব্যময় বাক বিন্যাস সহজেই পাঠককে বিমুগ্ধ করে। তাঁর কিছু কিছু প্রবন্ধ এতো সরল ভাষায় রচনা করেছেন, যা পাঠান্তে বোঝাই যায় না যে তিনি এতো বড় সাহিত্যিক ছিলেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র রচনাবলী বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

শিশু সাহিত্য স্রষ্টা শহীদুল্লাহ্‌র সৃষ্টিকর্ম ব্যাপক। জীবনী, গল্প, রূপকথা, কবিতা, নাটিকা, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক পাঠ্যবই, পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনা ইত্যাদি বিবিধ অনুসঙ্গে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ শিশুদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তিনি ছেলেদের জগতে কি শিক্ষায় কি সমালোচনায় আনন্দ নিরানন্দে ঘৃণায় এক সঙ্গে মিশেছেন। শিশুদের হৃদয় মনের সন্ধান নিয়ে তদুপযোগী জ্ঞানগর্ভ ও আনন্দঘন সাহিত্য সৃষ্টি করে ছোটদের 'দাদু শহীদুল্লাহ্‌' রূপে আদরনীয়।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সেবা করেছেন। সাহিত্য, সংস্কৃতিতে তাঁর এই বিচরণের ফলে তিনি অনেক খ্যাতি অর্জন করেন। মুহম্মদ এনামুল হক শহীদুল্লাহ্‌র সাহিত্য জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে বলেছেন- 'ড. সাহেবের সাহিত্য সাধনা পেশা নহে, নেশা। এই নেশায় রং আছে, মাদকতা নেই, উল্লাস আছে, উচ্ছ্বাস নেই, বিজ্ঞতা আছে অজ্ঞতা নেই। এই নেশার সঙ্গে সাহিত্য স্রষ্টাদের সৃষ্টির বেদনার সাজাত্য আছে বটে, কিন্তু সাযুজ্য নেই। এটা গবেষণা প্রসূত আনন্দ ও জ্ঞানের নব নব সাধনার নেশা জ্ঞান সাধনারই নামান্তর'।

জ্ঞান তাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ তাঁর চুরাশি বছরের দীর্ঘ জীবনে যে বিরাট সাহিত্যকীর্তি রেখে গেছেন তা পূর্ণিমার চন্দ্রের মত সুস্পষ্ট। তাঁর অসাধারণ সাহিত্য সাধনা ও জ্ঞান চর্চার

Dhaka University Institutional Repository

জীবনে তিনি তেরটি মৌলিক গ্রন্থ রেখে গেছেন । সুসাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার হিসেবে তিনি সুউচ্চ আসনের অধিকারী । বাংলা সাহিত্যের অপর এক সাধক ড. এনামুল হক ড. শহীদুল্লাহ্‌কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন 'লেমান বিশ্বকোষ' বলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঋজুতা, সরলতা বিশ্বাসের জীবন যাপনেই তিনি ছিলেন পরিতৃপ্ত। চালাকী, চালবাজী কিংবা কাপট্য তাঁর মধ্যে ছিল না । মিথ্যা কথা বলাকে তিনি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন । এই কারণেই বশীর হাটে ওকালতি শুরু করেও পেশায় লেগে থাকেন নি । প্রথম সুযোগেই শিক্ষা জগতে ফিরে এসেছেন । স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শহীদুল্লাহ্‌কে বলেছিলেন : 'Shahidullah Bar is not for you. Come to our University.'

ড. শহীদুল্লাহ্ দেখতে ছিলেন এক দরবেশের মত । তিনি জীবনে দাঁড়ি কামান নি । স্বেচ্ছায় কখনো নামাজ কাজা করেন নি । ধুমপান করেন নি । বেঁটে খাঁটো গোলগাল চেহারার মানুষ ছিলেন । মাথায় সবসময় টুপি পড়তেন । শেরওয়ানি, জামা, পায়জামা পরতেন, সুস্থ ও বলিষ্ট দেহ, লম্বা দাঁড়ি ও বাবরি চুল । বুকের লোমগুলো ছিল মসৃণ ।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আলাপ আলোচনায় ছিলেন অত্যন্ত শালীন । মজলিস গুলজার করতে তাঁর জুড়ি খুব কমই ছিল । পুরানো ঐতিহ্য মাফিক হাস্য পরিহাস করতে অথবা দেশী-বিদেশী ভাষা হতে অনবরত বচন উদ্ধৃত করে সরস আলাপ আলোচনায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। অনেক সময় সময়ানুযায়ী উপভোগ্য গল্প উপাখ্যানের অবতারণা করতেন । কখনো বা সারগর্ভ উপদেশ বাণী শুনাতেন । তাঁর জীবন ও সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা সুস্পষ্ট । এ নিয়ে দীর্ঘ পরিসরে আরো আলোচনা পর্যালোচনা আবশ্যক । এ মনীষীর জীবন ও সাহিত্য আমাদের অমূল্য পাথেয় হিসেবে গ্রহণীয় হোক-এটাই সময়ের মৌলিক চাহিদা ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আ জা ম তকীয়্যুল্লাহ্ : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পরিচিতি
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মৃতি সংসদ, ঢাকা, ১৯৮২।

আজহারউদ্দীন খান : বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৬৮।

আনিসুজ্জামান সম্পাদিত : শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী, ১ম খণ্ড
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর : ইসলামের পূর্ণতা ও হযরত মুহাম্মদ (সা)
পানাম প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২।

আবুল আব্বাস যাইনু-দ-দীন আহমদ যবীদী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত : তজরীদুল বুখারী, ১ম খণ্ড
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৫৮।

আ মু মু নূরুল ইসলাম সম্পাদিত : পত্র সাহিত্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭।

আলমগীর জলীল : শিশু সাহিত্য সাধনায় কয়েকজন মুসলমান লেখক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮।

খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন : বাঙলার মুসলিম শিশু সাহিত্যের জনক

ড. খালেদ মাসুকে রসূল : মুসলিম রেনেসাঁর কবি
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২।

খোন্দকার সিরাজুল হক : মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪।

গোলাম মোস্তফা : বিশ্বনবী
আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৮।

ড. গোলাম সাকলায়েন : অন্তরঙ্গ আলোকে ড. শহীদুল্লাহ্
আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭০।

দীলিপ মজুমদার সম্পাদিত : সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসমূহ, ১ম ও ২য় খণ্ড
নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ২য় সং, ১৯৭৭।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত : আমাদের সূফীয়ায়ে কিয়াম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাত মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী
কলিকাতা, ১৯৬৮।

মনসুর মুসা : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯)
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

মাহ্যূযা হক : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে
মাহ্যূযা হক, ঢাকা, ১৯৯১।

: ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (আব্বা ও আমি)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০০।

মুনশী মোহাম্মদ খোদা নেওয়াজ : গোরাচাঁদ পীরের কেচ্ছা
গাওছিয়া লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯১৪।

মুহম্মদ আবূ তালিব : উপমহাদেশের ভাষা আন্দোলন ও ড. শহীদুল্লাহ্
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯০।

মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : শতবর্ষপূর্তি স্মারক গ্রন্থ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯০।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : বাংলা সাহিত্যের কথা
মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯।

: ইসলাম প্রসঙ্গ
রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৭০।

: কুরআন প্রসঙ্গ
রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৭০।

: বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫।

ছোটদের ইতিকথা : শেষ নবীর সন্ধানে
বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ঢাকা, ১৯৫৩। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬১।

ছোটদের রাসূলুল্লাহ্
রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬২।

মহাবাণী
রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৭৭।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনূদিত : অমরকাব্য
রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৩।

: দীওয়ান-ই-হাফিজ
রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনূদিত : রুবা-ইয়্যাত-ই-উমর-খয়্যাম
প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা।

: শিকওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ
রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৫৪।

মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত : শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থ
রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৭।

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ : মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

মোহাম্মদ আবদুল হাই ও
সৈয়দ আলী আহসান : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

রনেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত : সোমের চন্দের গল্পগুচ্ছ
কলিকলম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৩।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড
১৯৯২।

শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য সম্পাদিত : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারক গ্রন্থ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন রচিত
ড. এ. এইচ. এম মুজতবা হোছাইন সম্পাদিত : হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) : সমকালীন পরিবেশ ও জীবন
ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৮।

শ্রী নেহেরু : আত্মজীবনী

সাঈদ-উর-রহমান : পূর্ন বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৩।

হুমায়ুন আজাদ : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯)
কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭১।

হোসেন মীর মোশাররফ : ছোটদের শহীদুল্লাহ্
মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৯।

H M Batson and ED Ress : **The Rubaiyat of Omar Khayyam**

M A Rahim : **The History of University of Dacca**
1981.

Dhaka University Institutional Repository

Muhammad Enamul Huq : **Muhammad Shahidullah Flicitation**
Asiatic Society of Pakistan, Dhaka, 1966

Muhammad Shafi : **Islamic Culture**
1932.

T. Nra : **Apabhramsa and Avahattaproto-New-Indo-Aryan Stage**
Bulletin of Japan Linguistic Society, 1965

পত্রপত্রিকা

অগ্রপথিক, ১৯৯৭।

আল ইসলাম, ১ম ভাগ, কার্তিক ১৩২২, বৈশাখ ১৩২৬।

আলাপনী, ১৩৬২।

আংগুর, ৫ম ভাগ ।

ইত্তেফাক, দৈনিক ৯ আগস্ট ১৯৮৪; ৯ ও ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০১।

ঐতিহ্য, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৯৭।

কোহিনূর, ভাদ্র ১৩১৮, ভাদ্র ১৩২৮।

দিশারী, ভাদ্র ১৩৬৭।

দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৬।

প্রেক্ষণ, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৮।

বঙ্গভূমি, ১৩৪৪।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৭।

ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩১৬।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : এক

জীবনীপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : এক

জীবনীপঞ্জি

১৮৮৫ জন্ম ঃ ১০ জুলাই (২৭ আষাঢ় ১২৯২ সন), শুক্রবার । চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার পেয়ারা গ্রামে । আকীকা অনুষ্ঠানে নামকরণ করা হয়েছিল মুহম্মদ ইব্রাহীম, কিন্তু জননীর ইচ্ছানুসারে পরবর্তীকালে তা পরিবর্তিত হয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হয়ে যায় । শৈশবে ডাকনাম ঃ সদানন্দ ।
[পিতা ঃ মুন্সী মফিজউদ্দীন আহমদ, মাতা ঃ হুরুন্নেসা]

১৮৯৩ বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ গঠিত হলো, ১৩০১ সনের ১৭ বৈশাখ ।

১৮৯৬-৭ হাওড়ার বেলিলিয়াস এম.ই [মিড্‌ল্ ইংলিশ] স্কুলের ছাত্র ।

১৮৯৮-৯ হাওড়া-য় পঞ্চাননতলা এম.ই স্কুলের ছাত্র ।

১৯০০-০৪ জেলা স্কুল, হাওড়া । এখান থেকেই এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলেন । বিভিন্ন ভাষার প্রতি উৎসাহ ও একাধিক ভাষা শিক্ষার সূত্রপাত এ-বয়সেই হয়েছিল ।

১৯০৪ এন্ট্রান্স পাশ ।

১৯০৪-০৬ কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন ।

১৯০৬ এফ.এ. [ফার্স্ট আর্টস] পাশ ।

১৯০৬-০৮ হুগলী কলেজে অধ্যয়ন ।

১৯০৮-০৯ যশোহর জেলা স্কুলে শিক্ষকতা ।

১৯০৯ প্রথম রচনা প্রকাশিত হলো : 'মদনভস্ম' প্রবন্ধ, 'ভারতী'
(৩৩ বর্ষ ৮ম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩১৬) পত্রিকায় ।

১৯০৯-১০ কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যয়ন ও সংস্কৃতিতে অনার্সসহ বি.এ পাশ ।

১৯১০ বিবাহ, ছাত্রাবস্থাতেই, ১০ অক্টোবর । চব্বিশ পরগণার ভাসনিয়া (দেগঙ্গা) নিবাসী মুন্সী মুহম্মদ মুস্তাকিমের কন্যা মরগুবা খাতুনের সঙ্গে ।

১৯১১ 'বাংলার বাণী' পত্রিকায় 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ প্রকাশিত । সেখানে বাংলা উচ্চারণতত্ত্বের কয়েকটি বিশেষ নিয়ম আবিস্কারের কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য বলে তিনি সনাক্ত করেছিলেন :

> তিনি [রবিন্দ্রনাথ] সর্বপ্রথম বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্বের কয়েকটি বিশেষ নিয়ম আবিস্কার করেন । রবীন্দ্রনাথের গবেষণার দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা বাংলা ভাষার স্বরসাম্যের নিয়ম (Low of Harmonic Sequence or Vocal's Harmony) আবিস্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি ।
>
> তিনি ধনাত্মক শব্দগুলির গঠন ও ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্বও আবিস্কার করিয়াছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

'কোহিনূর' পত্রিকায় (১৩১৮) 'বাঙ্গালীর সংস্কৃত উচ্চারণ' প্রবন্ধ এবং 'প্রতিভা' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮) 'পারসী ও আরবী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও তৎসম্পর্কে অক্ষরান্তরীকরণ' প্রবন্ধ প্রকাশিত।

কলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি' প্রতিষ্ঠা, ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে।

১৯১১-১২ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে এম.এ ক্লাসে অধ্যয়ন এবং সসম্মানে দ্বিতীয় বিভাগে এম.এ পাশ।

১৯১১-১৫ সদ্য প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির সম্পাদক হিসেবে কর্মরত।

১৯১২-১৩ কলকাতা মুসলিম এতিমখানার তত্ত্বাবধায়ক।

১৯১৩ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় জার্মানীতে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ভারত সরকারের বৃত্তিলাভ, কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ছাড়পত্রের অভাবে বিদেশযাত্রায় ব্যর্থ।

১৯১৪ বি.এল পাশ।

১৯১৪-১৫ চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডু হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকরূপে কর্মরত, ১৯১৫-র মার্চ মাস পর্যন্ত।

১৯১৫ মাসিক 'আল-এসলাম' পত্রিকার সহ-সম্পাদক।

১৯১৫-১৯ চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাটে আইনজীবী। স্থানীয় পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান।

১৯১৬ 'আল-এসলাম' পত্রিকায় (শ্রাবণ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ১৩২৩) 'খ্রীস্টীয় চতুর্থ গ্রন্থসমূহের ইতিহাস' প্রবন্ধ প্রকাশিত।

১৯১৭ দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় (শ্রাবণ ১৩২৪) 'কবির সাহেব ও হিন্দু ধর্ম' প্রবন্ধ প্রকাশ।

১৯১৮ 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (১৩২৫, প্রথম সংখ্যায়) 'বাংলা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা' প্রবন্ধ প্রকাশিত।

১৯১৮-২১ যুগ্ম-সম্পাদক, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি ও সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'।

এই পত্রিকারই প্রথম সংখ্যায় (এপ্রিল-মে ১৯১৮ : বৈশাখ ১৩২৫) 'আমাদের ভাষা-সমস্যা' প্রবন্ধ প্রকাশিত।

১৯১৯-২১ ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের সহকর্মী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শরৎকুমার লাহিড়ী গবেষণা-সহায়ক পদে যোগদান, ১৫ জুন ১৯১৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২০ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters-এ Outlines of a Historical Grammar of the Bengali Language প্রবন্ধ প্রকাশিত। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার বৈশাখ ১৩২৭ সংখ্যায় 'ভারতের সাধারণ ভাষা' প্রবন্ধ এবং 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (১৩২৭, চতুর্থ সংখ্যা) 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' প্রবন্ধ প্রকাশিত।

১৯২০-২১ কিশোর-কিশোরীদের জন্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'আঙুর' সম্পাদনা।

কলকাতা মেডিকেল কলেজ মুসলিম ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবয়াক।

১৯২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

২রা জুন তারিখে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে স্থায়ী চাকুরীতে যোগদান। একই সাথে ছাত্রাবাস সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের আবাসিক শিক্ষক (১৯২৫ পর্যন্ত) রূপে নিযুক্তি লাভ।

অতঃপর স্থায়ীভাবে আমৃত্য ঢাকায় বসবাস।

পূজাবকাশে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে শান্তি নিকেতন ভ্রমণ।

২২ ডিসেম্বর (৮ পৌষ ১৩২৮) শান্তি নিকেতনে আনুষ্ঠানিতকভাবে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা।

১৯২২ ১২ মে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখলেন তাঁকে ঃ

বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন-

'বিশ্বভারতী'কে সাধারণের হস্তে সমর্পণ করিবার উদ্যোগ প্রায় সমাধা হইয়াছে। Constitution পত্র রেজিষ্ট্রি হইবার সময় আসিয়াছে আপনাকে ইহার সংসদের (Managing Committee) সদস্যরূপে বরণ করা হইয়াছে। অনুগ্রহ করিয়া সম্মতি জানাইতে বিলম্ব করিবেন না। আশা করি ইহাতে আপনার আপত্তির কোন কারণ হইতে পারে না। ইতি

২৯ বৈশাখ ১৩২৯

ভবদীয়
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শহীদুল্লাহ্ সাহেব নিজেকে অযোগ্য বিবেচনা করে সংসদের সদস্য হতে সম্মত হন নি। ডক্টর আনিসুজ্জামানের অনুমান : 'মনে হল, শুধু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের জন্যে নয়, হয়তো তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ার এমন কিছু ছিল, যার ফলে শহীদুল্লাহ্ বিশ্বভারতীর প্রথম সংসদের সদস্যপদ লাভের দুর্লভ সম্মান গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেছিলেন।' (দ্রঃ 'রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র', 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৬)

'প্রতিভা' (চৈত্র ১৩১৯) পত্রিকায় 'কানুপার দোহার টীকা' প্রবন্ধ প্রকাশ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২২-২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে খণ্ডকালীন অধ্যাপক।

১৯২২-৩০ ইংরেজীতে The Peace নামে একটি মসিক পত্র (পরে ত্রৈমাসিক হয়ে যায়) সম্পাদনা ও প্রকাশ। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২-এর আগস্ট মাসে ও সর্বশেষ সংখ্যা ১৯৩০-এর জুনে। শেষের দিকে পত্রিকাটি অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল।

১৯২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশের ছুটিতে 'মালাকান' রাজপুতদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য রাজপুতানা গমন। বৎসরের শেষ দিকে 'আঞ্জুমান-ই-ইশা' আৎ-ই-ইসলাম' নামে ইসলাম প্রচার সমিতি গঠন এবং ঢাকার কতিপয় হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে ইসলামে দীক্ষাদান।

ডিসেম্বরের ২২ ও ২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত শান্তি নিকেতনের সমাবর্তন উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান।

১৯২৪ 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (১৩৩১) প্রবন্ধ প্রকাশ 'কবি সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী'।

স্কুলপাঠ্য পুস্তক 'প্রবন্ধ মঞ্জরী' নামে বাংলা রচনা শিক্ষার বই প্রকাশিত।

১৯২৫ ১৯ জানুয়ারী ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' প্রতিষ্ঠা; প্রতিষ্ঠা সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

Indian Historical Quarterly পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় Magadhi Prakrit and Bengal প্রবন্ধ প্রকাশিত; এটি তিনি বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে পড়েছিলেন।

তাঁর নিজের The Peace পত্রিকায় (Vol. III No. 3) প্রবন্ধ প্রকাশ : Loan Words in Arabic।

১৯২৬ 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (১৩৩৩, দ্বিতীয় সংখ্যা) 'সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কাল নির্ণয়' প্রবন্ধ প্রকাশিত।

স্কুলপাঠ্য বই 'মক্তব মাদ্রাসা শিক্ষা' প্রকাশিত।

১৯২৬-২৮ উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'বছরের ছুটি নিয়ে ও সাত হাজার টাকা ধার করে পারী যাত্রা (২ সেপ্টেম্বর ১৯২৬); সেখানে সর্বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক ভাষা, প্রাচীন পারসীক, তিব্বতী, বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষা অধ্যয়ন ও গবেষণা শেষে প্রথম শ্রেণীর পি-এইচ. ডি ডিগ্রী অর্জন, উপরন্ত ডিপ্লো-ফোন সনদপত্র লাভ।

১৯২৭-২৮ সর্বোনে পাঠরত অবস্থাতেই এক অবকাশে জার্মানীর ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা অধ্যয়ন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৮ পি-এইচ. ডি গবেষণাসন্দর্ভ 'লেশঁ মিস্তিক্ দ্য কান্ন এ দ্য সরহ' (Les Chants Mystique de Kanha et de Saraha) পারী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ। 'লে সঁ দু বঁগালি' (Les sons du Bengalie) শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধে বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের যে আলোচনা লিখেছেন, তার জন্য যদিও ডিপ্লো-ফোন মানপত্র পান, তা কখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি।

আগস্ট মাসে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর প্রাক্তন কর্মস্থল ও পদে যোগদান।

সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের আবাসিক শিক্ষকের প্রাক্তন পদও পুনরায় গ্রহণ (১৯৪০ পর্যন্ত)।

ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' কর্তৃক স্বদেশ প্রত্যাগমন উপলক্ষে অভিনন্দিত। কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নিলিখ-বঙ্গ মুসলিম যুবক সম্মেলনে (অক্টোবর) সভাপতি হিসেবে যোগদান।

১৯২৯ বসুমতি সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থের ভূমিকা প্রণয়ন।

ঢাকার মুসলিম সাহিত্য-সমাজের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে ভাষণ দান।

১৯৩০ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত (১৯-২০ এপ্রিল) বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান।

'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (১৩৩৭, দ্বিতীয় সংখ্যা) 'বাঙ্গালা ও তাহার সহোদরা ভাষায় বর্তমান কালের উত্তর পুরুষ' প্রবন্ধ প্রকাশিত।

১৯৩১ Proceedings of the 6th All-India Oriental Conference 1931 স্মরণিকায় Munda Affinities of Bengali প্রবন্ধ প্রকাশিত; এ রচনাটি তিনি পাটনায় অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে পাঠ করেছিলেন।
তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত। 'সন্দর্ভ মঞ্জরী' নামে স্কুলপাঠ্য বই প্রকাশিত।

১৯৩২ রংপুরে ১০ জুলাই অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি, ১১ ডিসেম্বর কুমিল্লায় ত্রিপুরা জেলা রিফর্মড মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির অধিবেশনে সভাপতি।

'রকমারী' নামে মৌলিক ও অনূদিত গল্পের সংকলন প্রকাশ।

২৯ জুলাই এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন :

> বাংলা ভাষাতত্ত্ববিচার সম্বন্ধে আপনার যোগ্যতার প্রশংসা অনাবশ্যক। যে সময়ে আমি এই অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম তখন এ পথে আমি ছিলেম একা। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আমি সম্পূর্ণ আনাড়ি। অন্ধকারে আমার হাতে প্রদীপ ছিল না, হাৎড়িয়ে বেড়িয়েছি। যখন থেকে আপনাদের হাতে আলো জ্বলল, তখন থেকেই এ অধ্যাবসায় ত্যাগ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩২-৩৩ সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের অস্থায়ী প্রভোষ্ট ।

১৯৩৩ Indian Historical Quarterly পত্রিকার মার্চ সংখ্যায় Indo-European 'kh' in Sanskrit and Avestan প্রবন্ধ ও সেপ্টেম্বর সংখ্যায় The First Aryan Colonisation of Ceylon প্রবন্ধ প্রকাশিত ।

'উদ্বোধন' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩৪০) 'হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মিলনভূমি' প্রবন্ধ প্রকাশিত ।

১৯৩৪-৩৭ সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে রীডার পদে উন্নীত এবং অস্থায়ী অধ্যক্ষ (১৯৩৫ পর্যন্ত) রূপে কর্মরত ।

১৯৩৫ 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রকাশ । প্রসঙ্গতঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' বেরিয়েছিল আরো চার বছর পরে, ১৯৩৯ সালে ।

রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি' গঠিত, নভেম্বর মাসে ।

১৯৩৬ 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (১৩৪৩, প্রথম সংখ্যা) প্রকাশিত প্রবন্ধ : 'বড়ু চন্ডীদাসের পদ' ।

'প্রবাসী' (১৩৪৩, ফাল্গুন) পত্রিকায় 'বাংলা বানান' প্রবন্ধ প্রকাশিত । এটি প্রবাসীতে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক' প্রবন্ধের সমর্থনে লিখিত হয়েছিল ।

হযরত মৌলানা শাহ্ সুফী মুহম্মদ আবূ বকর (রা) প্রদত্ত ফুরফুরা শরীফের খেলাফত লাভ ।

'পূর্ববঙ্গ সাহিত্য-সমাজ' এর সভাপতি (১৯৪০ পর্যন্ত) ।

সর্বভারতীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' এর প্রাদেশিক শাখা হিসেবে কলকাতায় 'নিখিল বঙ্গ প্রগতি লেখক সংঘে'র জন্ম ।

১৯৩৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের স্বতন্ত্র দুটি বিভাগে পৃথক হয়ে যায় । বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ও রীডার হিসেবে বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ ।

সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের অস্থায়ী প্রভোষ্ট হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব বহন ।

'বঙ্গভূমি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা, প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল ১৯৪৪-এর আষাঢ় মাসে এবং ষষ্ঠ সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১৩৪৪) প্রকাশের পর পত্রিকাটির অকালমৃত্যু ঘটে।

১৯৩৮ 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' কাব্যানুবাদ প্রকাশ ।

চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে 'বাঙ্গালা বানান সমস্যা' প্রবন্ধ পাঠ; এটি পরে ঢাকা সাহিত্য পরিষদ পরিচালিত 'প্রতিভা' পত্রিকায় (১৩৩১, বৈশাখ-আষাঢ় ও কার্তিক-পৌষ) প্রকাশিত হয় ।

স্কুলপাঠ্য পুস্তক 'আদর্শ সাহিত্য পাঠ' প্রকাশিত ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৯ ঢাকা শহরে 'নিখিল বঙ্গ প্রগতি লেখক সংঘে'র শাখা স্থাপন;
প্রথম সম্পাদক : রণেশ (কুমার) দাশগুপ্ত।

'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি' প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহের আলোচনা প্রকাশ, 'প্রবাসী' পত্রিকার বৈশাখ ১৩৪৬ সংখ্যায়।

১৯৪০ বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে গেণ্ডারিয়া হাই স্কুল প্রাঙ্গণে 'ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত; অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ। এ সম্মেলনেই আনুষ্ঠিকভাবে ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের উদ্বোধন করা হয়।

১৯৪০-৪৪ ছাত্রাবাস ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রভোষ্ট।

১৯৪১ হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে ভাষাতত্ত্ব শাখার সভাপতি এবং Philology and Indian Linguistics প্রবন্ধ পাঠ; প্রবন্ধটি পরে Dacca University Journal-এর জুলাই সংখ্যায় (Vol. V No. 1) মুদ্রিত হয়।

'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় 'বৌদ্ধ গান ও দোহার পাঠ আলোচনা' (১৩৪৮, দ্বিতীয় সংখ্যা) এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি পাঠ বিচার' (১৩৪৮, চতুর্থ সংখ্যা) প্রবন্ধ প্রকাশিত।

বঙ্গানুবাদে মহানবীর বাণী সংকলন 'অমিয়বাণী শতক' প্রকাশিত।

দেশরক্ষা বাহিনীর অবৈতনিক সহকারী রিক্রুটিং অফিসার।

২২ জুন হিটলার বাহিনীর সোভিয়েত দেশ আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ২১ জুলাই কলকাতায় টাউন হলের 'সোভিয়েত দিবস' উদ্‌যাপন ও 'সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতি' গঠন।

১৯৪২ জানুয়ারী মাসে ঢাকায় 'সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতি'র শাখা গঠন; সম্পাদক দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও তরুণ কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত।

ঢাকার সদরঘাট এলাকায় ব্যাপটিষ্ট মিশন হলে সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সোভিয়েত দেশ সম্পর্কিত সপ্তাহব্যাপী চিত্রপ্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করেন ডক্টর শহীদুল্লাহ্ এবং প্রদর্শনীর নামকরণ করেন 'সোভিয়েত মেলা'।

মার্চ মাসে সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতির পক্ষ থেকে ঢাকায় ফ্যাসীবাদ বিরোধী সম্মেলনের আয়োজন। ৮ মার্চ রবিবার সূত্রাপুর সেবাশ্রমের প্রাঙ্গণে আয়োজিত সম্মেলন ঢাকা শহরের ফ্যাসীবাদী ও সাম্প্রদায়িক চক্রের গুন্ডাদের আক্রমণে ভণ্ডুল হয়ে যায় এবং তরুণ গল্পকার ও কমিউনিষ্ট ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মী সোমেন চন্দ (জ. ১৯৩০) নৃশংসভাবে নিহত হন।

'রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম' এবং ইকবালের 'শিক্‌ওয়াহ্ ও জওআব-ই-শিক্‌ওয়াহ্' কাব্যানুবাদ প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (১৩৪৯, প্রথম সংখ্যা) 'সিদ্ধা কানুপার দোহা ও তাহার অনুবাদ' প্রবন্ধ প্রকাশিত।

১৯৪৩ ৯ জানুয়ারী ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের এক বর্ধিত অধিবেশনে সভাপতিরূপে অনুষ্ঠান পরিচালনা ও বক্তৃতা দান।

১৯৪৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ও রীডার পদ থেকে অবসর গ্রহণ, ৩০ জুন।

The Historical Quarterly-র সেপ্টেম্বর সংখ্যায় The Date of Vidyapati প্রবন্ধ প্রকাশ। Pracyavani (প্রাচ্যবাণী) পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় Scientific Study of the Sanskrit Language প্রবন্ধ প্রকাশিত।

ঢাকায় 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' নামে ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের রূপান্তর গ্রহণ।

১৯৪৪-৪৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর বগুড়ায় আজীজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান ও ১৯৪৮-এর নভেম্বর পর্যন্ত কার্যরত।

১৯৪৮ 'ইকবাল', 'Essays on Islam' ও 'Hundred Sayings of the Holy Prophet' গ্রন্থত্রয় প্রকাশিত।

জয়পুরে অনুষ্ঠিত (২০-২২ অক্টোবর) ও আন্তর্জাতিক পি.ই.এন আয়োজিত নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে যোগদান।

১৯৪৬ কুরআনের অংশত অনুবাদ ও ভাষ্যরচনা 'মহাবাণী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

১৯৪৭ বগুড়া থেকে 'তকবির' নামে পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ।

১৯৪৮ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে (২-৪ জুলাই) সভাপতি।

কুরআন ও হাদীসের উপদেশাবলীর বঙ্গানুবাদ 'বাইঅতনামা' প্রকাশিত।

প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থ 'পাক-ভারত কথা' প্রকাশ।

১৯৪৮-৫২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ১৯৪৮-এর নভেম্বর মাসে সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপকরূপে বাংলা বিভাগে পুনরায় যোগদান।

১৯৪৯ 'আমাদের সমস্যা' প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ।

১৯৫০ ভারত বিভাগের পর ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ঢাকার ভয়াবহ দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত 'পূর্ববঙ্গ শান্তি ও পুনর্বসিত কমিটি'র তিনি সভাপতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন জানিয়ে ইস্তাহার প্রকাশ।

ভূমিকা, ভাষা-বিশ্লেষণ ও টীকা সহযোগে 'পদ্মাবতী'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো (দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হলেও এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নি)। ভূমিকায় লিখলেন : 'আমি মূল

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দীর সাহায্যে বাংলা বাজার সংস্করণ সংশোধিত করিয়া আমার সংস্করণের পাঠ প্রস্তুত করিয়াছি। আমার বিশ্বাস ইহা আলাওলের মূল পাঠের যতদূর সম্ভব নিকটবর্তী'।

স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা : ইতিহাস মঞ্জরী, ছোটদের ইতিকথা, দেশের কথা, সাহিত্য প্রকাশ।

১৯৫১ 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান' এর স্থাপক সদস্য।

১৯৫২ ঢাকা সংস্কৃত পরিষৎ কর্তৃক 'বিদ্যাবাচস্পতি' উপাধি দান। 'প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী' পুস্তিকা প্রকাশ।

১৯৫২-৫৪ বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ও প্রফেসর পদে নিযুক্তি। ১৫ নভেম্বর তারিখে দ্বিতীয় বার অবসর গ্রহণ।

১৯৫৩ 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (১ম খণ্ড ঃ প্রাচীন যুগ) প্রকাশ।

সৈয়দ আলী আহসানের সহিত যুগ্ম-সম্পাদনায় ষোলোটি ছোটগল্পের সংকলন ভূমিকাসহ 'গল্পসঞ্চয়ন' প্রকাশ।

প্রবেশিকা ও হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য 'ব্যাকরণ পরিচয়' প্রকাশ।

১৯৫৩-৫৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ফরাসী ভাষার খণ্ডকালীন অধ্যাপক (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ পর্যন্ত)।

১৯৫৪ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত।

'বিদ্যাপতি শতক' প্রকাশ (সেপ্টেম্বর : আশ্বিন ১৩৬১)।

উৎসর্গপত্রে লিখলেন : 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ (১৯২১-২৪ খ্রীঃ অঃ) পিতামহ প্রতিম অশেষশ্রদ্ধাভাজন সংস্কৃত ও বঙ্গ-বাণীর একনিষ্ঠ সাধক পূণ্যশ্লোক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মরণোদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ সমর্পিত হইল'। মুখবন্ধে লিখেছেন : 'আমি শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশের অধিককাল বিদ্যাপতির অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় নিরত আছি। বিদ্যাপতির পদাবলীর কয়েকটি সংস্করণ এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নবীনতম ও শ্রেষ্ঠ মদীয় অধ্যাপক শ্রদ্ধাষ্পদ শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদারের সংস্করণ (প্রকাশিত ১৯৫৯ বাং)। ইহা বিদ্বান পাঠকগোষ্ঠীর নিকট সমাদরণীয় হইয়াছে। আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস জনসাধারণ ও ছাত্র সমাজের ব্যবহারের জন্য। আমি পদাবলীর ছন্দ অনুকরণ করিয়া পদ্যানুবাদ দিয়াছি। যতদূর সম্ভব আমি বিদ্যাপতির খাঁটি পদ ও পদের ভাষা উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে ইহা পাঠকমন্ডলীর নিকট কিরূপে গৃহীত হইবে, তাহার জন্য প্রতীক্ষমান রহিয়াছে'।

১৯৫৫ আন্তর্জাতিক পি.ই.এন ঢাকা সেমিনারে (৫ মে) যোগদান।

জুন-আগষ্ট মাসে হজ্বব্রত পালন।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনেস্কো কর্তৃক পরিচালিত সংস্কৃতি জরিপের পরিকল্পনা তদানীন্তন বাংলা বিভাগীয় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই সহযোগে বাস্তবায়ন। এই জরিপ আট বৎসর পরে প্রকাশিত হয়।

ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক 'আদর্শ বাঙ্গালা সাহিত্য' প্রকাশ।

১৯৫৫-৫৮ নবপ্রতিষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পরিচালনভার গ্রহণের জন্য উপাচার্য কর্তৃক আমন্ত্রিত। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষার খণ্ডকালীন অধ্যাপনা ত্যাগ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষরূপে ১ ডিসেম্বর '৫৫ তারিখে যোগদান। অনতিবিলম্বে তিনি কলা বিভাগের ডীন পদেও সমাসীন হয়েছিলেন। ১৯৫৮-এর ডিসেম্বরে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৫৬ পাকিস্তান উলেমা দলের সদস্যরূপে চীন ভ্রমণ (১২ মে-৪ জুন)।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রদের নিয়ে শান্তি নিকেতন পরিদর্শন (২১-২২ ডিসেম্বর)।

লাহোরে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে যোগদান (২৭-২৯ ডিসেম্বর)।

স্কুলপাঠ্য বই, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য 'মধ্য বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রকাশ।

১৯৫৭ 'হজ্জের ও রওযা : পাকের যিয়ারতের দো'আ দরূদ' গ্রন্থ প্রকাশিত।

লাহোরে আন্তর্জাতিক ইসলামী আলোচনা সভায় যোগদান (২৯ ডিসেম্বর '৫৭ থেকে ৮ জানুয়ারী '৫৮)।

১৯৫৮ পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত Pride of Performance সাহিত্য পুরস্কার স্বরূপ দশ হাজার টাকা ও পদক লাভ (২৩ মার্চ)।

৭৩-তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঢাকায় পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ আয়োজিত ২০ জুলাই তারিখে সংবর্ধনা জ্ঞাপন।

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত (৩-৭ নভেম্বর) International Seminar on Traditional Culture in South-East Asia-তে ইউনেস্কো মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান ও সেমিনারের চেয়ারম্যান নির্বাচিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণাপত্র 'সাহিত্য পত্রিকা'য় (শীত ১৩৬৫ সংখ্যা) 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' প্রকাশ।

বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীর জন্য দ্রুতপঠনের পাঠ্যপুস্তক 'নীতিকথা' প্রকাশ।

'বুখারী শরীফ' প্রকাশিত; এই গ্রন্থের তিনি অন্যতম অনুবাদক।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৯ করাচীতে অনুষ্ঠিত (২৭ জানুয়ারী থেকে ২ ফেব্রুয়ারী) আন্তর্জাতিক সেমিনারে Islam in Modern World সম্বন্ধে আলোচনায় যোগদান।

স্কুলপাঠ্য বই 'ছোটদের নবীকথা' প্রকাশ।

১৯৫৯-৬০ করাচীতে অবস্থিত উর্দু উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত উর্দু অভিধান প্রকল্পের সম্পাদকরূপে ১৬ এপ্রিল ১৯৫৯ তারিখে যোগদান ও প্রায় এক বৎসরকাল সেখানে অবস্থান।

১৯৬০ ১ জুলাই, 'পূর্ব-পাকিস্তানী ভাষার আদর্শ অভিধান' প্রকল্পের সম্পাদক হিসেবে বাংলা একাডেমীতে, মাসিক এক হাজার টাকা সম্মানীর বিনিময়ে যোগদান।

Buddhist Mystic Songs : Oldest Bengali and other Eastern Vernaculars গ্রন্থ প্রকাশিত।

১৯৬০-৬৪ বাংলা একাডেমীতে 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' প্রণয়নে ব্যাপৃত।

১৯৬১ 'শেষ নবীর সন্ধানে' প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত।

১৯৬১-৬৪ বাংলা একাডেমীতে 'ইসলামী বিশ্বকোষ' প্রকল্পের অস্থায়ী সম্পাদক (অতিরিক্ত পদ)।

পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি।

১৯৬১-৬৫ আদমজী সাহিত্য পুরস্কারের প্রধান বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন।

১৯৬২ ৪ জুন বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত ও ইউনেস্কো আয়োজিত Writers and the Professional Organizations of the Book-World শীর্ষক সেমিনারে যোগদান।

আগস্ট মাসে 'ছোটদের রসূলুল্লাহ্' প্রকাশিত।

'মুহর্রম শরীফ' প্রকাশিত।

১৯৬২-৬৭ বাংলা কলেজে-এর সাংগঠনিক সংসদ ও ব্যবস্থাপক সংসদের সভাপতি।

১৯৬৩ Traditional Culture in East Pakistan (A Survey under the auspices of UNESCO with co-author Prof. Muhammad Abdul Hai) গ্রন্থ প্রকাশিত। এই প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছিল ১৯৫৫ সালে।

'পূর্ব-পাকিস্তানী ভাষার আদর্শ অভিধান' প্রকল্পের প্রথমাংশরূপে 'পূর্ব-পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেন।

'অমর কাব্য' নামে দু'টি আরবী কাব্যগ্রন্থের গদ্যানুবাদ, 'ইসলাম প্রসঙ্গ' নামে একটি প্রবন্ধ সংকলন এবং 'রোযাহ্ ঈদ ও ফিতরা:' নামে লোকশিক্ষামূলক পুস্তিকা প্রকাশ।

১৯৬৩-৬৪ পূর্ব-পাকিস্তান সরকার নিযুক্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য।

ঢাকার ইসলামিক একাডেমীর কার্যনির্বাহক সভার সদস্য।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৩-৬৪ বাংলা পঞ্জিকার তারিখ বিন্যাস কমিটির (বাংলা একাডেমী) সভাপতি।

১৯৬৩-৬৭ ঢাকাস্থ ফরাসী দূতাবাসের সংস্কৃতি কেন্দ্র 'অলিয়ঁস্ ফ্রঁসেজ্ দ্য দাকা'র সভাপতি।

দাউদ সাহিত্য পুরস্কারের প্রধান বিচারক।

১৯৬৪ 'ইসলামী বিশ্বকোষ'-এর সম্পাদক।

ঢাকাস্থ ইকবাল একাডেমী (পূর্বাঞ্চল শাখা)-র সভাপতি।

পূর্ব-পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' (প্রথম অংশঃ অ-অনদূর) বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত।

১৯৬৫ 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (২য় খণ্ড : মধ্যযুগ) প্রকাশ। উৎসর্গ পত্রে লিখলেন : 'যিনি একদিন ১৯১৯ সালে 'Shahidullah, bar is not for you, come to University' ব'লে আমাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দান ক'রে আমার জীবনের গতিপথ দলিয়ে দিয়েছিলেন সেই পুণ্যশ্লোক স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অমর নামে এই পুস্তকখানি উৎসর্গিত হইল'।

অশীতিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় গবেষণাপত্র 'সাহিত্য পত্রিকা'র শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা সংখ্যা প্রকাশ।

১৯৬৬ অশীতিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় গবেষণাপত্র 'সাহিত্যিকী'র শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা সংখ্যা প্রকাশ।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ড. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত সংবর্ধনা ও স্মারক গ্রন্থ Shahidullah Felicitation Volume প্রকাশ।

'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ' প্রকাশিত।

১৯৬৭ মার্চ মাসে (চৈত্র ১৩৭৩) জ্যৈষ্ঠপুত্র মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত 'শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থ' নামে সহস্র পৃষ্ঠার স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত।

১ এপ্রিল বাংলা একাডেমী থেকে অবসর গ্রহণ। ঐ দিন একাডেমী প্রাঙ্গণে তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এবং এই একই দিনে, ১ এপ্রিল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমৃত্যু Professor Emeritus পদে বরণ।

২৭ ডিসেম্বর তারিখে সেরিব্রাল থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হন। সারাজীবন কর্মঠ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন ও প্রাণঘাতী ব্যাধির শিকার কখনো হন নি। আশি বছর পার হয়ে এসে

Dhaka University Institutional Repository

এই ব্যাধিতে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন : তাঁর দেহের ডান দিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায় এবং কিছুদিন তিনি বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে পড়েন।

১৯৬৮ ২৬ জুলাই স্ত্রী মরগুবা খাতুন ঊনষাট বৎসর দাম্পত্য জীবন যাপনের পর পঙ্গু ও বৃদ্ধ স্বামীকে একা রেখে লোকান্তরিতা হলেন।

১৯৬৯ স্ত্রীর মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পর ১৩ জুলাই, ৮৪-তম জন্মদিনের মাত্র দু'দিন পর, রবিবারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।

কার্জন হল প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

১৯৭০ মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হলো কুরআন শরীফ প্রসঙ্গে প্রবন্ধ সংকলন 'কুরআন প্রসঙ্গ', Pearls from the Holy Prophet নামে মহানবীর বাণী সংকলন এবং Tales from Quran গ্রন্থ।

তথ্যসূত্র

১. মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, *শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থ*, রেনেসাঁস্ প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৭।

২. আজহারউদ্দীন খান, *বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬৮।

৩. গোলাম সাকলায়েন, *অন্তরঙ্গ আলোকে ডক্টর শহীদুল্লাহ্*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭০।

৪. হুমায়ুন আজাদ, *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯)*, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭১।

৫. ভারতকোষ (পঞ্চম খণ্ড)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৭৩।

৬. রণেশ দাশগুপ্ত, 'সোমেন চন্দের পরিচিতি-পটভূমি', রণেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, *সোমের চন্দের গল্পগুচ্ছ*, কলিকলম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৩।

৭. দীলিপ মজুমদার সম্পাদিত, *সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনাসমূহ*, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ২য় সং, ১৯৭৭, ১ম ও ২য় খণ্ড।

৮. খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪।

৯. আনিসুজ্জামান, 'রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র', 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : দুই

রচনাপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : দুই

রচনাপঞ্জি

১. হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালায় সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোহা।
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত প্রথম প্রকাশিত সাহিত্য পুস্তক, ঢাকা পরিষদ গ্রন্থাবলী নং-১০-১১১২, ১৯২৫।

২. **LES CHANTS MYSTIQUES DE KANNA AT DE SARAHA**
প্রকাশক Adrien Maisonneue, Paris, 1928. প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক Docteur de I University de Paris ডিগ্রীর জন্য অনুমোদিত ফরাসী ভাষায় রচিত গবেষণাগ্রন্থ।

৩. **LES SONS DU BENGALIE**
Paris, 1929.
প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক Diplo-Phon উপাধির জন্য অনুমোদিত ফরাসী ভাষায় রচিত গবেষণা প্রবন্ধ। বাংলা ভাষায় ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা।

৪. ভাষা ও সাহিত্য।
ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক ১৬টি প্রবন্ধের সমষ্টি।
প্রথম সংস্করণ দি ঢাকা লাইব্রেরী-১৩৩৮/১৯৩১।

৫. রকমারী।
প্রথম প্রকাশ ১৯৩২, ২য় সংস্করণ ১৯৩৬, ৩য় সংস্করণ ১৯৫০, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা।
অনুদিত ও স্বলিখিত ১৩টি গল্পের সংকলন।

৬. বাংলা ব্যাকরণ।
প্রথম সংস্করণ ১৯৪২, ত্রয়োদশ সংস্করণ ১৩৬১, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা।
বাংলা ভাষার ব্যাকরণ।

৭. দীওয়ান-ই-হাফিজ।
প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৩৮। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৫৯। কবি জীবনী ও গজল পরিচিতিসহ মূল ছন্দে হাফিজের ৬০টি গজলের অনুবাদ।

৮. অমিয়বাণী শতক।
প্রথম প্রকাশ ১৩৪৮ (১৯৪১) ঢাকা। পঞ্চম সংস্করণ ১৩৬২। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স।
মূলসহ মহানবীর বাণীর অনুবাদ।

৯. রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম।
প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৪২।
'উমর খয়্যামের খাঁটি কবিতা' উমর খয়্যামের জীবনী ও চরিত্র, উমর খয়্যামের মতবাদ শীর্ষক তিনটি নিবন্ধে কবি জীবনী ও কাব্য পরিচিতিসহ মূল ছন্দে ১৫১ রুবাইয়ের অনুবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

১০. শিক্ওয়াহ্ ও জওয়াব-ই-শিক্ওয়াহ্
(নালিশ ও নালিশের জওয়াব)
প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৪২ । ২য় সংস্করণ ঃ প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী ১৯৫৪ । পরিবর্তিত নূতন সংস্করণ ১৯৬৪, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা । ইকবালের শিক্ওয়াহ্ ও জওয়াব-ই-শিক্ওয়াহ্র মূল ছন্দে পদ্যানুবাদ ।

১১. ইকবাল ।
ইকবালের জীবনী ও কাব্যালোচনামূলক বহুল প্রচলিত পুস্তক (প্রথমে বগুড়া হতে ইকবালের জীবনী ও বাণী নামে প্রকাশিত) । প্রথম সংস্করণ ১৯৪৬ । দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৭ । পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৫৮। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৬৪ । রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা ।

১২. **HUNDRED SAYINGS OF THE HOLY PROPHET**
হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর ১০০টি অমিয়বাণী ।
Renaissance Publications, 1945/1949.

১৩. মহাবাণী
বগুড়া, ১৯৪৬ ।
সূরা ফাতিহার অনুবাদ ও বিস্তৃত ভাষ্য তৎসহ শেষ দশ অধ্যায়ের অনুবাদ ও ভাবার্থ ।

১৪. বাইঅতনামা ।
ঢাকা ১৯৪৮ ।
কুরআন ও হাদীসের উপদেশাবলীর অনুবাদ ।

১৫. **ESSAYS ON ISLAM**
রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৭৫ ।

১৬. আমাদের সমস্যা ।
ঢাকা, ১৯৪৯ ।
ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা ও লিপি বিষয়ক ১০টি প্রবন্ধের সংকলন ।

১৭. পদ্মাবতী ।
প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫০। আলাওলের পদ্মাবতীর সংস্করণ, বিস্তারিত ভূমিকাসহ ।

১৮. প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী ।
ঢাকা, ১৯৫২, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ বাণীর সংকলন এবং মন্তব্য ।

১৯. গল্পসঞ্চয়ন ।
ঢাকা, প্যারাডাইস লাইব্রেরী ১৯৫৩ ।
সৈয়দ আলী আহসানের সহযোগে সম্পাদিত ১৬টি গল্পের সংকলন ।
ছোটগল্পের ধারা সম্বলিত ভূমিকাসহ ।

Dhaka University Institutional Repository

২০. বাংলা সাহিত্যের কথা, ১ম খন্ড।
রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৩।
নূতন সংস্করণ ১৯৬৩। পরিমার্জিত সংস্করণ ১৩৭৩। পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ ১৩৭৫। পরিমার্জিত পুনর্মুদ্রণ ১৩৮০। প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্য বিষয়ক ১৭টি প্রবন্ধের সংকলন।

২১. বিদ্যাপতি শতক।
রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৫৪। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৭। বিদ্যাপতির ১০০টি পদের পাঠলিপি ও বাংলা পদ্যানুবাদ। কবি জীবনী ও মৈথিলী ব্যাকরণ সম্পর্কে বিস্তৃত ভূমিকাসহ।

২২. হজ্বের ও রওযা ঃ পাকের যিয়ারতের দো'আ দরূদ।
রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৫৭।

২৩. বাংলা আদব কী তারিখ।
উর্দু ভাষায় রচিত বাংলা ভাষার ইতিহাস ও সাহিত্য।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭।

২৪. তাজরীদুল বোখারী (১০৬২ হতে ১১৬৩ নং হাদিসের অনুবাদ) বোখারী শরীফের অনুবাদ।
বাংলা একাডেমী, ১৯৫৮।

২৫. বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ১৯৫৯।
রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬১।

২৬. শেষ নবীর সন্ধানে।
হযরত মুহম্মদ (দঃ) সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংগ্রহ ১৯৬০।

২৭. **BUDDHIST MYSTIC SONGS.**
Bengali Department, Dacca University, 1960. Revised and Enlarged Edition 1966. Renaissance Printers, Dacca.

২৮. **TRADITIONAL CULTURE IN EAST PAKISTAN.**
Dacca University, Bengali Department, 1961.

২৯. মহরম শরীফ।
আঞ্জুমানে ইশাআতে ইসলাম, ঢাকা ১৯৬২।

৩০. ছোটদের রসূলুল্লাহ্।
প্রথম সংস্করণ ১৯৬২, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা।

৩১. রোযাহ্ ঈদ ও ফিৎরা।
আঞ্জুমানে ইশাআতে ইসলাম, ঢাকা, ১৯৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩২. অমর কাব্য
প্রথম সংস্করণ ১৩৭০, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৩ । 'কসীদুতুলবুর্দ' ও 'বানত-সুআদ' আরবী কাব্যদ্বয় মূল হতে গদ্যানুবাদ ।

৩৩. ইসলাম প্রসঙ্গ ।
প্রথম সংস্করণ ১৯৬৩, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ ১৯৭০ । রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা ।

৩৪. ঈদুল আযহা কুরবানীর আহকাম ।
মূল ঃ মৌলানা মুহম্মদ শফীর পুস্তকের অনুবাদ, ১৯৬৩ ।

৩৫. বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড ।
রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা । প্রথম সংস্করণ ১৩৭১ । পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ১৩৭৪ ।
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের রাজনৈতিক পটভূমি ও বাংলা সাহিত্যের ধারা ।

৩৬. পূর্ব-পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ।
ড. শহীদুল্লাহ্‌র ভূমিকা সম্বলিত ও সম্পাদিত । বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫/বাং ১৩৭২ । ২য় সংস্করণ, বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ।

৩৭. কুরআন প্রসঙ্গ ।
কুরআন ও ইসলাম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের সংকলন, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৩৭৬/১৯৬১ ।

৩৮. **TALES FROM THE QURAN**
Renaissance Printers 1970.

৩৯. **PEARLS FROM THE HOLY PROPHET**
First Published, April 1970, Renaissance Printers, Dhaka.
ইংরেজী ভাষায় হাদীসের অনুবাদ ও রসূলুল্লাহ্ (দঃ) সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৭০ ।

৪০. নবী করীম হযরত মুহম্মদ (দঃ) ।
রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৫ ।

স্কুলপাঠ্য পুস্তক

১. প্রবন্ধ মঞ্জরী
৫ম সংস্করণ/৮ম শ্রেণী, ১৯২৪ ।

২. মক্তব মাদ্রাসা শিক্ষা
২য় ভাগ, ২য় শ্রেণী, ১৯২৫ ।

৩. মক্তব মাদ্রাসা শিক্ষা
৩য় শ্রেণী, ১৯২৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ছোটদের ইসলামী শিক্ষা
১৩৩৯, মক্তব-প্রাইমারী স্কুলের ২য় শ্রেণীর ইসলামী শিক্ষার বই, ১৯৩২ ।

৫. সন্দর্ভ মঞ্জরী
৭ম শ্রেণী, ১৯৩৪ ।

৬. আদর্শ বঙ্গ সাহিত্য
হাইস্কুল ও হাইমাদ্রাসার জন্য, ১৯৩৪ ।

৭. প্রাইমারী শিক্ষা মঞ্জরী
৪র্থ শ্রেণী, ৪র্থ ভাগ, ১৯৩৫ ।

৮. আদর্শ সাহিত্য পাঠ
২য় ভাগ/৮ম শ্রেণী, ১৯৩৮ ।

৯. ইতিহাস মঞ্জরী
৫ম/৬ষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাস, ১৯৩৮ ।

১০. সাহিত্য প্রকাশ
১ম ভাগ, ৩য় শ্রেণী, ১৯৩৯ ।

১১. সাহিত্য প্রকাশ
২য় ভাগ, ৪র্থ শ্রেণী, ১৯৩৯ ।

১২. মধ্যবাংলা ব্যাকরণ
৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণী, ১৯৪১ ।

১৩. সিন্দাবাদ ও সওদাগর
প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী ।

১৪. সেকালের কথা
প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ৩য় শ্রেণীর ইতিহাস ।

১৫. ভারতবর্ষের ইতিহাস
১৯৪১ ।

১৬. পাকভারত কথা
প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের ইতিহাসের বই, ১৯৪৮ ।

১৭. মক্তব পাঠশালা
১ম ভাগ, ১ম শ্রেণী/বাংলা বই, ১৯৪৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. মক্তব পাঠশালা
২য় ভাগ, ২য় শ্রেণী, ১৯৪৯।

১৯. মক্তব পাঠশালা
৩য় ভাগ, ৩য় শ্রেণী, ১৯৪৯।

২০. সাহিত্য প্রকাশ
৪র্থ ভাগ, ৬ষ্ঠ শ্রেণী।

২১. দেশের কথা।
৫ম শ্রেণীর জন্য ইতিহাস, ১৯৫০।

২২. ব্যাকরণ পরিচয়
হাইস্কুল/হাইমাদ্রাসার জন্য পাঠ্য বই, ১৯৫০।
৭ম, ৮ম শ্রেণী।

২৩. মক্তব পাঠশালা
৪র্থ ভাগ, ৪র্থ শ্রেণী, ১৯৫০।

২৪. আদর্শ বাংলা সাহিত্য
১ম ভাগ/৬ষ্ঠ শ্রেণী, ১৯৫১।

২৫. আদর্শ বাংলা সাহিত্য
১ম ভাগ/৬ষ্ঠ শ্রেণী, ১৯৫১।

২৬. আদর্শ বাংলা সাহিত্য
৩য় ভাগ/৪র্থ সংস্করণ/৮ম শ্রেণী, ১৯৫১।

২৭. কথা মঞ্জরী
৯ম সংস্করণ/৪র্থ শ্রেণী, ১৯৫১।

২৮. চরিতকথা
১ম ভাগ/৩য় সংস্করণ/৭ম শ্রেণীর দ্রুতপঠন, ১৯৫১।

২৯. চরিতকথা
২য় ভাগ/৮ম শ্রেণীর দ্রুতপঠন, ১৯৫১।

৩০. ছোটদের নবী কথা
৫ম শ্রেণী ১৯৫১।

৩১. প্রাথমিক বাংলা সাহিত্য
৩য় সংস্করণ/৬ষ্ঠ শ্রেণী, ১৯৫১।

Dhaka University Institutional Repository

৩২. জ্ঞানের কথা
দ্রুতপঠন, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য, ১৯৫২।

৩৩. ছোটদের ইতিকথা
১ম খণ্ড, ৩য় শ্রেণীর ইতিহাস বই, ১৯৫৫।

৩৪. ছোটদের ইতিকথা
২য় খণ্ড, ৪র্থ শ্রেণীর ইতিহাস বই, ১৯৫৫।

৩৫. ছোটদের দিনীয়াত শিক্ষা
আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা।

৩৬. নব ইতিহাস মঞ্জরী
৪র্থ শ্রেণীর জন্য ইতিহাস।

৩৭. নব ব্যাকরণ মঞ্জরী
৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জন্য, ১৩৬৪/১৯৫৭।

৩৮. নীতিকথা
৯ম সংস্করণ/৩য় শ্রেণীর দ্রুতপঠন, ১৯৫৭।

৩৯. প্রথম বাংলা ব্যাকরণ
৩য় সংস্করণ/৬ষ্ঠ শ্রেণীর, ১৯৫৭।

৪০. সহজ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা
৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণী, ১৯৬২।

৪১. সরল বাঙ্গালা ব্যাকরণ
৮ম শ্রেণী, ১৯৬৬।
(তালিকা বহির্ভূত পাঠ্য পুস্তক আরো ছিল)

সম্পাদিত গ্রন্থ

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিতব্য।

২. উর্দু অভিধান-উর্দু উন্নয়ন বোর্ড করাচীর প্রচেষ্টায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কর্তৃক সম্পাদিত-প্রকাশিতব্য।

৩. কুরআন শরীফ
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর পীর সাহেব কেবলা হযরত আবূ বকর সিদ্দিকী (রাঃ) (ফুরফুরা শরীফ)-এর নির্দেশে কুরআন শরীফের বঙ্গানুবাদ ১৯৪৯ সালে শেষ করেন। সুরা বাকারা ও

Dhaka University Institutional Repository

আমপারায় ভাষ্য ও তফসীরও লেখেন। ইহার অংশ বিশেষ কলিকাতা জাগরণ মাসিক পত্রিকা ও ঢাকার কুরবানী নাম পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

৪. **Diamond verses from the Holy Quran**
100 verses selected by Dr. Md. Shahidullah with Index. Completed on 17.10.52

৫. মওলানা করামত আলী জৌনপুরী (রাঃ) জীবনী পাণ্ডুলিপি ০৭.১২.৬৪।

প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য

১. আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা
আল ইসলাম, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

২. বুস্তার বঙ্গানুবাদ
আল এসলাম, আষাঢ় ১৩২৩।

৩. সাহিত্যের রূপ (১)
শিখা, ১৩৩৫।

৪. সাহিত্যের রূপ (২)
মোহম্মদী, ১৩৩৬।

৫. পল্লী সাহিত্য
মোহম্মদী, ১৩৩৮।

৬. হাফিজ
বঙ্গভূমি, ভাদ্র ১৩৪৪।

৭. মরমী কবি রবীন্দ্রনাথ
সাহিত্য বিতান, ১৩৪৫, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

৮. বাংলা নাটকে জাতীয়তা
গতি, ১ম বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ১৩৪৯।

৯. বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব
গতি, ২য় বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৫০।

১০. মালিক মুহম্মদ জায়সী ও তাঁহার পদ্মাবতী
দিলরুবা, মাঘ ১৩৫৬।

১১. সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা
ইমরোজ, আশ্বিন ১৩৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

১২. পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ
অগত্যা, ১৯৫০, ১৩৫৭।

১৩. বাঙ্গালী ফারসী কবি ফাৎহ আলী
মাহে নও, শ্রাবণ ১৩৬০।

১৪. পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য
সাহিত্য-বিপ্লব সংখ্যা, ১৩৬৭।

১৫. গল্পের রূপান্তর
সমকাল, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬।

১৬. মদন বাউল ও লালন শাহের কাব্যে
আত্মনিবেদনের সুর
সমকাল, ৩য় বর্ষ, ভাদ্র ১৩৬৬।

১৭. গল্পের জন্মান্তর
বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫।

১৮. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ
সমকাল, ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৮।

১৯. ভক্ত নজরুল
দিলরুবা, আষাঢ় ১৩৬৯, ১৪ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

২০. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বই বিচিত্রা, জুলাই ১৯৬২/১৩৬৯
২৩.০৪.৫৪ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ থেকে উদ্ধৃত।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

১. বাঙালী জীবনে মুসলমান প্রভাব
কোহিনূর, ১৩১৮।

২. বৌদ্ধ গান ও দোহা
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৭। ৪র্থ সংখ্যা

৩. ময়নামতির গান
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ১৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪. সিদ্ধ কানুপার গীত ও দোহা
প্রতিভা, কার্তিক ১৩২৯।

৫. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ধারা
প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩০।

৬. শ্রীকর নন্দী কবীন্দ্র পরমেশ্বর
প্রতিভা, ১৩৩০।

৭. সিদ্ধাকানুপা
প্রতিভা, শ্রাবণ ১৩৩০।

৮. কবি সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩১।

৯. সিদ্ধাকানুপার গীতের ভাষা
প্রতিভা, শ্রাবণ ১৩৩২।

১০. সৈয়দ আলাওলের গ্রন্থাবলীর কাল নির্ণয়
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩১, ১ম সংখ্যা

১১. প্রথম মহীপাল দেব খ্রিবল
হরপ্রসাদ সংবর্ধনা, লেখমালা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৩৯।

১২. ধর্মমঙ্গলে হরিশচন্দ্রের পালা
বঙ্গশ্রী, ১ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ১৩৪০।

১৩. বড়ুচণ্ডীদাসের পদ
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৩, ১ম সংখ্যা

১৪. সাম্যবাদী বঙ্কিম
বঙ্কিম স্মৃতি, ১৩৪৬।

১৫. বৌদ্ধ গান ও দোহার পাঠ আলোচনা
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৮, ২য় সংখ্যা

১৬. ভুসুকু
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৮, ১ম সংখ্যা

১৭. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পূর্ববঙ্গের নারী
সুপর্ণ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী নিবাস বার্ষিকী), ১৩৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি পাঠ বিচার
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৮।

১৯. আলাওল
ফজলুল হক মুসলিম হল বার্ষিকী, ২য় বর্ষ, ১৩৪৯।

২০. চণ্ডীমঙ্গলের একটি পুঁথির পরিচয়
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৯। ৩য় সংখ্যা

২১. পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবিগণ
শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, মাঘ ১৩৪৯। ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

২২. বড়ু চণ্ডীদাস
শান্তি, আশ্বিন ১৩৪৯।

২৩. সিদ্ধাকানুপার দোহা ও তাহার অনুবাদ
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৯। ১ম সংখ্যা

২৪. সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতী
মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৩।

২৫. প্রাচীন বাংলা লেখকগণ
শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৫৫।

২৬. আলাওলের পদ্মাবতীর উপাখ্যান
দিলরুবা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৫৬।

২৭. ১৮১০ সালের ছাপা একখানা বাংলা ইংরেজী বই
মাহে নও, ফাল্গুন ১৩৫৭।

২৮. ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম মুসলমান গদ্য লেখক
ইমরোজ, ভাদ্র ১৩৫৮।

২৯. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান
মাহে নও, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮।

৩০. মহাকবি কায়কোবাদ
মাহে নও, আশ্বিন ১৩৫৮।

৩১. মহাকবি সৈয়দ সুলতান
মাহে নও, অগ্রহায়ন ১৩৫৮, শ্রাবণ ১৩৬১।

Dhaka University Institutional Repository

৩২. ঢাকার কবি গরীবুল্লাহ মোল্লা
মাহে নও, ভাদ্র ১৩৫৯ ।

৩৩. বিদ্যাপতির পদাবলীর সংস্করণ
ইমরোজ, আষাঢ় ১৩৫৯ ।

৩৪. বিদ্যাপতির পদের ভাষা
মাহে নও, কার্তিক ১৩৫৯ ।

৩৫. শেখ কবিরের একটি পদ
মাহে নও, শ্রাবণ ১৩৫৯ ।

৩৬. কাজল রেখা
পাকিস্তানের লোক কাহিনী, ঢাকা ১৩৬০ ।

৩৭. চণ্ডীদাসের সমস্যা
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা ১৩৬০ ।

৩৮. গোরক্ষ বিজয়
এলান, মে ১৯৫৩ । ২য় বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ১৩৬০ ।

৩৯. গোরক্ষ বিজয়ের রচয়িতা
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৬০, ৬০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ।

৪০. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের রাজনৈতিক পটভূমি
মাহে নও, ভাদ্র ১৩৬০ ।

৪১. ময়ুরভট্ট
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ৬০ বর্ষ, ১৩৬০ ।

৪২. মরহুম আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ
মুখপত্র, অগ্রহায়ণ ১৩৬০ ।

৪৩. পুঁথি সাহিত্যের আদি কবি গরীবুল্লাহ্ শাহ
মোহাম্মদী, কার্তিক ১৩৬১ ।

৪৪. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ধারা
মাহে নও, আষাঢ় ১৩৬১ ।

৪৫. ভেলুয়া সুন্দরী
পূর্ববঙ্গের লোকগীতিকা, ১৯৫৫ । ১ম সংখ্যা ১৩৬২

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. মহাকবি আলাওল
মাহে নও, শ্রাবণ ১৩৬২।

৪৭. মহুয়া
পূর্ববঙ্গের লোকগীতিকা, ১৯৫৫। ১ম সংখ্যা ১৩৬২

৪৮. পুঁথি সাহিত্যের উৎপত্তি
মাহে নও, পৌষ ১৩৬৩।

৪৯. সৈয়দ হামজা
দিলরুবা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩।

৫০. কানুপার কাল নির্ণয়
সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৪।

৫১. আলাওলের পদ্মাবতীর বিশুদ্ধ সংস্করণ
বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র-চৈত্র ১৩৬৫।

৫২. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
মাহে নও, কার্তিক ১৩৬৫।

৫৩. কবি শ্রীমতি রহিমুন্নেসা
৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮।

৫৪. বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা
মাহে নও, চৈত্র ১৩৬৭।

৫৫. কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর কে ?
প্রবাসী, ৬০তম বার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৬৭।

৫৬. কবি আলাওল
লেখক সংঘ পত্রিকা, চৈত্র ১৩৬৮।

৫৭. চর্যাপদের পাঠ আলোচনা
সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা ১৩৭০। ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

৫৮. প্রাচীন বাংলা সাহিত্য
ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৭১।

৫৯. বাংলা ভাষার উন্নয়নে বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা ও অবদান
মাহে নও, চৈত্র ১৩৭২।

Dhaka University Institutional Repository

৬০. মুসলিম বিজয় ও বাংলা সাহিত্য
মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ ১৩৭৩।

ভাষাতত্ত্ব ও লিপি সংস্কার

১. পারসী ও আরবী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও তৎসম্পর্কে অক্ষরান্তীকরণ প্রতিভা
জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮।

২. বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ
কোহিনূর, ১৩১৮।

৩. বাঙলা ভাষাতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ
বাংলার বাণী, ১৩১৮।

৪. বাংলা অভিধানে আমোদ
নৈবেদ্য, ১৩২৩।

৫. বাংলা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৫, ১ম সংখ্যা।

৬. আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপান্তর
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২৫।

৭. বাঙলা ভাষায় একারের বক্র উচ্চারণ
মুসলিম ভারত, ১৩২৭।

৮. কানুপার দোহার টীকা
প্রতিভা, চৈত্র ১৩২৯।

৯. বাংলা বানান সমস্যা
প্রতিভা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩১/কার্তিক-পৌষ ১৩৩১।

১০. বাংলা ভাষার অনুজ্ঞা
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩১।

১১. বাংলা ও তাহার সহদোরা ভাষায় বর্তমান কালের উত্তম পুরুষ
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৭।

১২. বাংলা ও তাহার সহদোরা ভাষা
মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮।

১৩. ভাষার উৎপত্তি
সলিমুল্লাহ্ হল বার্ষিকী, ১৩৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. সংস্কৃত ও পারসী
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৫০ ।

১৫. আমাদের কওমী জবান
মাহে নও, পৌষ ১৩৫৫, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ।

১৬. আরবী হরফে বাংলা ভাষা
আজাদ, ৬ বৈশাখ ১৩৫৬ ।

১৭. শোজা বাংলা
ঢাকা প্রকাশ, ৫ আষাঢ় ১৩৫৬, ৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ।

১৮. বাংলা অক্ষর বানান ও ভাষা সংস্কার
ইমরোজ, কার্তিক ১৩৫৭ ।

১৯. বাংলা ভাষার জাতি
ইমরোজ, কার্তিক ১৩৫৭ ।

২০. বাংলা বর্ণমালার সংস্কার
মাহে নও, আষাঢ় ১৩৫৯ ।

২১. বাংলা লেখা
মোহাম্মদী, পৌষ ১৩৫৯ ।

২২. আরবী বর্ণমালা
মাহে নও, ফাল্গুন ১৩৬০ ।

২৩. জেলা চব্বিশ পরগণার উপভাষা
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৬১ বর্ষ, ১ম খন্ড, ২য় সংখ্যা, ১৩৬১ ।

২৪. বাংলা ও উর্দু
মাহে নও, ভাদ্র ১৩৬১ ।

২৫. ভাষা ও ব্যক্তিত্ব
এলান, মার্চ, ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

২৬. প্রাকৃত ও বাংলা
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৬৩, ২য় সংখ্যা ।

২৭. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কতদিনের ?
প্রবাসী, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৬৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

২৮. বৌদ্ধ গানের ভাষা
সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৬৪, বর্ষা সংখ্যা।

২৯. পকিস্তানের ভাষা ও সাহিত্য
মাহে নও, আষাঢ় ১৩৬৫।

৩০. বাংলা ভাষায় পারসীর প্রভাব
সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৬৫, বর্ষা সংখ্যা।

৩১. ভাষা ও সমাজ
এলান, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮, ৭ম বর্ষ, ১২ সংখ্যা।

৩২. বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত
সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৫০, ৪র্থ সংখ্যা।

৩৩. বাংলা ভাষার ধ্বনি ও সংস্কার
বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৭, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র।

৩৪. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে উর্দু-হিন্দি প্রভাব
মাহে নও, শ্রাবণ ১৩৬৭।

৩৫. হিন্দু-আর্য্য মূলভাষা বা আদিম প্রাকৃত
বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৭।

৩৬. ফারসীর বাংলা দখল
লেখক সংঘ পত্রিকা, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৬৮।

৩৭. বাংলা লিপি ও বানান সংস্কার
বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

ধর্ম ও তত্ত্ব (ইসলাম ধর্ম)

১. কুরআন শরীফ ও জ্যোতিষ
আল ইসলাম, কার্তিক ১৩২২।

২. কুরআন শরীফ ও বিজ্ঞান
আল ইসলাম, শ্রাবণ ১৩২২।

৩. পূণ্য কথা
আল ইসলাম, বৈশাখ ১৩২২।

Dhaka University Institutional Repository

৪. কুরআন শরীফ ও পুনর্জন্মবাদ
আল ইসলাম, আষাঢ় ১৩২৩।

৫. কুরআন শরীফ ও দুঃখতত্ত্ব
আল ইসলাম, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪।

৬. ইসলাম ধর্ম্মের আদর্শ ও আমাদের আশা
আল ইসলাম, পৌষ ১৩২৫।

৭. কাসীদতুল বুর্দ
(ইমাম বুসরীর বিখ্যাত কবিতার অনুবাদ)
আল ইসলাম, বৈশাখ ১৩২৬।

৮. কুরআন শরীফ ও যুদ্ধনীতি
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ১৩২৭।

৯. বানত সু'আদ
(একটি বিখ্যাত আরবী কবিতার অনুবাদ)
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ১৩২৭।

১০. ইসলাম ও বিশ্বসেবা
মোয়াজ্জিন, মাঘ ১৩৩৫।

১১. কুরআন অনুবাদ
মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ ১৩৪২।

১২. আকাবার প্রথম অঙ্গীকার
মোহাম্মদী, আশ্বিন ১৩৫৪।

১৩. ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ
মাহে নও, শ্রাবণ ১৩৫৬।

১৪. কুরআন শরীফের আয়াতের সংখ্যা
প্রতিধ্বনি, ভাদ্র ১৩৫৬।

১৫. শবে কদর ও কুরআন
দিলরুবা, আষাঢ় ১৩৫৬।

১৬. আখেরী চাহার সুম্বা ও তাহার তারিখ
মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. হযরত মুজদ্দিদ আলফেসানী (রঃ)
চরিত্র কথা-১ম ভাগ, ১৩৫৮ ।

১৮. ইসলামী রাষ্ট্র ও ব্যাঙ্ক
নেজামে ইসলাম, ঈদ সংখ্যা, ০৮/০৬/১৯৬৩/১৩৬০

১৯. শবে মিরাজের তারিখ
মাহে নও, আশ্বিন ১৩৬০ ।

২০. হযরত নুর কুতুবুল আলম
মাহে নও, ভাদ্র ১৩৬২ ।

২১. মৌলানা জালালুদ্দিন রুমী
মাহে নও, ১৩৬২, মার্চ ১৯৫৫ ।

২২. দোযখের শাস্তি
পৌষ ১৩৬৩, তর্জমানুল হাদীছ ।

২৩. কুরআন কুঞ্জিকা
সুরা ফাতেহা ও বাকারার ৯০টি আয়াতের অনুবাদ ও ভাষ্য
জাগরণ (কলিকাতা), ১৩৬৩ ।

২৪. হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর গীতি
মহাকবি গ্যাটের কবিতার অনুবাদ
মাহে নও, চৈত্র ১৩৬৬ ।

২৫. হযরত য়ুনুস
ছোটদের নবী কথা, ১৩৬৬ ।

২৬. কুরআন প্রদীপ
পবিত্র কোরআন-এর কতিপয় সূরার অনুবাদ ও তফসীর
আল ইসলাম, সেপ্টেম্বর ১৯৬০/১৩৬৭ ।

২৭. জগতের আদর্শ নেতা
জিহাদ, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা । দিশারী, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৭ ।

২৮. ইসলাম মানবতার মুক্তির দূত
মাহে নও, ১৩৬৮, ১ম বর্ষ, ১১ সংখ্যা ।

২৯. ইসলামী সমাজের রূপ
ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, এপ্রিল ১৯৬১/১৩৬৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩০. ইসলামের দৃষ্টিতে ললিতকলা
ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৬১/১৩৬৮ ।

৩১. ঈদুল আযহা ও কুরবানীর আহকাম
আঞ্জুমানে ইশা'আতে ইসলামে, ১৯৬১/১৩৬৮ ।
প্রচার পুস্তিকা ।

৩২. কুরআন অনুবাদের মূলনীতি
ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, ১৯৬১/১৩৬৮ ।

৩৩. খোৎবা
ইমাম ও ওলামা সেমিনারে ভাষণ
মাদ্রাসা আলীয়া, জুন ১৯৬১/১৩৬৮ ।

৩৪. আল কুরআন নাসিখ ও মনসুখ
ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৬২/১৩৬৯ ।

৩৫. ইসলাম প্রচারে সিলেটের ভূমিকা
মাহে নও, ১৯৬২/১৩৬৯ ।

৩৬. আদর্শ মানব
মৃত্তিকা সাহিত্য বার্ষিকী, ১৯৬২/১৩৬৯ ।

৩৭. ইসলামে নারীর ধর্ম সম্বন্ধীয় অধিকার
সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল বার্ষিকী, ১৯৬২/১৩৬৯ ।

৩৮. মহানবীর (সঃ) উদারতা
মদীনা, সীরাতুন্নবী সংখ্যা, ১৩৬৯ ।

৩৯. সত্যের সংগ্রামে মহানবী
সবুজ পাতা, আগস্ট ১৯৬২/১৩৬৯ ।

৪০. হাদীসের আলাপন
(মিসকাতুল মসাবীহ হতে ছোটদের জন্য নির্বাচিত ২০টি হাদিসের কথোপকথনের অনুবাদ)
আলাপনী, ১৯৬২ । ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৯ ।

৪১. হাদীসে নারীর স্থান
মহিলা, ফেব্রুয়ারী ১৯৬২/১৩৬৯ ।

৪২. ঈদুল আযহা
মহিলা, ১৯৬২/১৩৬৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩. আল্লামা ইকবাল
মহিলা, এপ্রিল ১৯৬২/১৩৬৯।

৪৪. শবে বরাত
সীরাতুন্নবী (২য় খন্ড) বাং ১৩৬৯।

৪৫. বিশ্বদরবারে হযরত (দঃ)
মাহে নও, ১৯৬৩, ১৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৩৭০।

৪৬. রোযা
মহিলা, ০১/০২/১৯৬৩।

৪৭. ইসলামের সামাজিক আদর্শ
মহিলা, ১৩৭০।

৪৮. কুরআন মতে জাতির উন্নতি ও অবনতি
পয়গাম, আযাদী সংখ্যা, ১৪/০৮/১৯৬৪ ইং/বাং ১৩৭১।

৪৯. হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ও মানবাধিকার
মাহে নও, ভাদ্র ১৩৭১।

৫০. আমাদের সংস্কৃতি
মাহে নও, কার্তিক ১৩৭২।

৫১. ইসলাম ও রাষ্ট্রনীতি
পয়গাম, পাকিস্তান দিবস সংখ্যা, ১৯৬৫/১৩৭২।

৫২. দুই যিহাদ
পয়গাম, ১৯৬৫। বিপ্লব দিবস সংখ্যা, ১৩৭২।

৫৩ হজ্জ
গ্রামের কথা, ২য় বর্ষ, ২২/২৩ সংখ্যা, ১৩৭২।

৫৪. মুহররম
পয়গাম, ০১/০৫/১৯৬৬/১৩৭৩।

৫৫. হয়রত সৈয়দ আহমদ ব্রেলভির ধর্মীয় জেহাদ আন্দোলন
পয়গাম, ১৯৬৬, বিশেষ সংখ্যা, ১৩৭৩।

৫৬. নাসিহাতুন্নবী
সীরাতুন্নবী (২য় খন্ড), ১৩৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

৫৭. রসূল (সাঃ) শিক্ষা-মানবতার সেবা ও বিশ্বমানবতা
পৃথিবী, ১৩৭৪ ।

৫৮. কুতুবুল এরশাদ হযরত সুফী ফৎহ আলী (রাঃ)
তবলীগ, ১লা ভাদ্র, ১৩৭৪ ।

৫৯. হযরত মৌলানা সূফী মুহম্মদ আবূ বকর সিদ্দিকী (রাঃ) তবলীগ
মরহুম পীর সাহেবের স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৭৪ ।

৬০. কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান
পৃথিবী, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭/১৩৭৪ ।

হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি

১. মদনভস্ম, সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা
ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩১৬ ।

২. গোত্রভিদ ইন্দ্র
নৈবেদ্য, ১৩২২ ।

৩. কবীর সাহেব ও হিন্দু ধর্ম
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৫ ।

৪. আর্য-জাতির প্রাচীনতম প্রেমকাহিনী
বঙ্গভূমি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ ।

৫. ভরত, কন ও বিশ্বামিত্র
প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫৩ ।

৬. হৈহয় কুলের শার্য্যাত শাখা
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৫৪ বর্ষ, ১ম খন্ড, ২য় সংখ্যা, ১৩৫৪ ।

৭. প্রাচীন বারতের গোবধ
মোহাম্মদী, শ্রাবণ ১৩৫৯ ।

৮. শ্রীমদ ভগবদ গীতার একটি পাঠান্তর
প্রবাসী, ১৩৬৩ ।

৯. গীতা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব
প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৬৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

খৃষ্ট ধর্ম

১. খৃষ্টীয় চতুর্থ গ্রন্থসমূহের ইতিহাস
আল ইসলাম, শ্রাবণ ১৩২৩।

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব

১. হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মিলনভূমি
উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ ১৩৪০।

২. পূণ্যময়ী শামসুন্নাহার
প্রশস্তি, ১৩৩১।

৩. চিত্রাঙ্গদা
রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাটকের সমালোচনা
সওগাত, পৌষ ১৩৫০।

৪. রবীন্দ্রনাথের রাজা
প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫২।

৫. এয়াকুব আলী চৌধুরীর মানব মুকুট
এলান, মে ১৯৫৩।

৬. মাসনভী
মাহে নও, চৈত্র ১৩৬১।

৭. পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার
মাহে নও, চৈত্র ১৩৬২।

৮. শহীদে করবালা
(মুন্সী সা'দ আলী ও মুন্সী আবদুল ওহাবের গ্রন্থের পরিচয়)
বাংলা পুঁথি সাহিত্য, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৩৬২।

৯. সমাজ ও সংস্কারক
বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ ১৩৬৩।

১০. ময়নামতির গান
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, কার্তিক ১৩২৭।
পুনর্মুদ্রণ মাহে নও, মাঘ ১৩৬৫।

১১. মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহম্মদ
মাহে নও, বৈশাখ ১৩৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

১২. আল এসলাম
মাহে নও, পৌষ ১৩৬৯ ।

১৩. বাংলা মর্সীয়া সাহিত্য
ডাঃ গোলাম সাকলায়েন, ১৩৭১ ।

১৪. আমাদের প্রাচীন শিল্প
তোফায়েল আহমদ, ১৩৭১ ।

১৫. সুন্দরবনের ইতিহাস
আ.ফ.ম. আবদুল জলীল
পরিচয় পত্র, ১৩৭৪ ।

১৬. হযরত শাহ্ মখদুম রূপস (রঃ)-এর জীবন ইতিহাস
আবু তালেব, ১৩৭৫ ।

বিবিধ

১. আমাদের ভাষা সমস্যা
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ১৩২৫ ।

২. ভারতের সাধারণ ভাষা
মুসলিম ভারত, ১৩২৭ ।

৩. বাংলা সাহিত্য ও ছাত্রসমাজ
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ১৩২৭ ।

৪. ইবনে বতুতা ও তাঁহার বাংলা ভ্রমণ
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৯ ।

৫. আগ্রা যাত্রীর পত্র
সাপ্তাহিক সোলতান, আষাঢ় ১৩৩০ ।

৬. আমার কাইনী ফুরুলো
মুসলিম হল ম্যাগাজিন, ১৩৩৩ ।

৭. নজরুল ইসলামের একটি পুরান চিঠি
সাপ্তাহিক সওগাত, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ ।

৮. প্যারীর পত্র
সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বার্ষিকী, ১৯২৭/১৩৩৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

৯. একখানা চিঠি
মোয়াজ্জিন, কার্তিক ১৩৩৫ ।

১০. মহাপুরুষের মাপকাঠি
মাসিক সঞ্চয়, আশ্বিন ১৩৩৫ ।

১১. যুবক মোসলেম
মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ ।

১২. ওমর খৈয়ামের প্রাচীনতম জীবন বৃত্তান্ত
ছায়াবীথি, ফাল্গুন ১৩৪০ ।

১৩. শাহনামা আবেস্তা ও বেদ
সবুজ বাংলা, মাঘ ১৩৪১ ।

১৪. জাতীয় মিলনের পথে
বঙ্গভূমিত, শ্রাবণ ১৩৪৪ ।

১৫. নববর্ষের বাণী
সুপর্ণা, ১৯৪০/২য় সংখ্যা, ১৩৪৭ ।

১৬. রবীন্দ্র প্রয়াণে
জয়শ্রী, আশ্বিন ১৩৪৮ ।

১৭. চৌরঙ্গীনাথ
উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৪৮ ।

১৮. ঈদ
বগুড়ার সংখ্যা, ঈদ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫২ ।

১৯. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা
আজাদ, শ্রাবণ ১৩৫৪ ।

২০. পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার ভাষা সমস্যা
তকবীর, বগুড়া, পৌষ ১৩৫৪ ।

২১. দেশ বিদেশের ছেলেমেয়ে
মক্তব পাঠমালা, ৩য় ভাগ, ১৩৫৬ ।

২২. সত্যিকারের আযাদী
ঢাকা প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৫৬, শরৎ সংখ্যা ।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. জাতির উত্থান ও পতন
মাহে নও, ভাদ্র ১৩৫৭।

২৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সিলেবাস
আজাদ, ২১/০৬/১৯৫০/১৩৫৭।

২৫. ইকবালের চিন্তাধারা-খুদী
এলান, জুলাই ১৯৫২/১৩৫৯।

২৬. ইকবাল দর্শনে খোদাতত্ত্ব
মাহে নও, বৈশাখ ১৩৬০।

২৭. কবি বন্দে আলী মিয়া
সোনার বাংলা, ২রা আশ্বিন, ১৩৬০।

২৮. আত্মকলহ ও অবিশ্বাস
এলান, জানুয়ারী ১৯৫৪/১৩৬১।

২৯. আবুল কাসেম ফেরদৌসী
মহিলা, আগস্ট ১৯৫৪/১৩৬১।

৩০. অর্ধশতাব্দী পূর্বে প্রেসিডেন্সী কলেজ
লোক সেবক, ১৭/০৬/১৯৫৫/১৩৬২।

৩১. হজ্বযাত্রী
আমার বাংলা, আশ্বিন ১৩৬২।

৩২. হযরত আবদুল কাদির জীলানী (রঃ)
মাহে নও, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩।

৩৩. ইসলামী জমহুরীয়াত পাকিস্তান
মাহে নও, চৈত্র ১৩৬৪।

৩৪. পুরানো ঢাকার দরগাত
এলান, আগস্ট ১৯৫৭/১৩৬৪।

৩৫. লোক সংস্কার
সাহিত্যিকী, রাজশাহী ১৩৬৬, শরৎ সংখ্যা।

৩৬. আমার সাহিত্যিক জীবন (স্কুল জীবন)
দিলরুবা, পৌষ ১৩৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. পেয়ার শাহ্ (চব্বিশ পরগণার লোক ইতিহাস)
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৬৭, ২য় সংখ্যা।

৩৮. শ্লোকাংশ
আগামী, ঈদ সংখ্যা, ১৩৬৭।

৩৯. আমাদের শিক্ষা সংস্কার-ধর্ম ও চরিত্রগঠনে
মাহে নও, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮।

৪০. পূণ্যস্মৃতি
আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র জন্মশত বর্ষপূর্তি স্মারক গ্রন্থ, ১৩৬৮।

৪১. তাপসী রাবিয়া শামিয়া
মহিলা, শ্রাবণ ১৩৬৯।

৪২. মুসলিম পারিবারিক আইন ও নারী কল্যাণ
মহিলা, ১ম বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ১৩৬৯।

৪৩. হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রাযিঃ)
ইসলাম প্রসঙ্গ, ১৩৬৯।

৪৪. দার্শনিক আল-কিন্দী
মাহে নও, কার্তিক ১৩৭০।

৪৫. পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি
খাদেম, জানুয়ারী ১৯৬৩/১৩৭০।

৪৬. ইসলামী আদর্শবাদ ও পাকিস্তান
মাহে নও, চৈত্র ১৩৭১।

৪৭. সৈয়িদ মুহম্মদ জামালুদ্দীন হুসয়নী আফগামী
বাংলা একাডেমী পত্রিকা, চৈত্র ১৩৭১।

৪৮. ললিত কলা
বলাকা, বার্ষিকী-১৩৭১।

৪৯. মুসলিম কর্মবীর ইকবাল
জীবনের আলো, ফাল্গুন ১৩৭২।

৫০. দেশের উন্নতি
গ্রামের কথা, ১ম/২য় সংখ্যা, ১৩৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

৫১. বাদ্য ও নৃত্য
পৃথিবী, আশ্বিন ১৩৭৩।

৫২. শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক (মরহুম)
শতাব্দীর সূর্য, এপ্রিল, ১৩৭৩।

৫৩. নীতির মূলসূত্র-পূণ্যপাপ ও অপরাধ সম্পর্কে ধারণা
ইসলামী একাডেমী বুলেটিন।

৫৪. পাকিস্তান আন্দোলনের দার্শনিক পটভূমি
মেঘনা, ১ম সংখ্যা, ১৩৭৪।

কবিতা, ছোটগল্প ও চিঠি
(প্রকাশিত ও পাণ্ডুলিপি)

কবিতাপঞ্জি

১. অধ্যবসায়
(মুদ্রা রাক্ষস হতে অনুবাদ) শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থে সংকলিত

২. উন্নতি
(আলিফ লায়লা হতে অনুবাদ) শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থে সংকলিত

৩. কবি ও ভ্রান্ত মানব
আল ইসলাম, আশ্বিন ১৩২৩।

৪. কাসীদা : গাওসীয়া
মাহে নও, ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৩।
হযরত বড়পীর সাহেবের রচিত 'সূফী' কবিতার অনুবাদ

৫. জাতীয় সঙ্গীত
মাহে নও, ১৯৫৪।

৬. জীবনের লক্ষ্য ও পরিণতি
আল ইসলাম, কার্তিক ১৩২২।

৭. দীওয়ানে অয়সী
মোহাম্মদী, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৪৬।

৮. নব্যচীন
ক্যান্টন যাত্রার পথে বিমানে রচিত ০২/০৬/১৯৫৬
জাগরণ, নভেম্বর ১৯৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

৯. না'ত
জামী হইতে অনুদিত ২০/০৭/৫৭
শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থে সংকলিত।

১০. নির্ভর
মসনভী হতে অনুবাদ
শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থে সংকলিত।

১১. নতুন পুরুষ মুক্ত
সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল ম্যাগাজিন

১২. পাকিস্তান দিবস
১৪ই আগষ্ট ১৯৬২
শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থে সংকলিত।

১৩. প্রার্থনা
শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থে সংকলিত।

১৪. বিনয়
অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ হতে অনুবাদ। শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থে সংকলিত।

১৫. ভাল ছেলে
পাঠ্য পুস্তকে সংকলিত।

১৬. মাতোয়ালা
বিচিত্রা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৩৯
মূলছন্দের অনুকরণে কবি হাফিযের একটি কবিতা অনুবাদ

১৭. রমযানের চাঁদ
কোহিনুর, ভাদ্র ১৩১৮।

১৮. লাইলীর প্রতি মজনু
বঙ্গভূমি, ১৩৪৪।

১৯. শহরজাদী
পল্লীশ্রী

২০. সত্যেন্দ্র স্মরণে
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৯।

Dhaka University Institutional Repository

২১. সুপ্রভাত
রচনাকাল ০২/০১/৫৬, ২১শে স্মরণিকা, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন

২২. হজ্জযাত্রী
মক্কা শরীফে রচিত, ০৩/০৮/৫৫, শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থে সংকলিত।

২৩. হাফিযের গজল
বঙ্গভূমি, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ও ৫ম সংখ্যা, ১৩৪৪
হাফিজের একটি গযল 'মত' এর অনুবাদ।

২৪. হাফিযের গযল
বঙ্গভূমি, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৪৪
হাফিজের একটি গযল 'সাকী' এর অনুবাদ।

২৫. সুখ
প্রবন্ধ মঞ্জরী (পাঠ্যপুস্তক)

২৬. দশরথের মুনিপুত্র বধ
রামায়ণ হতে অনুদিত, ২৯/০৯/১৯০৫ (পাণ্ডুলিপি)

২৭. দরমদেহে করম (ফার্সী কবিতা)
০৯/১২/১৯০৩ (পাণ্ডুলিপি)

২৮. খেতাব বনফস্ (ফার্সী কবিতা)
২৯/১২/১৯০৩ (পাণ্ডুলিপি)

২৯. রাম বনবাসের পর, রামায়ণ হতে অনূদিত
২২/০২/১৯০৪ (পাণ্ডুলিপি)

ছোট গল্প

১. রকমারী
অনূদিত ও স্বলিখিত ১০টি গল্পের সংকলন

২. গরুচোর
মোহাম্মদী, ১৩৩৭
একটি ফারসী গল্পের অনুবাদ।

৩. ধোকাবাজি
সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল বার্ষিকী, ১০ম বর্ষ, ১৩৪৪
লুই কে গ্রঁমর, ফরাসী গল্পের অনুবাদ

Dhaka University Institutional Repository

শিশু সাহিত্য

শিশু মাসিক 'আঙ্গুর'-এ প্রকাশিত লেখা

আঙ্গুর, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ)

১. তিন শিষ্যের কথা (মহাভারত হতে)
২. পরিশ্রম (কবিতা; আরবী হতে)

আঙ্গুর, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ)

১. বিধাতার পরীক্ষা (হাদীস হতে)
২. দয়ার রাণী (প্রবন্ধ)
৩. তিন শিষ্যের কথা
৪. পিঠার গাছ (লোক কাহিনী)

আঙ্গুর, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১৩২৭)

১. রূপসী (ডেনমার্কের রূপকথা)
২. ঈশ্বর যাহা করেন ভালর জন্য করেন (কোরান ও হাদীস হতে)
৩. গল্পে
৪. ভেল্কির মজা

আঙ্গুর, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

১. প্রশ্ন
২. অঙ্ক
৩. রূপসী কথা (উপকথা)
৪. বিনয় (কালিদাসের শকুন্তলা হতে)

আঙ্গুর, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

১. রেলগাড়ীর জন্মকথা
২. হযরত লোকমান (জীবনী)
৩. খেলা

আঙ্গুর, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

১. গোলাম বাদশাহ (ইতিকথা

আঙ্গুর, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

১. রোস্তম পালোয়ান

Dhaka University Institutional Repository

অভিভাষণ

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বহু সভা সমিতি, সম্মেলন ও অধিবেশনে সভাপতি, উদ্বোধক ও প্রধান অথিতি হিসেবে ভাষণ দিয়েছেন। তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হল :

১. অভিভাষণ
যশোহর-খুলনা, সিদ্দিকিয়া, সাহিত্য সমিতি
৮ম অধিবেশনে, ১৩২৩।

২. অভিভাষণ
দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনীতে
৮ম অধিবেশনে, ১৩২৪।

৩. অভিভাষণ
চট্টগ্রাম মুসলমান ছাত্র সম্মিলনীতে সভাপতির অভিভাষণ, ডিসেম্বর ১৯১৮
আল-ইসলাম, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৫।

৪. অভিভাষণ
দ্বিতীয় সাহিত্য পরিষদ ছাত্র সম্মিলনীতে প্রদত্ত অভিভাষণ
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, কার্তিক ১৩২৭।

৫. অভিভাষণ
মুসলিম সাহিত্য সমাজ, ৩য় বার্ষিক অধিবেশন
ঢাকা-১৩৩৫।

৬. অভিভাষণ
নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম যুবক সম্মেলন, ২য় অধিবেশন
কলিকাতা, অক্টোবর ১৯২৮।

৭. অভিভাষণ
নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম যুবক সম্মেলন, ২য় অধিবেশন
কলিকাতা, ১৩/১৪ই অক্টোবর ১৯২৮।

৮. অভিভাষণ
নেত্রকোনা মুসলিম সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত
মোহাম্মদী, কার্তিক ১৩৩৬।

৯. অভিভাষণ
ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় খাদেমুল এনছান সমিতির এবং খাদেমুল এনছান সমিতিসমূহের মুখপাত্র 'মোয়াজ্জিন'-এর প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ
মোয়াজ্জিন, কার্তিক ১৩৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

১০. অভিভাষণ
আল হক সাহিত্য সমিতি
পাকুন্দিয়া, ময়মনসিংহ, ১৩৩৬ ।

১১. অভিভাষণ
মুসলিম যুবক সম্মেলন
চট্টগ্রাম, ৭ বৈশাখ, ১৩৩৭/১৯৩০ ।

১২. অভিভাষণ
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, বিংশতম, চন্দন নগর অধিবেশনে
বিষয় : বাঙলা বানান সমস্যা
ফেব্রুয়ারী ২১/২৩, ১৯৩৫ ।

১৩. বগুড়া জেলা শিক্ষক সম্মেলন-সভাপতির ভাষণ
সোনাতলা, ২৮ এপ্রিল, ১৯৩৫ ।

১৪. অভিভাষণ
চাঁদপুর মুসলিম যুবক সমিতির একাদশত বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে সভাপতির বক্তৃতা
তাং- ০২/০৫/১৯৩৭, বঙ্গভূমি, আষাঢ় ১৩৪৪ । ১ম পর্ব, ১ম সংখ্যা ।

১৫. অভিভাষণ
পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনী, ১১ অধিবেশন
কিশোরগঞ্জ, আষাঢ় ১৩৪৫ ।

১৬. অভিভাষণ
প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন
দেওয়ানগঞ্জ, ২৬ এপ্রিল, ১৯৪০ ।

১৭. অভিভাষণ
পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষক সম্মেলন
ধলগাছ (রংপুর), ০২/০৫/১৯৪৮ ।

১৮. অভিভাষণ
পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ঢাকা
৩১ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ ।

১৯. অভিভাষণ
ত্রিপুরা জেলা শিক্ষক সমিতি, ১৩ বার্ষিক সম্মেলন
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

২০. অভিভাষণ
ফরিদপুর শিক্ষা সম্মিলনীতে প্রদত্ত অভিভাষণ
তাং- ২৮/০১/১৯৫০, দিলরুবা, আষাঢ় ১৩৫৭ ।

২১. অভিভাষণ
সিলেটে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সাহিত্য বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ
তাং- ১০/১০/১৯৫৩, দিলরুবা, অগ্রহায়ণ ১৩৬০ ।

২২. অভিভাষণ
আলাপনী মজলিসের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধনী 'অভিভাষণ'

২৩. **উদ্বোধনী ভাষণ : পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন**
২৩ এপ্রিল, ১৯৫৪ ।

২৪. অভিভাষণ
নওরোজ সাহিত্য সম্মেলন
১৪ বার্ষিক অধিবেশন, ১৭ এপ্রিল, ১৯৫৫ ।

২৫. **সভাপতি অভিভাষণ : পাকিস্তান রাইটার্স পিণ্ড আয়োজিত আলাওল স্মরণোৎসব**
১৪/০৩/১৯৬২ ।

২৬. অভিভাষণ
জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন
যশোর, ৩১/০৮/১৯৬৩ ।

২৭. অভিভাষণ
বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ-এর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে
তাং- ১১/০৪/১৯৬৫ ।

২৮. অভিভাষণ
নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান ও বাংলা ভাষা সংস্কার
বয়স্ক শিক্ষা সেমিনার ।

২৯. অভিভাষণ
ঈমান এঅল বিষয় 'খোৎবা' ।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদিত পত্রিকা

১. আঙ্গুর
শিশু মাসিক, কলিকাতা, ১৩২০, সম্পাদক।

২. আল এসলাম
মাসিক, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩২২, সহ-সম্পাদক।

৩. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা
ত্রৈমাসিক, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩২৫, যুগ্ম-সম্পাদক।

৪. **The Peace**
Quarterly and Monthly, Dacca, 1922-30, Editor.

৫. বঙ্গভূমি
মাসিক, ঢাকা, আষাঢ় ১৩৪৫, সম্পাদক।

৬. তকবীর
পাক্ষিক, বগুড়া, ১৯৪৬-৪৭, সম্পাদক।

৭. কাজের কথা (পাক্ষিক)
সম্পাদক, ১৯৫১
জনশিক্ষা আন্দোলনের মুখপাত্র।

বেতার ভাষণ

১. তদানীন্তন অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং পাকিস্তান বেতার ঢাকা কেন্দ্র হতে বিভিন্ন সময়ে বহু ভাষণ প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু বিস্তারিত সূচী প্রণয়ন সম্ভব হয় নি, অনেক ভাষণ এলান, মাহে নও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা ভাষণ

১. শেখ সাদী
এলান, অক্টোবর ১৯৫১।

২. হযরত আবূ বকর পয়লা খোতবা
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ১০ মিনিট, ২৫/১১/১৯৫১।

৩. মৌলানা মুহম্মদ আলী
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ১০ মিনিট, ০৫/০১/১৯৫২।
এলান, ফেব্রুয়ারী ১৯৫২।

Dhaka University Institutional Repository

৪. পুঁথি সাহিত্য, পুঁথি সাহিত্যের ভাষা
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ১০ মিনিট, ১৫/০৪/১৯৫৩ ।

৫. ইকবাল প্রতিভা, শিক্ষাবিদ ইকবাল
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ১৫ মিনিট, ১১/০৫/১৯৫৩ ।

৬. ইসলামের অভ্যুদয়
বেলুচিস্তান, ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ১০ মিনিট, ১৩/০৫/১৯৫৩ ।

৭. রাষ্ট্রদেহের দুষ্ট কথা : আত্মকলহ ও অবিশ্বাস
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ১০ মিনিট, ১৪/১০/১৯৫৩ ।

৮. কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ১৭/০১/১৯৫৪ ।

৯. ভাষা ও তার ব্যবহার, ভাষা ও ব্যক্তিত্ব
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ১০ মিনিট, ২৮/০১/১৯৫৪ ।

১০. আমাদের সাহিত্যের সমস্যা, পাকিস্তানের বাংলা ভাষার রূপ ভিন্ন হবে
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ২২/০৪/১৯৫৪ ।

১১. আলাওল
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ২৬/০৭/১৯৫৪ ।

১২. আদর্শ মানব হযরত মোহাম্মদ
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ১০ মিনিট, ০৬/১১/১৯৫৪ ।

১৩. মনে রাখার মতো সামস তাব্রিজের বাণী
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ১০ মিনিট, ১৯/১০/১৯৫৪ ।

১৪. হযরত আবদুল কাদির জিলানী
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ১০ মিনিট, ০৮/১২/১৯৫৪ ।

১৫. পূর্ব বাংলার প্রবাদ ও প্রবচন, গাঁয়ের কূটনীতি
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ১০ মিনিট, ১৭/১২/১৯৫৪ ।

১৬. স্মৃতি সম্পদ, আবৃতি মানবমুকুট, ইয়াকুব আলী প্রণীত
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ১০ মিনিট, ০৮/০৮/১৯৫৪ ।

১৭. মনে রাখার মতো, ফরিদ উদ্দিন আতাহার
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ৪ মিনিট, ০৭/০১/১৯৫৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. সৈয়দ আহম্মদ খান
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ১৫ মিনিট, ২৭/০৩/১৯৫৫ ।

১৯. কবি পরিচিতি, কায়কোবাদ
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ১০ মিনিট, ০৩/০৪/১৯৫৫ ।

২০. বিশ্ব-সভাতে মুসলমানের দান ঃ ইবনে সিনা
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ৮ মিনিট, ১৫/০৪/১৯৫৫ ।

২১. রোজার ফজিলত
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ৫ মিনিট, ১৯/০৪/১৯৫৫ ।

২২. পুঁথি পরিচয় ফতেহ্ শ্যাম
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ১০ মিনিট, ০৬/০৫/১৯৫৫ ।

২৩. পুঁথি পরিচয় শহীদ-ই-কারবালা
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ১০ মিনিট, ০৩/০৬/১৯৫৫ ।

২৪. হযরত নূর কুতুবে আলম
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ১৫ মিনিট, ০৯/০৬/১৯৫৭ ।
এলান, জুন ১৯৫৭, মাহে নও, ১৩৬২ ।

২৫. পুরনো ঢাকার দরগাহ
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ১৫ মিনিট, ১১/০৬/১৯৫৭ ।

২৬. সিলেটের হযরত শাহজালাল
ঢাকা বেতার কেন্দ্র, ১৫ মিনিট, ০৫/০৫/১৯৫৮ ।

২৭. পল্লী উন্নয়নে মৌলিক গণতন্ত্র
মুদ্রণে পাক জমহুরিয়ত, ১৪/০৮/১৯৬৪ ।

২৮. ভাষা শিক্ষা
বেতার ভাষণ, ৩০/০৭/১৯৬৫ ।

২৯. ইসলাম প্রচারে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির কর্মবিবরণ
১০/০৬/১৯৬৭ ।

৩০. ইকবালের জীবন দর্শন
মুদ্রণ এলান, এপ্রিল ।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

১. শূন্য পূরান, চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত
বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৩৩৬।

২. কোরান কণিকা, মীর ফজলে আলী, ১৯৩১।

৩. Introduction
Ethics of Islam, Syed Amir Ali
Noor Library Edition, Calcutta, 1951.

৪. ফারহংগে রাব্বানী উর্দু-বাংলা অভিধান, ১৯৫৮।

৫. লোক সাহিত্য, আশরাফ সিদ্দিকী
স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৩।

৬. রবি পরিক্রমা, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ১৯৬৩।

৭. পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৩৭২।

৮. বাংলা সাহিত্যের ধারা (প্রাচীন মধ্যযুগ)
মুহম্মদ আবূ তালিব, ১৯৬৮।

৯. মণিদীপ : এস. এন. কিউ জুলফিকার আলী

PUBLISHED ARTICLES IN ENGLISH

PHILOLOGY

1. Outlines of the Historical Grammar of Bengali Language Journal of the Department of letters.
Calcutta University, 1920, p. 365-366.

2. Derivation of the Biblica Proper names in the Quran Peace Vo. III, No. 10 (March 1925), p. 25-27.

3. Etymologies of Kubta, Lagh, Eagh, Geveya and Laguio in the inscriptions of Asoka.
Indian Historical Quarterly, Vol. 1, No. 1 (March 1925), p. 100-102.

4. 'Indian Loan Words in Arabic'
Peace, Vol. III, No. 3 (September 1925), p. 125-127.

Dhaka University Institutional Repository

5. 'Magadhi Prakrit and Bengali'
Indian Historical Quarterly, Vol. 1, No. 3 (September 1926), p. 433-442.

6. 'The Apabhramsa Stabaks of Ramasarman. A few Suggestions 'The Indian Antiquary Vol. LVI (1927), p. 224.

7. 'Munda Affinities of Bengali'
Proceedings of the Sixth Oriental Conference (1931), p. 715-721.

8. 'A Brief History of the Bengali Language'
Dacca University Journal. Vol. VII (1923), p. 94-119.

9. Indo European 'kh' in Sanskrit and Avesta.
Indian Historical Quarterly, Vol. IX, No. 3 (March 1936)

10. 'Philology and Indian Linguistic'
Dacca University Journal. Vol. V, No. 1 (July 1941), p. 83-94.

11. 'Parakrit Inscriptions of the kings of Andhradesha' Journal of the Andhra Historical Research Society. Vols. XIII-XIV (December 1940-April 1949, p. 137-140).

12. Scientific Study of the Sanskrit Language.
Prachyayant, October 1944.

13. The Language Problems of Pakistan
Weekly Comrade, August 3, 1947.

14. Urdu Script for Bengali
Pak. Observer, February 5, 1952.

15. 'The Philology of the Pashto Language'
Journal of the Asiatic Society of Pakistan, June 1962, p. 1-10.

16. 'The Common Origin of Urdu and Bengali'
Pakistan Quarterly, October 1959.

17. 'The Indo-Aryan Parent Speech'
Indian Linguistics, December 1959.

18. The Origin of the Bengali Language Bengali Literary Review
Karachi, 1959.

19. The Sumerians and the Urdu Language
Dawn, Karachi, July 21, 1959.

Dhaka University Institutional Repository

20. Origin of the Sinhalese Language
Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society
Vol. VIII, Part 1, New Series 1962, p. 108-111.

21. The Influence of Urdu Hindi on Bengali Language and Literature
Journal of Asiatic Society of Pakistan, June 1962, p. 1-10.

22. Language of the North-Western Fomtien of Pakistan
Pakistan Linguistics, 1963.

LITERATURE

1. The Custom of Circumcision among the Divisions Journal of Asiatic of Bangla.
(New Series Vol. XVI, 1912).

2. 'Bengali Contribution to Sanskrit Learning'
Dacca University Journal, Vol XI (1935), p. 54-61.

3. 'Ancient Indian Folklore'
Dacca University Journal, Vol XIV (1940), p. 15-19.

4. Umar Khayyam
Dilruba, Vol. III, No. 4 (1954), p. 25-26.

5. Muslim Contribution to Early Bengali Literature
morning news, 23rd and 25th May, 1950.

6. Religion and Literature
The Republic, Dacca, Reprinted Bengali Literary
Karachi on 1955, p. 64-67.

7. Iqbal Philosophy of Life
The Republic, Vol. IV, No. 1 (March 1960), p. 23-26.

HISTORY

1. Who are the Asvins
Modern Review, Vol. XII, No. 12 (December 1912), p. 595-600.

2. The Date of Manik Ganguly's Dharma Mangal
Indian Historical Quarterly, Vol. 1, No. 1 (March 1925).

Dhaka University Institutional Repository

3. Gopala Deva 1 of Bengal
   Indian Historical Quarterly, Vol. VII, No. 3 (September 1931), p. 530-536.

4. Appreciation Akbar by some Contemporary Writer
   Dacca University Journal, Vol. IX (June 1933).

5. The First Aryan Colonisation of Ceylon
   Indian Historical Quarterly, Vol. IX, No. 3 (September 1933), p. 742-750.

6. The Date of Vidyapati
   Indian Historical Quarterly, Vol. XX, No. 3 (September 1944), p. 211-217.

7. The Varena Country of Aveste
   Indo Iranica, Vol. III, No. 2, October 1948, p. 15-18.

8. Semantic changes in Indo-Aryan Language
   Bengali Literary Review, Vol. 11-1, April 1965.

9. The Ancient Indus-vally People.
   Dawn, Karachi, May 4, 1959.

10. The Date of Gopichandra
    Nalini Kanta Bhattasali Commemoration Volume, Dacca 1966, p. 1-3.

RELIGION

1. The Sincerity of the Prophet Muhammad
   The Musalman, June 8, 1917.

2. 'Ad-du us Suryanee'
   Peace, Vol. 1, No. 4 (November 1922).

3. 'As-habbul Kahaf'
   Peace, Vol. 1, No. 5 (December 1922), p. 73-77.

4. Qurbani
   Peace, Vol. 1, No. 3 (October 1922), p. 30-37.

5. The Mission and the Message of the Prophet of Arabia
   Peace, Vol. 1, No. 2 (September 1922), p. 17-21.

6. The Reformation in the Light of Islam
   Peace, Vol. 1, No. 3 (March 1922), p. 35-37.

Dhaka University Institutional Repository

7. The Religion of Peace
   Peace, Vol. 1, No. 1 (August 1922), p. 2-4.

8. Fastings
   Peace, Vol. 1, No. 9 (April 1923).

9. The Highest Good According to the Quaran
   Peace, Vol. 11, No. 11-12 (June-July 1923), p. 170-176.

10. God's Message to the Christians
    Peace, Vol. 11, No. 6 (January 1924), p. 81-85.

11. The Haji
    Peace, Vol. III, No. 11-12 (June-July 1924), p. 179-183.

12. Ramadhan
    Peace, Vol. III, No. 1 (March 1925), p. 39-40.

13. The Testment of Abu Hanifa
    Peace, Vol. , No. 1 (March 1924).

14. Faith of Islam, the Prophet. Resurrection and the last day.
    Peace, Vol. II, Nos. 9-12 (April-July 1924) and Vol. III, No. 4 January 1926.

15. God and Man
    Peace, Vol. II, No. 2 (September 1928), p. 17-22.

16. Napoleon on Islam
    Peace, Vol. V, No. 1 (September 1929), p. 130-38.

17. Islam and Hinduism
    Peace, Vol. VI, Nos. 6-7 (June-July, 1930).

18. Non-Violence in Islam
    Peace, Vol. VI, No. 1 (January 1930), p. 1-74 and 17-18.

19. The Rites and Rituals of Islam
    Peace, Vol. VI, No. 6 (June 1930), p. 109-116.

20. Where Hinduism and Islam meets
    Prabudha Bharata, Calcutta, Vol. XXXVIII, No. 11, November 1933.

21. The Need of Religion
    The Messenger, Vol. VII, No. 8-10.
    August-October, 1940, p. 161-165, 187-197.

Dhaka University Institutional Repository

22. Morality and Religion
The Culture for Progress, March 1954.

23. The Most Essential and Fundamental Values of Islam Read at a Symposium on Islam, Dacca 1955.

24. Islam's Potential Contribution to World.
Read at the International Islamic Coloquim, Lahora, 1958.

25. Social Structure of Islam
Reads at symposium of Islam, Dacca 13/01/1958.

26. The Atom Bomb A Prophecy in the Quran
Dawn, Karachi, February 14, 1960.

27. The Significance of Id al-Fiter
Pakistan Observer, March 29, 1960.

28. Islam's Attitude towards the fine Arts.
Matters of moment published by the Bureau of National Reconstructions, Dacca 1962.

29. Some Economic Concepts of Islam
Morning News, Dacca, February 24, 1963.

30. The Correct Date of Millad-un-Nabi
Morning News, Dacca, February 07, 1964.

31. Ijtihad (our thoughts Compilation of Essay by Bureau of National Reconstruction) 1964.

32. The Authenticity of Hadeeth
Pakistan Observer, Dacca.

TRANSLATION

1. The French Poet and Writer
De Lamartine on the Prophet of Islam
Peace, Vol. 1, No. 7-8 (July-August 1922), p. 102
A translation from the poets historic de-La Taruquie. V.I.

2. Reading from Quran Muharram Safar
Peace, Vol. V, No. 6-7 (June-July 1925), p. 81-91
(Muharram, p. 96-108 (Safar).

Dhaka University Institutional Repository

3. Some Prayers of the Prophet
Peace, Vol. V, No. 7-8 (July-August 1929), p. 108
English Translation of prayer at the time when the prophet was persecuted by the people of Tayef and he fainted weary and wounded on the Road Side. Quoted from Mishkat and in Hisham.

4. Literary and Scientific Development of Islam
Peace, Vol. VI, No. 9-10 (September-October 1930), p. 161-172.
Translation from L Islam by Prof. Edward Morlet of the University of Geneva.

5. Pearls from Hafiz.
Peace, Vol. VI, No. 2, 3, 5, 6, 7 (February-July 1930), p. 25, 56, 88, 101, 137-78.

6. The Dialogue of the Holy Prophet.
The Messenger (Shillong), Vol. 8, No. 1, January-August, 1940, p. 28-30, 33-36, 70-76, 81-82, 123-125, 143-44, 147-81. Translations of 53 dialogues from Original Source of Tirmizi Bukhari, Muslim Ahmed and other.

7. Hundred Sayings of the Holy Prophet (p).
Translation with text of 100 Sayings of the Prophet (p) from Mashariqul Anwar published by the Author. 1945, 2nd edition, 1949.

8. Apology for Islam
(Translated into English from the French) Translation by Maxime Formant Original in Italian by Laura Veceia Veglieni-Apologic de L Islamisme.

9. The Dohakosha of Saraha
Dacca University Studies, Vol. VII,
No. 1, June 1951, p. 103-114.
Translation of Dohakosha of Saraha which is in Apavarmasha.

STORIES-RETOLD

1. Abel and Cain
Peace, Vol. VI, No. 3 (March 1930), p. 60
The Story of the two sons of Adam and
Eve-Retold form the Quran.

Dhaka University Institutional Repository

2. Adam and Eve
Peace, Vol. VI, No. 1 (January 1930), p. 18-20.
Retold from the children with references from the Quran.

3. Hood and his People
Peace, Vol. VI, No. 5 (May 1930), p. 9-100
The Quranic story retold to the Children.

4. Loqman, the wise
Peace, Vol. VI, No. 8, August 1930, p. 160
The Quranic story retold to the Children.

5. Noah, The Prophet of Allah
Peace, Vol. VI, No. 4, April 11, 1930, p. 78-80
The story of the Prophet Noah, retold from the Quran.

6. Sallh and his people
Peace, Vol. VI, No. 6, June 1930, p. 118-119
The Quranic story retold to the Children.

IMPORTANT ADDRESS

1. Presidential Address Readout at the Assam Moslem students conference, Jorhat, 28/09/1925 (Peace III, No. 3, 1925).

2. Where Hinduism and Islam meet
Prabudha Bharat Vol. XXXVII, No. 11, November 1933, p. 552-557.
A speech delivered at the Orinto, Hall, Shillong under the presidency of Swami Sambuddananda of R. K. Mission.

3. Provost's address
Fazlul Huq Muslim Hall Magazine, Vol. 1, No. 1, 1941, p. 1-6
Delivered to the freshers of the Fazlul Huq Muslim Hall on 02/08/1950.

4. Philology and Indian Linguistics, proceedings of the All India Oriental Conference 11th session. December 1941, p. 75-85. Presidential address to the 11th All India Oriental Conference Philology section Hyderabad.

5. Convention of University and College Teachers of East Bengal Comilla, 16/03/1951.

Dhaka University Institutional Repository

MISCELLANEOUS

1. RAja Rammohan Ray and Islam
The Modern Review, December 1921.

2. The life of Abd-al-Karim the Hero to Rif, Peace, Vol. V, No. 3 (March 1929).

3. Educational Problems of India
Peace, Vol. V, No. 10 (October 1929), p. 156-159.

4. Lingua Franca for India
Modern Review, Vol. LXXVII, No. 2 (August 1945), p. 106-107.

5. Restoration, Renovation and New Interpretation of Muslim Law in Pakistan
Dilruba, Vol. II, No. 2 (1953), p. 17-25.

6. Fiva main problems of Pakistan
Times of Karachi, November 25, 1959.

7. Freedom
Pakistan Observer, Dacca, August 14, 1960.

8. Muslim Law in Pakistan
Dawn, Karachi, January 3-4, 1960.

9. Toward Cultural Homogeneity
Morning News, Dacca, March 23, 1963.

10. Iqbals Universal Message
Life and Light, Vol. III, No. 1, July-September, 1965.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : তিন

অভিনন্দন পত্র

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : তিন
অভিনন্দন পত্র

শ্রদ্ধেয় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রবাস হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে

মুসলিম সাহিত্য সমাজের

অভিনন্দন

হে জ্ঞান পিপাসু তপস্বি !

যাঁর অশেষ কৃপায় আজ তুমি সুস্থ শরীরে কঠোর সাধনালব্ধ কৃতিত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া বিদেশের শ্রদ্ধাবহন করিয়া দেশে শুভ প্রত্যাবর্তন করিয়াছ সেই রহমানুর রহিম রব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে আমাদের শত ধন্যবাদ শত প্রশংসা ।

দুই বৎসর পূর্বে তোমার দৃঢ় সঙ্কল্প, অধ্যাবসায় ও উচ্চাকাঙ্খা দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম । তোমার এই বয়সে পরিবার পরিজনের মায়া মমতা দৃঢ় নিষ্ঠুর হস্তে ছিন্ন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার উপর সমস্ত সমর্পন করিয়া দিয়া তুমি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছ তাহা আমাদের নিকট মানব দুর্লভ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয় ।

হে বীর হৃদয় সমাজগত প্রাণ !

তোমার প্রবাসযাত্রার সঙ্কল্প দেখিয়া অনেকে তোমার বিচার শক্তিতে উপহাস করিয়াছিল। কিন্তু তুমি তাহাতে বিচলিত না হইয়া তোমার আত্ম-প্রত্যয় ও আত্ম-শক্তির যে পরিচয় দিয়াছ তাহা আমাদের মত দুর্বল-চিত্ত, ক্ষীণ সঙ্কল্প ও কর্তব্য বিমুখ সমাজের জন্য একটি উজ্জ্বল ও উদ্দীপনাময় মহৎ আদর্শ । তোমার এই আদর্শ চিরন্তন হইয়া মুসলিম বাঙালার যুবক সম্প্রদায় প্রতিদিন উচ্চতর জ্ঞানের পথে আকৃষ্ট করুক আজ আমরা তোমার কাছে এই আশীর্বাদ ভিক্ষা চাই।

হে কর্মপ্রাণ দরদী !

প্রবাসে যাওয়ার পূর্বে সমাজের কল্যাণের জন্য তোমার শক্তি চতুর্দিকে ব্যাপৃত ছিল । আজ তুমি নবউদ্দমে ইউরোপের নব আলোকে আলোকিত, তোমার চিত্ত প্রসার করিয়া আমাদের সংকীর্ণতমোময় চিত্তে সেই জ্ঞানের শিক্ষা প্রজ্জ্বলিত কর, আমরা দ্রুত অগ্রসর হই । তোমার প্রত্যাবর্তনে আমরা আজ গভীর আনন্দে তোমাকে অভিনন্দন করিতেছি । আশা করি তুমি তোমার স্বভাবগত স্নেহের পরশে আমাদের সমস্ত ত্রুটি মার্জনা করিয়া লইবে । দয়াময় তোমার আয়ু দীর্ঘ করুন ।

ঢাকা

তোমার অনুরক্ত
মুসলিম সাহিত্য সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজের সভাপতি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ নিয়োগ উপলক্ষে

অভিনন্দন

হে মাননীয় সভাপতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি আপনি যে উচ্চতর আসন লাভ করিয়াছেন সেই উপলক্ষে আমরা আপনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। যে আসন আজ আপনি অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা আপনাকেই যোগ্যতম বলিয়া বিবেচনা করি। আপনার ন্যায় প্রকৃত গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তির সমাদর দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।

আপনার প্রতিভা চিরদিনই আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে, কিন্তু আজ সর্বজন সমক্ষে আপনার প্রতিভা পুরস্কৃত হইতে দেখিয়া আমরা গৌরবান্বিত। আমাদের আজিকার এই উৎসব আমাদের সমাজের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকুক ইহাই প্রার্থনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিয়া আপনি দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আপনার এই শুভাগমন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের এক গৌরবময় ভবিষ্যৎ সূচনা করিতেছে। আপনার নব পরিকল্পনায় আমাদের মাতৃভাষা ও সাহিত্য চর্চাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলুন-ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন।

আমরা তাই এই শুভ মুহূর্তে মঙ্গল গান করিতেছি। ভগবানের নিকট আমরা প্রার্থনা জানাইতেছি আপনি শান্তিময় সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া স্বদেশ, সমাজ ও সাহিত্যের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করুন। ইতি,

রমনা, ঢাকা
রবিবার ২২ আগস্ট, ১৯৩৭

বিনয়াবনত
পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজের সভ্যবৃন্দ

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সরকার পুরস্কৃত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী

সুধি

সে আকাশে জ্বলন্ত অজস্র সোনার প্রদীপ, দিনের আলো নিভে এলে চাঁদের সোনালী আলোতে ঝলমল করে উঠ্‌ত সোনালী আকাশের প্রাঙ্গণ, প্রভাতে রাঙা সূর্য আবার তাকে নূতন করে জানাত বন্দনা । তোমার প্রজ্ঞামন আকাশের সৌন্দর্য দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছে । তেমনি অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছে-ওই লাল-নীল-সবুজের সন্ধানে । অবাক বিস্ময়ে এগিয়ে গিয়ে যে মনিময় রত্নমালার সন্ধান পেয়েছ, দু'হাতে তা উপহার দিয়েছ । আমাদের সবার সেও গর্বের বিষয় । পরিচিত আকাশের প্রাঙ্গণে সে নিভৃত সৌন্দর্য মুক্ত মনের সুপ্ত বিচরণ, সর্বাঙ্গ ছন্দোময় সংগীত তোমার সহায় ভাই চোখের সামনে প্রস্ফুট হয়েছে ।

ভাষা বিজ্ঞানী

মানুষের সন্ধানী মন অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত নিজের চতুর্দিকে দৃশ্যমান, অদৃশ্যমানের উৎস সন্ধানে অগ্রসর হয়েছে প্রাণের তাড়নায় । অরণ্যের শাখায় শাখায় নৃত্যের ছন্দের উদ্দামতা, কুহুরবপূর্ণ বিমুগ্ধ অংগণ, শরতের উজ্জ্বলতায় ছাওয়া প্রাঙ্গণ, অন্ধকার রাত্রের বুকে চন্দ্র, তারকাদের বিমুগ্ধ হাসি, তুমি তোমার সন্ধানী মমকে পরিচালিত কোছে তারই রহস্য সন্ধানে । তাদের গোপন ভাষা যে তোমার কাছে গবেষণার বিষয় । দু'চোখে শুধু দেখেই ক্ষান্ত হই নি-নিভৃত অন্তঃপুর চকিত হোয়ে উঠেছে তোমার সঞ্চরণে । সেও আমাদের কাছে এক গৌরবের বিষয় ।

বিদগ্ধ সাহিত্যচার্য

বাংলা সাহিত্য আজ পৃথিবীতে নতুন সম্মানের অধিকারী । অতীতের তার সন্ধান করে নি কেউ। লজ্জা রাঙা নতুন বধুর মত সে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল রাজার অন্তঃপুরে ।

সেখান থেকে যে সে বেরুল তখন তার বেশ দেখে সবাই চমকে উঠল । সর্বাঙ্গে এক বিদ্যুৎদীপ্ত রূপ । রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল তাদের অমর লেখনীতে বাঙলা সাহিত্যকে নানা রঙের পোষাক পরিয়েছেন, মানময় প্রসাদের অন্যান্য হর্ম্য পূরণ করার কাজে ব্রতী হোয়েছেন বিদগ্ধজনেরা । বিজ্ঞানে আমরা মত্ত মানুষকে পেয়েছি, আর সাহিত্যে সমগ্র মানুষটির কলতান ।

Dhaka University Institutional Repository

তোমাকে একদিন বাঙালা বিভাগন নিবিড় করে পেয়েছিল বোলে সে গর্বিত । যে জ্ঞানের আলোদান করেছ, সে ঋণ অপরিশোধনিয় । গ্রাহীতাদের চোখের তারাতে যে উজ্জ্বল অভিব্যক্তি সে তোমার দানেরই উজ্জ্বল ছায়া ।

তোমার গর্বে আমরাও গর্বিত । আমাদের হৃদয়মূলে যে তোমারই কাছ থেকে নেওয়া রস দৃষ্টি। বাঙলা সাহিত্যকে যে উজ্জ্বল আসনে স্থাপিত করেছ, সে আমাদের পরম সৌভাগ্য । ঋণ শোধের আশা আমরা করি না, শুধু জানাই আমাদের প্রাণের তারে যে মৃদু ঝংকার, তারই নিবিড় ব্যঞ্জনা । তোমার যাত্রাপথ বাধামুক্ত হোক ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩০ আষাঢ়, ১৩৬৫ সাল ।

বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের
পক্ষ থেকে
বাংলা সমিতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও সাহিত্য সেবী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ত্রিসপ্ততিতম বৎসর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সম্বর্ধনা

মনীষি

জীবন শুধু কতগুলি মুহূর্তের সমষ্টি নয়, তা কর্ম ও সাধনার মহার্ঘ ক্ষেত্র। মানবতার কোন না কোন উন্নয়নে নিযুক্ত মানুষের দীর্ঘজীবি হওয়া একটি সার্থক ঘটনা। তাই ত্রিসপ্ততিতম বৎসরের জীবন প্রাঙ্গণে তোমাকে দেখতে পেয়ে আজ আমরা আনন্দ ও গর্ব বোধ করছি। এই উপলক্ষে উত্তরাধিকারী হিসাবে তোমার প্রতি আমাদের কর্তব্য পালনের সুযোগ পেয়ে আমরা গৌরবান্বিত।

প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় তোমার দান অপরিসীম। তোমার পাণ্ডিত্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বহু অনুদ্ধৃত অন্ধকার কোনকে নুতন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করেছে। অপভ্রংশ ভাষার ওপরে তোমার ও বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের পদ সম্পাদন বাংলা ভাষার সমৃদ্ধিতে একটি বিস্ময়কর অবদান।

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রেও তোমার দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তোমার অসংখ্য কৃতি ছাত্র আজ জাতীয় জীবনের বহু বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে।

ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ মূলতঃ তোমারই অধ্যাপনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে। মাতৃভাষা বাংলা ভাষার বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি করে প্রতিক্রিয়াশীলরা আমাদের সামগ্রিক জীবনবোধ দ্বিধা জটিল করে তুলতে চেয়েছিল। তোমার সে সময়কার বলিষ্ঠ ভূমিকা জাতির ইতিহাসে মৃত্যুহীন স্বাক্ষর।

প্রবুদ্ধ মনীষি

ভাণ্ডারে তোমার অফুরন্ত সঞ্চয়, আমরা তার কণামাত্র নিয়ে সন্তুষ্ট হবো না। আমরা আরো চাই, তোমার জ্ঞানের আশীর্বাদে জাতিকে তুমি ধন্য করে তোলো। তোমার সঙ্গে জাতির আত্মরিক কৃতজ্ঞতা বন্ধন অবিচ্ছেদ্য হোক। তাই আমাদের কামনা। কর্মক্ষম সুস্থ দেহে তুমি শতায়ু হও।

তোমার জ্ঞান বিদগ্ধ
পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সদস্যবৃন্দ

Dhaka University Institutional Repository

সর্বজন বরেণ্য প্রাজ্ঞ-প্রবর ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে

হে প্রাজ্ঞ-প্রবর

আজ তোমার চুহাত্তরতম জন্মবার্ষিকী উৎসব পালন করিতে সমবেত হইয়া প্রথমেই জানাই আমাদের শত সহস্র সালাম ও তস্‌লিম। তুমি ইহা গ্রহণ করিয়া আমাদের কর সরফরাজ।

হে আদর্শ শিক্ষাবিদ

জ্ঞানের মশাল হস্তে লইয়া তুমি কয়েক যুগব্যাপী স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের রন্ধে রন্ধে বিচরণ করিয়া অভাগা দেশের অজ্ঞানতার তমসা দূর করিবার জন্য যে অসাধ্য সাধন করিয়াছ, তাহা অতুলনীয়। তোমার সেই প্রাণপাতের জন্য দেশবাসী চিরঋণী-চির কৃতজ্ঞ।

হে সাহিত্যিক চূড়ামনি

দেশ এবং বিদেশের সত্যানুসারী অমর মনীষীদের যে অমূল্য সম্পদ অক্লান্তভাবে আহরণ করিয়া স্বীয় মাতৃভাষার ভাণ্ডারে স্তুপীকৃত করিয়াছ, তাহা বাস্তবিকই এক অক্ষয় কীর্তি, জাতির গর্ব ও গৌরবের ধন। এই ধনের ধনী হিসাবে কালের অনন্ত পৃষ্ঠায় তুমি হইয়া থাকিবে অমর ও ভাস্বর।

হে নিরহঙ্কারী শান্তির দূত

তুমি চাহিয়াছ যে, মানুষ স্বীয় অন্তর হইতে দ্বেষ-বিদ্বেষের গ্লানি দূর করিয়া খোদার প্রকৃত 'আশরাফুল মখলুকাৎ'-রূপে জীবনযাপন করুক। সেই তাকিদে তুমি বিভ্রান্ত জনতার মাঝে নির্ভীক চিত্তে আগাইয়া ধীর ও শান্ত সুরে শুনাইয়াছ শান্তির বাণী। তোমার সেই শান্তির বাণীতে মুগ্ধ হইয়া বিবদমানেরা ভুলিয়া গিয়াছে নিজেদের দ্বন্দ্ব-কলহ-বিদ্বেষ।

হে মহান

আজ আমরা তোমার চিরঋণী দেশবাসী খোদার দরগায় এই কামনা জানাই, যেন তিনি তোমায় দান করুন দীর্ঘায়ু, অটুট স্বাস্থ্য, তোমায় করিয়া তুলুন-আরও মহিয়ান, আর গরীয়ান।

<u>সম্বর্ধনা-বাসর</u>

কবি আশরাফ আলী খান স্মৃতি পাঠাগার
১৭ শ্রাবণ, ১৩৬৫-২ আগস্ট ১৯৫৮
ঢাকা।

তোমার গুণমুগ্ধ
চিরকৃতজ্ঞ দেশবাসী

Dhaka University Institutional Repository

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গুণমুগ্ধজন কর্তৃক আয়োজিত সভায় প্রদত্ত

মানপত্র

হে গুণী

আপনার জীবনের আশি বৎসর পূর্ণ হওয়ায় আমরা আনন্দিত। এ বয়সেও যে আদর্শ শিক্ষক ও আদর্শ ছাত্রদের মত আপনার মন-অনুসন্ধিৎসু, সতেজ ও সচল রয়েছে, আমাদের জন্যে তা খোদা তা'লার রহমতস্বরূপ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ভাষা-তত্ত্ব এবং ইসলাম ধর্মের সেবায় আপনি আপনার জীবনের কোন শুভলগ্নে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। আপনার সেই সাধনার ফল আজ আপনি নিজেই প্রত্যক্ষ করছেন। আপনি সৌভাগ্যবান। পাক-ভারত উপমহাদেশে আপনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বহুভাষাবিদ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবক হিসেবেও আপনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। আপনার যশোসৌরভে আমরা আনন্দিত। আমাদের মধ্যে থেকেই নিজগুণে আপনি মহিমান্বিত হয়েছেন।

উদ্দীপ্ত ধর্মবোধ ও ন্যায়ানুসরণ চিরদিন আপনার লক্ষ্য ছিল। আপনার জীবনে তা যেমন অনুসৃত হয়েছে অন্যের জীবনেও তা সংক্রমিত হয়েছে। আপনার ধর্মবোধ ও ন্যায়ানুশীলতা চিরকাল মানুষের অবলম্বন হোক এই আমাদের প্রার্থনা।

যথার্থ জ্ঞান যে মানুষকে স্পর্ধিত করে না, বিনয়ী করে, আপনি তার দৃষ্টান্তস্থল। অনবরত অনুসন্ধিৎসায় আপনার চিত্ত সকল মুহূর্তেই সচল এবং আনন্দিত। আপনার সাহচর্য লাভ করে আমরা সকলেই গৌরবান্বিত।

প্রার্থনা করি সবল দেহ, সুস্থ মন ও আনন্দিত চিত্তের অধিকারী হিসেবে আরও দীর্ঘকাল ধরে আমাদের মধ্যে থেকে আপনি আমাদের অনুপ্রেরণা দান করতে থাকুন।

বাংলা একাডেমী
৯ শ্রাবণ, ১৩৭২, ২৫ জুলাই, ১৯৬৫

আপনার গুণমুগ্ধজন

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর

মানপত্র

হে প্রাজ্ঞ

যে জীবন ফলে ফলে শোভিত তরুর মতো আমাদের দেশবাসীর জীবনে নানাভাবে অশীষ বিছাইয়াদেই, হে সুদীর্ঘ সাধনার স্তবকে সে জীবন । তোমার জন্মদিনের আনন্দে সারাদেশ আনন্দিত । আমরা সে আনন্দে শরিক । আমরা আজ তোমাকে জানাই এই আনন্দের বারতা । আমরা তোমাকে জানাই আমাদের অভিনন্দন, আমাদের প্রীতি, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ।

হে জ্ঞানসাধক, হে শিক্ষাব্রতী

আমাদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে মুলসূত্রগুলি হাজার বছর আগেকার ইতিহাসের বিস্মৃতির অন্ধগুহায় হারাইয়া গিয়াছিল, তাহাদের যারা উজ্জীবিত করিয়াছেন আমাদের এই শতাব্দীতে, সেই অক্লান্ত জ্ঞান সাধকদের তুমি অন্যতম । ফার্সী গজল এবং বাংলা গীতি কবিতার মধ্যে যে গভীর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, সেই অন্তঃশীল সত্যটিকে করেছে উদ্‌ঘাটিত ।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে মুসলিম মানস ও সাধনা জড়াইয়া আছে ওতপ্রোতভাবে, এই চেতনার পরশমনি ছোঁয়াইয়া তুমি আমাদের মধ্যে আনিয়াছ নবজাগৃতি । আমাদের সমসাময়িক সাহিত্য প্রচেষ্টায় আছে তোমার অনুপ্রেরণা । তোমার সৃষ্ট সংগঠন বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য আমাদের বহুমূখী সাহিত্য সাধনার পথিকৃৎ । এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আমাদের আশা আকাঙ্খাগুলি যখন আলোকের পথ খুঁজিতেছে, তখন তুমি আমাদের সামনে আসিয়াছিলে আত্মপ্রকাশের মশাল হাতে নিয়া । সে মশাল আজও আছে তোমার হাতে ।

স্বাধীনতার পরে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের আত্মস্থতা ও সম্প্রসারণের বহুমূখী প্রচেষ্টায় তুমি জোগাইয়াছ তথ্য, তত্ত্ব, প্রেরণা, উদ্দীপনা । আমাদের সাহিত্য .....সমূহের মধ্যে আছে তোমার সাহচর্য । আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য ও ভাষার গবেষণা কেন্দ্রসমূহে আছে তোমার নেতৃত্ব। তোমার জ্ঞান-সাধনা এবং কর্ম-সাধনা আমাদের আগামী দিনের সাথী । আমাদের দেশের ললিতকলার বিকাশেও তোমার সাধনা প্রতিফলিত । আমাদের মধ্যে তোমার এই উজ্জ্বল উপস্থিতিকে জানাই স্বীকৃতি ।

Dhaka University Institutional Repository

হে রসবেত্তা

অতীত ও আগামী দিনের তুমি সেতুস্বরূপ, প্রবীণ ও নবীন সমাজের তুমি মিতা। পাণ্ডিত্য তোমাকে নিরস করে নাই। স্নেহে মমতায় মন্ডিত তোমার চরিত্র। তুমি ধার্মিক, তুমি শিক্ষাবিদ, তুমি সামাজিক, তুমি মিশুক, তুমি সর্বজনের প্রিয় অভিভাবক। তুমি বহু ভাষাবিদ হইয়াও লোকভাসী। মাতৃভাষা বাংলাকে তুমি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ বাগ্মিতায়। জ্ঞানের কোন ভৌগলিক সীমা না মানিয়াও তুমি আমাদের আয়ত্তাধীন। বহু ভাষাবিদ হইয়াও তুমি প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ মাতৃভাষী। হাফিজ ও ইকবালের কবিতার মনি মঞ্জুষাকে যে তুমি আমাদের ভাষার ঝাঁপিতে স্থাপন করিয়াছ, সেখানেও আছে তোমার রসিক মনের স্বাক্ষর। আমাদের মধ্যে তোমার এই সুস্নিগ্ধ উপস্থিতিকে জানাই স্বীকৃতি। কামনা করি, আরও দীর্ঘস্থায়ী হউক এই উপস্থিতি।

১৬ শ্রাবণ, ১৩৭২
১ আগস্ট, ১৯৬৫

গুণমুগ্ধ
বুলবুল ললিতকলা একাডেমী
ঢাকা।